বাংলা একাডেমি

বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি

গ্রন্থমালা

রংপুর

বাংলা একাডেমি

বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি

গ্রন্থমালা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

বাংলা একাডেমি

বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা

রংপুর

প্রধান সম্পাদক

শামসুজ্জামান খান

ব্যবস্থাপনা সম্পাদক

মো. আলতাফ হোসেন

সহযোগী সম্পাদক

আমিনুর রহমান সুলতান

বাংলা একাডেমি ঢাকা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রধান সমন্বয়কারী

মুহম্মদ আবদুল জলিল

সংগ্রাহক

গীতিময় রায়

জিন্নাত রেহানা

মোসা. নাসিমা আক্তার

মো. আসাদুজ্জামান সরকার

www.pathagar.com

বাংলা একাডেমি
বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা
রংপুর

প্রথম প্রকাশ
আষাঢ় ১৪২২/ জুন ২০১৪

বাএ ৫০৯৯

মুদ্রণ সংখ্যা
১২৫০

প্রকাশক
মো. আলতাফ হোসেন
লোকজ সংস্কৃতির বিকাশ কর্মসূচি
বাংলা একাডেমি ঢাকা

মুদ্রণ
সমীর কুমার সরকার
ব্যবস্থাপক
বাংলা একাডেমি প্রেস

প্রচ্ছদ
কাইয়ুম চৌধুরী

মূল্য : তিনশত পঁচাত্তর টাকা মাত্র

BANGLADESHER LOKOJO SOMSKRITI GRONTHAMALA RANGPUR : (Present state of Folklore in Rangpur District) Chief Editor : Shamsuzzaman Khan, Managaing Editor : Md. Altaf Hossain, Associate Editor : Aminur Rahman Sultan, Publication : *Lokojo Somskritir Bikash Karmosuchi* (Programme for the Development of Folklore), Bangla Academy, Dhaka 1000, Bangladesh. First Published : June 2014. Price : Tk. 375..00 only. US$: 7

ISBN-984-07-5118-2

www.pathagar.com

প্রসঙ্গ-কথা

বাংলা একাডেমি তার জন্মলগ্ন থেকেই বাংলাদেশের সমৃদ্ধ ফোকলোর উপাদান (folklore materials) সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং তার গবেষণার প্রয়াস চালিয়ে আসছে। এই কাজের জন্য সূচনাপর্বেই একটি ফোকলোর বিভাগও গঠন করা হয়। এই বিভাগটির নাম লোকসংস্কৃতি বা ঐতিহ্যগত সংস্কৃতি বিভাগ না রেখে ফোকলোর নামটি যে ব্যবহার করা হয় তাতে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। যতদূর জানা যায়, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এই নামকরণ করেন। তবে একই সঙ্গে ফিল্ডওয়ার্কভিত্তিক সংগ্রহ প্রকাশের জন্য যে-সংকলনটি প্রকাশ করা হয় তার নাম ছিল *লোকসাহিত্য সংকলন*। এই নামটি ফোকলোরের অনেকগুলো শাখা-প্রশাখার (genre) একটি প্রধান শাখা মাত্র (folk literature)। এর ফলে ফোকলোরের আধুনিক ও সার্বিক ধারণা সম্পর্কে কিছু অস্পষ্টতার পরিচয় পরিলক্ষিত হয়। এই অপূর্ণতা পূরণের উদ্দেশ্যে ১৯৮৫ সালে আমরা যখন বাংলা একাডেমি থেকে ফোকলোর আধুনিকায়নের লক্ষ্যে ফোর্ড ফাউন্ডেশনের অর্থানুকূল্যে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ফোকলোরবিদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বার্কলিস্থ্ ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাত অধ্যাপক অ্যালান ডান্ডেস, ফিনল্যান্ডস্থ্ নরডিক ইনস্টিটিউট অব ফোকলোরের পরিচালক প্রফেসর লাউরি হংকো, ভারতের মহীশূরস্থ্ কেন্দ্রীয় ভাষা ইনস্টিটিউটের ফোকলোর বিভাগের প্রধান ড. জহরলাল হান্ডু, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিখ্যাত লোকশিল্প বিশেষজ্ঞ ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফোকলোর বিভাগের অধ্যাপক হেনরি গ্লাসি, ইউনিভার্সিটি অব পেনসিলভানিয়ার অধ্যাপিকা মার্গারেট এন মিলস্, পাকিস্তানের লোকভিরসার (ফোকলোর ইনস্টিটিউট অব পাকিস্তান) নির্বাহী পরিচালক আকসি মুফতি, ফিনল্যান্ডের ফোকলোর বিশেষজ্ঞ ড. হারবিলাতি এবং কলকাতার Folklore পত্রিকার সম্পাদক শঙ্কর সেনগুপ্ত প্রমুখ বিশেষজ্ঞবৃন্দকে কর্মশালার ফ্যাকাল্টি মেম্বার করে তিনটি আন্তর্জাতিক কর্মশালার আয়োজন করি। এতে বাংলাদেশের ফোকলোর-বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক মযহারুল ইসলাম, অধ্যাপক আশরাফ সিদ্দিকী, অধ্যাপক আবদুল হাফিজ, অধ্যক্ষ তোফায়েল আহমদ, অধ্যাপক নিয়াজ জামান, ড. হামিদা হোসেন, মিসেস পারভীন আহমেদ প্রমুখ প্রশিক্ষণ দান করেন। বাংলাদেশের আধুনিক ফোকলোর চর্চার অন্যতম পথিকৃৎ অধ্যাপক মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন প্রধান অতিথি হিসেবে প্রথম কর্মশালাটির উদ্বোধন করেন। সেই কর্মশালাসমূহের অভিজ্ঞতার প্রেক্ষাপটে একাডেমির ফিল্ডওয়ার্কভিত্তিক লোকজ উপাদান সংগ্রহসমূহ প্রকাশের পত্রিকার নাম *লোকসাহিত্য সংকলন* পরিবর্তন করে *ফোকলোর সংকলন* নামকরণ করা হয়। ওই কর্মশালা আয়োজনের আগে দেশব্যাপী একটি জরিপের মাধ্যমে ফোকলোরের কোন কোন ক্ষেত্রে কাজ হয়েছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে একেবারেই কোনো কাজ হয়নি তা চিহ্নিত করার জন্য দেশের বিভিন্ন স্থানে জরিপ

www.pathagar.com

চালানো হয়। তবে তখন লোকবল এবং অর্থ সংস্থান সীমিত থাকায় তাকে খুব ব্যাপক করা যায়নি। ফলে বাংলাদেশে ফোকলোর সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও গবেষণার উপর যে-সমস্ত গ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়েছে তার একটি দ্বিভাষিক গ্রন্থ *Bibliography of Folklore in Bangladesh* এবং *Folklore of Bangladesh* নামে ইংরেজি ভাষায় একটি সংকলন গ্রন্থ প্রকাশ করা হয়। এছাড়া *মৈয়মনসিংহ গীতিকা* যেহেতু আমাদের ফোকলোর গবেষণার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হিসেবে বিবেচিত সে-কথাটি মনে রেখে *লোকসংগীত সমীক্ষা : কেন্দুয়া অঞ্চল* প্রকাশ করা হয়। এর লক্ষ্য ছিল *মৈয়মনসিংহ গীতিকা*-র পটভূমি (context) সম্পর্কে অবহিত হওয়া। এ ধরনের বিচ্ছিন্ন দু-একটি কাজের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে ফোকলোরের সামগ্রিক চিত্র পরিস্ফুট হয়নি। সে-কাজ করার মতো অবকাঠামোগত ব্যবস্থা, আর্থিক সঙ্গতি এবং প্রশিক্ষিত লোকবলও তখন বাংলা একাডেমিতে ছিল না। তবুও যাঁরা ছিলেন তাঁরা সকলেই অত্যন্ত নিষ্ঠা ও পরিশ্রমের সঙ্গে কাজ করার ফলে উপাদান যে কম সংগৃহীত হয়েছিল তা নয়। কিন্তু সর্বসাম্প্রতিক গবেষণা পদ্ধতি ও তাত্ত্বিক বিষয়ে ভালো ধারণা না থাকায় বাংলাদেশের ফোকলোরের সামগ্রিক চিত্র যথাযথভাবে উদ্‌ঘাটিত হয়নি। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, কয়েক বছর আগে এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে Cultural Survey of Bangladesh গ্রন্থমালা-এর অধীনে ফোকলোর অংশ ইংরেজি ও বাংলা ভাষায় প্রকাশ করা হয়েছে। এতেও বাংলাদেশের ফোকলোরের ব্যাপকতা, আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের ধরন এবং উপাদানসমূহের প্রবহমানতার ফলে নিয়ত যে পরিবর্তন ঘটছে সে-সম্পর্কেও মাঠপর্যায়ভিত্তিক বাস্তব অভিজ্ঞতালব্ধ (empirical) গবেষণার পরিচয় খুব একটা লক্ষ করা যায় না।

ফোকলোর সমাজ পরিবর্তনের (social change) সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত, বিবর্তিত ও রূপান্তরিত হয়। কোনো কোনো উপাদানের কার্যকারিতা (function) সমাজে না থাকায় তা তখন ফোকলোর হিসেবে বিবেচিত হয় না। সেজন্যই যে-সমস্ত ফোকলোর উপাদানের সামাজিক উপযোগিতা নেই এবং সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে তার কী ধরনের রূপান্তর ঘটছে তা যদি ব্যাখ্যা করা না হয় তা হলে তাকে আধুনিক ফোকলোর গবেষণা বলা যায় না। ফোকলোরের সামাজিক উপযোগিতার একটি প্রধান দিক হলো এর পরিবেশনা (performance)। ফোকলোর হিসেবে চিহ্নিত হওয়ার জন্য সমাজে এর পারফরমেন্স থাকা চাই। ফোকলোরবিদ্যার এ-কালের প্রখ্যাত গবেষক ও পণ্ডিত প্রফেসর রজার ডি আব্রাহামস্ (Professor Roger D Abrahams) তাই বলেছেন, æFolklore is folklore only when performed". অর্থাৎ, যে-সমস্ত ফোকলোর উপাদানের এখন আর পরিবেশনা বা অন্য কোনো সামাজিক কার্যকারিতা (social function and utility) নেই তা আর ফোকলোর নয়।

ফোকলোর চলমান (dynamic) এবং বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষুদ্র গ্রুপসমূহের মধ্যে শিল্পিত সংযোগের (artistic communication) এক শক্তিশালী মাধ্যম। বর্তমান যুগ সংযোগের (age of communication) যুগ। দেশের বিভিন্ন স্থানে স্থানীয় গ্রুপসমূহের মধ্যে লোকজ উপাদানসমূহের (folkloric elements)১ কীভাবে

www.pathagar.com

সাংস্কৃতিক ও শিল্পসম্মত সংযোগ তৈরি হচ্ছে তা জানা ও বোঝার জন্য ফোকলোরের গুরুত্বও তাই সামান্য নয়। এই বিষয়গুলোকে মাথায় রেখেই বর্তমান শেখ হাসিনা সরকারের অর্থানুকূল্যে বাংলা একাডেমি ২০১০-১১ অর্থবছর থেকে *লোকজ সংস্কৃতির বিকাশ কর্মসূচি*-র মাধ্যমে দেশের ৬৪টি জেলার সামাজিক-সাংস্কৃতিক রূপান্তরের ধারায় লোকজ সংস্কৃতির ইতিহাসের একটি রূপরেখা তুলে ধরার লক্ষ্যে প্রতিটি জেলায় একজন প্রধান সমন্বয়কারী এবং একাধিক সংগ্রাহক নিয়োগের মাধ্যমে জেলাসমূহের তৃণমূল পর্যায় থেকে ফিল্ডওয়ার্কের মাধ্যমে উপাদান সংগ্রহের কাজ শুরু করে। কাজের শুরুতে অকুস্থল থেকে কীভাবে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করতে হবে সে-সম্পর্কে তাদের হাতে প্রথমে একটি সাধারণ পরিচিতিমূলক ধারণাপত্র ধরিয়ে দেওয়া হয়। তা ছিল নিম্নরূপ :

লোকজ সংস্কৃতির তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন সংক্রান্ত নির্দেশাবলি

স্থবিরতা নয়, সামাজিক প্রবহমানতার মধ্যে লোকজ সংস্কৃতির উপাদান সংগ্রহ করাই এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য

এই কর্মসূচির উদ্দেশ্য হলো দেশের প্রতিটি জেলার লোকজ সংস্কৃতির তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করে বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতির বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে জানা। সেই লক্ষ্যে প্রতিটি জেলার জন্য মনোনীত একজন প্রধান সমন্বয়কারীর তত্ত্বাবধানে সংগ্রাহকদের মাধ্যমে কাজটি সম্পন্ন করা।

কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে যা করতে হবে

১.সংশ্লিষ্ট জেলা/উপজেলার ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও ফোকলোর বিষয়ক গ্রন্থ পাঠ করতে হবে।
২.সংযোগ ব্যক্তি (contact person) পূর্বেই নির্বাচন করতে হবে।
৩.সংশ্লিষ্ট এলাকায় থাকার ব্যবস্থা আগে থেকেই ঠিক করে রাখতে হবে।
৪.সকল তথ্য-উপাত্ত সরাসরি সক্রিয় ঐতিহ্যধারক (active tradition-bearer)-এর কাছ থেকে সংগ্রহ করতে হবে।
৫.সংগৃহীত তথ্য-উপাত্ত অবশ্যই মৌলিক ও বিশ্বস্ত হতে হবে।
৬.সংগ্রহকালে প্রয়োজনীয় প্রতিটি বিষয় ও পর্যায়ের আলোকচিত্র গ্রহণ করতে হবে।
৭.সংগ্রহ পাঠাবার সময় কাগজের এক পৃষ্ঠা ব্যবহার করতে হবে।
৮.প্রতিটি পৃষ্ঠার নিচে পাদটীকায় দুরূহ আঞ্চলিক শব্দের অর্থ ও প্রয়োজনীয় টীকা (তথ্যদাতার কাছ থেকে জেনে নিয়ে) দিতে হবে।
৯.সংগ্রহ পাঠানোর সময় সেগুলোর কপি নিজেদের কাছে রাখতে হবে।
১০.সংগ্রাহক ও তথ্য প্রদানকারীর নাম, ছবি, বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা, পেশা, বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা (যদি থাকে) প্রভৃতি উল্লেখ করতে হবে।
১১.সংগ্রহের তারিখ, সময় ও স্থান অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে।
১২.বই/প্রবন্ধ থেকে কোনো তথ্য/বিবরণ নেয়া যাবে না। তবে উদ্ধৃতি দেয়া যাবে।

www.pathagar.com

যে-সব তথ্য/উপাদান সংগ্রহ ও লিপিবদ্ধ করে পাঠাতে হবে

ক. জেলা/উপজেলার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

১.জেলা/উপজেলার সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাস ও পরিবেশ-প্রতিবেশ (milieu and context)-এর বিবরণ (২০ পৃষ্ঠা)।

২.জেলা/উপজেলার মানচিত্র, সীমানা, শিক্ষার হার, জনসংখ্যার বৈশিষ্ট্য (১০ পৃষ্ঠা)।

৩.জেলা/উপজেলার নদ-নদী, পুকুর-দিঘি, মসজিদ-মন্দির ইত্যাদি লোকজ সংস্কৃতির উপাদান সৃষ্টিতে কী ভূমিকা রাখছে তার বিবরণ (১৫ পৃষ্ঠা)।

৪.জেলা/উপজেলার প্রধান প্রধান খাদ্যশস্য ও চাষাবাদের সঙ্গে লোকজ ঐতিহ্যের সম্পর্ক (যেমন : নবান্ন, পিঠাপুলি, পৌষ-পার্বণ, বৈশাখি খাবার ইত্যাদি) (২০ পৃষ্ঠা)।

৫.জেলা/উপজেলার ঘরবাড়ি, পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্য-খাবারের লোকজ-ঐতিহ্যগত বৈশিষ্ট্য (১৫ পৃষ্ঠা)।

৬.লোকজ সংস্কৃতিতে জেলা/উপজেলার হাট-বাজারের ভূমিকা (৫ পৃষ্ঠা)।

৭.অন্যান্য ঐতিহ্যিক বিষয়াদি (যদি থাকে)।

খ. লোকজ সংস্কৃতির তথ্য-উপাত্ত সম্পর্কিত

১. জেলা/উপজেলার প্রধান প্রধান লোকসংগীতের নাম, ফর্ম ও গায়নরীতি, কারা গায়ক, কখন গাওয়া হয় ইত্যাদির বিবরণ (৪০ পৃষ্ঠা)।

   ক. লোকসংগীত আসরের বিবরণ, দর্শক-শ্রোতার প্রতিক্রিয়া, কবিয়াল/বয়াতির সংগীত পরিবেশন কৌশল ইত্যাদি লিপিবদ্ধ করতে হবে।

   খ. সংগৃহীত লোকসংগীত কোন শাখার (যেমন : কবিগান, জারিগান, গম্ভীরাগান, সারিগান, বাউলগান, মেয়েলি গীত, বারোমাসি ইত্যাদি) উল্লেখ করতে হবে।

ফিল্ডওয়ার্ক-এর ছক ও আনুষঙ্গিক তথ্যপত্র

প্রস্তুতিপর্ব : ম্যাপ, স্থানীয় ইতিহাস ও সংশ্লিষ্ট বইপুস্তক দেখা, পাঠ ও অনুসন্ধান/সংযোগ ব্যক্তি ও থাকার জায়গা ঠিক করা

ক.ফিল্ডওয়ার্কের নাম, সময়সীমা ও বিষয়, উদ্দেশ্য, প্রকৃতি অর্থ-সংস্থান-সূত্র, উদ্যোক্তা ইত্যাদি ঠিক করা।

খ.ডেস্ক-ওয়ার্কের পরিকল্পনার বিবরণ, ডিভিশন অব লেবার (যৌথ ফিল্ডওয়ার্কে) ও প্রাসঙ্গিক তথ্য।

গ.দলের গঠন-প্রকৃতি, সদস্যবৃন্দ ও ব্যবহৃতব্য যন্ত্রপাতি।

ঘ.যাত্রার বিবরণ (খুব সংক্ষিপ্ত) : যানবাহন, যাত্রা-পথ।

ঙ.স্থানীয় সংযোগ ব্যক্তির নাম ও পরিচয়।

চ.থাকার স্থান : সুবিধা-অসুবিধা এবং ফিল্ডগ্রুপের অকুস্থলে পৌঁছা এবং কোনো কর্মবিভাগ বা আলোচনা হলে তার বিবরণ।

www.pathagar.com

ছ. Milieu-এর প্রাসঙ্গিক বর্ণনা।

জ. উৎসবধর্মী-অনুষ্ঠান হলে : সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, ধরন, কী কী Genre-এর Performance হবে তার বর্ণনা, এর উদ্যোক্তা, অর্থনীতি, উদ্দেশ্য-এর মূল আকর্ষণ বা Main Item-যোগদানকারীদের ধরন, শ্রেণি বয়োবর্গ উদ্দেশ্য, যাতায়াত ও থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা।

ঝ. ফটোগ্রাফার/ভিডিওগ্রাফার থাকলে তিনি নিসর্গ-বিন্যাস, গৃহ ও বাস্তব জীবন-যাত্রার ধরন ও সামাজিক অর্থনৈতিক জীবনের প্রাসঙ্গিক পটভূমির (relevant context) চিত্র বা ভিজ্যুয়াল নেবেন।

১. যে অনুষ্ঠানে ছবি বা ভিজ্যুয়াল নেবেন তার ডিটেইলস, শিল্পীদের গঠন (একক, গ্রুপ, পুরুষ, মহিলা, দ্বৈত, সমবেত), সঙ্গতীয়াদের বাদ্যযন্ত্রাদির ডকুমেন্টেশন করবেন—শিল্পীদের সাদাকালো ছবি কিছু নেবেন, দলনেতাদের সঙ্গে আলোচনা করে বিশেষ ফোকাস ও সময়সীমা এবং তারিখ নির্ধারণ।

২. খাতায় শিল্পী ও সঙ্গতীয়াদের নাম লিখবেন ও চিহ্নিতকরণের ব্যবস্থা করবেন।

৩. শিল্পীর কোনো গান থাকলে বা ভিডিওতে থাকলে ক্রস রেফারেন্স হিসেবে কোন ফিল্ড-সহকর্মী লিখেছেন তার নোট রাখবেন।

৪. মনিটর নেবেন এবং শিল্পী বা তথ্যদাতা রেকর্ড কেমন হলো দেখতে চাইলে দেখাবেন।

৫. কী কী যন্ত্রপাতি নিচ্ছেন তার তালিকা করবেন এবং কতটি ক্যাসেট, ফিল্ম নিলেন তার নাম, সংখ্যা ও দাম লিপিবদ্ধ করবেন এবং অফিসের রেকর্ড-বুকে তুলে রাখবেন।

ঞ. গবেষক যে তথ্যদাতা (informant) বা সংলাপীর (interlocuter) জীবন তথ্য বা অনুষ্ঠানের পরিবেশনার তথ্য (repertoire) নিচ্ছেন তা তিনি একটি প্রক্রিয়া (process) হিসেবে পর্যায়ক্রমে অনুপুঙ্খভাবে নেবেন। প্রয়োজনে তথ্যদাতার সঙ্গে বার বার সংলাপে বসবেন এবং নিয়মিত যোগাযোগ রাখবেন। গোটা পরিবেশনার বৈশিষ্ট্য এতে বিধৃত হবে। ক্রস রেফারেন্স হিসেবে তথ্যদাতা সংলাপীর ছবি নেয়া হয়েছে কিনা নিশ্চিত হবেন। গানের শিল্পী হলে গান যথাযথভাবে (exactly performed) লিখে শিল্পীকে দিয়ে চেক করিয়ে নেবেন।

ট. উৎসবে/এক বা দুই দিনের ফিল্ডওয়ার্কে ব্যক্তি শিল্পীর সঙ্গে বিস্তৃত কাজ করার সুযোগ কম। তবু যতদূর সম্ভব Dialogical Anthropology-র পদ্ধতি অনুসরণ করার চেষ্টা করতে হবে। এক্ষেত্রে একটি বিশেষ সংস্কৃতিতে দেখতে হবে æFrom the perspective of living community and to be specific, functionally", ফলে জীবন্ত সমাজ বা গ্রুপের যে-সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বা ধারা নিয়ে যে-ফিল্ডওয়ার্কার কাজ করবেন তাকে ওই সংস্কৃতি বা উপাদানের সামাজিক, সাংস্কৃতিক গতিশীলতার (dynamics) অভ্যন্তরীণ নিয়ম (inner

www.pathagar.com

rule) এবং পরিবেশনায় শিল্পীর ভূমিকা (role) ও উদ্ভাবনা এবং দর্শক/শ্রোতা (audiance) সক্রিয় ঐতিহ্যবাহকের (active tradition-bearer) প্রতিক্রিয়া/ মিথস্ক্রিয়া বুঝে নিতে হবে—তথ্যদাতাদের সঙ্গে সংলাপের মাধ্যমে বা সময় থাকলে রিফ্লেক্সিভ এথনোগ্রাফির মাধ্যমে। এ ধরনের কাজে তথ্যদাতা বা সংলাপী ওই সংস্কৃতির অভ্যন্তরীণ ব্যাখ্যাতা, বিশেষ শব্দ, প্রতীক বা দুর্জ্ঞেয় তত্ত্বের ব্যাখ্যাতাও হবেন তিনি এবং ফিল্ড গবেষক বাইরের দিক থেকে পর্যবেক্ষক, দলিলীকরণকারী ও সংলাপ সমন্বয়ক। তিনিও ব্যাখ্যাতা তবে বাইরের দিক থেকে।

ঠ. যৌথ ফিল্ডওয়ার্কে দলনেতা প্রতিদিন রাতে সমন্বয় ও মূল্যায়ন সভা করবেন এবং প্রয়োজনে পরিকল্পনার পরিবর্তন বা পুনর্বিন্যাস করবেন।

ড. প্রত্যেক সদস্য যন্ত্রপাতির হেফাজত ও নিরাপত্তার প্রতি লক্ষ রাখবেন।

ঢ. ফিল্ডওয়ার্ক থেকে ফিরে সাত দিনের মধ্যে সকল সদস্য নিজ নিজ প্রতিবেদন জমা দেবেন। ভিডিওগ্রাফার-ফটোগ্রাফার তার কাজ শেষে জমা দেবেন। এরপরে একটি সমন্বয় সভা করে সংগ্রহসমূহের আর্কাইভিং, সম্পাদনা বা প্রকাশনার ব্যবস্থা করতে হবে।

মনে রাখবেন, ফোকলোরবিদ হিসেবে আপনার কাজ হলো আপনার তথ্য-উপাত্ত-উপাদানকে যে-সমাজের ফোকলোর তাদের দৈনন্দিন জীবন, বিশ্বাস-সংস্কার-বিচার-বিবেচনা এবং বিশ্ববীক্ষার নিরন্তর পরিবর্তনশীলতার প্রেক্ষাপটে খুঁটিয়ে দেখে বস্তুনিষ্ঠভাবে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা। উপাদানের অর্থ ও ইতিহাস তাদের কাছ থেকেই জানা এবং সেভাবে রেকর্ড করা।

এই নির্দেশনাটি সমন্বয়কারী এবং সংগ্রাহকদের কাজের জন্য যথেষ্ট ছিল না। কারণ, যাদের নির্বাচন করা হয়েছিল তাদের অনেকেরই আধুনিক ফোকলোর সংগ্রহের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক ধারণা তেমন একটা ছিল না। ১৯৬০-এর দশক থেকে পাশ্চাত্য বিশ্বে ফোকলোর চর্চার (folklore studies) যে নতুন প্যারাডাইম (paradigm) তৈরি হয় তার সঙ্গে আমাদের দেশের ফোকলোর অনুরাগীদের এখন পর্যন্ত সুস্পষ্ট কোনো পরিচিতি ঘটেনি। তাছাড়া আমাদের দেশের ইতিহাসের প্রাচীনতার জন্য এখানকার ফোকলোর চর্চা শুধুমাত্র পাশ্চাত্যের মতো সংকালিক (synchronic) ধারার হলেই উপাদানসমূহের মর্মার্থ যে বোঝা যাবে না সেই জায়গাটা বুঝে নেয়া আরও জটিল। আমাদের ফোকলোর উপাদানের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ইতিহাসের পটে (diachronic) স্থাপন করেই প্রেক্ষাপট (context) হিসেবে অকুস্থলের পরিবেশনকলার (local performance) অনুপুঙ্খ রেকর্ড না করা হলে সে-ব্যাখ্যাবয়ান বাস্তবানুসারী (empirical) হবে না। এই কথাগুলো মনে রেখেই সংগ্রহ কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিদের (field-worker) জন্য দুইটি আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ এবং দুইটি কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণ প্রদান করেন বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক শামসুজ্জামান খান, ড. ফিরোজ মাহমুদ, অধ্যাপক সৈয়দ জামিল আহমেদ এবং বাংলা একাডেমির পরিচালক জনাব শাহিদা খাতুন। কক্সবাজারের আঞ্চলিক প্রশিক্ষণে অন্তর্ভুক্ত করা হয় চট্টগ্রাম, সিলেট ও বরিশাল

www.pathagar.com

বিভাগের সমন্বয়ক ও সংগ্রাহকদের। অন্যদিকে রাজশাহীর প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন রাজশাহী ও খুলনা বিভাগের সমন্বয়ক ও সংগ্রাহকেরা। ঢাকার কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণে সকল অঞ্চলের সমন্বয়ক এবং সংগ্রাহক অংশগ্রহণ করেন। এই চারটি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আধুনিক ও বাস্তব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ফোকলোর সংগ্রহ সম্পর্কে সমন্বয়কারী ও সংগ্রাহকদের ধারণা দেবার চেষ্টা করা হয়।

এই পর্যায়ে মূল কাজটি করার জন্য একটি সুস্পষ্ট রেখাচিত্র প্রশিক্ষণার্থীদের হাতে ধরিয়ে দেয়া হয় :

লোকজ সংস্কৃতির বিকাশ কর্মসূচি
নির্দেশিকা

সংজ্ঞা : Folklore : Artistic communication in small groups– Dan-Ben-Amos

ফোকলোর উপাদান চেনার উপায় : Folklore is folklore only when performed– Roger D Abrahams জীবন্ত/বর্তমানে প্রচলিত না থাকলে তা Folklore নয়। জেলা পরিচিতিতে যা থাকবে :

১. নামকরণের ইতিহাস : কাহিনি, কিংবদন্তি৷ প্রতিষ্ঠাকাল ও বর্তমান প্রশাসনিক ইউনিট৷ ভৌগোলিক অবস্থান ও ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য৷ বনভূমি, গাছপালা, বনজ ও ফলদ ওষধি বৃক্ষ, নদীনালা, খাল-বিল-হাওর৷ মৃত্তিকার ধরন৷ প্রধান পশুপাখি ও অন্যান্য বন্য জীবজন্তু৷ জনবসতির পরিচয় (জনসংখ্যা, ধর্মগত পরিচয়), জাতি পরিচয় (হাড়ি, ডোম, ভুঁইমালি, নাগারচি, কৈবর্ত ইত্যাদি)৷ নারী-পুরুষের হার৷ তরুণ ও প্রবীণের হার৷ শিক্ষার হার৷ নৃগোষ্ঠী পরিচয় (যদি থাকে), গৌণ বা লোকধর্ম পরিচয়৷ চাষাবাদ ও ফসল (উৎপাদন বৈশিষ্ট্য, লাঙল, জোয়াল, ট্রাক্টর ইত্যাদি)৷ শিল্প-কারখানা৷ ব্যবসা-বাণিজ্য৷ যাতায়াত-যোগাযোগ (যানবাহন : নৌকা, জাহাজ, লঞ্চ, খেয়া, গরুর গাড়ি, ঘোড়ার গাড়ি, মোষের গাড়ি, পালকি, মাওফা, নসিমন, করিমন, ভ্যানগাড়ি, বাস, ট্রেন ইত্যাদি)৷ খাদ্যাভ্যাস৷ পোশাক-পরিচ্ছদ৷ পেশাগত পরিচয়৷ বিনোদন ব্যবস্থা : গ্রামীণ ও লোকজ, নাগরিক ও আধুনিক (সিনেমা হলসহ)৷ হাটবাজার, বড়ো দিঘি, পুষ্করিণী, মেলা, ওরস, বটতলা ইত্যাদি৷ মাজার, মসজিদ, মন্দির, গির্জা, বৌদ্ধ মন্দির, চণ্ডীমণ্ডপ, আখড়া, সাধন-কেন্দ্র ইত্যাদি। (৩০-৪০ পৃষ্ঠা)

২. বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের লোকজ সংস্কৃতির বিষয়সমূহ : আপনার জেলার জন্য যা প্রয়োজন তা নিয়েই ফিল্ডওয়ার্ক করবেন।

জেলার সাংস্কৃতিক ইতিহাস : ঐতিহাসিক স্থান ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন। গ্রামের নামকরণ (যদি পাওয়া যায়)। সাবেক কালের বিখ্যাত গায়ক, শিল্পী, কবিয়াল (master artist)-এর সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও ছবি (যদি পাওয়া যায়) কিচ্ছা, পুথিপাঠ, কবিগান (বহু জেলা), মহুয়া, মলুয়া, রূপবান, সাবেক কালের পালাগান, যেমন—গুণাই যাত্রা, রয়ানি (পটুয়াখালী, বরিশাল), ভাওয়াল যাত্রা (গাজীপুর, মানিকগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ ও অন্যান্য অঞ্চল), খ্রিষ্টের পালা (গাজীপুর), মালকা বানুর পালা, আমিনা সুন্দরীর পালা (চট্টগ্রাম), আলাল-দুলাল, আসমান সিং (ঢাকা ও ঢাকার আশপাশের জেলা), বেহুলা,

www.pathagar.com

রামযাত্রা, রামলীলা, কৃষ্ণলীলা (বহু জেলা), বনবিবির পালা, মাইচাম্পা (সাতক্ষীরা, খুলনা), কুশানগান (রংপুর), বাউলগান (কুষ্টিয়া, নেত্রকোনা ও অন্যান্য জেলা), কীর্তন (বহু জেলা), আলকাপগান, গম্ভীরা (চাঁপাই নবাবগঞ্জ), ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া (কুড়িগ্রাম, রংপুর), মলয়া সংগীত (ব্রাহ্মণবাড়িয়া), মুর্শিদি, মারফতি (ঢাকা, ফরিদপুর), গাজির গান (চুকনগর, খুলনা, গাজীপুর ও অন্যান্য জেলা), বিয়ের গান, অষ্টগান, পাগলা কানাইয়ের গান (ঝিনাইদহ), বিচারগান, হাবুগান (মানিকগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ), ধান কাটার গান (সন্দ্বীপ), ভাবগান, ফলইগান (যশোর), হাছন রাজার গান (সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার, বালাগঞ্জ, সিলেট), শাহ আবদুল করিম ও রাধারমণের গান (সুনামগঞ্জ), মর্মসংগীত, ধুয়াগান (বিভিন্ন জেলা) ইত্যাদি; লোকনৃত্য, কালীকাচ নৃত্য (পূর্বদাগুরা, গড়পাড়া, মানিকগঞ্জ ও টাঙ্গাইল), ধামাইল (সুনামগঞ্জ, নেত্রকোনা), মণিপুরী নৃত্য (মৌলভীবাজার), পুতুলনাচ (ব্রাহ্মণবাড়িয়া), পাঁচালি (বিভিন্ন জেলা), লম্বা কিচ্ছা (নেত্রকোনা), নাগারচি সম্প্রদায় (ব্রাহ্মণবাড়িয়া, বরিশাল), অনুকূল ঠাকুর (পাবনা), মতুয়া (গোপালগঞ্জ) ইত্যাদি; মাজারকেন্দ্রিক অনুষ্ঠান মাইজভাণ্ডার, বায়েজিদ বোস্তামী (চট্টগ্রাম), হজরত শাহজালাল (সিলেট), শাহ আলী (মিরপুর), মহররমের মিছিল (ঢাকা, সৈয়দপুর, গড়পাড়া, মানিকগঞ্জ, আটপাড়া, নেত্রকোনা) ইত্যাদি; মনসা মন্দির (শরিয়তপুর), আদিনাথের মন্দির (মহেশখালী, কক্সবাজার), রথযাত্রা (ধামরাই ও মানিকগঞ্জ, জয়দেবপুর) ইত্যাদি; লাঠিখেলা (কিশোরগঞ্জ, নড়াইল, কুষ্টিয়া, ফরিদপুর); শব্দকর সম্প্রদায় (কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার, সিলেট), বাওয়ালি সম্প্রদায় (সুন্দরবন), রবিদাস-বলাহাড়ি সম্প্রদায় (মেহেরপুর); লোকমেলা, নেকমর্দের মেলা (ঠাকুরগাঁ), সিদ্ধাবাড়ির মেলা (সাহরাইল, সিংগাইর, মানিকগঞ্জ), গুড়পুকুরের মেলা (সাতক্ষীরা), মহামুনি বৌদ্ধমেলা (চট্টগ্রাম), বউমেলা (মহিষাবান, বগুড়া), মাছমেলা (পোড়াদহ, বগুড়া), সার্কাস (বিভিন্ন জেলা) ইত্যাদি; লোকশিল্প, কাঠের ঘোড়া (সোনারগাঁ), শোলার কাজ (মাগুরা, যশোর), নকশিপিঠা (ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ, চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা), নকশিকাঁথা (যশোর, ফরিদপুর, জামালপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ), জামদানি (রূপসি, নারায়ণগঞ্জ), টাঙ্গাইল শাড়ি, বাবুরহাটের শাড়ি, পূজার মূর্তি (রায়ের বাজার, শাঁখারিবাজার, ঢাকা, নেত্রকোনা), বাঁশ-বেতের কাজ (সিলেট), পট/পটচিত্র (মুন্সিগঞ্জ), মৃৎশিল্প (রায়ের বাজার, ঢাকা, কাগজিপাড়া, কাকড়ান-সাভার, শাঁখারিবাজার ঢাকা, হাটহাজারী চট্টগ্রাম), তামা-কাঁসা-পিতল (ধামরাই, ঢাকা, চাঁপাই নবাবগঞ্জ, ইসলামপুর, জামালপুর, তাঁতিবাজার, ঢাকা), শীতলপাটি (বড়োলেখা), বটনি, জায়নামাজ (লেমুয়া, ফেনী) ইত্যাদি; হাট-বাজার, ঘরবাড়ির ধরন, বিবাহের প্যান্ডেল (সজ্জিত গেট), বিয়ের আসর, রাউজানের অনন্ত সানাইওয়ালা, বিনয় বাঁশি, ফণী বড়ুয়া, রমেশ শীল, (চট্টগ্রাম), নারীদের অনুষ্ঠান যেখানে পুরুষের প্রবেশাধিকার নেই।

নৌকা নির্মাণ : (লক্ষ্মীপুর), জাহাজ নির্মাণ : (জিনজিরা, ঢাকা)।

লোকউৎসব : নবান্ন, হালখাতা, নববর্ষ, ঈদোৎসব, দুর্গাপূজার উৎসব ও মেলা, বৌদ্ধ পূর্ণিমা, জন্মাষ্টমী, শবেবরাত, মানিক পির উৎসব (সাতক্ষীরা), ইলিশ উৎসব (চাঁদপুর), আঞ্চলিক রাসের মেলা, রাস মেলা (দুবলার চর, সুন্দরবন, ঠাকুরগাঁ, রংপুর),

www.pathagar.com

গাজন (কোনো উৎসব যদি থাকে), বাঘাইর শিরনি (নেত্রকোনা), বৃক্ষপূজা, বাওয়ালিদের কথা, গোলপাতা ও মধু সংগ্রহের কথা (সুন্দরবন), শিবরাত্রি (বিভিন্ন জেলা)।

লোকখাদ্য : মিষ্টি : মালাইকারী, মুক্তাগাছার মণ্ডা (ময়মনসিংহ), পোড়াবাড়ির চমচম (টাঙ্গাইল), রসমালাই (কুমিল্লা), প্যাড়া (রাজশাহী), কাঁচাগোল্লা (নাটোর), বালিশ মিষ্টি (নেত্রকোনা), ছানামুখী-লেডিকেনি (ব্রাহ্মণবাড়িয়া), তালমন (হবিগঞ্জ), আফলাতুন (চট্টগ্রাম), মহারাজপুরের দই (মোকসেদপুর, ফরিদপুর), মহিষের দই (ভোলা), দই (গৌরনদী-বরিশাল, বগুড়া), তিলের খাজা, রসকদম্ব (রাজশাহী), তিলের খাজা (কুষ্টিয়া), চমচম (রাজবাড়ি), রসগোল্লা (জামতলী, যশোর), মালাইকারি (ময়মনসিংহ), পানতোয়া, খেজুর গুড়ের সন্দেশ (শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ), ফকিরের ছানা সন্দেশ (সাতক্ষীরা), হাজারি গুড় (ঝিটকা, মানিকগঞ্জ), কার্তিক কুণ্ডুর মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের ক্ষীরের চমচম, সন্দেশ (নড়াইল), বরিশাল মেহেন্দিগঞ্জের ঘোল, উজিরপুরের গুঠিয়ার সন্দেশ, চট্টগ্রামের বেলাবিস্কুট এবং অন্যান্য জেলার বিখ্যাত মিষ্টি এবং বিন্নি, কদমা, বাতাসা, কুলখানি, চেহলাম, জিয়ারত, মেজমানী ইত্যাদি।

করণক্রিয়া (folk ritual) : মানত, শিরনি, ভাদু, ব্রত, টুসু, চড়ক উৎসব, কুশপুত্তলিকা দাহ, বেড়াভাসান, জামাইষষ্ঠী, বরণকুলা, গায়ে হলুদ, বধূবরণ, সাতশা (baby shower), ভোগ।

লোকক্রীড়া : কানামাছি, দাড়িয়াবান্দা, গোল্লাছুট, হাডুডু, বউছি, নৌকা বাইচ, গরুর দৌড়, মোরগের লড়াই, ঘুড়ি ওড়ানো ও অন্যান্য।

লোকচিত্রকলা : গাজির পট, লক্ষ্মীর সরা, কাঠখোদাই, মন্দির-মসজিদ চিত্রণ, বিয়ের কুলা, দেয়াল চিত্রণ (১ বৈশাখ, চারুকলা অনুষদ, ঢা.বি.), বিয়ের গেট, টিনের ঘরের বারান্দার গেটের ওপরের দিকে ড্রপওয়াল (মানিকগঞ্জ, নেত্রকোনা)।

শোভাযাত্রা : সিদ্ধাবাড়ির শোভাযাত্রা (সিংগাইর, মানিকগঞ্জ), মহরমের তাজিয়া মিছিল (গড়পাড়া, মানিকগঞ্জ, ঢাকা)।

লোকপুরাণ ও কিংবদন্তি : বিভিন্ন জেলা।

লোকজ খেলনা : বিভিন্ন জেলা।

লোকচিকিৎসা : ওঝা, গুণিন (পটুয়াখালী, বরিশাল)।

গুহ্যসাধনা/তন্ত্রসাধনা/ (mystic cult) : দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলা।

মন্ত্র/কায়া-সাধনা/হঠযোগ : যেখানে আছে। আপনার এলাকায় নতুন কোনো উপাদান থাকলে তা যোগ করে নিন। গ্রাম দেবতা, বৃক্ষপূজা, লৌকিক দেবতা ও পির (বিভিন্ন অঞ্চলে)। (৭০-১০০ পৃষ্ঠা)

৩. উপাদানের বিন্যাস : একই উপাদান (যেমন নকশিকাঁথা, নকশিপিঠা, পিঠাপুলি, মিষ্টি ইত্যাদি) জেলার বিভিন্ন স্থানে থাকলে উপজেলা ভিত্তিক দেখাতে হবে। (১০-২০ পৃষ্ঠা)

৪. তথ্যদাতাদের (contact person) জীবনকথা। (১০-২০ পৃষ্ঠা)

৫. ছবি। (১০-২০ পৃষ্ঠা)

৬. সাক্ষাৎকারের সময়, তারিখ ও স্থান।

www.pathagar.com

মাঠকর্মে প্রতি বিষয় (genre) যে-সমস্ত উপাদান নিয়ে বিন্যস্ত হবে। যথা :

১. লোকসাহিত্য, কিচ্ছা, কাহিনি, কিংবদন্তি, লোকপুরাণ, পথুয়া সাহিত্য (একই পরিচ্ছদে)। ২. ধাঁধা, প্রবাদ, প্রবচন ও শুলুক। ৩. লোকসংগীত (folk song) : লোকগীতি : ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া, মারফতি, মুর্শিদি, গাজির গান, লালন, রাধারমণ, হাছন, পল্লিগীতি, পাগলা কানাই, রামলীলা, কৃষ্ণলীলা ও অন্যান্য। ৪. গীতিকা (ballad)। ৫. গ্রামনাম। ৬. উৎসব : মেলা/শবেবরাত। ৭. করণক্রিয়া (ritual)। ৮. লোকনাট্য ও নৃত্য (চিত্রে দেখান)। ৯. লোকচিকিৎসা। ১০. লোকচিত্রকলা (লক্ষ্মীর সরা, শখের হাঁড়ি)। ১১. লোকশিল্প : নকশিকাঁথা, তামাপিতল, বাঁশ-বেতের কাজ, শোলার কাজ, মৃৎশিল্প ও মসজিদের চিত্র, আলপনা। ১২. লোকবিশ্বাস ও সংস্কার। ১৩. লোকপ্রযুক্তি : মাছধরার যন্ত্র, হালচাষের যন্ত্রাদি, কামার-কুমারদের কাজ, তাঁতের যন্ত্রপাতি। ১৪. খাদ্যশিল্প/ ভেষজ-ইউনানি চিকিৎসা পদ্ধতি। ১৫. মাজার ওরস, পির। ১৬. আদিবাসী ফোকলোর। ১৭. নারীদের ফোকলোর। ১৮. হাটবাজার, পুকুর। ১৯. বটতলা, চণ্ডীমণ্ডপ, গ্রাম : বাংলার চায়ের দোকান। ২০. আঞ্চলিক ইতিহাস। ২১. তন্ত্র ও গুহ্য সাধনা। ২২. পোশাক-পরিচ্ছদ। ২৩. মেজবান (চট্টগ্রাম), কুলখানি/ফয়তা/জিয়াফত/চল্লিশা, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া।

মাঠকর্মে অন্য যে-সব বিষয় থাকবে না

১. জেলার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস।

২. জীবিত রাজনীতিকদের পরিচয় ও জীবনকথা।

৩. এলাকার কবি-সাহিত্যিকদের জীবনকথা ও তাদের বইপুস্তকের নাম।

সংগ্রহ কাজের শেষ পর্যায়ে যখন সংগ্রাহক এবং সমন্বয়কারীবৃন্দ সংকলন কাজ শুরু করেন তখন কাজটি কীভাবে সম্পন্ন করতে হবে তার জন্য একটি চূড়ান্ত নির্দেশনাপত্র প্রদান করা হয়।

প্রথম অধ্যায় : জেলা পরিচিতি (introduction of the district)

ক. নামকরণ ও প্রতিষ্ঠাকাল, খ. ভৌগোলিক অবস্থান, গ. বনভূমি ও গাছপালা, ঘ. সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, ঙ. জনবসতির পরিচয়, চ. নদ-নদী ও খাল-বিল, ছ. গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, জ. ঐতিহাসিক স্থাপনা, ঝ. রাজনৈতিক ঐতিহ্য ও ব্যক্তি, ঞ. বিখ্যাত গায়ক, শিল্পী ও কবিয়ালের সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

দ্বিতীয় অধ্যায় : লোকসাহিত্য (folk literature/folk narrative)

ক. লোকগল্প/কাহিনি/কিস্‌সা (folk tale), খ. কিংবদন্তি (legend), গ. লোকপুরাণ (myth), ঘ. কবিগান, ঙ. লোকছড়া, চ. লোককবিতা, ছ. ভাটকবিতা, জ. পুথিসাহিত্য ও পুথি পাঠ।

তৃতীয় অধ্যায় : বস্তুগত লোকসংস্কৃতি (material culture)

ক. লোকশিল্প (folk art) : লক্ষ্মীর সরা, নকশিকাঁথা, মৃৎশিল্প, খেলনা, বাঁশ-বেতশিল্প, নকশিপাটি, নকশিশিকা, হাতপাখা, খ. লোকজ পোশাক-পরিচ্ছদ ও গহনা (folk costume & folk ornaments), গ. লোকবাদ্যযন্ত্র (folk instruments), ঘ. লোকস্থাপত্য (folk architecture)।

www.pathagar.com

চতুর্থ অধ্যায় : লোকসংগীত (folk song) ও গাথা (ballad)
ক. লোকসংগীত : ১. মাজারের গান, ২. উড়িগান, ৩. কর্মসংগীত, ৪. গাইনের গীত, ৫. মেয়েলি গীত, ৬. ভাটিয়ালি। খ. গাথা/গীতিকা (ballad)

পঞ্চম অধ্যায় : লোকউৎসব (folk festival)
১. নববর্ষ বা বৈশাখি উৎসব, ২. ঈদ উৎসব, ৩. শারদীয় দুর্গোৎসব, ৪. অষ্টমী স্নান ও মেলা, ৫. রথযাত্রা ও রথমেলা, ৬. ওরস ও মেলা, ৭. আশুরা, ৮. চৈত্রসংক্রান্তির মেলা ও চড়কপূজা, ৯. বৈসাবি (বৈসুক-ত্রিপুরী, সাংরাইন-মারমা ও রাখাইন এবং বিজু-চাকমা), ১০. মারমা ও গারোদের ওয়ানগালা উৎসব, ১১. হাজংদের বাস্তুপূজা, ১২. থুবাপূজা, ১৩. মান্দিদের বিয়ে, ১৪. গুপ্তবৃন্দাবন : লোকমেলা, ১৫. অন্নপ্রাশন, ১৬. খৎনা বা মুসলমানি, ১৭. সাধভক্ষণ, ১৮. সিমন্তোন্নয়ন, ১৯. ষষ্ঠী, ২০. আকিকা, ২১. শিশুর জন্মের পর আজান বা শঙ্খধ্বনি, ২২. শিশুকে ক্ষীর খাওয়ানো, ২৩. মানসিক (মানত), ২৪. গরুন্নাতের শিরনি, ২৫. ছড়ি (ষটি/ষষ্ঠী), ২৬. গায়ে হলুদ, ২৭. সদরভাতা, ২৮. মঙ্গলাচরণ, ২৯. বউবরণ, ৩০. ভাত-কাপড়, ৩১. বউভাত, ৩২. রাখাল বন্ধুদের উৎসব।

ষষ্ঠ অধ্যায় : লোকনাট্য (folk theatre) ও লোকনৃত্য (folk dance)
ক. লোকনাট্য : ১. যাত্রা, ২. পালাগান, ৩. আলকাপ গান, ৪. সংযাত্রা। খ. লোকনৃত্য।

সপ্তম অধ্যায় : লোকক্রীড়া (folk games)
১. বলাই, ২. তই তই, ৩. রস-কস-সিঙ্গারা, বুলবুলি খেলা, ৪. লাঠিখেলা, ৫. হুমগুটি/গুটি খেলা, ৬. হাডুডু খেলা, ৭. ঘুড়ি ওড়ানো, ৮. ডাংগুলি খেলা, ৯. নৌকা বাইচ, ১০. ষাঁড়ের লড়াই, ১১. দাড়িয়াবান্ধা খেলা, ১২. গোল্লাছুট খেলা, ১৩. অন্যান্য লোকক্রীড়া।

অষ্টম অধ্যায় : লোকপেশাজীবী গ্রুপ (folk groups)
১. মিস্ত্রি/ছুতার, ২. কলু, ৩. তাঁতি, ৪. জেলে, ৫. কামার, ৬. ঘরামি, ৭. সৈয়াল, ৮. বাউয়ালি প্রভৃতি।

নবম অধ্যায় : লোকচিকিৎসা (folk medicine) ও তন্ত্রমন্ত্র (chant)
ক. লোকচিকিৎসা : ১. কলতার ঝাড়া, ২. সাপে কাটার ঝাড়া, ৩. অন্যান্য কবিরাজি চিকিৎসা। খ. তন্ত্রমন্ত্র।

দশম অধ্যায় : ধাঁধা (riddle)

একাদশ অধ্যায় : প্রবাদ-প্রবচন (folk sayings & proverb)

দ্বাদশ অধ্যায় : লোকখাদ্য
১. পিঠা, ফিরনি, কদমা, মিষ্টি, ইত্যাদি

ত্রয়োদশ অধ্যায় : লোকবিশ্বাস (folk belief) ও লোকসংস্কার (folk superstition)

চতুর্দশ অধ্যায় : লোকপ্রযুক্তি (folk technology)
১. মাছ ধরার উইন্যা/বাইর/জাখা/চাঁই/দুয়ারী, ২. সরিষা ভাঙার ঘানিগাছ, ৩. কাপড় বোনার তাঁত, ৪. জাঁতি বা ছরতা, ৫. ইঁদুর মারার কল ইত্যাদি।

এরপর সংগ্রাহক ও সমন্বয়কারীরা মিলিতভাবে তাদের সংকলন কাজ শেষ করে পাণ্ডুলিপি প্রকাশের জন্য বাংলা একাডেমির সচিব এবং প্রকল্প-পরিচালক জনাব মো. আলতাফ হোসেনের হাতে তুলে দেন। এই কাজে সামগ্রিক তত্ত্বাবধান, সমন্বয়

www.pathagar.com

সাধন এবং অনবরত তাগাদা ও নির্দেশনার মাধ্যমে সমন্বয়কারীদের কাছ থেকে সময়মতো পাণ্ডুলিপি আদায় করার জন্য তাকে যে নিষ্ঠা, অভিনিবেশ ও দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করতে হয় তার জন্য তাঁকে অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানাই। সারাদেশ থেকে যে-বিপুল তথ্যসমৃদ্ধ ৬৪-খানি পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে তা আমাদের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের এক গৌরবময় অধ্যায়। ইতোপূর্বে এত বিস্তৃতভাবে সারাদেশের লোকজ সংস্কৃতির ইতিহাস এতটা অনুপুঙ্খতায় মাঠপর্যায় থেকে আর সম্পন্ন করা হয়নি। এই কাজের সঙ্গে যুক্ত সংগ্রাহক, সংকলক ও প্রণয়ন সমন্বয়কারী এবং বাংলা একাডেমির প্রধান গ্রন্থাগারিক, ফোকলোর উপবিভাগের উপপরিচালক জনাব আমিনুর রহমান সুলতান এবং সংশ্লিষ্ট অন্য সকলকে আমি আরেকবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

লোকজ সংস্কৃতি বিষয়ক দেশব্যাপী বিস্তৃত এই তথ্যসমৃদ্ধ উপাদান নিয়ে আমরা প্রকাশ করছি *বাংলা একাডেমি বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা*। বাংলাদেশের ফোকলোর চর্চার ক্ষেত্রে এখন পর্যন্ত বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনা না হওয়ায় প্রাথমিক পর্যায়ের যে-কাজ—Genre চিহ্নিতকরণ ও তার বিশ্লেষণ করা হয়নি। 'লোকসাহিত্য' বলেই ফোকলোরের সব উপাদানকে চালিয়ে দেওয়ার একটি ধরতাই প্রবণতা দেখা যায়। সেই অবস্থা থেকে আমরা Genre চিহ্নিতকরণ ও বিশ্লেষণের (genre identification and analysis) মাধ্যমে বাংলাদেশের ফোকলোরের প্রাথমিক বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণার পদ্ধতিটি নিশ্চিত করে পরবর্তীকালে অন্যান্য স্তর যথাক্রমে পটভূমি (context), পরিবেশনা (performance) ইত্যাদি প্যারাডাইম অনুসরণ করার মাধ্যমে ফোকলোর আলোচনাকে পরিপূর্ণভাবে বিজ্ঞানভিত্তিকতার উপর দাঁড় করাতে চাই।

গ্রন্থমালার এই খণ্ডে বর্তমান রংপুর জেলার লোকজ সংস্কৃতির বিশদ পরিচয় তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। এখানে রংপুরেরর সমৃদ্ধ ফোকলোর উপাদানসমূহকে Genre ভিত্তিকভাবে সাজানো হয়েছে।

শামসুজ্জামান খান
মহাপরিচালক

www.pathagar.com

সূচিপত্র

জেলা পরিচিতি (introduction of the district) ২৩–৭০

ক. নামকরণ ও প্রতিষ্ঠা
খ. ভৌগোলিক অবস্থান
গ. সংক্ষিপ্ত ইতিহাস
ঘ. জনবসতির পরিচয়
ঙ. নদ-নদী ও খাল-বিল
চ. গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
ছ. ঐতিহাসিক স্থাপনা
জ. সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও বিশিষ্ট ব্যক্তি
ঝ. মুক্তিযুদ্ধ
ঞ. বিখ্যাত গায়ক, শিল্পী ও কবিয়ালের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

লোকসাহিত্য (folk literature/folk narrative) ৭১–১১৬

ক. লোকগল্প/কাহিনি/কিস্‌সা/রূপকথা/উপকথা
খ. কিংবদন্তি
গ. লোকপুরাণ
ঘ. লোকছড়া
ঙ. লোককবিতা

বস্তুগত লোকসংস্কৃতি (material culture) ১১৭–১৩৪

১. মৃৎশিল্প
২. নকশিকাঁথা
৩. নকশিপাখা
৪. নকশিশিকা
৫. শতরঞ্জি
৬. বাঁশ-বেত শিল্প
৭. দেয়ালচিত্র
৮. বেনারশি কাতান
৯. সুচিশিল্প
১০. চাকা শিল্প

www.pathagar.com

লোকপোশাক-পরিচ্ছদ (folk costume & folk ornaments) ১৩৫–১৩৬

লোকস্থাপত্য (folk architecture) ১৩৭–১৩৮

লোকসংগীত (folk song) ১৩৯–২৯৪
১. ভাওয়াইয়া
২. কর্মসংগীত
৩. মেয়েলি গীত
৪. জাগগান
৫. জারিগান
৬. মনঃশিক্ষামূলক গান
৭. ক্ষ্যাপার গান
৮. অন্যান্য আঞ্চলিক গান

লোকউৎসব (folk festival) ২৯৫–২৯৮
১. নববর্ষ
২. ঈদ উৎসব
৩. নৌকাবাইচ
৪. বিবাহ
৫. আদিবাসি উৎসব
৬. উৎসব ও অন্যান্য

লোকমেলা (folk fair) ২৯৯–৩০৪
১. বৈশাখী মেলা
২. পাকুড়িয়া শরীফ পির মেলা
৩. হস্ত ও কুটির শিল্প মেলা
৪. ঈদ মেলা
৫. মহররম মেলা
৬. বিসর্জন মেলা
৭. চৈত্র সংক্রান্তি মেলা
৮. বারুণী মেলা
৯. দূর্গা পূজা মেলা
১০. চড়কডাংগার মেলা
১১. কাচ্‌নার পূজা মেলা
১২. ইস্‌কন মন্দিরে জন্মাষ্টমীর মেলা
১৩. বদরগঞ্জের মেলা
১৪. শেখেরহাটের বারুণী মেলা

www.pathagar.com

১৫. ট্যাক্সেরহাট করতোয়া মেলা
১৬. মনসা পূজার মেলা
১৭. চড়ক মেলা
১৮. বুড়ির মেলা
১৯. রাস মেলা

লোকখাদ্য (folk food) ৩০৫–৩১০
১. সিঁদোল
২. মাংসের শুঁটকি
৩. টোকরাই
৪. প্যাল্‌কা
৫. ষোল্‌কা
৬. ফোক্‌তাই
৭. পাতাও
৮. আলুর নাড়া
৯. আগুা আলুর ডাল
১০. ডালের বড়া
১১. হাড়িয়া (আদিবাসী পানীয়)

লোকনাট্য (folk theatre) ও লোকনৃত্য (folk dance) ৩১১–৪০৬
ক. লোকনাট্য
১. ঠকের মুল্লুক
২. গাড়িয়াল ভাই
৩. মতি মালা
৪. রানি চন্দ্রাবতী
৫. মালির পুত্র
৬. গোলাপির সংসার
৭. পালাগান রংগীলা মইশাল
৮. গীতি নক্‌সা

খ. লোকনৃত্য
১. কালীনাচ
২. হুদুমদেও নাচ
৩. কারাম নৃত্য
৪. ছোকরা বা ছুকরিনাচ

www.pathagar.com

লোকক্রীড়া (folk games) ৪০৭–৪১৮
১. কিতকিত বাড়ি
২. চকরচাল (বুদ্ধিবল)
৩. খুঁই বাড়ি
৪. বাঘ-বকরি খেলা
৫. চোর-পুলিশ-চকিদার
৬. টাকুর লাফ
৭. চক্কর চাইল
৮. ঝাইল বাড়ি
৯. বৌছি
১০. পাইত খেলা
১১. চিলবাড়ি
১২. পিঠের উপর লাফ
১৩. ছোটফুল বড় ফুল

লোকপেশাজীবী গ্রুপ (folk groups) ৪১৯–৪২৪

লোকচিকিৎসা (folk medicine) ও তন্ত্রমন্ত্র (chant) ৪২৫–৪৩৮

ধাঁধা (riddle) ৪৩৯–৪৬৬

প্রবাদ-প্রবচন (folk sayings & proverb) ৪৬৭–৪৮৬

লোকবিশ্বাস (folk belief) ও লোকসংস্কার (folk superstition) ৪৮৭–৪৯৪

লোকপ্রযুক্তি (folk technology) ৪৯৫–৫০২

www.pathagar.com

জেলা পরিচিতি

ক. নামকরণ ও প্রতিষ্ঠা

জে.এ. ভাস রংপুর নামকরণ নিয়ে একাধিক জনশ্রুতির কথা বলেছেন। রংপুর নামকরণ প্রসঙ্গে উচ্চারিত হয় মহাভারতে বর্ণিত প্রাগ্জ্যোতিষ রাজা ভগদত্তের নাম। তার প্রমোদ উদ্যান বা রঙ্গমহলের অবস্থান এখানকার ঘাঘট তীরবর্তী হওয়ায় 'রঙ্গপুর' হয়েছে। 'রঙ্গপুর' শব্দ থেকে বর্তমান রংপুর শব্দটির উৎপত্তি। পৌরাণিক এই কাহিনি ছাড়াও জেলার নামকরণে বাস্তব ভিত্তিক বা প্রামাণিক তথ্যাদিও কম নয়। ই.ই. গ্লেজিয়ার তাঁর Report on the Rangpur District গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, "তিস্তা বা ত্রিস্রোতা নদী পার্বত্য অধিবাসীদের দ্বারা 'রঙ্গু' নামে কথিত হয়"।

এখানে উল্লেখ্য, উত্তরাঞ্চলের জনজীবন বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছে এই তিস্তার প্রবাহ দ্বারা। তিস্তার প্রবাহ খুঁজলে পাওয়া যায়, প্রাচীন একটি উত্তর প্রবাহের নাম 'রঙ্গ' বা 'রঙ্গপু'। তাই পার্বত্য অধিবাসীদের দ্বারা কথিত 'রঙ্গ' বা 'রঙ্গপু' নদীবাহিত পলিমাটির জনপদই রংপুর। তবে অনেকেই মনে করেন রংপুর নামকরণ অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক কালের।

ড. অশোক বিশ্বাস ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে লেখেন, 'রংপুরের উত্তরাঞ্চলে প্রতিবেশি রাষ্ট্র নেপাল ও ভুটানের অধিবাসী লেপচা ও ভুটিয়া। পূর্বে এই দিস্তাং নদীর আয়তন ছিল যেমন বিশাল, তেমনি তা ছিল নাব্য। 'লিংগুয়িস্টিক সার্ভে অব ইন্ডিয়া' গ্রন্থের পৃষ্ঠাসংখ্যা ৫৭-য় জর্জ আব্রাহাম গ্রিয়ার্সন বলেছেন যে লেপ্চা-ভুটিয়াদের ভাষার নাম 'রঙ' বা লেপ্চা। তিস্তার মধ্য-মধ্যযুগীয় নাম দিস্তাং, তবে আদিনাম 'রঙ' সংশ্লিষ্ট। 'বৃহত্তর রংপুরের ইতিহাস' গ্রন্থে মোস্তফা তোফায়েল হোসেন রংপুর নামকরণে তিস্তা নদীর আদি নাম রংনু, রংটং, রংরিং, রংপো ও রংপুকে উৎস হিসেবে শনাক্ত করেছেন। বর্তমানে রংপুর জেলা ৮টি উপজেলা নিয়ে গঠিত। উপজেলাগুলো হলো; রংপুর সদর, গংগাচড়া, তারাগঞ্জ, কাউনিয়া, বদরগঞ্জ, পীরগাছা, মিঠাপুকুর ও পীরগঞ্জ উপজেলা।

রংপুর সদর উপজেলার নামকরণ নিয়ে অনেক মতান্তর রয়েছে। অনেকে মনে করেন 'রঙ্গরসে ভরপুর' তার নাম রঙ্গপুর আর এই রঙ্গপুর থেকে রংপুর নাম এসেছে। এ নামকরণ নিয়ে রংপুর সদর উপজেলার মানুষ গর্ববোধ করে। দেশের উত্তর জনপদের অন্যতম উপজেলা হিসেবে রংপুর সদর উপজেলা অনেক পরিচিতি লাভ করেছে।

গংগাচড়া উপজেলার আয়তন ২৬৯.৬৭ বর্গমাইল। বর্তমান জনসংখ্যা ২,৫৯,৮৫৬ জন। ১৯১০ সালে প্রতিষ্ঠিত গংগাচড়া থানা সম্পর্কে রংপুর জেলার মানচিত্রের সঠিক ধারণা পাওয়া যায় না।

www.pathagar.com

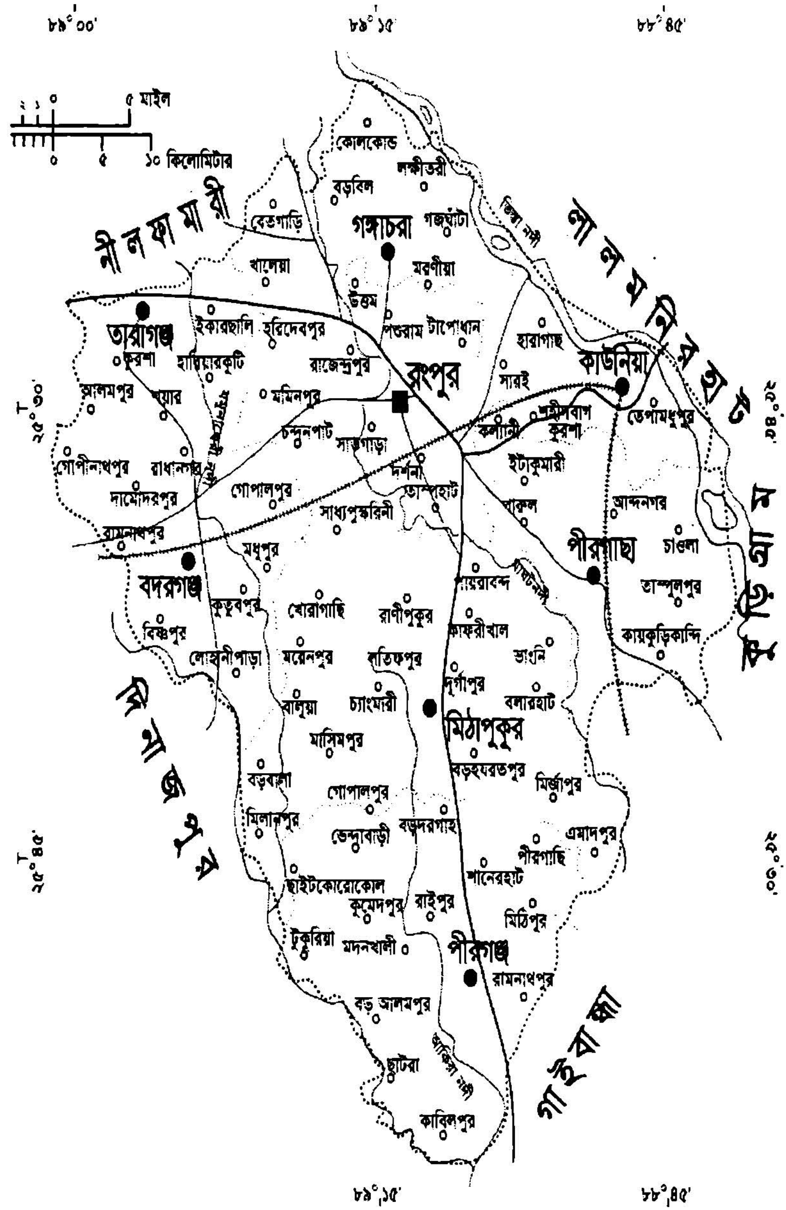

রংপুর জেলার মানচিত্র

তবে অনেকে মনে করেন উপজেলার উত্তর দিগন্ত দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে তিস্তা নদী। এ নদী থেকে একটি ছড়া নদী প্রবাহিত হয়। একসময় পানি প্রবাহ কমে গেলে মরা নদীর সৃষ্টি হয় এবং গাং এ পরিণত হয়। এই গাং থেকে গংগাচড়া নামকরণ করা হয়েছে বলে ধারণা করা হয়।

তারাগঞ্জ উপজেলায় কথিত আছে যে, তারাবিবি নামে একজন পুণ্যবতী মহিলা এখানে বসবাস করতেন। তার নাম অনুসারে স্থানটির নামকরণ করা হয়।

কুমারগঞ্জের পরিবর্তিত নাম বদরগঞ্জ। প্রসিদ্ধ ইসলাম প্রচারক হযরত বদর শাহ (র.)–এর নামানুসারে বদরগঞ্জ নামকরণ হয়। তাঁর মাজার বদরগঞ্জ বাজারের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। অন্যমতে, রংপুরের নবাব বদরজংগের নামানুসারে স্থানটির নামকরণ করা হয়েছে।

মোগল আমলে খাবার পানির উৎসের জন্য খননকৃত পুকুরের নাম অনুসারে মিঠাপুকুর উপজেলার নামকরণ করা হয় মিঠাপুকুর। মোগল আমলে যখন পুকুরটি খনন করা হয় তখন পুকুরের পানি সুস্বাদু ছিল বলে সকলে একে মিঠাপুকুর নামে ডাকত। পরে ঐ পুকুরের স্থান নির্দেশ করার জন্য পুরো এলাকাটিকে মিঠাপুকুর নামে অভিহিত করা হয়। পরবর্তীকালে ১৮৮৫ সালে এটি থানা হিসেবে রূপলাভ করে।

পীরগঞ্জ উপজেলার নামকরণের সুনির্দিষ্ট ইতিহাস জানা যায় নি। তবে এই উপজেলায় অনেক পীরের মাজার অবস্থিত। এজন্যই এই উপজেলার নামকরণ পীরগঞ্জ হয়েছে বলে অনেকে ধারণা করেন।

খ. ভৌগোলিক অবস্থান

রংপুর জেলা বাংলাদেশের উত্তর প্রান্তে অবস্থিত একটি ঐতিহ্যবাহী জনপদ। ২৫°০৩´ থেকে ২৮°২৮´ অক্ষাংশে এবং ৮৮°৪৫´ থেকে ৮৯°৫৫´ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ পর্যন্ত বিস্তৃতি। জেলা মানচিত্রের উত্তরে লালমনিরহাট, পূর্বপ্রান্তে কুড়িগ্রাম, দক্ষিণ পূর্বাংশে গাইবান্ধা, উত্তর পশ্চিমাংশে নীলফামারী এবং দক্ষিণ পশ্চিমাংশে দিনাজপুর জেলার অবস্থান। তিস্তা ধরলা বিধৌত রংপুর জেলার অতীত ঐতিহ্য গৌরবময়।

রংপুর সদর উপজেলায় আয়তন ৩৩০.৩০ বর্গ কিলোমিটার। ১টি পৌরসভা ও ১১টি ইউনিয়ন যথা- তামপাট, দর্শনা, সদ্যপুষ্করিনী, চন্দনপাট, রাজেন্দ্রপুর, সাতগাড়া, মোমিনপুর, হরিদেবপুর ও উত্তম নিয়ে গঠিত। এখানে মৌজা সংখ্যা ১৪৯টি, গ্রামের সংখ্যা ৩১১টি এবং জনসংখ্যা ৪,৯৪,৩১৭ জন। তম্মধ্যে পুরুষ ২,৫৯,২৩৯ জন ও মহিলা ২,৩৫,০৭৮ জন।

গংগাচড়া উপজেলার উত্তরে লালমনিরহাট জেলার কালিগঞ্জ উপজেলা, পূর্বে কাউনিয়া উপজেলা, দক্ষিণে নবগঠিত রংপুর সিটি কর্পোরেশন পশ্চিমে তারাগঞ্জ উপজেলা এবং নীলফামারী জেলার কিশোরগঞ্জ উপজেলা।

www.pathagar.com

তারাগঞ্জ উপজেলার তারাবিবির মাজারটি তারাগঞ্জ বাজারের মধ্যখানে অবস্থিত। উপজেলার আয়তন- ১২৮.৬৪ বর্গ কি.মি.।

বদরগঞ্জ উপজেলাটি ১৯৮৩ সালে উপজেলা চালু করা হয়। উপজেলায় ১টি পৌরসভা (৯টি ওয়ার্ড), ১০টি ইউনিয়ন পরিষদ রয়েছে। উপজেলার আয়তন ৩০১.২৭ বর্গকিলোমিটার, বনভূমি ৩.৬৯ বর্গকিলোমিটার এবং নদী এলাকা ৪.০৯ বর্গকিলোমিটার।

মিঠাপুকুর উপজেলার আয়তন ৫১৫.৬২ বর্গ কি.মি.। এ উপজেলার উত্তরে রংপুর সদর ও পীরগাছা উপজেলা। দক্ষিণে পীরগঞ্জ ও সাদুল্লাপুর উপজেলা, পূর্বে পীরগাছা ও সুন্দরগঞ্জ উপজেলা এবং পশ্চিমে বদরগঞ্জ উপজেলা ও নবাবগঞ্জ (দিনাজপুর) উপজেলা।

রংপুর জেলা শহরের সর্ব দক্ষিণে পীরগঞ্জ উপজেলার আয়তন ৪০৯.৩৭ বর্গ কি:মি: এ উপজেলার উত্তরে মিঠাপুকুর উপজেলা, দক্ষিণে গাইবান্ধা জেলার পলাশবাড়ী উপজেলা, পূর্বে সাদুল্লাপুর উপজেলা, পশ্চিমে দিনাজপুরের নবাবগঞ্জ সদর।

কাউনিয়া উপজেলার উত্তরে গংগাচড়া ও লালমনির হাট, দক্ষিণে পীরগাছা উপজেলা, পূর্বে রাজার হাট, পশ্চিমে রংপুর সদর উপজেলা।

পীরগাছা উপজেলা রংপুর শহরের প্রাণকেন্দ্র থেকে পূর্ব দক্ষিণ কোণে অর্থাৎ রংপুর সদরের শেষ সীমানা মাহিগঞ্জ এলাকার পরেই অবস্থিত। ৯টি ইউনিয়ন ও একটি পৌরসভা, ১৭০টি মৌজা, ১৮৯টি গ্রাম নিয়ে পীরগাছা উপজেলাটি গঠিত।

গ. সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

বাংলার অতীত ইতিহাসের গৌরবময় অধ্যায়ের নাম রংপুর। প্রাচীন ইতিহাসে প্রাগ্‌জ্যোতিষ বা কামরূপের মানচিত্রে দেখা যায় রংপুর এক উপাঙ্গ (Appendix) স্বরূপ। কোথাও কোথাও এর উল্লেখ 'রঙ্গপুর' হিসেবে পাওয়া যায়। এই 'রঙ্গপুর' থেকে বর্তমান 'রংপুর' পর্যন্ত ইতিহাস অনেক দীর্ঘ। প্রাগ্‌জ্যোতিষ রাজ্যের অধীন রংপুরের ইতিহাস তেমন পাওয়া না গেলেও মুসলিম আমল থেকে এর অনেক প্রামাণিক তথ্যাদি পাওয়া যায়। প্রাচীন কোচবিহার রাজ্য মোগল যুগ কিংবা ইংরেজ শাসনামল প্রতিটির ইতিহাস-ঐতিহ্যে রংপুর একটি গুরুত্বপূর্ণ জনপদ। এখানে কোচবিহার রাজ্যের পুরাতন ও নতুন নারায়ণী মুদ্রা, মোগল সাম্রাজ্যের সিক্কামুদ্রা, ফরাসি আর্কটমুদ্রা ছাড়াও নিম্নমানের অনেক রকম ধাতব মুদ্রা প্রচলনের কথা জানা যায়। তবে প্রাচীন উত্তরপূর্ব ভারতের অধিকাংশ ইতিহাস প্রামাণিক তথ্যের পরিবর্তে হিন্দু ধর্মগ্রন্থ পৌরাণিক কাহিনি নির্ভর ছিল। এসব গ্রন্থাদির মতে, প্রাচীন প্রাগ্‌জ্যোতিষের রাজা নরকের নাম। যিনি কামরূপ অধিপতি ভগদত্তের পিতা। পৌরাণিক পবিত্র নদী

www.pathagar.com

করতোয়ার পশ্চিম সীমা পর্যন্ত তার রাজ্যের বিস্তৃতির কথা জানা যায়। মহাভারতের তথ্য অনুযায়ী, প্রাগ্‌জ্যোতিষ রাজ্যের অধিপতি ভগদত্তের উদ্যান বা রঙ্গমহল অবস্থান ছিল বলে উক্ত স্থানের নাম রঙ্গপুর হয়েছে বলে অনেকের অভিমত। ইতিহাসের আলোছায়ায় বর্মাবংশ, পালবংশ, খেনবংশ, কোচবংশ প্রভৃতির দীর্ঘ শাসনকার্যে এই ভূখণ্ডটি বারবার ব্যবহৃত ও গুরুত্ব পেয়েছে তা অনস্বীকার্য।

মোগল সাম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রতিনিধির নানা অভিযান, শাসন ও প্রতিষ্ঠা বিস্তারের চেষ্টার কারণে এই অঞ্চলটির গুরুত্ব বাড়তে থাকে। পরবর্তীকালে মোগলদের আনাগোনায় সদ্যঃপুষ্করিনী, 'ফতেহপুর', ঘোড়াঘাট, মাহিগঞ্জ প্রভৃতি স্থানের নাম ইতিহাস ঐতিহ্যে অধিকতর সমৃদ্ধ হতে থাকে। আইন-ই-আকবরীতে এই জনপদের একটি প্রশাসনিক অবকাঠামোর নির্দেশনা পাওয়া যায়। সেখানকার বিবরণ অনুযায়ী তিন ধরনের প্রশাসনিক অঞ্চল নিয়ে মোগল রংপুর গঠিত ছিল। যার একটি, ঘোড়াঘাট সরকারের কিছু অংশ যা পরগনা পাতিলাদহ, কুণ্ডি (সরকার বাজুহার অংশবিশেষ), স্বরূপপুর এবং রোকনপুর। দ্বিতীয়টি, সরকার বাঙ্গালভূম বা বাহারবন্দ ও ভিতরবন্দ। তৃতীয়টি, রংপুর সদর বা মূল রংপুর যা সরকার কোচবিহার বা 'কাছওয়ারা' নামে অভিহিত ছিল। পরগনাদি ৬টি যথা, কার্যিরহাট, কাকিনা, ফতেহপুর, পাটগ্রাম, বোদা এবং পূর্বভাগ অর্থাৎ ফুলবাড়ি। এসবের কোনটির মাত্র করদানের স্বীকৃতি ছিল। রংপুর ইতিহাসের উল্লেখযোগ্য বাঁকবদল ঘটে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ১৭৬৫ সালে বাংলার দেওয়ানি লাভের পর। রাজস্ব আদায়ের সুবিধার জন্য জেলাপ্রতি একজন করে ইংরেজ সুপারভাইজার নিয়োগ দেয়া হয়। পরে পদটি বিলুপ্ত এবং কালেকটর পদ সৃষ্টি হয়। জন গ্রোস হলেন রংপুরের প্রথম সুপারভাইজার। পরবর্তীকালে ৫ বছর মেয়াদি জমি বন্দোবস্ত এবং আরও পরে হেস্টিংস এবং পাঁচসালা ইজারা ব্যবস্থায় এখানে অনেক ভূস্বামী বেনিয়ার উপস্থিতি ঘটে। সময়ের পরিবর্তনে দ্রুত বদলে যেতে থাকে রংপুর। কালেকটরের অফিস থেকে জজ ও ম্যাজিস্ট্রেসি পৃথকীকরণ ঘটে। এম. ল্যাসলি প্রথম জর্জ হিসেবে নিয়োগ পান। ১৭৬৯ সালে জেলার কাজ শুরু হয়। ১৭৯৩ সালে প্রশাসন থেকে বিচার বিভাগ আলাদা করা হয়। ১৭৯৩ সালে ২২ নং রেগুলেশনে থানা গঠনের সিদ্ধান্ত হয়। চতুর্দিকে ২০ মাইল আয়তন বিশিষ্ট এলাকা নিয়ে গঠিত হয় একেকটি থানা। এসময় সৃষ্টি হয় চৌকিদার ব্যবস্থা। আধা সামরিক বাহিনী পাহারা দিত সরকারি স্থাপনা এবং মোকাবিলা করত ডাকাত বিশৃঙ্খলাকারীর। হাট বাজার ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান পাহারায় ছিল 'সায়ের' প্রথা। নিয়োজিত ব্যক্তিরা যে বেতন পেতো তা প্রতিষ্ঠানগুলোর দেয়া টোল শ্রেণির করের টাকায়। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট প্রথাটি তুলে দেন এবং বাজারে পুলিশি ব্যবস্থা চালু করেন। স্থায়ী পুলিশ বাহিনী গঠন ও প্রয়োগ দেখা যায় ১৭৯৩ সালে থানা গঠনের পর।

১৭৯৩ সালে ১২নং রেগুলেশন অনুযায়ী তৎকালীন রংপুর জেলা নিম্নলিখিত থানা অনুযায়ী গঠিত ছিল।

www.pathagar.com

নং	১৭৯৩ সালে		বর্তমান সময়
০১.	কোতয়ালী মাহিগঞ্জ বা রংপুর	–	রংপুর, কাউনিয়া, গঙ্গাচড়া ও পীরগাছা
০২.	মর্ত্তুজাগঞ্জ বা ধাপ	–	রংপুর সদর থানা ও গঙ্গাচড়া
০৩.	কুমারগঞ্জ	–	বদরগঞ্জ ও তারাগঞ্জ
০৪.	দরওয়ানী	–	নীলফামারী, সৈয়দপুর
০৫.	বারোনী	–	জলঢাকা
০৬.	ডিমলা	–	কিশোরগঞ্জ, ডোমার ও ডিমলা
০৭.	ফুরুনবাড়ি	–	কালিগঞ্জ, হাতীবান্ধা ও আদিতমারী
০৮.	বড়বাড়ি	–	লালমনিরহাট ও ফুলবাড়ি
০৯.	নাগেশ্বরী	–	নাগেশ্বরী ও ভূরুঙ্গামারী
১০.	উলিপুর	–	উলিপুর, রাজরহাট ও চিলমারী
১১.	চিলমারী	–	রৌমারী ও রাজীবপুর
১২.	সাদুল্ল্যাপুর	–	সাদুল্ল্যাপুর
১৩.	ভবানীগঞ্জ	–	গাইবান্ধা ও ফুলছড়ি
১৪.	গোবিন্দগঞ্জ	–	গোবিন্দগঞ্জ, পলাশবাড়ি, সাঘাটা ও সুন্দরগঞ্জ
১৫.	সাহেবগঞ্জ	–	মিঠাপুকুর
১৬.	পীরগঞ্জ	–	পীরগঞ্জ
১৭.	হাবড়া	–	দিনাজপুরে স্থানান্তর
১৮.	ক্ষেতলাল	–	বগুরায় স্থানান্তর
১৯.	বাগদুয়ার	–	নীলফামারী ও সৈয়দপুরের সাথে যুক্ত
২০.	সন্নাসীকাটা	–	
২১.	ফকিরগঞ্জ	–	এখন জলপাইগুড়িতে

এছাড়াও ১৮০৯ সালে নিম্নলিখিত ৫টি থানা রংপুরে স্থানান্তরিত করা হয়।

www.pathagar.com

১. বোদা (বর্তমানে পঞ্চগড় জেলায়)। ২. পাটগ্রাম (বর্তমানে লালমনিরহাট জেলায়)। ৩. ধুবড়ি। ৪. রাংগামাটি ও ৫. কড়াইবাড়ি (বর্তমানে গোয়ালপাড়ায়)।

পরবর্তীকালে বিভিন্ন সময়ে রংপুর জেলার আয়তনের পরিবর্তন ঘটে। ১৮১৬ সালে বুকানন কৃত সার্ভে রিপোর্ট ২৪টি থানা এবং মোট আয়তন ৭৪০০ বর্গমাইল পাওয়া যায়। Report of the Inspectors of School of Bengal (Rangpur) –এর প্রতিবেদনে (Calcutta, 1873, P-36) পাওয়া যায়। ১৮৭২-৭৩ সালে ১৬টি থানার উল্লেখ, যেখানে আয়তন ৩৪৬৭ বর্গমাইল।

মহকুমা ও জেলার সৃষ্টি

১৮৯২ সালে কোম্পানি সরকার মহকুমা জেলা ভেঙে মহকুমা সৃষ্টির সিদ্ধান্ত নেয়। ১৮৫৭ সালে ভবানীগঞ্জ মহকুমা সৃষ্টি হয়। ১৮৫৭ সালে ব্রহ্মপুত্রের ভাঙন জনিত কারণে গাইবান্ধায় কার্যক্রমসমূহ স্থানান্তরিত হয়। ১৮৭২ সালে স্থাপিত হয় কুড়িগ্রাম মহকুমা। ১৮৭৫ সালে রংপুর সদর ভেঙে দুটি মহকুমা সৃষ্টির কথা জানা যায়। ১৯৮০ সালে ১লা জানুয়ারি প্রতিষ্ঠা লাভ করে লালমনিরহাট মহকুমা। ১৯৮৪ সালে ১লা ফেব্রুয়ারি এক প্রশাসনিক আদেশে প্রতিটি মহকুমা জেলায় রূপান্তরিত হয়। প্রতিষ্ঠানের আয়তন ছিল ৮৯৩ বর্গমাইল। এর জনসংখ্যা ছিল ১৭ লক্ষাধিক। রংপুর জেলায় ৮টি উপজেলায় অন্তর্ভুক্ত মোট ইউনিয়ন সংখ্যা ৮৩টি।

রংপুর জেলা পরিষদ

www.pathagar.com

ঘ. জনবসতির পরিচয়

বাঙালির নৃতাত্ত্বিক পরিচিতিতে বিচিত্র জনধারার মিশ্রণ রয়েছে। স্থানভেদে এর তারতম্য রয়েছে। বাংলাদেশের মানচিত্রে উত্তর প্রান্তীয় জেলা হিসেবে রংপুর জেলার অধিবাসীরা দেশের অন্যান্য অংশের মতই মিশ্র জনধারার। তবে অন্যান্য স্থানের মতো 'আদি অস্ট্রেলিয়', মঙ্গোলিয় ও থ্যালপাইন নরগোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য ধারণ করলেও তাদের বৈচিত্র্য ও স্বাতন্ত্র্য কম নয়। পূর্ববর্তী এই নৃগোষ্ঠীর সাথে কালান্তরে মিশে যায় বহু মতাদর্শ ও ঘটেছে বহু জনজাতির সংশ্লেষ। আর তাই দীর্ঘকাল গ্রহণ বর্জনের ধারায় উত্তরাঞ্চলের বাঙালি জনসমাজের নৃতাত্ত্বিক দিক বৈচিত্র্যময় পরিণতি লাভ করেছে। নৃতাত্ত্বিক আলোচনায় শারীরিক কাঠামো বিশেষ উল্লেখযোগ্য দিক। গবেষকদের মতে, পাঁচহাজার বছর আগে এদেশের আদি অধিবাসী ছিল নিগ্রোবটু শ্রেণির। ফলমূল ও বন্যজন্তু শিকারই ছিল তাদের অন্যতম জীবন ধারণের উপায়।

এরপর প্রায় সাড়ে তিন হাজার বছর আগে আসাম উপত্যকা পেরিয়ে এদেশে আসে অস্ট্রিক শ্রেণির মানুষ। কৃষিভিত্তিক জীবনের প্রাথমিক ভিত্তি গড়ে উঠেছে তাদের হাতে। বসবাসের জন্য তারা বেছে নিয়েছিল নদীতীরবর্তী অঞ্চল। আজকের বাঙালির প্রধান খাদ্য ভাত, মাছ, সংস্কার বিষয়ের মধ্যে ঝাঁড়ফুক, তুকতাক, সাপের বিষ নামানো, ভূতপ্রেতের ধারণা। আবার হিসেব-নিকেশে কুড়ি, গণ্ডা, পণ প্রভৃতি শব্দ ভাণ্ডার এই অস্ট্রিক সমাজের দান। অস্ট্রিকদের পরে দ্রাবিড়ভাষী নরগোষ্ঠীর আগমন ঘটে। এরপর আসে আলপনীয়রা। এভাবেই গড়ে ওঠে বাঙালির জনসৌধ।

রংপুর জেলার অধিবাসীদের ক্ষেত্রে এসব উত্তরাধিকার যেমন সুলভ তেমনি সক্রিয়। যথেষ্ঠ নৃতাত্ত্বিক বিতর্ক সত্ত্বেও গৌরবর্ণ, উন্নত নাসা, প্রশস্ত ললাট, ঋজু ও কোমল চুলের এবং মাথার খুলির বৈশিষ্ট্যের কারণে উত্তরাঞ্চলের কিছু সংখ্যক মানুষকে আর্যদের উত্তরপুরুষ হিসেবে অনেকেই উল্লেখ করেন।

তবে বহুল পরিমাণে চ্যাপ্টা নাক, উঁচু চোয়ালের হাড় এবং কালো রঙের মানুষের উপস্থিতি এখানে দেখা যায়। আদি অস্ট্রেলিয় নরগোষ্ঠীর সাঁওতাল, ওরাওঁ, হাড়ি, ভূইমালি শ্রেণির মানুষ যাদের দীর্ঘ শির, প্রশস্ত নাক, মোটা ঠোঁট, কম উঁচু তনি, চুলের রং গাঢ় বাদামি থেকে কাল, দেহাকৃতি খাটো ও মাঝারি ধরনের। এই শ্রেণির উপস্থিতি রয়েছে সমগ্র জেলায়, বিশেষত বদরগঞ্জ (খিয়ার মাটি এলাকা লোহানীপাড়ায়) ও মিঠাপুকুর উপজেলায়।

গোল ও মধ্যম মুণ্ডাকৃতি, তীক্ষ্ণ উন্নত ও মধ্যম নাসাকৃতির ও মাঝারি দেহাকৃতির অ্যালপাইন নরগোষ্ঠীর ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মানুষ রয়েছে। সমগ্র জেলায় তাদের দেখা যায়।

বোড়ো ভাষাগোষ্ঠীর যারা তাদের মধ্যমাকৃতি নাক চ্যাপ্টা, গোলাকার চোখ, উন্নত গণ্ডাস্থি, সোজাচুল, রং পীতাভ বা বাদামি পীতাভ। যাদের মধ্যে রাজবংশী, পলিয়া প্রভৃতি সম্প্রদায় জেলার সবকটি উপজেলায় ছড়িয়ে রয়েছে।

www.pathagar.com

দীর্ঘ মুসলিম শাসন, বহির্দেশীয় ধর্মপ্রচারকদের আগমন এবং ইতিহাসের বিশেষ কয়েকটি আন্দোলন সংগ্রামের সাথে সম্পৃক্তি জেলার অধিবাসীদের নৃতাত্ত্বিক পরিচয়কে প্রভাবিত করেছে। যেমন সিপাহী বিদ্রোহ এবং ফকির সন্ন্যাসী বিদ্রোহে অংশগ্রহণকারী বহিরাগতের অনেকেই উত্তরাঞ্চলে স্থায়ী হওয়া ছিল স্বাভাবিক। ১৯৪৭ সালের দেশভাগজনিত কারণে ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চল থেকে প্রচুর লোক এ জেলায় আসে। এছাড়া পূর্ববঙ্গের পাবনা, নোয়াখালি, ময়মনসিংহ, ঢাকা প্রভৃতি অঞ্চল থেকে জেলায় বসতি স্থাপন করায় সংমিশ্রণ ও সমন্বয়ের ধারায় ভিন্ন এক নৃতাত্ত্বিক কাঠামো ও সমন্বিত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে।

রংপুর জেলায় নৃগোষ্ঠীগত বিষয়ে সব থেকে বেশি আলোচনায় এসেছে রাজবংশী প্রসঙ্গ। ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টার, কর্নেল ই.টি ডাল্টন, বুকানন হ্যামিল্টনসহ অনেক নৃতত্ত্ববিদ, সেন্সাস কর্তৃপক্ষ বলেছেন, কোচ ও পলিয়া জাতির রক্তসংমিশ্রণজাত সম্প্রদায় রাজবংশী। এই বিষয়গুলো ব্যাপক বির্তকের সূচনা করে ইংরেজ শাসনামলে। কোচ বা পলিয়া উভয় সমাজের মানুষ নিজেদের রাজবংশী হিসেবে পরিচয় দিতে পছন্দ করে। কোচচিহার রাজ্যের প্রাক্তন আহিলকার (এস.ডি.ও) বলেছেন, উত্তরবঙ্গের রাজবংশীদের উদ্ভব হয়েছে কম্বোজ রাজবংশ থেকে। রাজবংশী সমাজের পণ্ডিতগণ তাদের কুলগৌরবের সপক্ষে কালিকাপুরাণ, ভ্রামরিতন্ত্র প্রভৃতি গ্রন্থের উল্লেখ করেন। ষোড়শ শতাব্দীর রূপনারায়ণ শ্রুতিধরের লেখা কামতেশ্বর কুলকারিকায় আছে :

ছিঁড়িয়ে গলার দড়ি ক্ষত্রিচিহ্ন লুপ্ত করি
প্রাণভয়ে ইতিউতি পলান্ত সকলি
সংগ্রামক ভয় করি ভঙ্গক্ষত্রি নাম ধরি
আপনাকে মানে কেহ রাজবংশী বুলি।

তবে একথা অনস্বীকার্য যে ভাষা, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক পরিচয়ে রাজবংশী সমাজে এক ধরনের স্বাতন্ত্র্য রয়েছে। এসব সংরক্ষণ, পরিচর্যা ও স্বাজাত্যবোধে উদ্দীপ্তকরণের কাজে বিশিষ্ট সংস্কারক রায়সাহেব পঞ্চানন বর্মার (১৮৬৬-১৯০৫ সালে) নেতৃত্ব প্রশংসনীয়। তাঁর নেতৃত্বে রংপুর ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহে গড়ে ওঠে ক্ষত্রিয় সমিতি। সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ও সামাজিক সংগঠন হিসেবে এই সংগঠনের ভূমিকা উজ্জ্বল।

কোচ

রংপুর জেলার একটি উল্লেখযোগ্য জনজাতি কোচ। তাদের মুখমণ্ডল চ্যাপ্টা, প্রশস্ত নাক এবং উঁচু চোয়ালের হাড়বিশিষ্ট। কোচ সম্প্রদায়ের মাথার খুলি দীর্ঘাকৃতির। ঊনবিংশ শতকের অনেক নেতৃস্থানীয় গবেষকের মতে, তারা মঙ্গোলয়েড জনধারার মানুষ। কোচ সমাজ হারিগাইয়া, দশাগাইয়া প্রভৃতি আটরকম উপভাগে বিভক্ত। তিস্তা তীরবর্তী অঞ্চলে তাদের আধিক্য দেখা যেত। রাজবংশী সমাজের মধ্যে অসংখ্য কোচ লুপ্ত হয়ে গেছেন। ১৮৭২ সালে শুমারিতে উত্তরাঞ্চলে ১০ লক্ষ কোচ গণনা করা হয়েছিল। তাদের সমাজের প্রেতপূজা, লংঠায় নামের শিলপূজা, বৈশাখের নিকিলিপূজা বিলুপ্তপ্রায়।

www.pathagar.com

মাতৃতান্ত্রিকতার প্রভাব এখনও বিদ্যমান। বিনয়ী, নম্র ও সৎ স্বভাবের কোচ সমাজ মূলধারার হিন্দু সমাজে মিশে গিয়ে বর্তমানে প্রচলিত হিন্দু সংস্কৃতিতে অভ্যস্ত।

খেন সমাজ

প্রাচীন রংপুরে 'খেন' শ্রেণির জনজাতির উপস্থিতি থাকলেও এখন তাদের সম্পর্কে তথ্যাদি সুলভ নয়। পঞ্চদশ শতাব্দীতে নীলধ্বজ, চক্রধ্বজ, নীলাম্বর নামের খেন বংশীয় রাজা ও সুসংহত কামতারাজ্যের ইতিহাস পাওয়া যায়। রংপুর জেলার ছয়ঘর (সাদুল্লাপুর), ঘোড়াঘাট, কাটাদুয়ায়, চতরা প্রভৃতি স্থানে খেন সাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। ফর্সা, গোলগাল মুখ, উচুঁ নাক, টানা চোখ প্রভৃতি খেনদের শারীরিক বৈশিষ্ট্য। ১৮৭২ সালের এক বিবরণীতে এই জেলায় ২০,০১৩ জন খেন সম্প্রদায়ের বসবাস ছিল বলে জানা যায়। মনসাপূজা, চাউনিপূজা, বাস্তপূজা, শিবরাত্রি ও চড়কপূজা প্রভৃতি ধর্মীয় অনুষ্ঠান হয় যেগুলোতে মূলধারার হিন্দু সংস্কৃতির প্রভাব বিদ্যমান।

আদিবাসী

রংপুর জেলার মিঠাপুকুর, বদরগঞ্জ ও পীরগাছা উপজেলায় বেশ কিছু আদিবাসীর বসবাস দেখা যায়। ১৯৪১ সালে শুমারি অনুযায়ী রংপুর জেলায় আদিবাসীর সংখ্যা ছিল ১৮,২০০ জন। হিন্দু, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ প্রভৃতি ধর্মের প্রতি ঝুঁকে পড়লেও এখনও তাদের সংখ্যা নগন্য নয়। সাঁওতাল, ওরাওঁ, মুণ্ডা প্রভৃতি আদিবাসী দেখা যায়। আদি অস্ট্রেলিয় এই নরগোষ্ঠী জীবজন্তু, বৃক্ষ প্রভৃতি নামের প্রতীকী চিহ্নে কয়েকটি গোত্রে বিভক্ত। তাদের শিংবোংগা বা সূর্যদেবতা বিশেষ আরাধ্য। ওরাওঁ জনজাতির গায়ের রং কালো, নাক চ্যাপ্টা, মাথার খুলি গোলাকার। তাদের রয়েছে ২০টি গোত্র। নৃতাত্ত্বিকদের মতে, এরা প্রাক্দ্রাবিড় গোষ্ঠীর লোক। অনেক গবেষক মনে করেন, উত্তরবঙ্গের আদিবাসী জনগোষ্ঠী বাংলাদেশের ভূমিজ নয়। সপ্তদশ শতাব্দীতে রচিত 'সারদামঙ্গল' কাব্যে আছে :

যাহার রাজ্য নাই অরাজত্ব জমি।
সেই গ্রাম আমাকেই ইজারা দেহ তুমি॥
বেরুন্যা কাটল বন বসাইল প্রজা।
রাজ্যের পালন যেন করে রামরাজা॥
তিন বৎসরের কৃষি নাই রাজকর।
বনকাট্যা বেরুন্যা যে বসাল্য নগর॥

তারা আরও মনে করেন সপ্তদশ, অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে উড়িষ্যা, ছোটনাগপুর এবং রাজমহলের পার্বত্য অঞ্চল থেকে মুণ্ডা, পাহানদের সাথে ওরাওঁদের আগমন ঘটে।

ধর্মভিত্তিক অধিবাসী

রংপুর জেলায় প্রথম লোকসংখ্যার একটি পর্যালোচনা তুলেছিলেন কালেক্টর ডে হার্ট ম্যাকডোয়াল (১৭৮৬-১৭৮৯)। ১৭৮৯ সালে তৎকালীন সীমানার অধিবাসী সংখ্যা ছিল ৪,৪৫,৫১২ জন। ১৮০৯ সালে বুকানন হ্যামিল্টন বৃহত্তর রংপুরের জনসংখ্যা ২৭,৩৫,০০০ অনুমান করেন। ১৮৭২ সালে থেকে বিশেষ পদ্ধতি অনুযায়ী লোকসংখ্যা

www.pathagar.com

গণনার কার্যক্রম শুরু হলে জনসংখ্যার একটি বিশ্বাসযোগ্য ধারণা ওঠে আসে। ১৯৪৭-এর দেশভাগে বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের মতো রংপুরের জনসংখ্যার বিশেষ পরিবর্তন ঘটে। নিচে কয়েকটি লোকগণনা সংক্রান্ত জনসংখ্যার শতকরা হার (ধর্মবিশ্বাস ভিত্তিক) দেয়া হল:

সময়	মুসলিম	হিন্দু	বৌদ্ধ	খ্রিস্টান	অন্যান্য
১৮০৯	৬০.৮৪	৩৯.১৬	-	-	-
১৮৭২	৬০.০৭	৩৯.৮৭	-	.০০৩	.০৫৩ (বৌদ্ধসহ)
১৮৮১	৬০.৯৯	৩৮.৯২	.০০৩	.০০৪	.০৮ (জৈনসহ)
১৯৫১	৭৯.৭৮	২০.৮১	-	-	.০৪
১৯৬১	৮৫.৭৪	১৩.৯০	.১০	.২৪	.০২
১৯৭৪	৮৭.৬১	১২.০০	-	.২১	.১৮
১৯৮১	৮৮.৯৪	১০.০৯	.০৭	.২০	.৭০

বর্তমান রংপুর জেলার ৮টি উপজেলায় ধর্মভিত্তিক জনবিভাজন ১৯৯১-এর আদমশুমারি অনুযায়ী নিম্নরূপ (%)

উপজেলার নাম	মুসলিম	হিন্দু	বৌদ্ধ	খৃস্টান	অন্যান্য
বদরগঞ্জ	৮৬.৮৯	১১.৯৬	.০৪	.৫৯	.৪৩
গংগাচড়া	৮৬.৫৩	১৩.৪৩	.০২	-	.০৩
কাউনিয়া	৯২.১৯	৭.৬৩	.০৪	.০৭	.০৭
রংপুর সদর	৮৯.৪০	১০.২৩	.০৭	.০৯	.২১
মিঠাপুকুর	৯০.৩৫	৭.৯১	.৪২	.৪৮	.৮৫
পীরগাছা	৯০.৪০	৯.৩৭	.০১	.০১	.২১
পীরগঞ্জ	৯১.৪৯	৬.৭৫	.২২	.৫১	১.০৩
তারাগঞ্জ	৮৬.৫৭	১৩.৩৬	-	-	.০৬
জেলা মোট-	৮৯.৬০	৯.৫৮	.১৪	.২৫	.৪৩

জেলার প্রধান জনগোষ্ঠীর ধর্ম ইসলাম। প্রায় প্রতিটি মহল্লায়, গ্রামে, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সংলগ্ন সুবিধামত স্থানে মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মুসলমান সমাজ সুসংহত, ধর্মীয় একতায় সমৃদ্ধ এবং ধর্ম পালনে সকলে নিষ্ঠাবান। অপরদিকে দ্বিতীয় প্রধান জনগোষ্ঠী হিন্দু, যারা নানা শ্রেণি বিভাজনে বিভাজিত। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র চার বর্ণের বিভাজন ছাড়াও, 'নবশাখ' নামের মুখ্যত শ্রমবিভাজন সম্বলিত নয়টি সমাজ যেমন তেলি, তাঁতি, মালাকার, সদগোপ, নাপিত, বারুই, কামার, কুমোর, গন্ধবণিক ও ময়রা দেখা যায়। তবে অধঃস্তন সম্প্রদায়ের মধ্যে এসব শ্রেণি বিভাজনের লোপ এবং একটি

সুসংহত জনগোষ্ঠীতে পরিণত হওয়ার প্রবণতা বাড়ছে। বৈষ্ণবধর্মের প্রভাব হিন্দু সমাজে প্রবল। সমাজের সকল তফসিলি সম্প্রদায়ের আর্থ সামাজিক রূপান্তর দ্রুত ঘটেছে। উত্তরাঞ্চলে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের বসবাস সুপ্রাচীন কাল থেকে। রংপুর জেলায় বৌদ্ধদের সংখ্যা সাম্প্রতিক কালে নগণ্য হলেও মিঠাপুকুর ও বদরগঞ্জ এলাকায় তাদের বিশেষ উপস্থিতি রয়েছে।

লোহানীপাড়ার বৌদ্ধ উপাসনালয়

রাজা রামমোহনের কিছুকাল রংপুরে অবস্থান ও তাঁর উদার একত্ববাদের উপর প্রতিষ্ঠিত ধর্মচর্চা রংপুরের হিন্দু সমাজকে প্রভাবিত করেছিল। শহরে তার অবর্তমানেও এই ধারায় ব্রাহ্ম সমাজ ও মন্দির প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। বর্তমানে তারা হিন্দু সমাজের অন্তর্ভুক্ত এবং হিন্দু অনুসারী হিসেবে জনগণনা করা হয়।

জেলায় খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের উপস্থিতিও কম নয়। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে স্থানীয় অধিবাসীদের ধর্মান্তর ঘটানোর জন্য একটি ব্যাপটিস্ট মিশন স্থাপন করা হয়। তারা চার্চ সংগঠনে সংগঠিত এবং মিশনারি সংস্থার সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধানে এগিয়ে চলেছে। তাদের পরিচালিত বদরগঞ্জ ও তারাগঞ্জ উপজেলায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান রয়েছে। বদরগঞ্জ ও মিঠাপুকুর উপজেলায় এই ধর্মের অনুসারীদের উপস্থিতি ব্যাপক।

ঙ. নদ-নদী ও খাল-বিল

নদীর মরা খাত অভ্যন্তরীণ প্রচুর জলাশয় সৃষ্টির কারণ। তিস্তা তীরবর্তী বিলসমূহ গতিপথ পরিবর্তনের কারণে সৃষ্ট হয়েছে। এই বিলগুলি অগভীর যার অধিকাংশ এখন

www.pathagar.com

শুকনা মওসুমে কৃষিকাজে ব্যবহৃত হয়। জেলার উত্তর-পূর্বাংশের বিলগুলির আকার অপেক্ষাকৃত বড়।

১৮৯৭ সালে ভূমিকম্পে এসব বিলের গভীরতা হ্রাস পায়। জেলার মধ্যে পীরগঞ্জ উপজেলার বড়বিল অন্যতম, যার আয়তন পূর্বে ছিল ৩ বর্গ কিলোমিটার। বড় আকারের বিল বা পুকুরের মধ্যে, কৃক্রুল বিল, জলকর বিল, হারভাঙ্গা বিল, কান্দি বিল, চত্রা বিল, নান্দিনার বিল, চিক্লি উনতাপুকুর, সুবড়ুব পুকুর, মুলাটোল দীঘি, গোপালগঞ্জ পুকুর প্রভৃতি বিখ্যাত।

ব্যাপক জলাশয় ও জলাবদ্ধতার কারণে রংপুর হয়ে উঠেছিল পীড়ার আকরভূমি। ম্যালেরিয়া রোগের উপদ্রব ছিল ভয়াবহ। এ সমস্যা লাঘবে ১৮৯০ সালে শ্যামাসুন্দরী ক্যানেল খনন করা হয়।

রংপুর জেলা বোর্ড এবং রংপুর মিউনিসিপ্যালিটির যৌথ প্রচেষ্টায় খনন কার্য সমাধা হয়। কিন্তু এর সার্বিক সহযোগিতা ও তত্ত্বাবধানে ছিলেন ডিমলার রাজা জানকী বল্লভ সেন। তিনি খনন ব্যয়কৃত ২০,০০০ টাকা সম্পূর্ণ প্রদান করেন। খননের ফলে শহরে জলাবদ্ধতা কমে যায়। মশার উপদ্রব কমে এবং পরিবেশও দূষণমুক্ত হয়। খাল খননকালে নির্মিত হয় একটি স্মারকস্তম্ভ। যার গায়ে লেখা রাজার প্রশস্তি শ্লোক :

পীড়ার আকরভূমি এই রঙ্গপুর
প্রণালী কাটিয়া তাহা করিবারে দূর
মাতা শ্যামাসুন্দরীর স্মরণের তরে
জানকীবল্লভ সূত এই কীর্তি করে।

প্রধান নদ-নদী

তিস্তা, যমুনেশ্বরী, ঘাঘট ও করতোয়া। নিম্নে বিভিন্ন উপজেলার নদ-নদীর বর্ণনা তুলে ধরা হলো :

সদর উপজেলাটির মধ্যে দিয়ে ঘাঘট ও ইছামতি নদী প্রবাহিত হয়েছে। এছাড়া রংপুর শহরের জলবদ্ধতা নিরসনের জন্য শ্যামাসুন্দরী খাল পুনঃসংস্কার করে খালটিকে মূলত পশ্চিমে ঘাঘট নদী থেকে খাল কেটে শহরের মধ্য দিয়ে মাহিগঞ্জের ভেতর দিয়ে শহরের বাইরে নিয়ে মাহিগঞ্জের পূর্ব দিকে প্রবাহমান ইছামতি নদীর সাথে যুক্ত করা হয়েছে।

গঙ্গাচড়া উপজেলার মধ্য দিয়ে তিনটি নদী প্রবাহিত হয়েছে।

০১. তিস্তা নদী; ০২. ঘাঘট নদী; ০৩. মরা মানাস।

তারাগঞ্জ উপজেলায় নদী রয়েছে ৩টি। যথা– চিকলি, যমুনেশ্বরি ও খাড়ভাজ।

বদরগঞ্জ উপজেলায় মোট পুকুর ২,৯৪০টি পুকুরগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

বাঁশদহ পুকুর ২৬ একর; উনতা পুকুর ৪১.৪৭ একর; সুবড়ুব পুকুর ১২.৫৩ একর; টোরি পুকুর ৫.৯৭ একর; নান্দিয়ার দীঘি ৬৫ একর।

www.pathagar.com

তিস্তা নদী

মিঠাপুকুর উপজেলার প্রধান নদ-নদী গুলোর মধ্যে রয়েছে যমুনেশ্বরী, ঘাঘট, আখিঁরা, কুড়াল নদী, কাঠগড়া নদী, চিরনাই নদী রয়েছে বিলের মধ্যে, চিতলীর বিল সিরুডাঙ্গা বিল, সালিনীর বিল, বড় পলিয়ার বিল, মিঠাপুকুর, ইত্যাদি।

পীরগঞ্জ উপজেলায় নদ-নদীর মধ্যে যমুনেশ্বরী, করতোয়া, আঁখিরা, মরা নদী প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এছাড়া চাত্রা বিল, চৈত্রকোল বিল, বড়ফলিয়ার বিল, নীল দরিয়া বিল, চাপুন্দিয়া বিল, বড় বিল, শ্মশান দও আংরার বিল ও অনেক জলাশয় রয়েছে।

কাউনিয়া উপজেলার প্রধান দুটি নদীর নাম তিস্তা ও বুড়াইল। তিস্তা নদীর শাখা নদীর নাম মানাস। এছাড়াও এক হাজারের অধিক পুকুর এখানকার জলবায়ুকে সিক্ত ও ভূ-প্রকৃতিকে সজীব রাখতে সাহায্য করছে।

পীরগাছা এই উপজেলার প্রধান নদী তিস্তা ও ঘাঘট। এছাড়া উল্লেখযোগ্য খোলার দোর, পাগলার কুড়া, তছিভাঙা, হারডাঙ্গা বিল এবং দেবী চৌধুরানী দিঘি ও অসংখ্য পুকুর এখানে রয়েছে। যা এলাকাটির উর্বরতা, সজীবতা, চাষাবাদ ও জীবিকা নির্বাহে অনন্য ভূমিকা রাখছে।

চ. গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

অতীতের শিক্ষাব্যবস্থার উপর তেমন কোনো প্রামাণিক তথ্য পাওয়া যায় না। রংপুর জেলার প্রথম শিক্ষাতথ্য পাওয়া যায় ১৮২৩ সালে প্রতিবেদন থেকে। এ্যাডামের (১৮৩৫-১৮৩৮) প্রতিবেদনে বলা হয়েছে ১৯টি পুলিশ সার্কিটের মধ্যে মাত্র ৫টি

সার্কিটে ১০টি বাংলা এবং ২টি ফারসি স্কুল ছিল। তবে জেলায় হিন্দু ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল অনেক।

সেসময় ৪১টি টোল ছিল যার প্রতিটিতে ৫ থেকে ২৫ জন ছাত্রের উপস্থিতির কথা জানা যায়। জেলার শিক্ষাবিস্তারে স্থানীয় জমিদার ও ভূস্বামীদের অবদান অনস্বীকার্য। নারী শিক্ষা বিস্তারে তাদের উদ্যোগ ছিল প্রশংসনীয়। রংপুর অঞ্চলে কুণ্ডি পরগনার জমিদার কালীকান্ত রায় চৌধুরী তার নিজ গ্রাম গোপালপুরে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ১৮৪০ সালের পূর্বেই এ বিদ্যালয়টি স্থাপিত হয় বলে জানা যায়।

এছাড়া কাকিনার জমিদার শম্ভুচন্দ্র রায়চৌধুরী (১৮০০-৬৮), তুষভাণ্ডারের জমিদার রমনীমোহন রায়চৌধুরী (১৮৪৩-৮৭), জানকীবল্লভ সেন (১৮৩৫-১৯১০) নারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনে অগ্রণী ভূমিকা রাখেন। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান-

রংপুর জিলা স্কুল

১৮৩২ সালে স্থানীয় জমিদারগণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয় 'জমিদারদের স্কুল'। লর্ড উইলিয়াম বেন্টেটিঙ্ক প্রতিষ্ঠানটির শুভ উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনকালে এটি ছিল একটি খড়ের ঘর। পরবর্তীকালে কুচবিহার রাজার উদ্যোগে প্রশস্ত দালান নির্মাণ করা হয়। ১৮৬২ সালে এটি 'রংপুর জিলা স্কুল' নামে সরকারিকরণ হয়। ১৯৩৭ সালে ১১ এপ্রিল প্রতিষ্ঠানটির স্থাপনের শতবর্ষ পালিত হয়।

বিভিন্ন প্রতিকূলতায় প্রতিষ্ঠানটির পার্শ্ববর্তী কয়েকটি স্থানে সাময়িক স্থানান্তর ঘটলেও বর্তমানে রাধাবল্লভ মৌজার সাড়ে চৌদ্দ একর জমির উপর অবস্থিত। আধুনিক ল্যাবরেটরি, গ্রন্থাগার, ছাত্রাবাস, মিলনায়তন নিয়ে প্রতিষ্ঠানটি বর্তমানে উত্তরাঞ্চলের প্রথম শ্রেণির বিদ্যাপীঠে পরিণত হয়েছে।

কারমাইকেল কলেজ

জেলার প্রথম মহাবিদ্যালয় হিসেবে প্রতিষ্ঠানটির যাত্রা শুরু হয় ১৯১৬ সালে। দেশভাগের পূর্ব পর্যন্ত এটিই ছিল রংপুর অঞ্চলের একমাত্র কলেজ পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মি.জে.এন.গুপ্ত আই.সি.এস এবং তিন জমিদার গোপালচন্দ্র রায়, সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী ও রায়বাহাদুর অন্নদামোহন রায়ের সক্রিয় উদ্যোগ ও দানকৃত অর্থ ও সম্পত্তির সহায়তায় কলেজটির প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হয়েছিল। ১৯১৬ সালের ১০ নভেম্বর গভর্নর লর্ড টমাস ব্যারন কারমাইকেল ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন এবং তারই নামানুসারে কারমাইকেল কলেজ নামকরণ করা হয়। কুণ্ডি জমিদার পরিবারের ৯১৯ বিঘা ও অন্যান্য জমিদার জোতদারদের দানকৃত সম্পত্তির উপর নির্মিত প্রতিষ্ঠানটি দৃষ্টিনন্দন স্থাপত্যকলার নিদর্শনও বটে। ১৯৬৩ সালে ১ জুলাই কলেজটির সরকারিকরণ হয়।

বর্তমানে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পাঠের সুবিধাসহ বাংলাদেশের অন্যতম বৃহৎ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে।

www.pathagar.com

কারমাইকেল কলেজ

রংপুর টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট

১৮৬৫ সালে রংপুর আর্টিজন স্কুল নামে প্রতিষ্ঠিত হয় রংপুর টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট। এর প্রতিষ্ঠাতা কাকিনার জমিদার মহিয়ারঞ্জন রায় চৌধুরীসহ রংপুরের অন্যান্য জমিদারগণ। বাংলাদেশ ভূখণ্ডে এটিই সর্বপ্রথম কারিগরী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান যা পশ্চিমবঙ্গের যাদবপুর কারিগরী স্কুলের সমসাময়িক। যাদবপুরের প্রতিষ্ঠানটি এখন ভারতের অন্যতম বৃহৎ কারিগরী বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত।

সরকারি বেগম রোকেয়া কলেজ

জমিদার বরদাসুন্দরীর পরিত্যক্ত বাড়িতে ৩.৬৪ শতাংশ জমির উপর ১৯৬৩ সালে কলেজটি স্থাপিত হয়। ১৯৬৭ সালে ৬ জুন নারী শিক্ষার অগ্রদূত বেগম রোকেয়ার নামানুসারে নামকরণ করা হয়। ১৯৭৯ সালে ৭ মে কলেজটির সরকারিকরণ হয়। অত্যাধুনিক শিক্ষা উপকরণ সমৃদ্ধ বিজ্ঞানাগার, উন্নত পাঠাগার ছাত্রীনিবাস সমৃদ্ধ কলেজটিতে বর্তমানে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে পাঠদান করা হয়।

রংপুর কলেজ

১৯৬৩ সালে ২৫ জুলাই রংপুর কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ৪.২৪ একর জমির উপর কলেজটি প্রতিষ্ঠার পর ১৯৬৯ সালে বর্তমান সুদৃশ্য মূল ভবনটি নির্মিত হয়। ছাত্রাবাস,

www.pathagar.com

বিজ্ঞানাগার প্রভৃতি আধুনিক সুবিধা সম্বলিত প্রতিষ্ঠানটিতে বর্তমানে স্নাতক (সম্মান) শ্রেণির পাঠ গ্রহণের সুযোগ রয়েছে।

রংপুর মেডিকেল কলেজ

১৯৭৪ সালে এটি চালু হয়। রংপুর জেলা তথা সমগ্র উত্তরবঙ্গের নাগরিকদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ একটি সেবা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে সুপরিচিত। অত্যাধুনিক সরঞ্জামসহ অনেকগুলি বিভাগে বিশেষায়িত চিকিৎসাব্যবস্থার সুযোগ রয়েছে। দেশের অনেক বিশেষজ্ঞ ডাক্তার এখানে কর্মরত। করোনারি কেয়ার ইউনিট, আলট্রাসনোগ্রাম চিকিৎসা সুবিধাসহ স্বল্পব্যয়ে অস্ত্রোপচার ও অন্যান্য সেবামূলক সুবিধা রয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত।

টিচার্স ট্রেনিং কলেজ

প্রাথমিকভাবে এটি ছিল জুনিয়র ট্রেনিং কলেজ। সূচনায় ১৯৬৫ সালে সীমিত সংখ্যক ছাত্র থাকলেও এখন এটি আধুনিক মানের প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান। ১৯৭৩ সালে এটি শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ে নাম গ্রহণ করে ও কর্ম পরিধির বিস্তৃতি ঘটে।

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়

২০০৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়। কারমাইকেল কলেজ চত্বরে ৭৫ একর জমি নিয়ে গঠিত হয়েছে প্রাথমিক পর্যায়ের ক্যাম্পাস। সম্প্রসারণশীল প্রতিষ্ঠানটি ইতোমধ্যে উত্তরাঞ্চলে শিক্ষাকার্যক্রমে বিশেষ সচেতনতার সৃষ্টি করেছে।

এসব প্রতিষ্ঠান ছাড়াও বৃত্তিমূলক শিক্ষা, শারীরিক শিক্ষা, চারুকালা শিক্ষার জন্য নানা প্রতিষ্ঠান নিরন্তর শিক্ষা দান কার্যে নিয়োজিত রয়েছে।

শিক্ষা বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ১টি, স্নাতকোত্তর ডিগ্রি কলেজ সরকারি ৩টি, স্নাতক ডিগ্রি কলেজ সরকারি ৩টি, স্নাতক ডিগ্রি কলেজ বেসরকারি ৩৬টি, ইন্টার মিডিয়েট কলেজ সরকারি ৩টি, ইন্টার মিডিয়েট কলেজ বেসরকারি ৬৪টি, সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ৩৭২টি, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ৭০১টি, রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয় ৬৪৭টি, মাদ্রাসা ৩৬২টি, বেসরকারি এতিমখানা ৩০, মৎস্য খামার সরকারি ২টি, মৎস্য খামার বেসরকারি ১৩টি। জেলায় স্বাক্ষরতার হার ৬৪.৪৬%।

ছ. ঐতিহাসিক স্থাপনা

কালের প্রবাহে অনেক ইমারত, স্থাপত্যকলার বিলুপ্তি ঘটলেও রংপুরে স্থাপত্য বা পুরার্কীতির নিদর্শন দেখা যায়। প্রাচীনকাল থেকে হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, মুসলমান বা ব্রিটিশ শাসনকালের অনেক ঐতিহ্যিক নির্মাণ ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি :

www.pathagar.com

চাপড়াকোট বৌদ্ধবিহার

বদরগঞ্জ থানার লোহানীপাড়া এটির অবস্থান। জানা যায়, এখানে উদ্ধারকৃত একটি শিলালিপি ঢাকায় জাতীয় জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে। পাঠ অনুযায়ী শ্রীধন বর্ধনের প্র পৌত্র, শ্রী পাইক বর্ধনের পৌত্র ও শ্রী বিক্রমবর্ধনের পুত্র শ্রী অংশ বর্ধন একটি মহাবিহার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বিহারটি নবম-দশম শতাব্দীর বলে অনুমান করা হয়। বিহারটি আয়তাকৃতির। আনুমানিক ৪৫০×৪০০ ফুট পরিমাপের। উত্তর দক্ষিণে একটি দীর্ঘ আঙিনা রয়েছে। চারদিকে বেষ্টনি দেয়াল যা পাতলা ইটের তৈরি এবং প্রায় ৭ ফুট পরিমাণ প্রশস্ত। বর্তমানে এটি পুরোপুরি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। উত্তরদিকে প্রায় ৩০০ ফুট দূরে অপর একটি ধ্বংসস্তূপ দেখা যায়।

ডিমলা কালী মন্দির

মন্দিরটি অষ্টকৌণিক। ৩´-০´´ উচুঁ বেদীর উপর প্রতিষ্ঠিত। দ্বিতল বিশিষ্ট পদ্ধতিতে তৈরি যার প্রথম তলার শীর্ষদেশে লক্ষ্মী, সরস্বতী, বিষ্ণু, শিব প্রভৃতির মূর্তি স্থাপিত। নিম্নদেশের প্রতিকোণ পাখির ডানাযুক্ত মানুষ আকৃতির ভাস্কর্য রয়েছে। শীর্ষদেশে পিতলের কলস এবং ত্রিশুল স্থাপন শিব মন্দিরের চিহ্ন হলেও স্থানীয়ভাবে এটি কালীমন্দির বলে পরিচিত। ডিমলার জমিদার জানকিবল্লভ সেনের স্ত্রী বৃন্দারানীর অনুদানে ১৯১৬ সালে মন্দিরটি স্থাপিত হয়।

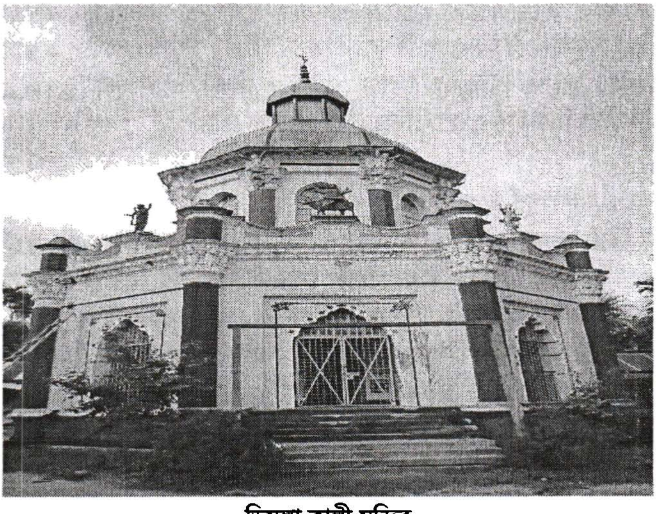

ডিমলা কালী মন্দির

তাজহাট জমিদার বাড়ি

মাহিগঞ্জের কৃষি ইন্সটিটিউট সংলগ্ন তাজহাট জমিদারের প্রাসাদতুল্য বাড়িটি অবস্থিত। দ্বিতীয় তলায় ওঠা নামার কাঠের সিঁড়ি, লৌহ নির্মিত লোহার ঝুলন্ত সিঁড়ি, নকশাকরা

www.pathagar.com

রেলিং মনোমুগ্ধকর। প্রাসাদের সামনে দ্বিতীয় তলায় ওঠা নামার সিঁড়িটি গ্যালারির মতো তিনটি স্তরে এবং অনেকগুলি ধাপে তৈরি। সিঁড়িটি সাদা কালো মসৃণ পাথরে তৈরি। এসব ছাড়াও অনেক উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক ও দর্শনীয় স্থান রয়েছে।

তাজহাট জমিদার বাড়ি

টাউন হল

১৮৯০-৯১ সালে কাকিনা মহারাজার দানকৃত ১০ বিঘা জমির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। এটির আদিনাম রঙ্গপুর নাট্যসমাজ।

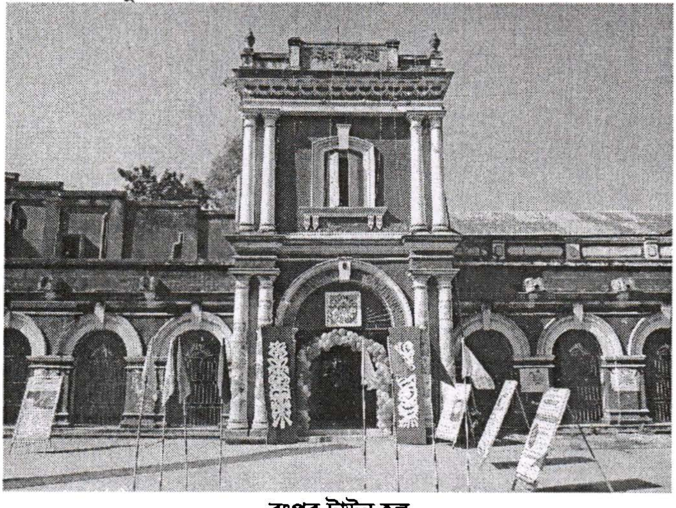

রংপুর টাউন হল

www.pathagar.com

বর্তমান দৃষ্টিনন্দন ভবনটি নির্মিত হয় ১৯১৩ সালে। 'কুলীনকুলসর্বস্ব' নাটকটির প্রথম মঞ্চাভিনয় এখানে হয়েছে। কুণ্ডির জমিদার আয়োজিত নাটক রচনা প্রতিযোগিতায় এই নাটকটি জমা দিয়ে কলকাতার রামনারায়ণ তর্করত্ন ৫০ টাকা পুরস্কার লাভ করেছিলেন। এখানে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সুভাষ বসু, ড. শহীদুল্লাহর মতো ব্যক্তিত্বের আগমন ঘটে। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পাকিস্তানি সৈন্য ও এদেশীয় দালালেরা এটিকে কনসেনট্রেসন ক্যাম্প হিসেবে ব্যবহার করে।

রামমোহন ক্লাব : ১৯০৫ সালে রাজা রামমোহন রায়ের রংপুর অবস্থান ও নানা কর্ম উদ্যোগের স্মৃতিকে অটুট রাখার জন্যে কালেক্টরেট কর্মচারিদের প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হয়। সাহিত্য ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে এই ক্লাবের অবদান অপরিসীম। যতীন্দ্রনাথ রায় ছিলেন ক্লাবটির প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক। 'মিলন' নামের একটি উদার অসাম্প্রদায়িক পত্রিকা এখান থেকে বের হয়।

মাওলানা কেরামত আলী মসজিদ

মাওলানা কেরামত আলী (রা.) জৈনপুরি ১৮০০-১৮৭৩ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ইসলাম প্রচারের জন্য রংপুরে আসেন। তিনি ১২১৫ হিজরি ১৮ই মহরম জন্মগ্রহণ করেন। সারাজীবন তিনি ইসলাম প্রচারের জন্য আত্মনিয়োগ করেন এবং এখানেই মৃত্যু পর্যন্ত ইসলাম প্রচারের কাজ করেন। মৃত্যুর পর কেরামতিয়া মসজিদে তিনি চিরনিদ্রায় শায়িত হন। উল্লেখিত মসজিদটি আয়তাকার। এর অভ্যন্তরের পরিমাপ ৪২'-০" × ১৩'-০"। এর পূর্ব-পশ্চিম দেয়ালের প্রশস্থতা ৩'-৩৩" এবং উত্তর ও দক্ষিণ দিকের দেয়ালের প্রশস্থতা ২'-১০"। সমতল ভূমি হইতে মসজিদের উচ্চতা ১৮'-০"।

কেরামতিয়া মসজিদ

www.pathagar.com

মসজিদটি তিনটি উঁচু গোলাকার গম্বুজ বিশিষ্ট। গম্বুজগুলো অষ্টকোণী ড্রামের উপর ভর করে নির্মিত। প্রতিটি গম্বুজের নিম্নাংশে মারলন অলংকরণ রয়েছে এবং গম্বুজের মধ্যবর্তী স্থানে প্রস্ফুটিত পদ্মফুলের উপরে কলসমোটিফ ফিনিয়াল বা চূড়া স্থাপিত দেখা যায়। মসজিদটির প্রতিটি কোণে অষ্টভূজাকৃতি স্তম্ভ রয়েছে যার শীর্ষদেশে শোভা পাচ্ছে কিউপালা। প্রতিটি প্রবেশদ্বারে মিহরাব ও খিলানের অভ্যন্তরীণ উদগত অংশের উপরিভাগে মারলন অলংকরণের সাথে লতা-পাতা জড়ানো ফুলের নক্‌শা দ্বারা সুশোভিত করা হয়েছে। এছাড়াও মসজিদের প্যারাপেট বা ছাদের কিনারায় মারলন অলংকরণ লক্ষ করা যায়। প্রধান প্রবেশ দ্বারগুলো চৌকোনা খিলানাকৃতি এবং প্রতিটি প্রবেশ দ্বারের উভয় দিকেও পিলারের সন্নিবেশ রয়েছে। অবস্থাদৃষ্টে সহজে প্রতীয়মান হয় উক্ত মসজিদটি শেষ মোগল আমলের স্থাপত্য শৈলী অনুকরণ বা অনুসরণ করে নির্মাণ করা হয়েছিল।

পায়রা চত্বর : রংপুর সদর অঞ্চলের লোকস্থাপত্য শিল্পের মধ্যে পায়রা চত্বর উল্লেখযোগ্য।

পায়রাচত্বর

মহিপুর জমিদার মসজিদ

লোক স্থাপত্যের দিক থেকে গঙ্গাচড়া অঞ্চলে একটি প্রাচীনতম মসজিদ। মোগল সাম্রাজ্য বিস্তারের সময় সেনাপতি হিসেবে খ্যাতি লাভ করায় আরিফ মোহাম্মদ চৌধুরী মহিপুরের জমিদার নিযুক্ত হন। তিনি একমাত্র উত্তরবঙ্গের মুসলিম জমিদার। তিস্তা

www.pathagar.com

নদীর করাল গ্রাসে মহিপুর জমিদারের বাড়ি ও অন্যান্য স্থাপনা বিলীন হলেও কালের সাক্ষী হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে। মসজিদটি বাহির থেকে এ মসজিদটির কারুকার্য বোঝা না গেলেও ভিতরে প্রবেশ করলে বুঝা যায় এটি শতাব্দীর প্রাচীনতম মসজিদ।

এছাড়াও স্থাপত্য দিক থেকে সমৃদ্ধ বড়বিল মান্দাইল ঐতিহ্যবাহী মসজিদ, কোলকন্দ মসজিদ, পাকুড়িয়া শরীফ পীর সাহেবের মাজার।

মহিপুর জমিদার মসজিদ

শাপলা চত্বর : রংপুর সদর অঞ্চলে শাপলা চত্বর প্রতিষ্ঠিত।

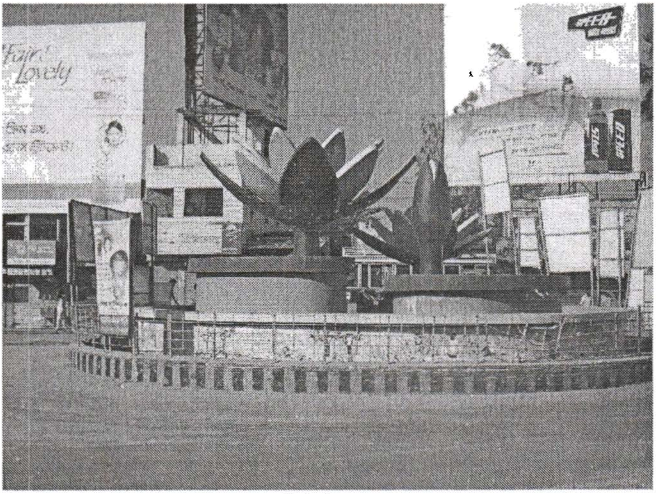

শাপলা চত্বর

www.pathagar.com

হরিমন্দির

স্থাপত্যশিল্পের মধ্যে বেতগাড়ী ইউনিয়নের চান্দামারী ইউনিয়নের চান্দামারি হরি মন্দিরটি শতাব্দীর প্রাচীন।

শ্যামপুরের জমিদার মহিন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী এ জমি দান করেন। ৪০ সালের রেকর্ড ভুক্ত জমি, পরিমাণ-০.৩৬ শতাংশ। হরিমন্দিরটির নির্মাণ শৈলী বেশ চমৎকার। প্রতিবছর হরিমন্দির প্রাঙ্গণে 'রাসলীলা' উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। অনেক ভক্ত টিকিটের মাধ্যমে রাসলীলা উপভোগ করেন। এছাড়াও স্থাপত্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে চন্দনহাটের হরিমন্দির, ঠাকুরাদহ জোড়া মন্দির ইত্যাদি।

হরিমন্দির

জমিদার বাড়ির মন্দির

তারাগঞ্জ উপজেলার শ্যামগঞ্জে জমিদার অজিত কুমারের বাড়ি। বাড়ির প্রতিটি ভবন ধ্বংস প্রায়। শুধুমাত্র জরাজীর্ণ মন্দির ও কাচারি ভবনটি এখনও ব্যবহার করা হয়। মন্দিরের গায়ে টেরাকোটার কাজ রয়েছে।

www.pathagar.com

জমিদার বাড়ির মন্দির

লালদিঘি মসজিদ

সপ্তদশ শতাব্দীতে নির্মিত এই মসজিদ বর্তমান বদরগঞ্জ উপজেলার লালদিঘি বাজারের সন্নিকটে অবস্থিত।

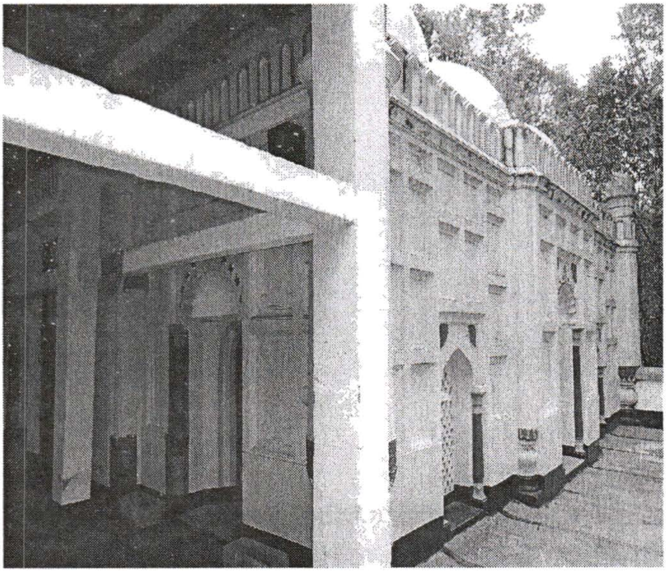

লালদিঘি মসজিদ

www.pathagar.com

মসজিদটির স্থাপত্যকলা অভিনব। উপরিভাগে তিনটি সারিতে তিনটি করে মোট নয়টি গম্বুজ রয়েছে। গম্বুজগুলোর শীর্ষদেশ পদ্মফুলের মতো এবং প্রত্যেক স্তম্ভের কোণাগুলো কলসাকৃতির। দেয়ালের পুরুত্ব ৪.৫ ফুট।

শিবমন্দির

কাউনিয়া উপজেলায় স্থাপত্য শিল্পের নিদর্শন হিসেবে টেপা মধুপুরে রয়েছে টেপা জমিদারের রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ। টেপা জমিদারের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন মহাদেব রায়। তিনি আঠার শতকের প্রথম দিকে ক্রয় সূত্রে টেপা জমিদারি প্রতিষ্ঠা করেন। জমিদার মহাদেব রায়-এর মৃত্যুর পর পুত্র মনোহর রায় জমিদারি লাভ করেন। তাঁর মৃত্যুর পর জমিদার মনোহরের পুত্র মনোমোহন রায় চৌধুরী জমিদারি লাভ করেন। এবং তাঁর অকাল মৃত্যু হলে তাঁর স্ত্রী জয়মণি দেবী জমিদারি পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তিনি সে সময় টেপায় শিব ও কালিমন্দির স্থাপন করেন। কালি মন্দিরটি প্রায় ধ্বংস হয়ে গেছে, ভায়ার হাট সংলগ্ন শিবমন্দিরটি ধ্বংসের মুখে পতিত হলেও মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে।

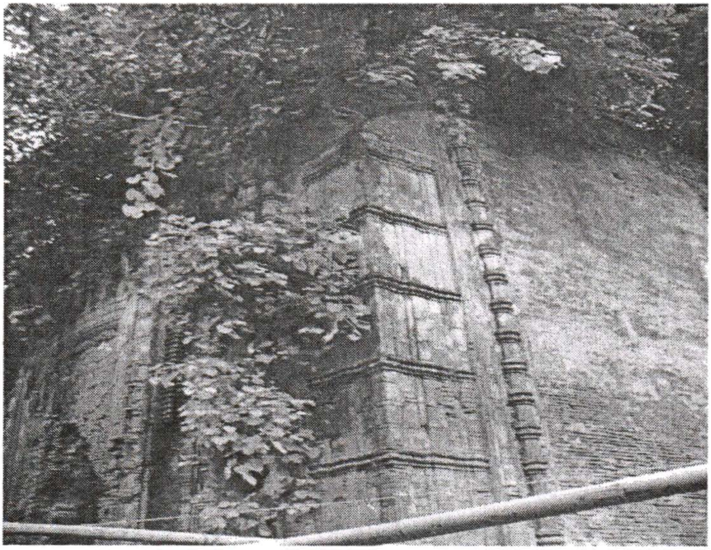

শিব মন্দিরের

নাপাইচণ্ডি মসজিদ ও শিয়াদের ইমামবাড়া

পীরগাছার নাপাই চণ্ডীতে মোগল আমলের প্রতিষ্ঠিত মসজিদ রয়েছে, এখানে ফকির সন্ন্যাসীদের আখড়া ছিল বলে জনশ্রুতি আছে। যা স্থাপত্যের অন্যতম নিদর্শন।

www.pathagar.com

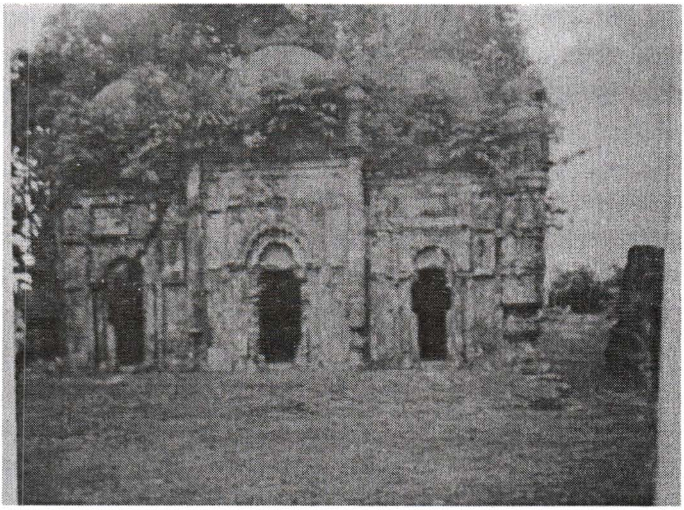

নাপাইচণ্ডি মসজিদ ও শিয়াদের ইমামবাড়া

ইটাকুমারীর জমিদার বাড়ির শিব মন্দির

পীরগাছায় মোগল আমলে প্রতিষ্ঠিত বিখ্যাত মন্থনা জমিদার বাড়ি, ইটাকুমারীর জমিদার বাড়ি অতীত গৌরব ও ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে আছে। এছাড়া শিব মন্দির, কালি মন্দির, দেবী মন্দিররের স্থাপনা এখানে রয়েছে। বর্তমানে স্থাপনাগুলো অবলুপ্তের পথে।

পীরগাছায় মন্থনা জমিদারির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন, অনন্তরাম কোচবিহার যার অপর নাম ছিল বৈষ্ণব মিশ্র। আঠার শতকের প্রথম দিকে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। মন্থনার জমিদারি খ্যাত হয়ে আছে মন্থনার জমিদার বৈষ্ণব মিশ্রের উত্তরপুরুষ নরেন্দ্র-এর নিঃসন্তান স্ত্রী জয়দুর্গার নামে।

১৭৬৫ সালে স্বামীর মৃত্যুর পর মন্থনা জমিদারি পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। এর পাশাপাশি প্রজা বিদ্রোহের সাথে যুক্ত হন এবং নেতৃত্ব দেন। দেবী চৌধুরানী নামে দীর্ঘদিন ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের সাথে যুক্ত থাকায় ইতিহাসে দেবী চৌধুরানী নামেই তিনি খ্যাত হয়ে আছেন। তাঁর উত্তরসূরী স্বপ্নারায় চৌধুরী এখন ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বৈকুণ্ঠপুর এস্টেটের রাজবাড়িতে আছেন।

পীরগাছা থানা থেকে চার মাইল উত্তরে ইটাকুমারীর জমিদারের প্রাসাদ অবস্থিত। জমিদার শিবচন্দ্র এটি প্রতিষ্ঠা করেন। প্রাসাদের কাছেই তিনি রাধাকৃষ্ণ মন্দির, শিব মন্দির ও দেবী মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

সময় মত রাজস্ব পরিশোধ করতে না পারায় ইজারাদার দেবীসিংহ কর্তৃক যে সকল জমিদার নিগৃহীত হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন শিবচন্দ্র। তিনি দেবী চৌধুরানীর সময়কালে জমিদার ছিলেন এবং তাঁর সাথে প্রজা বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেন।

www.pathagar.com

এছাড়া ঐতিহাসিক স্থান হিসেবে পবিত্রঝাড়-এর নাম উল্লেখযোগ্য। পীরগাছা উপজেলার আলাইকুড়ি নদীর পাড়ে ব্রিটিশ বিদ্রোহের অন্যতম নেত্রী মন্থনার জমিদার দেবী চৌধুরানী ও ইটাকুমারীর জমিদার শিবচন্দ্র রায়-এর শব এই স্থানে দাহ করা হয়।

ইটাকুমারীর জমিদার বাড়ির শিবমন্দির

জ. সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও বিশিষ্ট ব্যক্তি

রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদ (১৯০৫) সংস্কৃতিচর্চার একটি অন্যতম পীঠস্থান! জমিদারদের সহযোগিতায় এমন সংস্কৃতিচর্চার কেন্দ্র নির্মাণ একটি বিরল নিদর্শন। ইতিহাস চর্চা, সাহিত্য গবেষণা, শিলালিপি, মুদ্রা, পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ ও সংরক্ষণ, স্থাপত্য, ভাস্কর্য নির্মাণ সংরক্ষণ প্রভৃতি ছিল কর্মপরিধির একাংশ মাত্র। বাংলা সাহিত্যের একটি বিখ্যাত পত্রিকা 'রঙ্গপুর সাহিত্যপত্রিকা' এখানে দীর্ঘদিন প্রকাশিত হয়েছে। স্মরণ রাখা জরুরি যে, কলকাতার 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ' এর শাখা জেলায় জেলায় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেন কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এর ফলে ১৯০৫ মার্চ মাসে কলকাতায় এক বিশেষ সভায় সুরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরীকে প্রথম সম্পাদক করে শাখা পরিষদ গঠনের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত হয়। মহারাজা গোপাল লাল বাহাদুর, কুণ্ডি ও কাকিনার জমিদারগণ এ প্রতিষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। বিভিন্ন সময় এখানে এসেছেন ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ প্রমুখ।

বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব মাওলানা কেরাম আলী জৈনপুরী (১৮০০-১৮৭৩), মুরাদ শাহ কামাল, মিঠাপুকুরের ভবচন্দ্রপাটের জমিদার এবং রংপুর জেলার প্রথম ইঞ্জিনিয়ার-আশুতোষ লাহিড়ী (১৮৫৩-১৯৪১), হৃষিকেশ লাহিড়ী (১৮৫৫-১৯৩৯) রংপুর জেলার প্রথম এম.বি ডাক্তার এবং ভবচন্দ্রপাটের জমিদার। মধ্যযুগীয় চণ্ডীমঙ্গল কাব্যধারার 'চণ্ডিকা বিজয়' কাব্যের কবি কমল লোচন।

www.pathagar.com

বিশিষ্ট সাহিত্যিক এনাতুল্লা সরকার এবং 'একদিল শাহ' কাব্যের কবি আশেক মোহাম্মদ প্রমুখ।

পীরগঞ্জ উপজেলার ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বের মধ্যে রয়েছেন ১৮ শতকের কবি হয়াত মামুদ, বৈজ্ঞানিক ড. এম. এ ওয়াজেদ মিয়া (১৯৪২-২০০৯), ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব শাহ ইসমাইল গাজী, বিশিষ্ট সাহিত্যিক শাহ আব্দুর রউফ (১৮৮৯-১৯৬৮), 'ইয়ুথ স্টার' পদকপ্রাপ্ত কাজী আব্দুল হালিম (১৯৩২-১৯৯৭), বিশিষ্ট কবি- 'জঙ্গনামা' কাব্যে রচয়িতা- দোস্ত মোহাম্মদ (১৯০০) প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।

কবি হেয়াত মামুদ

মধ্যযুগের কবি হেয়াত মামুদ ১৬৯৩ সালে রংপুর জেলার পীরগঞ্জ উপজেলার ঝাড়বিশলা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম কবির মামুদ। বংশগত উপাধি ছিল শাহ্। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থঃ জঙ্গনামা, হিতজ্ঞানবাণী, সর্বভেদবাণী, আম্বিয়াবাণী। ১৭৬০ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

কালীচন্দ্র রায়চৌধুরী

তাঁর জন্ম. কুণ্ডী, রংপুর। জীবনকাল ঊনবিংশ শতাব্দী। কবি। তাঁরই উদ্যোগে মফঃস্বলে প্রথম মুদ্রণযন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ও 'রংপুর বার্ত্তাবহ' পত্রিকা প্রথম প্রকাশ। তাঁর মৃত্যুর পর পত্রিকাটি 'রংপুর দিকপ্রকাশ' নামে প্রকাশিত হতে থাকে। রামনারায়ণ তর্করত্ন রচিত বাংলা আদিনাটক 'কুলীন কুলসর্বস্ব'-কে পুরস্কৃত করে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছেন। 'স্বভাব দর্পণ' ও 'প্রেমারসাষ্টক' গ্রন্থের রচয়িতা।

করিমুন্নেসা খানম

করিমুন্নেসার জন্ম পায়রাবন্দ, রংপুর, ১৮৫৫। কবি ও সমাজসেবী। উর্দুভাষী পরিবারে লালিত-পালিত হয়েও স্বীয় চেষ্টায় বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় দক্ষতা অর্জন। তিনি ছিলেন টাঙ্গাইলের দেলদুয়ারের জমিদার-পত্নী। শিক্ষানুরাগী এবং সাহিত্যমনা হিসেবে খ্যাতি লাভ। আবদুল হামিদ খান ইউসুফজয়ী সম্পাদিত 'আহমদী' (১৯২৩) পত্রিকা সম্পূর্ণ তাঁরই অর্থানুকূল্যে ও পৃষ্ঠপোষকতায় প্রকাশিত।

মীর মশাররফ হোসেন তাঁরই এস্টেটের ম্যানেজার ছিলেন (১৮৮৪-১৮৯২)। তিনি তাঁর বিষাদ সিন্ধু (১৮৮৫) গ্রন্থখানির প্রথম সংস্করণ করিমুন্নেসা খাতুনের নামে উৎসর্গ করেন। বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন তাঁর মতিচূর (২য় খণ্ড, ১৯২১) গ্রন্থখানিও করিমুন্নেসার নামে উৎসর্গ করেন।

বেগম রোকেয়া তাঁর সহোদরা বোন, পিতা ছিলেন রংপুরের পায়রাবন্দের জমিদার জহির মোহাম্মদ আবু আলী সাবের। বেগম রোকেয়া 'লুকানো রত্ন' প্রবন্ধে বলেছেন যে, করিমুন্নেসা খানম কবিতা লিখতেন। তিনি 'দুঃখ তরঙ্গিনী' ও 'মানস বিকাশ' নামে দুখানি গ্রন্থ (অপ্রকাশিত) রচনা করেন। তাঁর খ্যাতনামা পুত্রদ্বয় আবদুল হালিম গজনবী ও আবদুল করিম গজনবী। তাঁর মুত্যু ১৯২২।

www.pathagar.com

রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন

তুলসী লাহিড়ী

এম. এ. ওয়াজেদ মিয়া

মোনাজাত উদ্দিন

www.pathagar.com

রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন

রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের জন্ম পায়রাবন্দ গ্রাম, রংপুর, ৯ ডিসেম্বর, ১৮৮০। সাহিত্যিক, সমাজসেবী ও শিক্ষাব্রতী। পৈতৃক নাম রোকেয়া খাতুন। বিবাহের পর নামের শেষে সাখাওয়াত হোসেন যুক্ত। মিসেস আর. এস. হোসেন নামেও পরিচিত। আবু আলী সাবের তাঁর পিতা। এক রক্ষণশীল মুসলিম পরিবারে জন্ম। পিতৃগৃহে জ্যেষ্ঠভ্রাতা ইব্রাহিম সাবের ও জ্যেষ্ঠভগ্নী করিমুন্নেসার কাছে সামান্য বাংলা ও ইংরেজি শিক্ষা লাভ। ষোলো বছর বয়সে উর্দুভাষী ও বিপত্নীক সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেনের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ (১৮৯৭)। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট স্বামীর উৎসাহ ও অনুপ্রেরণায় গৃহে বাংলা ও ইংরেজি উত্তমরূপে আয়ত্ত। বিবাহিত জীবনে দুইটি কন্যা সন্তানের জন্মদান; দুইটি সন্তানেরই অকাল মৃত্যু ঘটে। স্বামীর সঙ্গে ভাগলপুরে বাসকালে সাহিত্যসাধনায় আত্মনিয়োগ। স্বামীর মৃত্যুর (১৯০৯) পর সমাজসেবা ও সমাজে নারীশিক্ষা বিস্তারে মনোনিবেশ। স্বামীর জন্মস্থান ভাগলপুরে স্বামীর নামে একটি প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন। সপত্নীর কন্যা বিষয়-সম্পত্তির অংশ নিয়ে অশিষ্ট আচরণ করলে ভাগলপুর ত্যাগ করে কলকাতায় আগমন (১৯১০)।

কলকাতায় সাখাওয়াত মেমোরিয়াল উর্দু প্রাইমারি স্কুল স্থাপন (১৬ মার্চ ১৯১১)। ১৯১৭-তে এই স্কুল মধ্য ইংরেজি গার্লস স্কুলে ও ১৯৩১-এ উচ্চ ইংরেজি গার্লস স্কুলে রূপান্তরিত। আমৃত্যু এই স্কুলের প্রধান শিক্ষয়িত্রী ও সুপারিনটেনডেন্ট পদে দায়িত্ব পালন। মুসলিম নারীশিক্ষার অন্ধকার যুগে কলকাতার মহল্লায় মহল্লায় ঘুরে স্কুলের জন্য ছাত্রী সংগ্রহ।

সমাজে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে কলকাতায় আঞ্জুমানে খাওয়াতীনে ইসলাম (মুসলিম মহিলা সমিতি) প্রতিষ্ঠা (১৯১৬)। নারীর শিক্ষা, কর্মসংস্থান ও আইনগত অধিকার প্রতিষ্ঠায় তাঁর নেতৃত্ব এ সমিতির বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন। বাংলা গদ্যের বিশিষ্ট শিল্পী। সমাজের কুসংস্কার ও জড়তা দূর করার জন্য লেখনী পরিচালনা। তাঁর সব রচনাই সমাজজীবনের বেদনাবোধ থেকে উৎসারিত। মতিচূর (১ম খণ্ড-১৯০৪, ২য় খণ্ড-১৯২২) ও অবরোধবাসিনী (১৯৩১) বেগম রোকেয়ার গদ্যগ্রন্থ। পদ্মরাগ (১৯২৪) তাঁর রচিত উপন্যাস।

নবনূর, সওগাত, মোহাম্মদী প্রভৃতি সাহিত্যপত্রে তাঁর বহু গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ ও রসরচনা প্রকাশিত। মুসলিম নারীমুক্তি আন্দোলনের পথিকৃৎ। পর্দার নামে নারীর ব্যক্তিত্বের অবমাননা শৈশব থেকেই রোকেয়ার মনে তীব্র বেদনাবোধের সঞ্চার করে এবং নারীর প্রতি সমাজের নানা অত্যাচার ও অসহিষ্ণুতা তাঁর মনে বিদ্রোহের সুর ধ্বনিত করে তোলে। বিবাহের পর মুক্ত মনের অধিকারী স্বামীর সান্নিধ্যে এসে তাঁর উচ্চশিক্ষা লাভ ও চিত্তবিকাশের সুযোগ ঘটে। স্বামীর মৃত্যুর পর মেয়েদের মধ্যে আধুনিক শিক্ষার বিস্তার ও তাদের ন্যায্য অধিকার কায়েমের জন্য নিরলস সংগ্রাম পরিচালনা। তাঁর মৃত্যু কলকাতায় ৯ ডিসেম্বর ১৯৩২।

www.pathagar.com

গুরুদাস তালুকদার

তাঁর জন্ম পীরগাছা, রংপুর, ১৮৯৬। রাজনীতিবিদ। রংপুর থেকে মেট্রিক পাস করে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি শেষবর্ষের ছাত্র থাকাকালে পড়াশুনা ছেড়ে স্বরাজ আন্দোলনে যোগদান। ফলে পিতার সঙ্গে দ্বন্দ্বের কারণে পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকার স্বত্ব ত্যাগ। ১৯২১-এ কংগ্রেসকর্মী হিসেবে দিনাজপুর শহরে আগমন। ১৯২২-এ ব্রিটিশ সরকারের হাতে বন্দি।

চুরাশি বছরের জীবনকালে মোট ৩৭ বছর জেলে ও আত্মগোপন অবস্থায় কাটান। সর্বশেষ গ্রেপ্তার হন ১৯৭৮-এ। এ সময় তাঁকে এক বছরের মতো অন্তরীণ রাখা হয়। এ শতাব্দীর তিরিশের দশকের শেষ দিকে কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যুক্ত হন। ১৯৪৬-১৯৪৭-এ রংপুর, দিনাজপুর, রাজশাহী প্রভৃতি অঞ্চলে কৃষকদের যে তেভাগা আন্দোলন সংঘটিত হয় সে আন্দোলনে নেতৃত্ব প্রদান। তাঁকে কৃষকেরা ভালবেসে সম্বোধন করতো 'রাজাবাবু' বলে এবং সাঁওতালরা 'রাজা মারাং' বলে। ১৯৫২-র ভাষা-আন্দোলন থেকে শুরু করে ১৯৭১-এর বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধসহ প্রতিটি গণ-আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ। রাজনীতি ছাড়াও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত। তিনি ছিলেন নাট্য অভিনেতা। ১৯১৩ থেকে ১৯২০ অবধি নিয়মিত অভিনয় করেছেন। তাঁর মৃত্যু ২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৮০।

তুলসী লাহিড়ী

তাঁর জন্ম নলডাঙ্গা গ্রাম, রংপুর, ১৮৯৭। নাট্যকার ও অভিনেতা। পিতা সুরেন্দ্রনাথ লাহিড়ী। জমিদার পরিবারে জন্ম। বি.এ. ও বি.এল. পাস করে প্রথমে রংপুরে ও পরে কলকাতার আলিপুর কোর্টে ওকালতি। তাঁর রচিত দুইটি গান জমিরুদ্দিন খাঁ রেকর্ডিং করলে সাংস্কৃতিক অঙ্গনে পরিচিতি লাভ। কালে 'হিজ মাস্টার্স ভয়েস' ও 'মেগাফোন' গ্রামোফোন কোম্পানিতে সংগীত পরিচালক পদে নিযুক্তি লাভ। আইনব্যবসায় ত্যাগ করে চলচ্চিত্র ও নাট্যাভিনয়ে যোগদান। মার্কসের দৃষ্টি নিয়ে নাট্যরচনায় সার্থকতা লাভ। পঞ্চাশের মন্বন্তরের পটভূমিকায় গ্রাম বাংলার দরিদ্র মানুষের অভাব-অনটন, দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও তাদের উপর ধর্মীয় ও সামাজিক নিপীড়নের আলেখ্য অবলম্বনে 'দুঃখীর ইমাম' (১৯৪৭) ও ছেঁড়াতার' (১৯৫০) নাটক রচনা করে ব্যাপক সুনাম অর্জন। 'মায়ের দাবি' (১৯৪১), 'পথিক' (১৯৫১), 'লক্ষ্মীপ্রিয়ার সংসার' (১৯৫৯) তাঁর অন্যান্য নাটক। উত্তর বাংলার কৃষক সমাজের বাস্তব জীবনচিত্র এ-সকল নাটকের উপজীব্য। ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার অসারতা প্রমাণ করার উদ্দেশ্যে নাটক রচনায় আত্মনিয়োগ। তিনি ১৯৫৯ সালে কলকাতায় মৃত্যুবরণ করেন ।

কৃষ্ণদয়াল বসু

তাঁর জন্ম রংপুর, ১৮৯৭। কবি, অনুবাদক, ব্যাকরণবিদ, ছান্দসিক। রংপুরের উলিপুর হাইস্কুলে অধ্যয়ন। কলকাতার মির্জাপুর স্ট্রিটে অবস্থিত মিত্র ইনস্টিটিউশনের বাংলার

www.pathagar.com

শিক্ষক। প্রকাশিত গ্রন্থ-কবিতা: মোহনা। শিশুপাঠ্য পদ্যগ্রন্থ: রুনুঝুনু। বাংলা বানান সম্পর্কিত গ্রন্থ: বর্ণশ্রী। কাব্যানুবাদ: কালিদাসের মেঘদূত। অনূদিত উপন্যাস: তুর্গেনিভের 'ভার্জিন সয়েল। ' রাজশেখর বসুর 'চলন্তিকা' অভিধানের সম্পাদনা কাজের অন্যতম পরামর্শদাতা। তাঁর ছন্দজ্ঞান ছিল অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছন্দের ত্রুটি ধরিয়ে দিতেন। রবীন্দ্রনাথও পত্রে স্বীকারোক্তি মারফত সংশোধন করতেন। তিনি ১৯৭২ সালে মৃত্যুবরণ করেন ।

দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী

তাঁর জন্ম রংপুর, ১৮৯৯। ভাস্কর্য শিল্পী। রংপুরেই শৈশব জীবন অতিবাহিত। প্রধানত আর্টে শিক্ষা লাভ। শিক্ষা শেষে মাদ্রাজ আর্ট কলেজে অধ্যাপক হিসেবে যোগদান, পরে কলেজের অধ্যক্ষরূপে দীর্ঘ আটাশ বছর দায়িত্ব পালন। এরপর সেখানকার ললিতকলা একাডেমিতে সাত বছর চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করে অবসর গ্রহণ। ভাস্কর্য-শিল্পী হিসেবে দেশে-বিদেশে খ্যাতি লাভ। এ ছাড়া ছবি অঙ্কনেও দক্ষতা প্রদর্শন। এক সময় সম্রাট পঞ্চম জর্জের পত্নী রানি মেরী-কর্তৃক তাঁর আঁকা 'সুমাত্রা দ্বীপের পাখি' নামক একখানি ছবি প্রচুর অর্থ দিয়ে ক্রয়। ১৯৫৫-তে টোকিওতে অনুষ্ঠিত শিল্পবিষয়ক এক আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব।

তাঁর উল্লেখযোগ্য সাহিত্য কর্ম: বল্লভপুরের মাঠ, পোড়াবাড়ি, রিকসাওয়ালা প্রভৃতি গ্রন্থ। তাঁর শিল্পকর্মের কয়েকটি নিদর্শন: পাটনার 'শহীদ স্মৃতি স্তম্ভ', মাদ্রাজের 'ট্রায়ামপ অফ লেবার', কলকাতার চৌরঙ্গীর মোড়ে অবস্থিত 'গান্ধীমূর্তি' ইত্যাদি। ১৯৫৮-তে ভারত সরকার কর্তৃক 'পদ্মভূষণ' উপাধি ও রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ডি.লিট. উপাধিতে সম্মানিত। তাঁর মৃত্যু ১৪ অক্টোবর ১৯৭৫।

মণিকৃষ্ণ সেন

তাঁর জন্ম. রংপুর, ১৯০৩। রাজনীতিবিদ। ১৯২৮-এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ. ও ল' পাস। ছাত্রজীবনে স্বাধীনতার মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে ব্রিটিশ-বিরোধী রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান। ১৯২১-এ কংগ্রেসের অসহযোগ আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন ও গ্রেফতার। জেল থেকে মুক্তিলাভের কিছুকাল পর পুঠিয়া ষড়যন্ত্র মামলায় পুনরায় গ্রেফতার। চার বছর জেলভোগের পর হাইকোর্টের রায়ে মুক্তিলাভ। রাজনৈতিক আন্দোলনে নেতৃত্বদানের জন্য আবার গ্রেফতার। রাজপুতনার দেউলি ক্যাম্পে বিনাবিচারে আট বছর আটক। মুক্তিলাভের পর ১৯৩৮-এ কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান। রংপুর জেলা কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রধান প্রতিষ্ঠাতা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে পার্টির তৎপরতার ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করা হলে আত্মগোপন। ১৯৪৩-এর দুর্ভিক্ষের সময়ে রংপুর জেলায় তৎকর্তৃক ১৩৫টি লঙ্গরখানা পরিচালনা। উত্তরবঙ্গে তেভাগা আন্দোলনের বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন।

www.pathagar.com

একদা জোতদারদের লাঠিয়াল বাহিনীর আঘাতে গুরুতররূপে আহত। ১৯৫৪-র মার্চের পূর্ববঙ্গ প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনের রংপুরে যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী প্রচারাভিযানে সক্রিয় অংশগ্রহণ। ১৯৫৮-র ৭ অক্টোবর দেশে সামরিক আইন জারি করা হলে গ্রেফতার। প্রায় দশ বছর করাভোগের পর গণ আন্দোলনের (জানুয়ারি-মার্চ ১৯৬৯) চাপে ১৯৬৯-এর ২৩ ফেব্রুয়ারি মুক্তিলাভ। ১৯৭১-এ মুক্তিযুদ্ধে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন। রংপুর জেলায় আটটি মুক্তিযোদ্ধা রিক্রুটিং সেন্টার ও ক্যাম্প প্রতিষ্ঠা ও নেতৃত্বদান। স্বাধীনতা লাভের (১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১) পর বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি) সংগঠিত করার কাজে আত্মনিয়োগ। ১৯৭৩-এ পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য নির্বাচিত। ১৯৮৪-তে তাঁর সম্পত্তির এক বিরাট অংশ জনকল্যাণের জন্য দান। রংপুরে তাঁর মাতার নামে 'প্রমদাসুন্দরী সেবাকল্যাণ ট্রাস্ট' ও পিতার নামে হাইস্কুল প্রতিষ্ঠা। নিষ্ঠাবান কমিউনিস্ট রাজনীতিবিদ। সাধারণ মানুষের কল্যাণের জন্য তার রাজনৈতিক প্রক্রিয়া পরিচালিত। মৃত্যু. রংপুর থেকে বেড়াবার জন্য কলকাতায় গমন। তাঁর মৃত্যু কলকাতায়, ২৮ অক্টোবর ১৯৯১।

জিকরুল হক

তাঁর জন্ম সৈয়দপুর, রংপুর, ১৯১৩। রাজনীতিবিদ। পিতা ডা. জেয়ারতউল্লাহ। কলকাতা থেকে ডাক্তারি পাস করে প্রথমে দারওয়ারী হাসপাতালে, পরে হাজারীহাট হাসপাতালে চিকিৎসক হিসেবে দায়িত্ব পালন। কিছুকাল পরে সরকারি চাকরি পরিত্যাগ করে সৈয়দপুরে স্বাধীনভাবে প্র্যাকটিস শুরু। ১৯৫৪-র পূর্ববঙ্গ পরিষদের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের মনোনয়ন না পেয়ে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে সে নির্বাচনে সৈয়দপুর এলাকা থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে বিপুল ভোটে জয়লাভ। আওয়ামী লীগে যোগদান। সৈয়দপুর পৌরসভার প্রথম নির্বাচিত চেয়ারম্যান। সৈয়দপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে সম্পাদক পদে বারো বছর দায়িত্ব পালন। সৈয়দপুর মহাবিদ্যালয় ও সৈয়দপুর হাসপাতাল নির্মাণে অগ্রণী ভূমিকা পালন। সৈয়দপুরের ঐতিহ্যবাহী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান 'শিল্প-সাহিত্য সংসদ'-এর ১৬ জানুয়ারি সৈয়দপুর নির্বাচনী এলাকা থেকে সাবেক পূর্ব-পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত। ষাটের দশকে বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলনে ও ১৯৭১-এর অসহযোগ আন্দোলনে (৪-২৫ মার্চ ১৯৭১) সৈয়দপুরে বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দান। তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের শুরুতে ১৯৭১-এর ২৫ মার্চ সৈয়দপুরে পাকিস্তানি সৈন্যদের গুলিতে নিহত।

এম. এ. ওয়াজেদ মিয়া

এম. এ. ওয়াজেদ মিয়ার জন্ম. ফতেপুর, পীরগঞ্জ, রংপুর, ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৪২। তাঁর ডাকনাম: সুধা মিয়। তিনি একজন পরমাণুবিজ্ঞানী। পিতা আব্দুল কাদের মিয়া এবং মাতা ময়েজুন্নেসা। গ্রামের প্রাইমারি বিদ্যালয়ে চতুর্থ শ্রেণি ও পীরগঞ্জ থানার হাইস্কুলে

ষষ্ঠ শ্রেণি পর্যন্ত অধ্যয়ন। ১৯৫২-এ রংপুর জেলা স্কুলে সপ্তম শ্রেণিতে ভর্তি। এ স্কুল থেকে ১৯৫৬-এ ডিসটিংকশনসহ প্রথম বিভাগে মেট্রিকুলেশন পাস। ১৯৫৮-এ রাজশাহী সরকারি কলেজ থেকে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় রাজশাহী বোর্ডে দ্বিতীয় স্থান লাভ। ১৯৬১-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে থেকে পদার্থবিজ্ঞানে প্রথম শ্রেণিতে বি.এসসি. (অনার্স) এবং ১৯৬২-এ প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান লাভ করে এম.এসসি. পাস। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিজ্ঞানে পড়ার সময় থেকেই ধীরে ধীরে সংশ্লিষ্ট হতে শুরু করেন রাজনীতির সঙ্গে । ১৯৬১-৬২ শিক্ষাবর্ষে ফজলুল হক হলের ছাত্রসংসদ নির্বাচনে ছাত্রলীগ মনোনীত প্রার্থী হিসেবে সহসভাপতি (ভিপি) নির্বাচিত। ১৯৬৩-এ তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানের লাহোরে আণবিক শক্তি কমিশনে বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা পদে যোগদান। ১৯৬৪-এ লন্ডনে ইমপেরিয়াল কলেজ থেকে ডিপ্লোমা লাভ। ১৯৬৭-এ লন্ডনের ডারহাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট উপাধিলাভ। অভিসন্দর্ভ: Nuclear and Particle Physics. এবছরই ঢাকায় আণবিক শক্তি গবেষণা কেন্দ্রে ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা হিসেবে যোগদান। ১৯৬৭-এর ১৭ নভেম্বর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জ্যেষ্ঠা কন্যা শেখ হাসিনার সঙ্গে বিয়ে। ১৯৬৯-এ ইতালির ট্রিয়েস্টের আন্তর্জাতিক তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্রের এসোসিয়েটশিপ লাভ। এই সুবাদে ১৯৬৯-'৭৩ ও ১৯৮৩ সালগুলোয় ওই গবেষণা কেন্দ্রে প্রতিবার ৬ মাস ধরে গবেষণায় নিয়োজিত থাকার সম্মান লাভ। ১৯৬৯-এর নভেম্বর থেকে ১৯৭০-এর অক্টোবর পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন শহরের ড্যারেসবেরি নিউক্লিয়ার ল্যাবরেটরিতে পোস্ট ডক্টোরাল গবেষণায় নিয়োজিত। ১৯৭২ ও ১৯৭৩-এ জন্য পরপর দু'বার বাংলাদেশ আণবিক শক্তি বিজ্ঞানী সংঘের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত। ১৯৮৩, ১৯৮৪ ও ১৯৮৫-এ তিনি পরপর তিনবার ওই বিজ্ঞানী সংঘের সভাপতি নির্বাচিত। ১৯৮৫ থেকে ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত চার বছর তিনি বাংলাদেশ পদার্থবিজ্ঞান সমিতির সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত। ১৯৯৭-এ ওই বিজ্ঞান সমিতির সভাপতি নির্বাচিত। ১৯৮৯ থেকে ১৯৯৩ পর্যন্ত বাংলাদেশ বিজ্ঞান উন্নয়ন সমিতির জ্যেষ্ঠ সহসভাপতি এবং ১৯৯৪ থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত ওই বিজ্ঞান সমিতির সভাপতি নির্বাচিত। ১৯৯১-১৯৯২-এ বাংলাদেশ আণবিক শক্তি বিজ্ঞানী সংঘেরও সভাপতি নির্বাচিত হন। এছাড়া ১৯৮৯ থেকে ১৯৯৩ পর্যন্ত পরপর তিনটি দুবছরের মেয়াদকালের জন্য 'বাংলাদেশ বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞানজীবী সমিতি'র সভাপতি নির্বাচিত। এছাড়া ঢাকার রংপুর জেলা সমিতির আজীবন সদস্য এবং ১৯৯৪ থেকে ১৯৯৭ পর্যন্ত দুবছর মেয়াদকালের জন্য এই সমিতির সভাপতি নির্বাচিত।

বাংলাদেশ জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের উপদেষ্টা এবং ঢাকার বৃহত্তর রংপুর কল্যাণ সমিতি; উত্তরবঙ্গ জনকল্যাণ সমিতি; রাজশাহী বিভাগীয় উন্নয়ন ফোরাম; বেগম রোকেয়া স্মৃতি সংসদ এবং রংপুর জেলার মিঠাপুকুর থানার মির্জাপুর বছিরউদ্দিন মহাবিদ্যালয়ের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন। ১৯৭৫-এর ১২ মার্চ থেকে ২৪ আগস্ট পর্যন্ত তৎকালীন পশ্চিম জার্মানির কার্লসবুয়ে শহরের 'আণবিক গবেষণা কেন্দ্রে'

www.pathagar.com

আণবিক রিঅ্যাক্টর বিজ্ঞানে উচ্চতর প্রশিক্ষণ লাভ। ১৯৭৫-এর ১ অক্টোবর থেকে ১৯৮২-এর ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ভারতের আণবিক শক্তি কমিশনের দিল্লির ল্যাবরেটরিতে গবেষণায় নিয়োজিত। জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান বিষয়ক সম্মেলনে যোগদান ও বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন।

অজস্র গবেষণামূলক ও বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পত্রপত্রিকায় এবং সাময়িকীতে প্রকাশিত। ১৯৭৫-এর ১৫ আগস্ট জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পর দীর্ঘ সাত বছর নির্বাসিত জীবনযাপন। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক পর্যায়ের পদার্থবিজ্ঞান, ফলিত পদার্থবিজ্ঞান ও প্রকৌশলের ছাত্রদের জন্য দুটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ ছাড়াও সমকালীন রাজনীতি বিষয়ক প্রবন্ধ রচনা। তিনি বাংলাদেশ আণবিক শক্তি কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে দীর্ঘদিন দায়িত্ব পালন এবং ১৯৯৯-এ অবসর গ্রহণ। তাঁর নামে রংপুর বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি গবেষণা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত। স্ত্রী শেখ হাসিনা দুইবার বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী হন। গ্রন্থ: Funfamentals of Electr Magnetics (1982), Fundamentals of Thermodynamics (1988), Elementary Nuclear and Reactor Physics (1995), Basics of Sunperconductivity (1996), 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে ঘিরে কিছু কথা' (১৯৯৩), 'বাংলাদেশের রাজনীতি ও সরকারের চালচিত্র' (১৯৯৫), 'বাংলাদেশের বিভিন্ন সমস্যার সম্ভাব্য সমাধান' (১৯৯৬), Some Thoughts of Science & Technology (1997)। তাঁর মৃত্যু ঢাকায়, ৯ মে ২০০৯।

মোনাজাত উদ্দিন

তাঁর জন্ম রংপুর, ১৮ জানুয়ারি ১৯৪৫। সাংবাদিক। ষাটের দশকে সান্ধ্য দৈনিক 'আওয়াজ'-এ তাঁর সাংবাদিকতা জীবনের শুরু। ১৯৬৬-তে 'দৈনিক আজাদ'-এ রিপোর্টার হিসেবে যোগদান। স্বাধীনতার পর 'দৈনিক সংবাদ'-এর সিনিয়র রিপোর্টার নিযুক্ত। 'সংবাদ'-এ দায়িত্ব পালনকালে গ্রামীণ সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে এক নতুন ধারার প্রবর্তন। দেশের উত্তরাঞ্চলের ১৬টি জেলা ছিল তাঁর প্রধান কর্মক্ষেত্র। এ-সকল জেলার গ্রাম-গঞ্জে ঘুরে-ঘুরে সেখানকার বিবর্ণ মানুষের সমস্যা-সংকট, সুখ-দুঃখ ও আশা-আকাঙ্ক্ষার আলেখ্য সংগ্রহ করে 'সংবাদ'-এর পাতায় তুলে ধরেন। তাঁর প্রণীত রিপোর্ট ও ফিচার ছিল সত্যনিষ্ঠ ও বাস্তব জীবনভিত্তিক। তাঁর জনপ্রিয় প্রতিবেদন ও ফিচারের মধ্যে রয়েছে: 'আমার দুঃখিনী বর্ণমালা', 'কানসোনার মুখ', 'মুক্তিযুদ্ধের দুর্লভ দলিল' এবং উত্তরাঞ্চলভিত্তিক বিভিন্ন সিরিজ প্রতিবেদন। তাঁর সর্বশেষ চাঞ্চল্যকর প্রতিবেদনটি ছিল মুক্তিযোদ্ধা তারামন বিবি বীরপ্রতীককে নিয়ে (দৈনিক জনকণ্ঠে প্রকাশিত)। দীর্ঘকাল 'সংবাদ'-এ কাজ করার পর ১৯৯৪-র ১৯ সেপ্টেম্বর 'দৈনিক জনকণ্ঠে' যোগদান। তাঁর রচিত গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে: 'পথ থেকে পথে', 'সংবাদ নেপথ্য', 'কানসোনার মুখ', 'পায়রাবন্দের শেকড় সংবাদ', 'নিজস্ব রিপোর্ট', 'ছোট ছোট গল্প',

www.pathagar.com

'শাহ আলম মজিবরের কাহিনী', 'অনুসন্ধানী প্রতিবেদন-গ্রামীণ পর্যায় থেকে', 'চিলমারীর এক যুগ', 'নানা মুখ নানা কথা'। সাংবাদিকতায় অবদান রাখায় জহুর হোসেন চৌধুরী স্বর্ণপদক লাভ (১৯৮১)। 'কানসোনার মুখ' শীর্ষক সিরিজ প্রতিবেদনের জন্য ফিলিপস পুরস্কার পান (১৯৮৭)। ইনস্টিটিউট অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স তাঁকে পুরস্কৃত করে 'প্রযুক্তি চিন্তাযুক্ত' প্রতিবেদনের জন্য। তাঁকে সম্মানিত করে ওয়াশিংটনের 'পদ্মার ঢেউ' বাংলা অনুষ্ঠান প্রচার কেন্দ্র ও বগুড়ার লেখকচক্র। মৃত্যু. রেলওয়ে ফেরিতে তিস্তামুখ ঘাট থেকে বাহাদুরাবাদ ঘাটে রওয়ানা হন। ফেরি কানসোনা টার্নিং-এ পৌঁছুলে তিনি ফেরির ছাদে ওঠেন। ছাদ থেকে নদীর ছবি তোলার সময় হঠাৎ তিনি পা ফসকে নদীবক্ষে পড়ে যান। সাঁতার না জানায় নিমিষেই নদীর ঘুর্ণাবর্তে তলিয়ে যান এবং সেখানেই তাঁর সলিল সমাধি ঘটে, ২৯ ডিসেম্বর ১৯৯৫।

ঝ. মুক্তিযুদ্ধ

রংপুরের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস দেশের অন্যান্য অঞ্চলের মতোই সকল আন্দোলন সংগ্রামের সাথে পূর্বাপর সম্পর্কিত। বাঙালির স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার সকল আন্দোলনে রংপুরের নাগরিক পালন করেছে গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা। বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন, তেভাগা আন্দোলন প্রভৃতিতে রয়েছে তাদের সবার উপস্থিতি। ৭১'এর পটভূমি রচনায় ও রণাঙ্গনে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের মধ্যদিয়ে রচনা করেছে অনবদ্য ইতিহাস।

মুক্তিযুদ্ধে রংপুর জেলা ৬নং সেক্টরের অধীনে ছিল। যা ছিল দিনাজপুর ও রংপুর অঞ্চল নিয়ে গঠিত। যার সেক্টর কমান্ডার ছিলেন উইং কমান্ডার এম. কে. বাশার। সেক্টর হেডকোয়ার্টারের অবস্থান ছিল বুড়িমারীতে। আবার ৬নং সেক্টরের জন্য মুক্তিযুদ্ধ হিসেবে প্রশিক্ষণ গ্রহণ ও যুদ্ধে যাওয়ার সবরকম প্রস্তুতির জন্য ব্যবহার হতো ইয়ুথ ক্যাম্প ও মুজিব ক্যাম্প। এটি গড়ে উঠেছিল শিলিগুড়ি জেলার কার্শিয়াং অঞ্চলে মূর্তি পাহাড়ে। সেটি ছিল ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। সাধারণত প্রশিক্ষণ মেয়াদ ছিল একমাস। প্রতি ব্যাচে দু'হাজারের মত প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণ নিত। রিক্রুটিং ক্যাম্প হিসেবে উল্লেখযোগ্য ছিল টাপুরহাট ক্যাম্প ও সুভাষ পল্লী ক্যাম্প। যুবকদের যুদ্ধে যাওয়ার জন্য এখানে উজ্জীবিত করা হতো। এসময় বিশেষ ভূমিকায় ছিল বেশ কিছু যুব শিবির। সেখানে প্রশিক্ষণ সেন্টারে যাওয়ার প্রাথমিক কাজগুলো সম্পন্ন করা হতো। ৬নং সেক্টরের আওতায় যুব শিবিরের উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন- দেওয়ানগঞ্জ যুব শিবির, হলদিবাড়ি যুব শিবির, কোচবিহার যুব শিবির, শীতলকুচি যুব শিবির প্রভৃতি। এসবের দায়িত্বে ছিলেন বেশ কিছু দক্ষ যোদ্ধা। সরকারি পর্যায়ে মুক্তিবাহিনী দুটি পর্যায়ে বিভক্ত ছিল। একটি ছিল নিয়মিত সেনাবাহিনী, অপরটি গণবাহিনী - যা বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ইপিআর, পুলিশ, আনসার ও মুজাহিদ বাহিনীর সমন্বয়ে তৈরি। রংপুরের মুক্তিযুদ্ধে সর্বস্তরের জনগণ গণবাহিনীতে ব্যাপক সংখ্যায় যোগ দিয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধের মাঠপর্যায়ের এসব কর্মযজ্ঞের পূর্ব থেকেই স্বাধীনতার আন্দোলনে সমগ্র রংপুর জড়িয়ে

www.pathagar.com

পড়ে। বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলনের সকল পর্যায়ে সচেতনতা ও প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের কারণে মুক্তিযুদ্ধের সূচনাপর্বেই রংপুরবাসী পাকিস্তান ষড়যন্ত্রকারীদের বিরুদ্ধে সরব হয়েছিল। পূর্বাপর প্রচারণা ও বিক্ষোভের মধ্য দিয়ে ছাত্রনেতারা বিশেষ দক্ষতা প্রদর্শন করে। ৭০'-এর নির্বাচনে বিপুল বিজয়ের ঢেউ এসে লাগে রংপুরেও। ৩ মার্চ বঙ্গবন্ধু হরতালের কর্মসূচি ঘোষণা দিলে রংপুর কার্যত অচল হয়ে যায়। ছাত্রনেতাদের সক্রিয়তা ও সর্বস্তরের জনগণের প্রতিবাদী মিছিলে শহর মুখরিত হয়ে ওঠে। আলমনগর স্টেশন অভিমুখে বাঙালি ছাত্রদের বিশাল মিছিলের উপর গুলিবর্ষণ করে ক্ষুব্ধ অবাঙালি। গুরুতর আহত হয়ে মারা যায় শংকু সমজদার নামের বার বছরের কিশোর। সেদিন রংপুরে মারা যায় আরও দুজন। এসব আত্মদানের কথা বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণে স্বীকৃত হয়েছে। বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা মুকুল মোস্তাফিজ 'মুক্তিযুদ্ধে রংপুর' প্রবন্ধে লিখেন, '৩ মার্চ রংপুরের মানুষ স্বাধীনতার জন্য প্রথম যুদ্ধ করে।' হত্যাকাণ্ডের খবরগুলো সমগ্র উত্তরাঞ্চলে অস্থিরতার সৃষ্টি করে।

৭ মার্চের ভাষণে বঙ্গবন্ধু বলেন, "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।" ভাষণের পর উত্তরাঞ্চলের মানুষের মাঝে দেখা দেয় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে প্রতিরোধের উন্মাদনা। ১৭ মার্চ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ কর্তৃক ডিসির বাসভবনে ও ডিসি অফিসে স্বাধীন বাংলার পতাকা উত্তোলন ছিল এক ব্যতিক্রমী ঘটনা। উল্লেখ্য যে, রংপুরে সেনাবাহিনীর ২৩তম ব্রিগেড হেডকোয়ার্টার মূল শহরের নিকটবর্তী। সংগতকারণে অত্যাধুনিক অস্ত্রসজিত সেনাবাহিনী স্বৈরশাসকের নির্দেশে তড়িৎ গতিতে স্থানীয় আন্দোলন সংগ্রামীদের উপর চড়াও হয়েছে এবং পরিস্থিতি হয়েছে দ্রুত বিস্ফোরণমুখী। এর মধ্যে বাঙালি যুবক শাহেদ আলী কর্তৃক অবাঙালি সেনাঅফিসার লে. আব্বাস ও তিনসেনা সদস্যকে গুরুতর আহত করে অস্ত্র ছিনিয়ে নেয়ার মত সশস্ত্র কার্যক্রম সমগ্র পরিস্থিতিকে পালটে দেয়। ২৫ মার্চ সারাদেশের মতোই পাকিস্তানি সেনাবাহিনী রাত ১২টার পর রংপুরের বাঙালি ইপিআর এবং নিরস্ত্র জনতার উপর বর্বর আক্রমণ চালায়। এরকম বর্বরতার মধ্যেও ক্যাপ্টেন নওয়াজেশের সাহসী সিদ্ধান্ত সেদিন মুক্তিযুদ্ধের জন্য ছিল গুরুত্বপূর্ণ। হত্যা, গ্রেফতার ও নির্যাতনমূলক নানা স্বৈরাচারী কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে এলো ২৮ মার্চ, সাধারণ জনতার দেশীয় অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে ক্যান্টনমেন্ট দখলের লড়াই। যার পরিণতিতে ঘটে ব্যাপক প্রাণহানি। অজস্র বাঙালির লাশ পেট্রোলের আগুনে পুড়ে দেয় পাকিস্তানি নরপশুরা। তীর ধনুক, বল্লমধারী অজস্র বাঙালি সেদিন নিমেষেই পর্যুদস্ত হলেও সশস্ত্র প্রতিরোধের সেই চেতনাকে ধারণ করে রংপুরবাসী স্বাধীনতার সূর্যোদয় পর্যন্ত লড়াই করেছে।

দীর্ঘ নয় মাসের লড়াইয়ে বেশ কয়েকটি সম্মুখ যুদ্ধ হয়। তন্মধ্যে জুলাই মাসে কচুকাটায় সম্মুখ যুদ্ধে শহীদ হন ১নং কোম্পানি কমান্ডার আনজারুল ইসলাম। পাকিস্তান বাহিনীর উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সেনাসদস্য নিহত হয়। পাকিস্তানি সেনারা অতর্কিত হামলা চালালে প্রাণ হারায় রংপুরের মুক্তিযোদ্ধা গোলাম গউস নওশা।

www.pathagar.com

ঘটনাস্থলে প্রতিপক্ষের ১২জন হানাদার নিহত হয় বলে জানা যায়। ১ আগস্ট আন্ধারির ঝাড়, ২৬ আগস্ট হিমকুমারী ক্যাম্পে, ৩ ডিসেম্বর শঠিবাড়ীতে, ১৪ অক্টোবর ভুরুঙ্গামারী ও জয়মনিরহাটে, ২০ অক্টোবর ছাতনাই বালাপাড়া ও ১৮ নভেম্বর ভুরুঙ্গামারীর রায়গঞ্জে আক্রমণ প্রতি আক্রমণের ঘটনা ঘটে। উল্লেখ্য যে, ভুরুঙ্গামারীর এই সম্মুখ যুদ্ধ ২৩ নভেম্বর পর্যন্ত চলে। ২০ নভেম্বর রায়গঞ্জের যুদ্ধে শহীদ হন তরুণ লেফ্‌টেনান্ট অসফাকুস সামাদ। বেশকিছু মুক্তিযোদ্ধা শহীদানের মধ্য দিয়ে রায়গঞ্জে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সময় সমগ্র উত্তরাঞ্চল জুড়ে অনেকগুলো ইউনিট সক্রিয় কর্মকাণ্ডের মধ্যদিয়ে এগুতে থাকে। ৪ ডিসেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লে স্থল ও বিমান হামলার পরিমাণ বাড়ে।

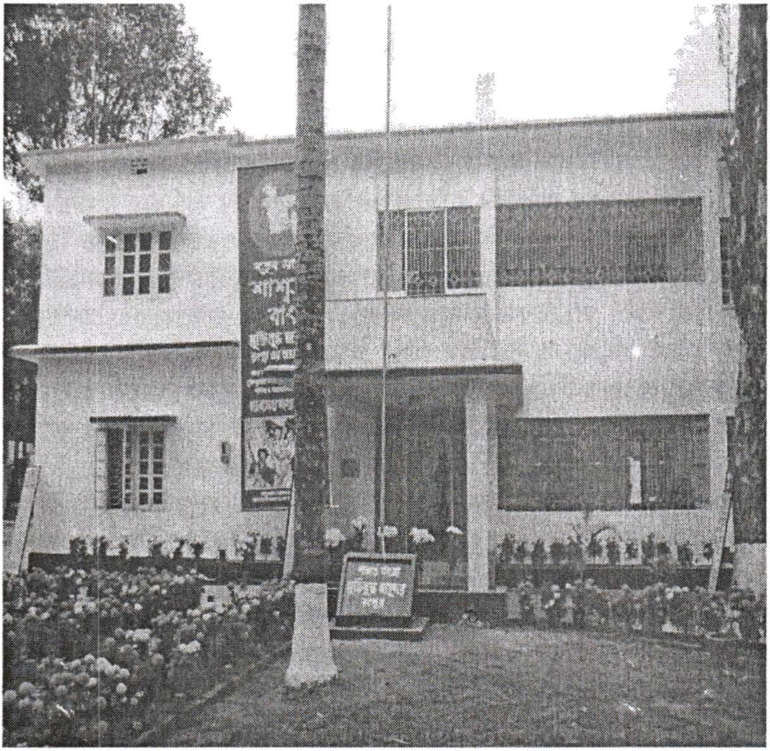

শাশ্বত বাংলা, মুক্তিযুদ্ধ যাদুঘর

উত্তরাঞ্চলে পাকিস্তানি সৈন্যরা সক্রিয় থাকলেও ডিসেম্বরে মিত্রবাহিনীর সহায়তায় কুড়িগ্রাম ও লালমনিরহাট সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। সৈয়দপুর ও রংপুর ক্যান্টনমেন্টে নিরূপায় পাকিস্তানি সৈন্যরা জড়ো হতে থাকে। এসময় রাজাকারদের

www.pathagar.com

গঙ্গাচড়ায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক আত্মসমর্পণের ঘটনা ঘটলেও দমদমাসহ বেশ কয়েকটি স্থানে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। অবশেষে অজস্র আত্মদানের মধ্য দিয়ে সমগ্র বাংলাদেশের মত স্বপ্নের স্বাধীনতা লাভ করে রংপুর। মহান ত্যাগে গৌরবময় এই ইতিহাস রচনায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল একটি তাৎপর্যবহ ঘটনা। পাকিস্তানিদের বর্বরতা ও অগণিত হত্যাকাণ্ডের অসংখ্য দিক রয়েছে। তবু বেশ কিছু সংখ্যক হত্যাকাণ্ডের স্থান রয়েছে যেসব স্থানে পাকিস্তানি সৈন্য ও এদেশীয় দালালরা ব্যাপকভাবে নারী নির্যাতন ও নিধনযজ্ঞ চালায়। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে সেগুলো বিশেষভাবে চিহ্নিত করা হয়।

কোনো কোনো স্থানে নির্মিত হয়েছে স্মারকস্তম্ভ। বধ্যভূমিগুলোর মধ্যে দখিগঞ্জ বধ্যভূমি, বালার খাইল বধ্যভূমি, ঝাড়ুয়ার বিল বধ্যভূমি, সাহেবগঞ্জ বধ্যভূমি, লাহিড়ীরহাট বধ্যভূমি, নিসবেতগঞ্জ বধ্যভূমি, জাফরগঞ্জ বধ্যভূমি, টাউনহল নির্যাতনকেন্দ্র ও বধ্যভূমির ইতিহাস উল্লেখযোগ্য। রংপুর শহরের কেন্দ্রস্থলে একটি মুক্তিযুদ্ধ যাদুঘর আছে। যেখানে সংরক্ষিত হয়েছে মুক্তিযোদ্ধাদের ব্যবহৃত জিনিসপত্র ও দুষ্প্রাপ্য আলোকচিত্র ও অন্যান্য তথ্য। বিশেষভাবে উল্লেখের দাবি রাখে যুদ্ধপূর্ব বা যুদ্ধকালীন সময়ে সাহিত্য ও সংস্কৃতিকর্মীদের সক্রিয় ভূমিকার কথা। ইংরেজ বিতাড়ন কিংবা ৪৭ পরবর্তীকালে সকল আন্দোলন সংগ্রামে সংস্কৃতিকর্মীরা প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করেন। প্রতিকূলতা সত্ত্বেও পরিবশেন করেন উদ্দীপনামূলক গণসংগীত, গীতিনক্শা, গীতিনাট্য প্রভৃতি। সারগম অর্কেস্ট্রা, কলাকৃষ্টি, শতাব্দীর আহবান প্রভৃতি সংগঠন প্রশংসনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। যুদ্ধকালীন সময়ে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র, শরণার্থী শিবির ও প্রশিক্ষণ শিবিরে অনেক গুণী শিল্পী সংগীত পরিবেশন করেন।

ঞ. বিখ্যাত গায়ক, শিল্পী ও কবিয়ালের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

লোকশিল্পী স্বদেশ কুমার বর্মন

লোকশিল্পী স্বদেশ কুমার বর্মন মা মোহনীময়ীর কীর্তন শুনে ঘুম যেতেন। ছোট্ট বয়সে তাঁকে আকৃষ্ট করত মায়ের সুরেলা কীর্তন। নিজে অনুকরণ করবার চেষ্টাও করতেন। বাবার একটি ছোট্ট রেডিও ছিল। একটু বড় হলে, মনোযোগ দিয়ে বিভিন্ন গান শুনতেন। লোকপরিবেশে বড় হওয়া স্বদেশ কুমার লোক সংগীতের প্রতিই ঝুকে পড়েন। নিজের আনমনেই সেগুলি গাইতেন। বাবা কৃষ্টকান্ত বর্মন ছেলের কণ্ঠ শুনে এবং গাইবার মুন্সিয়ানা দেখে মুগ্ধ হতেন। তিনিও প্রাণ দিয়ে লোকগানকে ভালবাসতেন। নিজে শিল্পী হতে না পারলেও বাবা ছেলের প্রতিভা দেখে চুপ থাকতে পারেন না। তার পরিচিত লোকশিল্পী উলিপুর নিবাসী সুখচরণ বর্মনকে অনুরোধ করেন, ছেলেকে গান শেখানোর জন্য। তিনিও স্বদেশ কুমারকে প্রতিভাধর ছাত্র হিসেবে পেয়ে খুশী হন। উজাড় করে তাকে দীক্ষা দিতে শুরু করেন। এরপর লোক গানের জগতে তাঁর বিচরণ।

www.pathagar.com

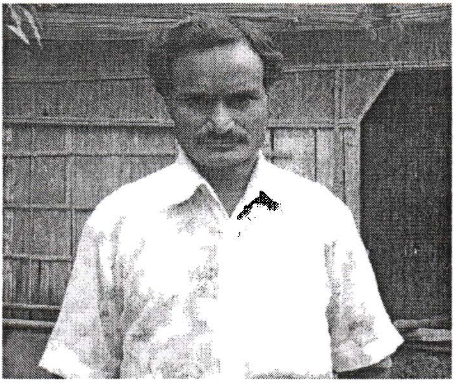

চিত্র-শিল্পী স্বদেশ কুমার বর্মনের

কিশোর বয়স থেকেই লোক গান গেয়ে সবার হৃদয় জয় করতে শুরু করেন, ডাক পড়ে গ্রামের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গান গাইবার জন্য। গানের জগতে অতিরিক্ত ঝুঁকে পড়ায় পড়াশুনায় বেশী মনোযোগ দিতে পারেন না। নিম্ন মাধ্যমিক পর্যন্ত পড়াশুনা করে ক্ষান্ত দেন। তবে নিয়মিত ভাওয়াইয়া, পালা, জারি বিভিন্ন লোকগান রচনা ও সুর করেন। সমাজসেবা ও জাগরণী লোকগান দিয়ে সমাজ সচেতনতা মূলক কাজ করে যাচ্ছেন। ১৯৯৫ সালে বাংলাদেশ বেতার রংপুর কেন্দ্রে পালা গানের শিল্পী হিসেবে তালিকাভুক্ত হন। লোকশিল্পী হিসেবে ক্রমান্বয়ে জনপ্রিয়তা বাড়ছে। তিনি লোকগান চর্চা, প্রচার ও সংরক্ষণের জন্য 'স্বদেশ সংগীত শিল্পীগোষ্ঠী' নামে একটি সংগঠনও প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর হাতে গড়া অনেক শিল্পীও ইতোমধ্যে প্রতিভার স্বাক্ষর রাখতে শুরু করেছে।

রতিরাম দাস

ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের অন্যতম নেত্রী দেবী চৌধুরানীর বাবার বাড়ী ছিল, কাউনিয়া উপজেলার অন্তগর্ত কুরশা গ্রামের বামন পাড়ায়। এসূত্রেই এখানে ইংরেজ বিরোধী আন্দোলনের বীর বিপ্লবীদের গোপন আশ্রয়স্থল ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল। দেবী চৌধুরানীর বাবা ছিলেন ব্রজকিশোর চৌধুরী, মা কাশিশ্বরী দেবী। দেবী চৌধুরানী শুধু সুন্দরী ও শিক্ষিত নারীই ছিলেন না, অস্ত্রচালনা, তীর চালনা, অশ্বচালনা ও যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী, বাকবিদগ্ধ নারীও ছিলেন। তাঁর বীরত্বে মুগ্ধ হয়ে দেবী চৌধুরানীর সমকালের কবি রতিরাম দাস জাগের গান নামক অনেক কবিতা রচনা করেন। এছাড়া ব্রিটিশ বিদ্রোহের বিভিন্ন ঘটনা নিয়ে তিনি জাগের গান রচনা করেন। এই প্রতিভাবান লোককবি ও শিল্পীর জন্ম স্থান পীরগাছা উপজেলায়। রতিরাম দাসের এই জাগের গান কাউনিয়া, পীরগাছা সহ বিভিন্ন জায়গায় গাওয়া হয়।

লোকশিল্পী কবি ছলিমুল্লাহ সরকার

লোকপরিবেশ ও লোকসমাজের জীবনচিত্র নিয়ে কবিতা লিখে গান গেয়ে চারণকবি, পল্লীকবি নারী ও চাষী জাগরণী, নবী প্রেমিক কবি, সভা কবি বিভিন্ন অভিধায় পরিচিতি

www.pathagar.com

লাভ করেন তিনি। তৎকালে এই অঞ্চলের বড় বড় ইসলামী জলসা ও গণজাগরণমূলক সভায় কবি ছিলেন মধ্যমণি। কারণ তাঁর দরাজ কণ্ঠের গান শুনতে দূর-দূরান্ত থেকে লোকজন ছুটে আসতেন।

তাঁর রচনা ও সুরে রচিত গানে এমন একটি মোহনীয় আবেশ জড়ানো থাকতো যে সাধারণ মানুষ তাঁর গান শুনলেই আবেগে সিক্ত হতেন এবং এই গানের মর্ম থেকে নতুন দিক নির্দেশনাও পেতেন। তাঁর অসাধারণ কবিত্ব শক্তি, সহজ সরল প্রাণের ভাব উচ্ছ্বাস, হৃদয়ছোঁয়া সুর ঝংকার সৃষ্টি করে অল্প সময়ের মধ্যেই রাজ সভা থেকে পথসভা সর্ব সমাজের তুষ্টি লাভে সক্ষম হয়েছিলেন এবং জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। এই জনপ্রিয়তাই তাঁকে খ্যাতির শীর্ষে নিয়ে গিয়েছিল।

ইসলামী আদর্শের অনুসারী কবি ছলিমুল্লাহ সরকার পীরগাছা উপজেলার শুকানপুকুর গ্রামে ১৯০৪ সালে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ১৯৮২ সালের ১০ ডিসেম্বর মৃত্যুবরণ করেন। পিতা ছিলেন শরিউত উল্লাহ সরকার। মা সখিনা বিবি। সপ্তম শ্রেণিতে অধ্যয়ন কালে পিতৃবিয়োগ হলে, তিনি পড়াশুনায় আর এগুতে পারেননি। সংসারের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

পড়াশুনা থেমে গেলেও তাঁর সৃজনীশক্তি থেমে যায়নি। সমসাময়িক ঘটনাবলি নিয়ে গান, কবিতা রচনা করেন। ব্রিটিশ, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ এই তিন শাসনের আমলের অভিজ্ঞতাকে ধারণ করে কাব্যচর্চা করেন। তাঁর কাব্যের প্রধান উপজীব্য ছিল পল্লী মানুষের সুখদুঃখ হাসিকান্না। তাঁর কাব্য সাধনা ও সঙ্গীত সাধনার বড় দিকটি হল এর মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর স্বপ্ন পূরণ করতে চেয়েছিলেন। একটি সুখী সমৃদ্ধ আলোকিত সমাজ ও জাতি তিনি কামনা করতেন। আর এজন্যই এখানকার নারী পুরুষ যাতে সমানভাবে শিক্ষা লাভ করে উন্নত চিন্তার অধিকারী ও নিজ কাজে দক্ষ হতে পারে সে প্রেরণা দানের চেষ্টাও তিনি করেছিলেন। তাই প্রগতিবাদী সমাজ সচেতন, দেশপ্রেমী কবি হিসেবে কাব্যময়তার মধ্য দিয়ে তিনি লোক সমাজকে শিক্ষা, নারীশিক্ষা, শিক্ষিত কৃষক সমাজ ও উন্নত দেশ গড়ার দিক নির্দেশনা দেন। তিনি অসংখ্য জারি, ভাওয়াইয়া, পালা, গজল, হামদ, নাত ইত্যাদি রচনা করেছিলেন। তাঁর প্রকাশিত অন্যতম কাব্য গ্রন্থ: গজলে এশকে নবী, জাগরণী, আওয়াজে আনছারী, গান নয় হুসিয়ারী, আযাদীর বাঁশী ও আমাদের গাঁয়ের ছবি (অপ্রকাশিত) ইত্যাদি।

সুশীল চন্দ্র বর্মন

পীরগাছা উপজেলার একজন প্রতিভাবান লোকশিল্পী ও গীতিকার সুশীল চন্দ্র বর্মন। যিনি স্কুলজীবন থেকে লোকগীতির চর্চা করে আসছেন। ছোটবেলা থেকেই তিনি গান পাগল ছিলেন। বাড়ির পাশ দিয়ে যদি কোন বাউল গান গেয়ে যেত কিংবা পূজা পার্বণে যে কীর্তন গাওয়া হত তিনি আনমনে শুনতেন। সেই ছোট্টবেলার কথা কতইবা আর বয়স হবে সাত অথবা আট। হয়তো বাড়ির উঠোনে কখনো খেলছেন কিংবা দুষ্টুমি

www.pathagar.com

করছেন, দূর থেকে কোন সুরেলা কণ্ঠ যদি শুনতে পেতেন তিনি সব ছেড়ে লক্ষ্মীছেলে হয়ে যেতেন। কান খাড়া করে সুরটি শুনতে এবং আত্মস্থ করবার চেষ্টা করতেন। টেলিভিশন তো দূরে থাক, গ্রামে তখন রেডিওর প্রচলন তেমন একটা ছিল। কোথাও যদি রেডিওতে গান বাজতে শুনতেন তাহলে ছুটে যেতেন সেখানে। আর মায়ের গান ছাড়া তো তাঁর ঘুমই আসতো না। হ্যাঁ এই গান প্রিয়তা থেকেই একদিন তাঁর প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক ও লোকগানের শিক্ষক শ্রী ধীরেন্দ্রনাথ রায় তাঁকে গান শেখাতে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। তাঁর অনুপ্রেরণায় তাঁর হাত ধরেই হয়ে উঠেছেন আজকের লোক শিল্পী সুশীলচন্দ্র বর্মন। বিভিন্ন মেলা, পূজা পার্বণ উৎসবে তাঁর ডাক পড়ে। এমনকি জনসচেতনতা মূলক জারি গাইবার জন্যও ডাক পড়ে বিভিন্ন এনজিও, সরকারি সংস্থায়।

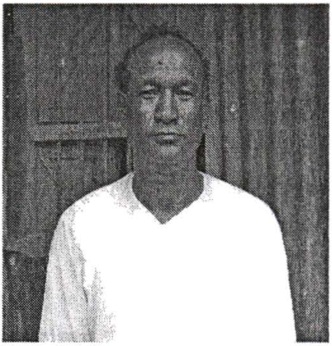

লোকশিল্পী ও গীতিকার সুশীল চন্দ্র বর্মন

বিভিন্ন সংগঠন সংস্থা থেকে পুরস্কৃত ও সম্মানিত হয়েছেন অনেকবার। ২০০৮ সালে বাংলাদেশ বেতার রংপুর কেন্দ্রে পালা গানের শিল্পী হিসেবে তালিকাভুক্ত হন। মনের টানেই তিনি নিয়মিত লোকগান লিখেন এবং সুর করেন। সুশীল চন্দ্র বর্মন গান করে নিজে যেমন আত্মতৃপ্তিতে ভরে ওঠেন তেমনি শ্রোতারাও তাঁর দরাজ কণ্ঠশৈলির নৈপূণ্যে মুগ্ধ হন। এই প্রতিভাধর লোকশিল্পী সোনাপুর গ্রামে আজ থেকে ৫৮ বছর আগে জন্মগ্রহণ করেন। মা : শ্রী নীরবালা, বাবা : বঙ্ক বিহারী, মেট্রিকুলেশন পর্যন্ত পড়াশুনা করেছেন, কৃষিকাজ তাঁর জীবিকা নির্বাহের উপায় হলেও ধ্যানে ও জ্ঞানে লোকগানই তাঁর আরাধ্য। বর্তমান ঠিকানাঃ গ্রাম : সোনারায়, থানাঃ পীরগাছা, ডাকঃ তাম্বুল পুর, উপজেলাঃ পীরগাছা, জেলাঃ রংপুর।

রমজান আলী

মো. রমজান আলী সরকার একাধারে শিক্ষক, বীর মুক্তিযোদ্ধা, সাদা মনের মানুষ, গীতিকার, সুরকার, বিটিভির তালিকাভুক্ত শিল্পী এবং পাগলাপীর শিশু সংগীত বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক। তাঁর পিতা- মৃত এখলাস উদ্দিন, মাতা- ছকিনা বেগম, গ্রাম-গোপিনাথপুর, ডাকঘর-জিরামপুর, ভূয়াপুর, টাঙ্গাইল-এ জন্মগ্রহণ করেন। কিশোর বয়সে পিতা-মাতার মৃত্যুর পর প্রতিবেশি চাচা মো. ছালাম মিয়ার হাত ধরে উত্তরবঙ্গের

www.pathagar.com

বেলবাড়ী, খলেয়া, পাগলাপীর-এ হাজী মো. মনসুর এর বাড়িতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তিনি এখানেই বেড়ে ওঠেন। প্রকৃতি প্রেমিক রমজান আলী উত্তরবঙ্গের মাটি ও মানুষের সঙ্গীত ভাওয়াইয়াকে মনেপ্রাণে ধারণ করে শিল্পীজীবন শুরু করেন। এ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সফল করার মানসে তিনি ১৯৮২ সালে পাগলাপীর শিশু সংগীত বিদ্যালয় মাত্র ৬ জন ছাত্র-ছাত্রী নিয়ে শুরু করেন। ইতোমধ্যে এখান থেকে কয়েক হাজার ছাত্র-ছাত্রী প্রশিক্ষণ নিয়েছে। এর মধ্যে বেশ কিছু ছাত্র-ছাত্রী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বর্তমানে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ৭৫ জন। এই বিদ্যালয়ে বিভিন্ন সংগীতের পাশাপাশি লেখাপড়াও করানো হয়। এখানকার ছাত্র-ছাত্রীরা ১৬৬টি জাতীয় পুরস্কারলাভ সহ বাংলাদেশ সরকারের খরচে জাপান, হংকং সফর করে ১১ জন ছাত্র-ছাত্রী। তিনি ১৯৮১ ও ১৯৯১ সালে বাংলাদেশ বেতার রংপুর ও বিটিভি'র তালিকাভুক্ত শিল্পী ও গীতিকার হিসেবে নিযুক্ত হন। তিনি ১৯৯৩ সালে শ্রেষ্ঠ শিশু সংগঠক, ১৯৯৫ সালে জাতীয় গ্রন্থ দিবসে সম্মাননা পদক ও ২০০০ সালে বিশ্ব শিশু দিবস এবং ২০০৬ সালে মুক্তিযুদ্ধের রজত-জয়ন্তীতে বিশেষ সম্মাননা পুরস্কারে ভূষিত হন। এছাড়াও বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক মো. রমজান আলী সরকার ২০০৭ সালে সাদা মনের মানুষ খেতাব অর্জন করেছেন। তিনি উত্তরবঙ্গের একজন জনপ্রিয় শিল্পী হিসেবে সবার হৃদয়ে বিশেষ স্থান করে নিয়েছেন।

রমজান আলী ও তাঁর শিক্ষার্থীরা

মনসার পালা পরিবেশনকারী দল

রংপুর সদরের সদ্যপুষ্করিনি ইউনিয়নের পালিচড়া কেশবপুর যুগীপাড়ায় শ্রী অতুলচন্দ্র দেবনাথ, পিতা- মৃত সুশীলচন্দ্র দেবনাথ, বয়স-৪৮। তিনি তাঁর দলসহ মনসার পালা পরিবেশন করেন। বংশ পরম্পরায় শিখে তারা এ পালা পরিবেশন করেন। তিনি নিজেই শিবের পোশাক পরে এবং হাতের মধ্যে ত্রিশূল নিয়ে ও তার সহধর্মিনী যমুনা বালা, বয়স-৪২ পদ্মার চরিত্রে অভিনয় করেন। তার মাথায় তিনটি সর্পখচিত মুকুট ও দু'হাতে দুটি সর্প থাকে। একটির নাম কালনাগ অপরটি গোমা সাপ।

www.pathagar.com

পালা পরিবেশনকারী দলের সদস্য

লক্ষ্মীনদরের অভিনয় করেন তার ছোট ভাই দীনেশচন্দ্র দেবনাথ, বয়স-৪৫। পূর্ণচন্দ্র দেবনাথ, পিতা-মৃত পদ্মচন্দ্র দেবনাথ, বয়স-৪৭। তিনি গানের পাইল হিসেবে থাকেন। তারা মনসার পালা চার (৪) খণ্ডে পরিবেশন করেন। খণ্ডগুলো হচ্ছে শিবখণ্ড, বেহুলার বিয়ে এবং বাসরঘরে সর্প দংশন, ভেলায় করে মৃত স্বামীর লাশ নিয়ে সাতঘাটে ঘুরে বেড়ানো ও শেষ পর্যন্ত দেবপুরী হতে স্বামীর জীবন নিয়ে ফিরে আসা।

ছগির উদ্দিন বয়াতী

ছগির উদ্দিন বয়াতী গংগাচড়া উপজেলার মহিপুর লক্ষ্মীটারী ইউনিয়নের মহিপুর গ্রামে জন্মগ্রহন করেন। তার পিতার নাম বশির উদ্দিন বয়াতী ও মায়ের নাম ছাহেরা বেগম। তিনি বংশ পরম্পরায় সংগীতের সাথে জড়িত। তিনি সংগীত রচনার পাশাপাশি সুরকার ও গায়ক হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছেন।

সহধর্মিনীসহ ছগির উদ্দিন বয়াতি

www.pathagar.com

তাঁর উল্লেখযোগ্য সংগীতগুলো হচ্ছে পালাগান, জারিগান, ভাওয়াইয়া গান, পল্লিগীতি, মারফতী ও মুর্শিদিগান।

তিনি রেডিও বাংলাদেশ রংপুরে ১৯৭৩ সালে প্রথম জারি গানের মাধ্যমে শিল্পী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন এবং ১৯৭৩ সালেই তিনি রেডিও বাংলাদেশ রংপুরে জারি ও মারফতি গানের মাধ্যমে 'ঘ' শ্রেণিভুক্ত গীতিকার হিসেবে সংযুক্ত হন। পরবর্তীকালে ১৯৭৮ সালে গীতিকার হিসেবে 'ক' শ্রেণিভূক্ত হন। ২০০১ সালে রেডিও বাংলাদেশ রংপুর তাঁকে অনিয়মিত যন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ প্রদান করে।

তিনি বাংলাদেশ টেলিভিশনসহ অন্যান্য বেসরকারি টিভি চ্যানেলের অনেক প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করেন। তার রচিত গানের সংখ্যা চার শতাধিক। এই গুণি শিল্পী প্রথম স্ত্রী ইন্তেকালের পর দ্বিতীয় স্ত্রী জাহেরা বেগম এর সাথে ঘর বাঁধেন।

কিন্তু তিস্তা নদীর বারবার ভাঙনের ফলে তার বসতবাড়ি স্থায়ী রূপ নেয়নি। তার প্রথমে পৈতৃক নিবাস ছিল শংকরদহ এলাকায়। তিস্তার ভাঙনে মুলবাড়ী নদীগর্ভে বিলীন হওয়ার পর ইছলার চরে বসতি তৈরি করেন। এরপর বেরিবাঁধ; কিন্তু এই বেরিবাঁধ নদীগর্ভে বিলীন হলে তিনি বিজয়বাঁধে আশ্রয় নেন। এরপর থেকে দুই মেয়ে ও তিন ছেলে নিয়ে তিনি অদ্যাবধি পর্যন্ত এই বিজয় বাঁধে জীবন সংগ্রাম করে আসছেন।

হারুন অর রশিদ

হারুন অর রশিদ দিনাজপুরের বিরামপুর উপজেলার কোচগ্রাম চৌধুরী পাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। পিতা- মো. হাবিবুর রহমান মাতা- জরিনা খাতুনের নয় সন্তানের মধ্যে তিনি পঞ্চম। গান শেখার প্রবল আগ্রহ নিয়ে ১৯৬৮ সালে এস.এস.সি পাসের পর রংপুরের গংগাচড়া উপজেলার খলেয়া গঞ্জিপুর এলাকায় বড় বোনের বাসায় থাকতেন।

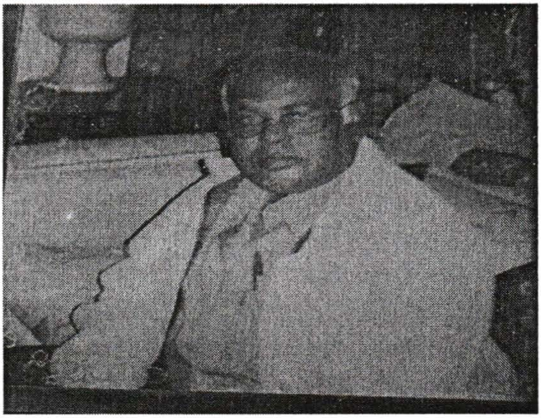

হারুন অর রশিদ

www.pathagar.com

সেখান থেকে বাইসাইকেলে ১২ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে রংপুর শহরের মুন্সিপাড়ার ওস্তাদ আশরাফুজ্জামান সাজু (প্রয়াত) সাহেবের কাছে গানের তালিম নিতেন। ১৯৭২ সালে রংপুর বেতারে নিয়মিত লোকসংগীত শিল্পী হিসেবে তালিকাভুক্ত হোন। এরপর ১৯৭৩ সালে রংপুর বেতারে 'গ' শ্রেণিভুক্ত ও ১৯৭৮ সালে 'খ' শ্রেণিভুক্ত লোকসংগীত শিল্পী হিসেবে তালিকাভুক্ত হন।

সংগীতের পাশাপাশি ১৯৮১ সালে বেসরকারি খলেয়া গঞ্জিপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার চাকুরি পান। গান প্রিয় হারুন মাস্টার বোনের বাড়িতে সুবিধাবঞ্চিত দিনমজুর পরিবারের পাঁচজন শিশুকে নিয়ে ১৯৭৩ সালে কচি কণ্ঠের আসর সংগীত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেন। প্রথমদিকে পির অধ্যুষিত ধর্মান্ধ মানুষ তার গান শেখানোকে বাধা দিতে থাকেন। হারুন মাস্টার এলাকাবাসীকে বোঝান সংগীত চর্চার মধ্যে খারাপ কিছু নেই।

বিশেষ করে ভাওয়াইয়া গানের মধ্যে আমাদের ইতিহাস ঐতিহ্য সংস্কৃতি লুকিয়ে আছে। চর্চা না থাকলে একসময় তা হারিয়ে যাবে। একসময় এই 'কচিকণ্ঠের আসর' এলাকায় জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। হারুন মাস্টার বিনা পয়সায় শিশুদের গান শেখান এবং বিদ্যালয়ের লেখাপড়ারও খরচ চালান। ১৯৭৩ সালের পর থেকে এই সংগীত প্রতিষ্ঠান থেকে প্রায় সহস্রাধিক শিশু গান শিখে দেশে-বিদেশে সুনাম অর্জন করেছে। হারুন মাস্টারের কর্মকাণ্ডে অভিভূত হয়ে ১৯৭৯ সালে সরকার নামে এক হৃদয়বান ব্যক্তি কিছু জমি দান করেন।

সেখানে সংগীত বিদ্যালয় ও শিশুদেরও আবাসস্থল তৈরি করেন। বর্তমানে তিনি খলেয়া গঞ্জিপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। ১৯৯০ সালে মাহমুদা বেগম এর সাথে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হন। তিন মেয়ে সন্তান ও সুবিধা-বঞ্চিত অনেক শিশুকে নিয়ে তার সংসার। হারুন অর রশিদ ২০০০ সালে রংপুর বেতারে 'ক' শ্রেণিভুক্ত শিল্পী হিসেবে তালিকাভুক্ত হন এবং বর্তমানে ২০১২ সাল থেকে রংপুর বেতারের স্পেশ্যাল সংগীত শিল্পী হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন।

তিনি বাংলাদেশ টেলিভিশনে ১৯৯৮ ও ১৯৯৯ সালে লোকসংগীত বিষয়ক অনেক গান পরিবেশন করেন। এই গুণী শিল্পীর জীবন ও জীবনবোধের উপর গবেষণা করে গ্রামীণ ফোন বাংলাদেশ ২০০৭ সালে 'সম্মাননাপত্র' প্রদান করে। ২০০৭ সালে ইউনিলিভার বাংলাদেশ 'সাদা মনের মানুষ' সম্মাননাপদক প্রদান করে। এছাড়াও মানব কল্যাণ উন্নয়ন সংস্থা, রংপুর এর উদ্যোগে 'রংপুরের বিশিষ্ট গুণীজন সম্মাননাপত্র ২০০৭' প্রদান করেন। ২০০৯ সালে ১০৮তম মরমী শিল্পী আব্বাস উদ্দিন আহমেদ এর জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে ভাওয়াইয়া একাডেমী রংপুর এর উদ্যোগে সংবর্ধনা পদক প্রদান করেন। ২০১০ সালে মরমী শিল্পী আব্বাস উদ্দিন আহমেদ এর ১১০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে 'শুদ্ধস্বর বগুড়া' উদ্যোগে সংবর্ধনা পুরস্কার প্রদান করে। হারুন অর রশিদ

www.pathagar.com

ব্যক্তিজীবনে সদালপী একজন শিক্ষক। উত্তরবঙ্গের লোকজ ঐতিহ্যেকে চর্চার জন্য একাধারে তিনি লোকজ শিল্পী, সংগীত সংগঠক ও গীতিকার।

লোককবি মো. সোহ্‌রাব আলী

মো. সোহ্‌রাব আলী একজন নিভৃতচারী লোককবি। তিনি বদরগঞ্জ উপজেলার লোহানীপাড়া ইউনিয়নের কচুয়া গ্রামে ১৯৪৭ সালে ১৫ সেপ্টেম্বর এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা বছির উদ্দিন এবং মাতা খোদেজা খাতুনের চার সন্তানের মধ্যে তিনি জ্যেষ্ঠ। শৈশব অবস্থাতেই তার আঞ্চলিক গান শেখার ঝোঁক দেখা দেয়। ১৯৭৪ সালে রংপুর বেতার কেন্দ্রের বিশিষ্ট সংগীতজ্ঞ খুরশিদ আনোয়ারের কাছে আধুনিক ও নজরুল সংঙ্গীত শেখেন।

কিন্তু লোককবি সোহরাব হোসেনের ছিল লোকসুরের প্রতি বিশেষ আকর্ষণ। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশনার পাশাপাশি নিভৃতে রচনা করতে থাকেন অসংখ্য কবিতা, গান ও লোকনাটক। সংগীতানুরাগী পিতা সংগীতচর্চায় নিরন্তর উৎসাহ দিয়েছেন। ১৯৮২ সালে তিনি রংপুর বেতারে পালাগানের শিল্পী হিসেবে তালিকাভুক্ত হন। বেতারে তার দলীয় পরিবেশনায় প্রথম পালাগান ছিল 'পুষ্পমালা'। পালাগানটি ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে।

বেতারকেন্দ্র ছাড়া বৃহত্তর রংপুর জেলার বিভিন্ন স্থানে তিনি পালাগান পরিবেশন করেন। তাঁর বিখ্যাত কয়েকটি পালাগান - ১. নয়ন তারা, ২. রূপবতী, ৩. মেহের চাঁদ, ৪. মতিমালা, ৫. ফুলজান সুন্দরী, ৬. কনকলতা, ৭. ইমান পরীক্ষা, ৮. মোহন মুক্তা, ৯. মানিক রতন, ১০. মনিমালা, ১১. শাহজাদা ইমরান, ১২. কলঙ্কিনী রূপবতী, ১৩. চম্পাকলি প্রভৃতি।

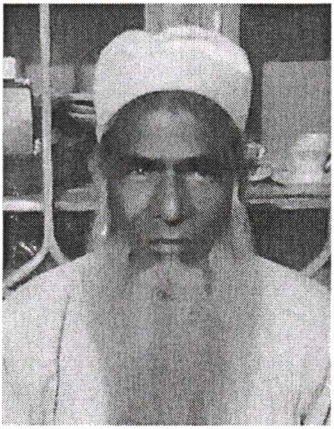

সোহরাব আলী

www.pathagar.com

পালাগান রচনার পাশাপাশি তিনি প্রচুর সংখ্যক মুর্শিদি, জারি, ভাওয়াইয়া রচনা করেন। তাঁর সংগীত রচনার বিশেষ উৎকর্ষ দেখা যায় ভাওয়াইয়া রচনায়। চটকা কিংবা দীঘলনাসী সুর উভয়ক্ষেত্রেই তিনি দক্ষতার ছাপ রাখেন। গানের কথায় আঞ্চলিক শব্দের ব্যবহার এবং সুরবিন্যাসে দীর্ঘ অভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়।

ছাত্র জীবন থেকেই তাঁর জারিগান রচনার প্রতি ঝোঁক দেখা যায়। বিশেষত এলাকার কোনো আলোড়ন সৃষ্টিকারী ঘটনার তাৎক্ষণিকভাবে তিনি রচনা করেন জারি।

www.pathagar.com

লোকসাহিত্য

বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন ঐতিহ্যের পরিচয়দানকারী সাংস্কৃতিক প্রবাহমান ধারার একটি অন্যতম শাখা লোকসাহিত্য। এই সাহিত্য গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর নিজস্ব সম্পদ ও তাদের যাপিত জীবনের সহজ-সরল প্রকাশভঙ্গি। আধুনিক ফোকলোর চর্চা শুরু হবার পর থেকে লোকসাহিত্য বলতে লোকসংস্কৃতির একটি বিশেষ ধারাকে বোঝায়। লোকসাহিত্যের এক বিশাল ভাণ্ডার উত্তর জনপদের রংপুর জেলার বিভিন্ন উপজেলা। লোকসাহিত্য এই অঞ্চলের মানুষের সমাজ ও সভ্যতার অমূল্য উপকরণ বহন করে, যা গ্রামীণ জনপদের নিজস্ব সম্পদ হলেও নাগরিক সভ্যতার ভিত্তিমূল।

সাধারণত সরল ভাষায় হিংসা, কুটিলতা, ষড়যন্ত্র, বীরত্ব, উপস্থিত বুদ্ধি প্রকাশে এ অঞ্চলের লোককথার প্রয়োগ দেখা যায়।

পৃথিবীর তাবৎ মানব সভ্যতা বিকাশে এবং বিবর্তনের পিছনে রয়েছে এক সুদূরপ্রসারী মানব ঐতিহ্য। অন্যদিকে সমাজ ও সভ্যতা ক্রমবিকাশের সাথে সঙ্গতি রক্ষা করে সংস্কৃতির উদ্ভব-বিকাশ। কোনো সমাজের মানুষ তার যাপিত জীবনে যে রীতি-নীতি, আচার- আচরণ, ভাব- ভাবনা, পোশাক-পরিচ্ছদ, উৎসব-পার্বণ, খেলাধুলা, সংস্কার-বিশ্বাস ইত্যাদি অনুশীলন বা চর্চা করে তাই তার সংস্কৃতি। অন্যদিকে প্রাচীনকাল থেকে গ্রামীণ লোকায়ত সমাজের অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত বা শিক্ষিত জনগোষ্ঠী ঐতিহ্যগতভাবে একনিষ্ঠ সাধনায় ব্যক্তিগত বা দলীয়গতভাবে বংশপরম্পরায় যে সংস্কৃতি লালন ও পালন করে আসছে তাই লোকসংস্কৃতি। বাংলাদেশের লোকসংস্কৃতি লোকজীবনের অঙ্গস্বরূপ। যা বিভিন্ন উপাদান-উপকরণে বৈচিত্র্যপূর্ণ। যেমন লোকসাহিত্য, লোকশিল্প, লোকনৃত্য, লোকাচার, লোকক্রীড়াসহ লোকমানসজাত সর্বপ্রকার উপাদানসমূহে মানুষের জীবনদর্শন, অফুরন্ত প্রাণশক্তি, রসবোধ ও সৃষ্টির আনন্দের সাথে বাঙালির স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক পরিচয় ফুটে ওঠে লোকসংস্কৃতিতে।

ক. লোকগল্প/কাহিনি/কিস্‌সা/রূপকথা/উপকথা

১.

বাড়ির দেওয়ানি অনেক রাতে বাড়ি ফেরে। ততক্ষণে বউ পরে ঘুমিয়ে। কিন্তু এরি মধ্যে ঘরে সিং দেয় তিন চোর। ক্ষুধার জ্বালায় তারা খেয়ে ফেলে দেওয়ানির জন্য রাখা খাবার। ইতোমধ্যে দেওয়ানি বাড়িতে চলে আসে। তিন চোর সুবিধামতো স্থানে নিজেকে আড়াল করে। একজন ঘরের ছাদে, দুজন ধানের মাচায় লুকিয়ে পড়ে। দেওয়ানি গামলার ঢাকনা তুলে কোনো খাবার না পেয়ে স্ত্রীকে ডাকেন। খালি থালা

www.pathagar.com

দেখে হতভম্ব স্ত্রী বলে, খাবার গেল কোনটে? উপরের জন জানে (আল্লাহ জানে অর্থে)। ছাদের উপরের চোর ভেবেছে তার কথাই বলেছে। বিপদের আভাস পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে সে বলেছে, ধানের মাচায় লুকানো দুজন জানে। চোরের উপস্থিতি টের পেয়ে দেওয়ানি ও তার স্ত্রী চীৎকার করে। প্রতিবেশী জড়ো হয়ে তিন চোরকে ধরে ফেলে এবং বেধড়ক মারপিট করে।

২.

ভাটি নগরত আছিল এক সদাগর। তার নাম বীরেন্দ্র। আর এককোনা ব্যাটা আছিল। ব্যাটার নাম বিজয়। লেখাপড়া শিখিয়া বিজয় যখন বড় হইল। বুড়া তখন মন থির করনেন, ব্যাটাক সদাগরি করবার পাঠাইমেন। সপ্তডিংগা সাজেয়া বিজয়কে বাণিজ্য করবার পাঠাইনেন।

উজান দ্যাশত যায়আ নতুন সদাগর ভালই সওদা করনেন। নতুন সদাগর, সওদা করি মনের আনন্দে বাড়ি ফিরবার নাগছিল। ডিংগাত বসি সদাগর নদীর পাড়ের দৃশ্য দেখে আর ভাবে, হামার দেশ কতই না সুন্দর। একেবারে ছবির নাকান।

চর অঞ্চলের বিন্দু বাবুর মেয়ে বিনা নদীর ঘাট থাকি কলসি করি পানি নিয়া যাবার সময় একগুলা দুষ্ট মানুষ ওক আক্রমণ করে। মাইয়া মানুষ একলায় আর কি করে, বাঁচাও বাঁচাও করি চিল্লিবার শুরু করে। ঐ পাক দিয়া বিজয় বাড়িত আসপার নাগছিল। চিল্লানি শুনিয়া শয়তান মানুষগুলাক পিটিয়া ওক উদ্ধার করিল।

গ্রামবাসিও ছুটি আসিল। সব জানাজানি হয়া গেইল। বিনার বাপ ছুটি আসিল। আসিয়া মাটি চাপড়ে কাঁদবার নাগিল। বেটি যে তার কলংকিনী হইল। কায়ও তো এলা তাক বিয়া করবার আসপার নায়। বিন্দুর বাপের কাঁদনে, য্যান মাটিও কাঁদবার লাগিল,বিন্দুর বাপের দুখ আর বিন্দুর কথা ভাবিয়া বিজয় সদাগর নিজেই বিন্দুক বিয়া করিল।

বিয়াও করি বৌ নিয়া বিজয় সদাগর বাড়িত আসিল। বাড়িত আসলে হইবে কি, বিজয়ের বাপ ব্যাটার বিয়াক মানি নিবার পায় না। ব্যাটাক ত্যাজ্য করি দ্যায়। বিজয় এলা আর কি করে। বৌ নিয়া বাড়ি থাকি বাইর হয়া আইসে। আসতে আসতে বাড়ি থাকি অনেকদূর চলি আইসে। আসতে আসতে অনেক বেলা হয়া গেইল। দনোজনকাক আস্তাতে খুব খিদা নাগে।

খিদার চোটত বিনা আর হাটপার পাওঁছে না। বিজয় তখন একটা বড় গাছের নিচোত নতুন বৌক থুইয়া খাবার আনবার যায়। অল্প একনা বাদে খাবার নিয়া আসলে বিজয় দেখে একগুলা শয়তান মানুষ উয়ার সুন্দরি বৌক একলা পায়া গাছের তলত থাকি নিয়া যাবার নাগছে। ফির ভেজাল নাগে, বিজয় ওমাক মারিয়া বৌক উদ্ধার করে। ওপাকে বিজয়ের মাও ব্যাটাক হারেয়া বিছানাত পড়ে। কিছু মুখোত দ্যায় না, কারো সাতে কথাও কয় না। তখন উপায় না পায়া বীরেন্দ্র সদাগর মানুষ নাগে দিয়া ব্যাটা আর ব্যাটার বৌক খুঁজি বাড়িত নিয়া আইসে।[১]

www.pathagar.com

৩.

একনা বগার দুইকনা বগি (বৌ) আছিল। বগা যেটে আছিল, সেটেকার গাছপালা ঝড়ত ভাঙি পড়ছে। এলা বগা দুই বগিক কয়, এটে তো আর থাকা যাবার নায়। হাটেক হামরা দরিয়া পার হয়া ওই পারত যাই। এরপর বগা বড় বগিক নিছে পিঠত আর ছোট বগিক নিছে ঠোঁটত। যাইতে যাইতে জেলা দরিয়ার মাঝত আলছে সেলা বড় বগি কয়, আদরের বগিক ঠোঁটত নিছেন, মুই তো কিছু না। বগার ঠোঁট বন্ধ আছিল, সেজন্যে কথা কবার পাছিল না। বড় বগি ফির কয়, সোহাগের বগিক ঠোঁটত নিলু। বড় বগির কথা ছোট বগির বিষের মত নাগবার লাগছে। বগাক কয়, দেখতো বগা বড় বগি কি কওছে? বগা মনের ভুলত কয়, কয় না ক্যানে, কওক। তখনি মুখ থাকি ছোট বগি দরিয়াত পড়ি যায়। বড় বগি তখন খুব খুশি হয়।

৪.

বেলাল নামের একনা মানুষ তার বৌ আর দুখান ছইল ছাড়া কাও আছিল না, কারণ তায় প্রেম করি কৃষাণের মেয়েকে বিয়াও করছে এজন্য তার বাপ মায়ে তাক বাড়ি থাকি বাইর করি দেয়। তখন তামরা অনেক দূর যায়া একনা বড় জঙ্গল দেখপার পায়, জঙ্গল পার হয়া একনা নিধুয়া পাথারত পুরানা একখান ঝুপরি দেখপার পায়। সেটে কোন মানুষ আছিল না। ওমরা ওটে থাকপার নাগে। আস্তে আস্তে ঘরকোনা বড় করি বানে নেয়। বাড়ির চাইরদিকে ডালপালা দিয়া বেড়া দিল। জঙ্গল থাকি কাট কাটি আনি বেলাল শহরত বিক্রি করি চলছিল। ওটে বেলালের দুইটা ছাওয়া হইল। ওমার দিনগুলা ভালই যাবার নাগছিল। একদিন বেলালের শরীরটা খারাপ করছিল। ওয়ার বৌ ওক কাজত যাবার মানা করলে। তাও ওয় কাজত গেইল। এমনিতে নিধুয়া পাথার তার ওপরত সন্ধ্যা হয়া আলছে, তাও বেলাল বাড়িত আইসে না। বেলালের বৌ ভয় করবার নাগছে। প্রতিদিন বেলাল সন্ধ্যার আগত বাড়িতে আইসে। আশেপাশে কায়ও থাকে না। জীবযন্তুর ভয়তে সন্ধ্যারপর ওমরা ঘর থাকি আর বেরায় না। বেলালের বৌ বড় বেটিক কয়, তোর বাপ কেমবা এলাও আইসে না? তখনি বেলাল বাড়িত ঢুকিল। ওর শরীর খুব খারাপ। বেলালের বৌ বেলালক ধরি ঘরোত নিয়া শোতে দিল। বেলাল কোন কথা কবার পারে না। কিছুক্ষণ পর বেলাল মারা গেইল। বেলালের বৌ আর ছইল দুইটা অনেক রাইত ধরি ম্যালা কাঁদাকাটি করিল। ছইল দুইটা কাঁদিতে কাঁদিতে ঘুমি পড়িল। বেলালের বৌও কাঁদিতে কাঁদিতে ক্লান্ত হয়া গেইছে। চুপচাপ বসি আছে আর ভাবোছে এলা কি করবে? এমন সময় কায়বা বেলালের নাম ধরি ডাকিল। বেলালের বৌ জিজ্ঞাসা করিল, তোমরা কায়? তখন বাইর থাকি কইল, মুই বেলালের বন্ধু হও। শুননো বেলালের নাকি অসুখ এলা তায় কেমন আছে? বেলালের বৌ ডুকরি উঠি কইল তায় তো মারা গেইছে। এই কথা শুনি লোকটাও কাঁদিবার নাগিল। বেলালের বৌ তখন দরজা খুলি দিল। মানুষটা ঘরোত ঢুকিল। ঘরোত ঢুকি বেলালের লাশ দেখি কয়, ভাবি তোমরা এলা একনা ঘুমান, মুই ওটে বসি পাহারা দেওছোঁ।

বেলালের বৌওক খুব ভয় নাগবার লাগছে। ছইল দুইটা সাপটে ধরি ঘরের কোনাত বসি থাকে। বসি থাকতে থাকতে কখনবা চোখ দুইটা মুন্দি আলছে কবার পায়

www.pathagar.com

না। হঠাৎ কুট কুট শব্দে বেলালের বৌএর ঘুম ভাঙি গেইল। চোখ খোলে না, মনে করছে ইঁদুর হইবে। কিন্তু শব্দ বাড়বার নাগছে। বেলালের বৌ ওক আরো বেশী ভয় লাগবার নাগছে। শরীরকোনা ভয়োতে ঠাণ্ডা হয়আ আইসোছে। কি করবে বুঝবার পাওঁছে না। তখন ছোট ছইলটাক জোরে একটা চিমটি দিল। ছইলটা চিমটি খায়া জোরে চিৎকার দিয়া কাঁদি উঠিল। তখন মানুষটা জিজ্ঞাস করিল, ভাবি কি হইছে? বেলালের বৌ কইল, ছইল মনে হয়, মুতিবে। তখন মানুষটা কইল, তা ছইলোক বাইরোত নিয়া যান। তখন বেলালের বৌ, ছোট ছইলাক কোলত আর বড় ছইলটার হাত ধরি ওট থাকি পালে আইসে। কোনমতে দূরে একটা বাড়িত আসি বাড়ির লোকজনোক ডাকি সউগ কয়, লোকজন নিয়া বেলালের কাছোত আসতে আসতে সকাল হয়া গেইছে। আসি দেখে বেলালের বন্ধু কোনা নাই, বেলালের লাশকোনাও নাই। খালি চুল, রক্ত আর পায়ের কয়টা আঙুল পড়ি আছে।

৫.

ভিনদেশি একজন বুজুর্গ কামেল ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে মোগল শাসনামলে এখানে আসেন এবং পরবর্তীতে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। ইসলাম ধর্মের প্রতি তাঁর গভীর জ্ঞান ও চর্চা এখানকার মানুষকে মুগ্ধ করে। অল্প কিছুদিনের মধ্যে তিনি অনেক মানুষের প্রিয়ভাজন হয়ে ওঠেন এবং তাঁর অনেক অনুসারী তৈরি হয়। ভক্তরা তাঁকে পির জ্ঞানে শ্রদ্ধা করতেন। এই কামেল পির রাত্রিবেলা যে বাতি ব্যাবহার করতেন সেটি উঁচু একটি গছার উপর রাখতেন। সে আলোয় তাঁর ভক্তরা তাঁর কথা শুনতেন। তাই ধারণা করা হয় পিরের পরিচিতিকে নির্দিষ্ট করবার জন্য পির শব্দের সাথে 'গছা' শব্দটি যুক্ত হয়ে এলাকাটির নামকরণ পীরগাছা হয়েছে। এই কামেলের নাম জানা যায় না। এছাড়া একসময় এখানে পির ও গাউসদের খুব সমাবেশ ছিল। এথেকেও এখানকার নামকরণ পীরগাছা হয়েছে বলে মনে করা হয়।

৬.

টেপা জমিদারি আমলে একটি লোককাহিনি প্রচলিত আছে, কাহিনি থেকে জানা যায়, জমিদারের হাতি ছিল এবং এই হাতি দেখাশুনা, পরিচালনার জন্য মাহুত ছিল। একটি হাতির নাম ছিল মতিলাল। মতিলালের মাহুতের নাম ছিল পঁচা মাহুত। মতিলালের পিঠে চড়ে মাহুত গ্রামের রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে এক সুন্দরী রমণীকে পুকুরে গোসল করতে মাহুত দেখেন। তার সঙ্গে কথা বলার জন্য সে রমণীকে বিয়ানী বলে ডাক দেন। এতে রমণী ক্ষুব্ধ হয়ে বাড়ির লোকজনকে জানান এবং রাজার কাছে বিচার দাবী করেন। রাজা বিষয়টি শুনে বিচারের দিন ধার্য্য করেন। বিচারের দিন মাহুত রাজদরবারে উপস্থিত সভাসদের সামনে বলেন যে, সে রমণীকে বিয়ানী বলে ডাকেননি, ডেকেছেন তার প্রিয় হাতিকে। বিষয়টি শুনে সবাই অবাক হন এবং বিস্ময় প্রকাশ করেন। সভাসদ মাহুতের কথার সত্যতা যাচাই করার জন্য তাকে হাতি নিয়ে আসতে বলেন। মাহুত হাতি আনতে গিয়ে, হাতিকে সব শিখিয়ে পড়িয়ে দিলেন। হাতি নিয়ে সকলের সামনে এলে, মাহুত তাকে বিয়ানী বলে ডাক দেয়, বিয়ানী ডাকে হাতি

www.pathagar.com

উচ্চস্বরে জবাব দেয়। ফলে সকলে মাহুতের কথা বিশ্বাস করে এবং অভিযোগকারীরা বিদায় নেয়।

৭.

এক বুড়া বাড়ি থাকি বাইর হয়া মনের দুঃখে কওছে, মোর মত বুড়া বুঝি দুনিয়াত আর নাই। এত কষ্ট মুই আর সইবার পাওঁছো না। বুড়া ঘর থাকি বের হয়া হাঁটি যাবার নাকছে। গেইতে গেইতে একটে দেখপার পায়, অন্য একটা বুড়া বসি কাঁদোছে, তায় তার চায়াও বুড়া। প্রথমকার বুড়া এলা পুছায় 'তোমরা কাঁদছেন ক্যানে ?' পাছের বুড়া কয়, 'কাঁদিম না তায় কি করিম ? মোর বাপ মোক মারছে।'

এই কথা শুনিয়া বুড়া আকাশ থাকি পইল, কি কয়, মোর চায়াও আরো বয়সের বুড়া দুনিয়াত এলাও বাঁচি আছে?

প্রথম বুড়ার খুব ইচ্ছা হইল, তাক দেখিবার। তখন তাক কইল, তোমার বাপক মোর দেখপার মনাইছে।

পাছের বুড়া প্রথমকার বুড়াক বাপক দেখপার বাড়িত নিয়া গেইল। এলা প্রথমকার বুড়া পাছের বুড়ার বাপক দেখিয়া কইল, 'তোমার বুড়া ব্যাটাক ক্যানে মারছেন ? বুড়া আগ হয়ায় আছিল। ঝেংরা দিয়া কইল, ' মারিম না তো কি করিম, উয়াক তামাকু সাজেয়া দিবার কইছিনু, মোক তামাকু সাজেয়া দেয় নাই। তায় মুই মারছো।'

প্রথমকার বুড়া, পাছেকার বুড়ার বাপক দেখিয়া একনা শান্তি পায়। তার চায়াও বুড়া দুনিয়াত বাঁচি আছে।

আঞ্চলিক শব্দের অর্থ- পইল - পড়লো, ঝেংরা - ধমক, তামাকু- তামাক।

৮.

রাজু ও সাজু নামের দুই বন্ধু আছিল, দুইজনের মধ্যে খুব ভাব আছিল। বড় হয় দুইজনে একসাথে ব্যবসা করছিল। তারপর একি সময় দুইজনে বিয়াও করিল। ওমার দিনগুলা ভালই যাবার নাগছে। কিছুদিন পর রাজুর একটা মেয়ে, সাজুর একটা ছেলে হইল। হঠাৎ রাজুর ব্যবসা বসি গেইল। রাজু নতুন করি টিনের ব্যবসা শুরু করিল। এটেও ভাল লাভ করবার পায় নাই। পরে বৈদেশে চাকুরি নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করে। বৈদেশ যাবার সময় রাজু টিনগুলা সাজুর কাছত থুইয়া যায়। চাইর বছর পর বৈদেশ থাকি রাজু আসি, সাজুর কাছত টিন গুলা ফেরত চাইল। সাজু কয়, বন্ধু টিনগুলাতো নাই। সাজু জানবার চায়, কেনে কি হইছে ?

সাজু একান বড় নিঃশ্বাস ছাড়ি কয়, জানিস বন্ধু মুই চোরের ভয়োতে টিনগুলা পুকুরোত নুকি থুচিনু।

মুইকি কি আর জানো টিনগুলা পুকুরের মাছ খায়া ফেলাইবে। রাজু সাজুর কথা শুনি যেন আকাশ থাকি পড়িল। টিন ফির মাছ খায় ! রাজু বুঝতে পারলো তার বন্ধু তার সাথে বেইমানি করেছে। তাকে ঠকিয়েছে। রাজু বন্ধুক কিছু না কয়া ওট থাকি চলি

www.pathagar.com

গেইল। আসার সময় সাজু ফির রাজুক কইল, বন্ধু তোমরা কিন্তু মোক ভুল বোঝেন না। রাজু কয়, না ভুল বুঝি আর কি করিম।

কিছুদিন পর রাজু সাজুর মেয়েকে কয়েকদিনের জন্য নিজের বাড়িতে বেড়বার নিয়া আসিল। অনেকদিন হয়া গেইল, রাজু সাজুর মেয়েকে দিয়ে যাচ্ছে না দেখে, সাজু নিজেই মেয়েকে আনতে বন্ধুর বাড়ি গেইল। রাজু সাজুকে দেখে বুঝবার পাইল, মেয়ের জন্য সাজু তার কাছে গেইছে। তখন রাজু সাজুকে কয়, বন্ধু তুই মন খারাপ করিস না, তোর ছইল তো নাই, ঐদিন আইসপার সময় একটা বড় চিল তোর ছইলোক ছোঁ মারি নিয়া গেইছে। এই কথা শুনি, সাজু যেন গাছ থাকি পইল। কইস কি ? এত বড় ছইলোক কোনদিন চিল ছোঁ মারি নিয়া যাবার পায়? তুই মোর ছইলোক নুকি থুছিস। মুই এলায় এর বিহিত করিম । এই কথা কয়া সাজু গ্রামের দেওয়ানীর কাছে বিচার চাইলো।

দেওয়ানী দুইজনের কথা শুনি কয়। ছইলোক যেমন চিল ছোঁ মারি নিবার পায় না। তেমনি টিনও মাছ খাবার পায় না। তখন সিদ্ধান্ত হয়। সাজু রাজুর টিন ফিরি দিলে, রাজু তার ছইলোক ফেরত দিবে।[২]

আঞ্চলিক শব্দের অর্থ- মোক - আমার, নুকি - লুকানো।

খ. কিংবদন্তি

শ্যামগঞ্জ জমিদার দিঘির কাহিনি

অবস্থান: শ্যামগঞ্জ, পোস্ট: শ্যামগঞ্জ।

কন্যাদায়গ্রস্থ দরিদ্র পিতা করজোড়ে প্রার্থনা করলে উঠে আসে সুসজ্জিত চাইলন বাতি। দরিদ্র মেয়ের পিতা লাভ করেন প্রয়োজনীয় অর্থ। বিয়ের কার্য সমাধা করে চাইলন বাতি আবারো দিঘিতে ফেললে তা অদৃশ্য হয়ে যায়। এই পুকুরে পাওয়া হাড়িতে রান্নার কাজ অতীতে অনেকেই করেছেন। যাদের কেউ এখন আর জীবিত নেই। হিন্দু সমাজের লোকজন মনে করে মুসলমানদের গোমাংস ভক্ষণ করে দিঘিতে নামার মত অশুচি কাজে অলৌকিক শক্তি এখন লুপ্ত হয়েছে। ১৯৮২ সাল থেকে নিযুক্ত দিঘির কেয়ারটেকার সিরাজুল ইসলাম (কবিরাজ) জানালেন, তিনি একদিন দিঘির পাড়ে বসে ছিলেন। কচুরিপানার মাঝখানে ভক্‌ভক্‌ আওয়াজে চোখ ফেরাতেই দেখলেন, একটা ৮-১০ হাত বিশালাকার কাতল মাছের মতো হা করে নিঃশ্বাস নিচ্ছে। একটু দাঁড়িয়ে কাছাকাছি হবার চেষ্টা করলে মাছটি অদৃশ্য হয়ে যায়। মাত্র কয়েকদিন পরেই মেশিন দিয়ে সম্পূর্ণ সেচা হলে কোনো বড় মাছ পাওয়া যায়নি। তিনি আরও জানান, অনেকগুলো রাজহাঁস পালন করেছেন এই দিঘিতে। কোনোদিন কোনো হাঁসের অসুখ হয়নি বা মারা যায়নি। দিঘির জলের বিশেষ গুণের কারণে। এখনও জেলেরা জাল ফেলতে এলে আগেই মানত করে নেয়। অনেকেই দুধ কলা, কবুতর ইত্যাদি দিয়ে মানত করে মাছ ধরতে নামে। তথ্যদাতা ২০০০ সালেও এমন মানতের দৃশ্য দেখেছেন।[৩]

www.pathagar.com

সন্ন্যাসীর দিঘি

রংপুর সদর উপজেলার ৪ নং পশুরাম ইউনিয়নের মাহিগঞ্জ-কালীগঞ্জ রাস্তার পাশে চৌধুরানী গ্রামের পাশে সন্ন্যাসীর দিঘি অবস্থিত। দিঘির পাড়ের গুচ্ছগ্রাম এলাকাবাসী জানান আমরা শুনে আসছি এই দিঘির আগন্তুক সন্ন্যাসী এক রাতে খনন করেন। প্রত্যক্ষদর্শী মো. নজরুল ইসলাম পিতা-নছিম উদ্দিন, বয়স ৬৫ তিনি জানান, এই দিঘির মাঝখানে একটি শালের সিঁড়ি ছিল। সিড়ির মাঝখান বরাবর পানি কোন দিন শুকায় না। কথিত আছে এই এলাকার হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের ছেলে মেয়েদের বিবাহের সময় চাইলোন লাগতো। এখানে বিবাহের সমস্ত উপাদান থাকত। তাই উক্ত এলাকার মানুষ ছেলে মেয়ের বিবাহের সময় এই দিঘির পাড়ে এসে আরাধনা করত চাইলোন বাতির জন্য। তখন দিঘির মাঝখান শালসিঁড়ির কাছ থেকে চাইলোন বাতি ভেসে দিঘির পাড়ে আসত। তারপর চাইলোন বাতি নিয়ে বিবাহের সমস্ত কাজ সম্পাদান করে দিঘিতে চাইলোন বাতি ভাসিয়ে দিত। এখানে এ ছাড়াও দিঘিতে শুকনা মৌসুমে একজন করে শিশু সন্তান মারা যায়। তাছাড়াও উক্ত এলাকার বাসিন্দারা জানান এই দিঘির চতুর্দিকে বেশ জঙ্গল ছিল এবং জঙ্গলে বাঘ ছিল। কাকিনার জমিদার এই রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় বন্দুক দিয়ে বাঘ ও হরিণ শিকার করত। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, এখানে রাতের বেলা নানান শব্দ শোনা যায়। ওই সন্ন্যাসীর নাম করণে এই দিঘির নামকরণ করা হয়েছে সন্ন্যাসীর দিঘি।[৪]

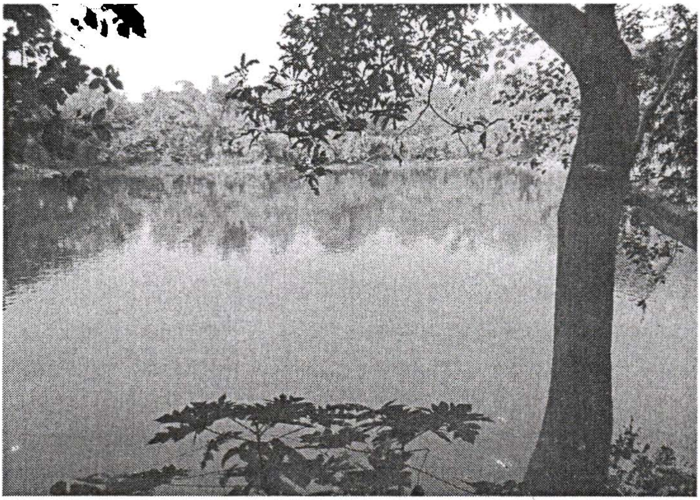

সন্ন্যাসীর দিঘি

ফাঁসির ডাংগা

অবস্থান: শ্যামগঞ্জ মৌজা, ইউনিয়ন: সয়ার (৫নং), উপজেলা: তারাগঞ্জ।

নিরীহ প্রজারা করদানে ব্যর্থ হলে বা জমিদারের বিরুদ্ধাচারণ করলে তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হতো। আর এসব নৃশংস কর্ম যে স্থানটিতে হতো তার নাম এখন ফাঁসির

www.pathagar.com

ডাংগা। উঁচু বিস্তৃত মাঠটির চারপাশ নিচু এবং ডারা (ছোট আকারের জলা) দিয়ে বেষ্টিত। একসময় স্থানটির চারপাশ ছিল বসতিহীন। স্থানীয় লোকদের বিশ্বাস এখানে অমাবস্যার রাতে চলাফেরা ছিল অত্যন্ত দুরূহ কাজ। সেইসব মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত মানুষদের প্রেতাত্মা এখনও উপদ্রব করে। কখনও শেয়াল, গলাকাটা শূয়োর, বিভিন্ন আকারের রূপ নিয়ে মানুষকে ভয় দেখায়। এরকম অনেক ভয়ংকর প্রাণিকে দেখেছেন বর্তমান তথ্যদাতা। স্থানীয় তহশিল অফিস সূত্রে জানা গেল শ্যামগঞ্জ জমিদারের নাম অজিতনাথ দাস বাহাদুর, পিতাঃ বলরাম দাস।[৫]

ফাঁসির ডাংগা

ঘনিরামপুর বুড়াপীরের ডাংগা

অবস্থানঃ ঘনিরামপুর (আদর্শ গ্রাম), পোস্টঃ তারাগঞ্জ, উপজেলাঃ তারাগঞ্জ।

এলাকাটি বর্তমানে খাসজমির আওতাভুক্ত। গুচ্ছগ্রাম স্থাপিত হলেও বুড়াপীরের ডাংগা নামে উঁচু স্থানটি কংক্রিটের দেয়াল দিয়ে ঘেরা। ভেতরে একটি মাজার রয়েছে- যেটি বুড়াপীরের বলে গ্রামবাসী জানান। পাশাপাশি আরও অনেক মাজার ছিল। স্থানীয় বাসিন্দারা বলেন, এখানে ছিল পাঁচ পিরের মাজার। যেগুলো এখন নিশ্চিহ্ন। অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন শেওড়াগাছ ও একটি বটগাছ বর্তমান। যে গাছ দুটোর ক্ষতি বা ডাল কেটে নিলে মৃত্যু ঘটতে পারে বলে স্থানীয় বাসিন্দারা মনে করেন। পার্শ্ববর্তী একটি শিমুল (বর্তমানে নিশ্চিহ্ন) গাছ কেটে ফেলায় জনৈক পুলিশকর্মী মারা যায় বলে জানালেন বর্তমান তথ্যদাতা। তারা এরকম একাধিক ঘটনার বর্ণনা দেন। এখানে প্রাচীন একটি কুয়া ছিল। পির সাহেব দড়ি বালতি ছাড়াই তার পানিতে হাত মুখ ধুতেন। বহুলোক দূর দূরান্তর থেকে সিন্নি মানত করতে আসেন। এখানে আগে নিয়মিত

www.pathagar.com

মহররমের তাজিয়া, লাঠিখেলা, গাজীর বাঁশ তোলার মত পর্বগুলো মহাধুমধামে অনুষ্ঠিত হতো। গাজীর বাঁশ তোলার সময় বাঁশ নিয়ে বাড়ি বাড়ি মাগুন করে বেড়িয়েছেন।[৬]

হাতিবান্দা পুকুর

হাতিবান্দা পুকুরের অলৌকিকত্ব নিয়ে কথা বলতে গিয়ে প্রাক্তন চেয়ারম্যান বাদশা মিয়া তালুকদার জানান, তিনি যখন চেয়ারম্যান ছিলেন তখন হাতিবান্দা পুকুরের পাড়ে ২টা পিলার ছিল। পিলার দুটির গায়ে গণেশের ছবি ছিল। ঐ ভাঙা পিলার দুটি বাদশা চেয়ারম্যান বাড়িতে নিয়ে যায়। মধ্যাহ্নভোজনের পরে চেয়ারম্যান সাহেব যখন বিশ্রাম নিতে যান তখন মশারীর বাইরে সাপ (আবছায়া) দেখতে পান। পরপর কয়েকদিন এরকম দিনে রাত্রে সবসময় সাপ দেখতে পান। তিনি তার পরিবারের সকলকে কথাটি জানান। তারপর শুধু চেয়ারম্যানই নন সকলেই সর্বত্র সাপ দেখতে পায়। এমনকি বাড়িতে একটা পোষা কুকুর ছিল সেটিও বাইরে বের হয়না।

একদিন ঐ সাপ তার যে পুত্র রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে সেই ছেলেকে কামড় দেয়, তাকে চিকিৎসা করে সুস্থ করা হয়। কয়েকদিন পরে রাতের বেলা সাপ দেখতে পাওয়া যায়। সকলে মিলে সাপটিকে মারে, তার কিছুক্ষণ পরেই আরও সাপ বের হতে থাকে, পরপর ৮টি জাত সাপ বা গোখরা সাপ তারা মারে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে একটি সাপেরও মৃতদেহ পাওয়া যায় না। তারপর বাড়ির সর্বত্র শুধু সাপ দেখা যায়। সকলে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে, শেষ পর্যন্ত চেয়ারম্যান সাহবে পিলার দুটিকে পুনরায় যথাস্থানে ফেরত দিয়ে যান। এরপর আর কোন দিন সাপ দেখা যায় নাই।

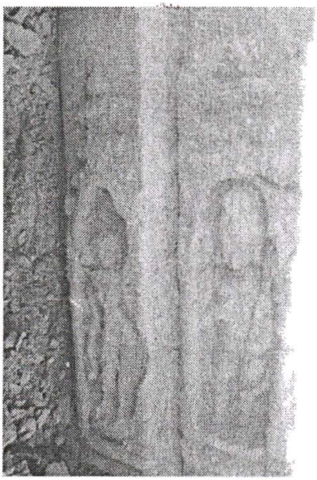

তথ্যে উল্লিখিত পিলার ২টির চিত্র

www.pathagar.com

প্রত্যক্ষদর্শী এবং তথ্যদাতা বাদশা মিয়া তালুকদার

হাতিবান্দা পুকুর অত্যন্ত পবিত্র জায়গা। কেউ পুকুর সম্পর্কে অবিশ্বাস করে না। কিংবা পুকুরকে নিয়ে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে না। কারণ এ পুকুরের অনেক গুণ এবং ক্ষমতা আছে। যেমন-

পুকুরের পাড়ে প্রস্রাব বা পায়খানা করা নিষেধ। একবার বগুড়ার দুপচাচিয়া নিবাসী ৩ জন ফেরিওয়ালা রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় স্থানীয় লোকজনের নিষেধ সত্ত্বেও ঐ পুকুরের পাড়ে প্রস্রাব করে, ৩ জন ফেরিওয়ালাই সাথে সাথে অসুস্থ হয়ে পড়ে। ৩ জনের মধ্যে ২ জন মারা যায় আর একজন গামছা ঘাড়ে নিয়ে জোড় হাতে ক্ষমা চায় পরবর্তীকালে চিকিৎসার মাধ্যমে ঐ ব্যক্তি প্রাণে বেঁচে যায়।

আবার এই হাতিবান্দা পুকুরে আগের দিনে ছোট বড় গোল গোল পাথর ভাসতে থাকত। প্রথমে পুকুরটির অলৌকিক ক্ষমতার ভয়ে পুকুরের পাড়ে দাঁড়িয়ে সবাই পাথরগুলো দেখত। কিন্তু পরবর্তীকালে অনেকে যখন ছোট পাথরগুলো পুকুর থেকে তুলে নিয়ে আসতে শুরু করল তখন থেকে পাথর আর ভাসে না।

শাহ্ ইসমাইল গাজীর মাজার

‘শাহ ইসমাইল গাজীর’ মাজার তিনটি জায়গায় রয়েছে- বড় দরগাহ, হাতিবান্দা এবং কাটা দুয়ার। কাটা দুয়ারে ঘর আছে ছাদ নেই। যত ঝড় বৃষ্টিই আসুক না কেন ছাদ না থাকা সত্ত্বেও সেখানে কোনো পানি পড়ে না। তবে বছরে মাত্র ১দিন পানি পড়ে।

www.pathagar.com

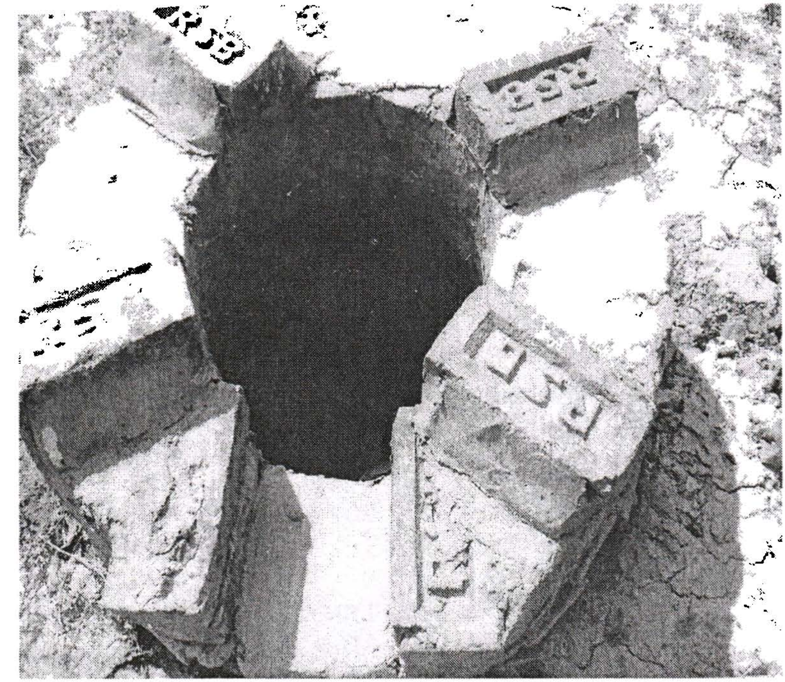

হাতিবান্দা মসজিদ সংলগ্ন কুয়ার ছবি

আর হাতিবান্দা মসজিদে প্রতি শুক্রবারে অনেক লোক আসে মানত পূরণ করতে, সাধারণত কারও সন্তান অসুস্থ হলে, কোনো নারীর সন্তান না হলে এ জায়গায় মানত করে। তাদের বিশ্বাস বাবা ইচ্ছে করলে সকল বালা মুছিবত দূর হয়ে যাবে। আবার এই মসজিদ সংলগ্ন ১টি কুয়া আছে। হঠাৎ করেই একদিন সকলে দেখল কুয়ার পানি অনেক উপরে উঠে এসেছে। সকলেই আতঙ্কিত হলো। বেশ কয়েকদিন ধরে ক্রমেই পানি উপরে উঠতে লাগল। অবশেষে এক জেলের ৭/৮ বছর বয়সী ছেলে কুয়ার মধ্যে লাফ দিয়ে পড়লে কুয়ার পানি আস্তে আস্তে নিচে নেমে যায় এবং আজ পর্যন্ত কুয়ার পানি আর ঐরকম ভাবে বৃদ্ধি পায় নাই।[৭]

লালদিঘি পিরপাল কাহিনি

বাংলাদেশে ৩৬০ জন আউলিয়ার আগমনের ইতিহাস বহুল আলোচিত। তার থেকে একজন আউলিয়া রাধানগর ইউনিয়নের লালদিঘি নামক স্থানে এসেছিলেন ইসলাম ধর্ম প্রচারের জন্য। যিনি এই এলাকায় আসেন তাঁর নাম হযরত শাহ সুফি শাহজালাল (র.), অন্যজন তাঁর সঙ্গী ও খাদেম হযরত শাহ সুফি আবদুল মান্নান (রহ.)। এলাকায় এসে তিনি একটি মক্তব প্রতিষ্ঠা করেন। হযরত শাহ সুফি শাহজালাল (র.) এর অলৌকিক

www.pathagar.com

মোজেজায় এলাকার জনগণ তাঁর দলভুক্ত হতে বেশি দেরি করেনি। হযরত শাহ সুফি শাহজালাল (র.) এর মৃত্যুর পর লালদিঘি হাটের পূর্বপার্শ্বে শাস্ত্রি পাড়ায় কবরস্থ করা হয়। খাদেম আ. মান্নান দরগার দেখাশুনা করেন। জায়গাটি উন্মুক্ত ছিল। এর কয়েক বছরের মধ্যে আ. মান্নানও ইন্তেকাল করেন। শাহজালাল (র.) এর কবরের পাশে (পূর্বদিক) তাকে সমাহিত করা হয়। এলাকার লোকেরা পিরসাহেবের জীবদ্দশায় ও মৃত্যুর পর বিভিন্নভাবে উপকৃত হতেন। অলৌকিক ক্ষমতা বলে জটিল রোগীও সুস্থ হয়ে ওঠে। বোবা, পাগল, কুষ্ঠ, লুলা রোগীরা স্বাভাবিক জীবন যাপন করছেন তার পানিপড়া, তেলপড়া ও ঝাড়ফুঁকের মাধ্যমে। মানুষ বিপদে পড়লে মাজারে সিরনি দেয়। এতে বিপদমুক্ত হয়। পির ও খাদেমের সম্মানার্থে এখানে প্রতিবছর ৮ ফাল্গুন ওরছ অনুষ্ঠিত হয়। এই দরগাকে অবহেলা করলে কঠিন বিপদের মধ্যে পড়তে হয়। বর্তমানে দরগা/মাজার শরিফকে সংস্কার করে আধুনিক মানের করা হয়। পিরপাল মাজার থেকে মানুষের আস্থা এতটুকু কমেনি। মাজারকে কেন্দ্র করে একই মাঠে দুটি কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। কলেজ দুটির নামকরণ করা হয় লালদিঘি পিরপাল কলেজ ও লালদিঘি পিরপাল কলেজ (বি.এম)। জনশ্রুতি আছে পীরের নেকনজরের কারণে কলেজ দুটির দ্রুত উন্নতি হয়েছে।[৮]

হযরত শাহজালাল বোখারি (র.) পির সাহেবের মাজার

রংপুর শহরের সাতমাথা রাস্তার মোড় পেরিয়ে মাহিগঞ্জের প্রবেশদ্বারে হযরত শাহজালাল বোখারি (র.) পির সাহেবের মাজার।

হযরত শাহজালাল বোখারি (রা.) পির সাহেবের মাজার

www.pathagar.com

খান সাহেব আফানউল্ল্যাহ স্বপ্নে দেখেন যে, রাশিয়া থেকে মাছের পিঠে হযরত শাহজালাল বোখারি (র.) পির সাহেব সাওয়ার হয়ে এইখানে এসে মৃত্যুবরণ করেছেন এবং এই জঙ্গলে তাঁর সমাধি রয়েছে। ১৩১২ বঙ্গাব্দে খান সাহেব মাজার তৈরি করে খেদমত শুরু করেন। তিনি স্বপ্নপ্রাপ্ত হয়ে এই জঙ্গলের গাছ-গাছড়া দ্বারা মানুষের চিকিৎসা শুরু করেন। কিছুদিনের মধ্যে খান আফানউল্ল্যাহ সাহেব কবিরাজ হিসেবে বেশ সুনাম অর্জন করেন এবং অনেক অর্থ-বৈভবের মালিক হন। তখন থেকে অত্র এলাকার মানুষের কাছে আফানউল্ল্যাহ কবিরাজ নামে পরিচিতি লাভ করেন। খান সাহেব কিছু দিনের মধ্যে মাজার প্রাঙ্গণে একটি মসজিদ তৈরি করেন। খান সাহেবের মৃত্যুর পর এ এলাকার মানুষ তাঁর নামে অনেক স্কুল, কলেজ ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে।

বুড়িরহাট

রংপুর সদর উপজেলার অন্তর্গত বুড়িরহাট। 'বুড়ি' অর্থ পার্বতী ও মা। রংপুর অঞ্চলে বাবাকে শিব অর্থে বুড়া আর মাকে পার্বতী অর্থে বুড়ি নামে বিবেচনা করা হতো। পার্বতী দেবীর মন্দিরকে ঘিরে বুড়িরহাট নামকরণ। এ বুড়িরহাটের অবস্থান রংপুর শহর থেকে ছয় কিলোমিটার রংপুর-গংগাচড়া সংলগ্ন। এ বুড়িরহাট নামক স্থানে প্রতি সোম ও বৃহস্পতিবার বিরাট হাট বসে। এই হাটে গরু ছাগল ছাড়া গ্রামীণ মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় প্রতিটি দ্রব্য-সামগ্রী পাওয়া যায়। হাট ছাড়াও প্রতিদিন বাজার বসে। বাজারে শাক-সবজি ও মাছ-মাংস ইত্যাদি পাওয়া যায়। এই বুড়িরহাট সম্পর্কিত কিংবদন্তি আছে। বিশাল বুড়িরহাটের মাঝখানে এক বুড়ি অজ্ঞাতস্থান থেকে এসে বসবাস করত। কথিত আছে কোন কিছু হারিয়ে গেলে, বিশেষ করে গরু-ছাগল হারিয়ে গেলে বুড়ির কাছে মানত করলে তা সহজে পাওয়া যেত। এ এলাকার মানুষ বুড়িকে দেখেনি, কিন্তু তাঁর কথা বংশ পরম্পরায় শুনে আসছে। বুড়ি প্রদত্ত একটি পাথর আছে। এখানে অনেকে পূজা পালন করে। পরবর্তীকালে বুড়ির পাথরকে কেন্দ্র করে একটি মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্ণনাকারী মো. জোয়াত আলী, পিতা- মোহাম্মদ আলী, বয়স-৬৮, চেংমারী, গংগাচড়া, বুড়ির হাটের প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী বলেন, আমি একদিন রাত ১০.০০ টায় দোকান বন্ধ করে বাড়ি যাওয়ার জন্য রওনা দেই। মাথার উপর মেঘ গুড় গুড় ডাক দেয়। টিপ টিপ বৃষ্টি পড়ে কিন্তু অনেক হাঁটার পর বাড়ি যেতে পারি না বারবার বুড়ির মন্দিরে এসে পড়ি।

এ ভাবে রাত ১১.০০টা বেজে যায়। আমার এ অবস্থা দেখে আমার এক প্রতিবেশী এসে হাত ধরে বুড়ির মন্দির এলাকা থেকে বের করে রাস্তায় তুলে দেন। তখন আমার গা থেকে পানি ঝরতে থাকে। তখনি বুঝতে পারি বুড়ি আমার গায়ে ভর করেছিল। অথচ আমার বাড়ি যেতে সর্বোচ্চ সময় লাগে ১০ মিনিট। কিন্তু ১ ঘন্টা অতিবাহিত হওয়ার পরেও বাড়ি যেতে পারি নাই। পরেরদিন বুড়ি মন্দিরে মানত করি তখন থেকে এ অবধি আমার গায়ে বুড়ি মা ভর করেনি । বুড়ি মন্দিরের সভাপতি শ্রী বিনোদচন্দ্র বর্মন, পিতা-স্বর্গীয় জগমোহন বর্মন, বয়স-৮৫ জানান এই মন্দিরের মানতের টাকা

www.pathagar.com

একত্রে করে এখানে পাকা মন্দিরসহ বুড়ি মায়ের স্থায়ী প্রতিমা তৈরি করেছি। তিনি আরও জানান বছরে একবার জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষে শনি অথবা মঙ্গলবার বুড়ি পূজা পালন করা হয়। এই মন্দিরে অনেক লোকের সমাগম হয় এবং যথাসময়ে পূজা-পার্বণ পালন করা হয়। এই বুড়ির নাম অনুসারে এই এলাকার নাম এবং এই বিশাল হাটের নাম বুড়িরহাট করা হয়েছে। এখানে স্কুল কলেজ, মাদ্রাসা ও শিল্পকারখানা গড়ে উঠেছে। উত্তরবঙ্গের একটি বিশাল বাণিজ্য কেন্দ্র হচ্ছে বুড়িরহাট।

বুড়িরহাট মন্দির

গজঘণ্টা

গজঘন্টা ইউনিয়নের নামকরণের এক অলৌকিক কাহিনি আছে। জমিদার ভৈরবচন্দ্র সাহা চৌধুরী ও ভূবনমোহন চৌধুরী ভারতে চলে গেলে এখানে থাকেন সরলাবালা চৌধুরী, স্বামী- ক্ষিরোদচন্দ্র সাহা চৌধুরী, তাদের থাকা অবস্থায় এই এলাকার নাম ছিল তালতলা বন্দর। পরবর্তীকালে ডিমলার জমিদারের খাজনা আদায়কারিরা হাতিতে চড়ে হাতির গলায় ঘণ্টা বাজিয়ে অত্র এলাকার লোকজনকে তাদের উপস্থিতির জানান দেয়। হঠাৎ একদিন হাতির গলা থেকে ঘণ্টা পড়ে গেলে এ এলাকার নাম তালতলা বন্দর পরিবর্তন করে গজঘণ্টা (গজ মানে হাতি, হাতির গলায় ঘন্টা) রাখা হয়।

পাগলাপিরের থান

এই স্থানটি ১নং বেতগাড়ী ইউনিয়নের আলদাদপুর মৌজার কাছারী হরিমন্দির সীমানা ঘেঁষা তিন রাস্তার মিলিতস্থানে কথিত পাগলাপিরের থান। এলাকাটি একটি হিন্দু

www.pathagar.com

অধ্যুষিত বসতি। এখানে মুসলমানসহ অন্য জাতির বসবাস নেই। পাগলাপিরের স্থান সম্পর্কে শ্রী নরেণচন্দ্র রায়, বয়স-৬৫ জানান, 'আমরা বংশ পরম্পরায় শুনে আসছি যাদের পাগলা কুকুর কামড় দেয়, তাদের জলাতঙ্ক রোগ যেন না হয় সেজন্য যে কোন ধর্মের মানুষ পির বাবার দরবারে মানত করে। সন্ধ্যাবেলা মোমবাতি জ্বালায়, কলা, আতর ও আগরবাতি দেয়'। এই বিশ্বাস থেকে বহু যুগ ধরে পাগলাপিরের থানটি এ এলাকার মানুষের হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছে।

রাখাল পির

গংগাচড়া উপজেলাধীন ১নং বেতগাড়ী ইউনিয়নের বেতগাড়ী-কৈমাড়ী পাকা রাস্তার পাশে হাতাশপুর মাঠ সংলগ্ন (বর্তমান কিশামত শেরপুর হাফিজিয়া মাদ্রাসা ও শিশুসদন) এর কাছে রাখাল পিরের মাজার অবস্থিত। উক্ত এলাকার বাসিন্দারা বলেন, আমরা বংশপরম্পরায় এই রাখাল পিরের মাজারের নাম শুনে আসছি। এখানে শনি ও মঙ্গলবার যে কোন শুভ কাজ ও অসুখ-বিসুখের জন্য সিরনি দিলে তার ফল পাওয়া যায়। অনেকে সিরনি না দিয়ে সন্ধ্যায় মোমবাতি জ্বালায়। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায় এই রাখাল পিরের মাজারে মানত করে থাকেন।

রাখালপিরের মাজারে সিরনি বিতরণের দৃশ্য

www.pathagar.com

পাগলাপিরের থান

ওকড়া পিরের মাজার

গংগাচড়া উপজেলার বেতগাড়ী ও খলেয়া ইউনিয়নের সীমান্তবর্তী সংযোগ পাকা চার রাস্তার মিলিতস্থানে খলেয়া খাপড়ীখাল স্কুল ও কলেজের সন্নিকটে ওকড়া পিরের মাজার।

ওকড়া পিরের মাজার

www.pathagar.com

এখানকার জনগণ ওকড়া গাছ ও মোমবাতি জ্বালিয়ে এই পিরের মাজারে মানত করেন। বিশেষ করে গ্রামীণ নারীদের হাঁস-মুরগি, গরু-ছাগল হারিয়ে গেলে এবং শিশুদের গা-ভরন জ্বর ও অন্যান্য অসুখ-বিসুখ দেখা দিলে প্রতি শনি ও মঙ্গলবার সূর্য ডুবার সময় মাজার প্রাঙ্গণে সিরনি বিতরণ করে থাকেন। এই বিশ্বাস দীর্ঘদিন যাবত এ অঞ্চলের মানুষ পালন করে আসছে।

কাউনিয়া উপজেলার নামকরণ কাহিনি

তিস্তা নদীর তীরবর্তী এই উপজেলার নামকরণ প্রসঙ্গে কাউনিয়া কলেজের সহকারি অধ্যাপক ও এখানকার স্থায়ী বাসিন্দা মোস্তাক আহমেদ বলেন, পূর্বপুরুষদের মুখে তিনি শুনেছেন, একসময় কাউন নামক শষ্যবীজের ভালো ফলনের জন্য এলাকাটি সুপরিচিত ছিল। এই কাউন ফসল কাটা নিয়ে একবার গ্রামে ভীষণ বিবাদের সৃষ্টি হয়। পরবর্তীকালে ধারাবাহিকভাবে এলাকাটি কাউনিয়া নামেই পরিচিতি লাভ করে। মূল কাউনিয়া গ্রামটি তিস্তা নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গেলেও, উপজেলার নাম অনুসারে কাউনিয়া নামটি প্রতিষ্ঠিত ও সুপরিচিত হয়ে আসছে।

এছাড়া জনশ্রুতি রয়েছে ছিয়াত্তরের মন্বন্তর বা দুর্ভিক্ষের সময় রংপুরে খাদ্যশস্য পাঠানোর উদ্দেশ্যে কাউনিয়া এলাকায় খাদ্যশস্য মজুদ করার জন্য বড় বড় আড়ত তৈরি করা হয়েছিল। খাদ্যশস্য পরিবহনের অন্যতম মাধ্যম ছিল গরুর গাড়ি। তখন ইংরেজরা এই গরুর গাড়িকে কাউকার্ট বলতো। এই শব্দ থেকেও কাউনিয়া নামটি আসতে পারে বলে অনেকের ধারণা। আরেকটি জনশ্রুতি আছে বলে এই উপজেলার অধিবাসী জনাব আবুল কাশেম (মাস্টার) বলেন, ১৯০৬ সালে তিস্তা নদীর উপর ব্রিজ নির্মাণের দায়িত্বে ছিলেন, ইংরেজ প্রকৌশলী মি. স্যামস কেনিয়া। তাঁর বসবাসের জন্য এখানে কুঠি নির্মাণ করা হয়। যা কেনিয়া সাহেবের কুঠি নামে পরিচিত ছিল। এই কেনিয়া থেকে কাউনিয়া হতে পারে বলেও ধারণা করা হয়।

গ. লোকপুরাণ

১. ঢোঁড়া সাপের কথা

সাপের মধ্যে এখন যে সাপটিকে কেউ ভয় করে না তার নাম ঢোঁড়া। কিন্তু এক সময় এই ঢোঁড়া সাপ ছিল সর্বাধিক বিষাক্ত। সাপের দেবী মনসা এই ঢোঁড়াকেই বিষ দিয়েছিল সবচেয়ে বেশি। তার দায়িত্ব ছিল লক্ষ্মীন্দরের শরীরে ছোবল মারার। কিন্তু ঢোঁড়া ছিল অত্যন্ত মাছ লোভী। গঙ্গা নদী পার হওয়ার সময় মাছ দেখে খাওয়ার লোভ সামলাতে পারেনি। মাছ খাওয়ার জন্য সবটুকু বিষ একটা কচুপাতার উপর রেখে যায়। এর মধ্যে টেংরা মাছ, শিং মাছ, পিপড়া সহ অনেকে বিষটুকু খেয়ে ফেলে। মাছ খেয়ে দেয়ে ঢোঁড়া এসে দেখে তার সর্বনাশ হয়ে গেছে। এভাবে বিষ হারানোর পর

www.pathagar.com

থেকে ঢোঁড়া বিষহীন সাপে পরিণত হলো। অপরদিকে তার বিষটুকু খাওয়ায় টেংরা, পিঁপড়া, শিং মাছ বিষ পেয়েছে।[৯]

ঘ. লোকছড়া

লোকসাহিত্যের প্রাচীনতম অধ্যায় লোকছড়া। বিশেষ করে শিশুছড়ার মধ্যে শিশুর অবুঝ মন কল্পনার রঙ মিশিয়ে আকাশে ভাসতে থাকে। বাস্তবতা-অবাস্তবতার মাঝে ভাল-মন্দের গণ্ডিতে শিশুমন আবদ্ধ থাকতে চায় না। শিশুরা খেলাধুলা, আহার-নিদ্রায় এবং তাদের জীবনের প্রতিটি অধ্যায়ে ছড়া শুনতে ও বলতে আগ্রহ প্রকাশ করে। বিশেষ করে নিদ্রা ও আহারের সময় মায়ের কাছে এবং অবসর সময়ে নানা-নানী, দাদা-দাদীসহ বড়দের কাছেও ছড়া শুনতে তারা বেশ আগ্রহী।

সংগৃহীত লোকছড়া

১. টুকরুশ নাটুয়া
ব্যাঙের গাটুয়া
কি ব্যাঙ
টুরি ব্যাঙ
কি টুরি
ভোট টুরি
কি ভোট
গুয়া কোট
কি গুয়া
চা গুয়া
কি চা
গু খা

২. ইক্‌রি মিক্‌রি
চাম চিকরি
গোবরী আজায়
দিল পাটি
তাৎ চড়ি যায়
মকর কাটি
মকর কাটি
নড়ে চড়ে
ঘ্যাগা ব্যাটায়
ঠোকর মারে।

www.pathagar.com

আয় গোয়ালি
ঘরে যাই-
দুধ মাখা ভাত খাই।
নাখাই তোর হাতে ভাত
গবরী গবরী গোন্দায় হাত,
এ্যাল পাত ব্যাল পাত
ছিড়ি ন্যাংটি তোল হাত।

৩. আয় নিন্দালী, বায় নিন্দালী
পাইকোড়ের পাত
কান কাটপা কুত্তা আইলো
চুপ করিয়া থাক।
আয় নিন্দালী, বায় নিন্দালী
শিয়ালে কাটোল খায়
কাঞ্চা বাড়িৎ যায়া শিয়াল
ধোদ্ ধোরা বাজায়।

৪. ঢাল কাউয়ারে কাকা
আম ফ্যালে দে পাকা
আমৎ ক্যানে পোকা
ধর শালীর খোঁপা

৫. তারা মনি বাড়া বানে
ঢেঁকি উঠে না
তেল সিঁন্দুর মাখি থাকে
ভাতার আইসে না।

৬. ধান বাইর করে কুলা কূলা-
কুলা থাকি কাটাৎ যায়
তার বাড়িৎ শনি পায়।
ধুচি বাইগোন আড়াই হাত,
বাঘের ন্যাংগুর বার হাত।

৭. আয়রে ঝরি শোশেয়া
বিন্নাবাড়ি ভাসেয়া
এক ছাগলের নুটি পুটি
এক বামনের বিয়া

www.pathagar.com

এক শিয়ালে আন্দে বাড়ে
এক শিয়ালে খায়
এক শিয়াল গোসা হয়া
মামার বাড়িত যায়।
মামা হইলো জমিদার
ঘোড়াত চড়ি যায়,
ঘোড়া হইতে নামিয়া
পাঁচ কাপড় পায়।
পাঁচ কাপড় পায়া স্বামী
কন্যা মতিক দ্যায়।
কন্যা মতি কন্যা মতি
কি করেন বসিয়া
তোমার ভাই কাটা গেইচে
নাড়াইতে পড়িয়া
বাপ কান্দে উলুঝুলু
মাও কান্দে শুয়া
আইজ হইতে না খামো কন্যা
তোমার হাতের গুয়া।

৮. আইসোরে চ্যাংড়া চেংড়ি
ফুল তুলবার যাই
ফুলের মালা গালাত দিয়া
ভাবীক আইনব্যার যাই।
ভাবী আইলো ঘামিয়া
ছাতি ধর টানিয়া
ছাতির উপর গামছা
দ্যাকো ভাবীর তামশা।

৯. চ্যাংড়ী কোনাক ধরতো
কইল্যা ভাজা করতো-
নুন নাই ত্যাল নাই
কোথ করিয়া গেলো তো।

১০. পালাটী মাগী পালে যায়
আড়া বাড়িৎ কিল খায়।
বাবা আইলে কয়া দেইম
দাদা আইলে, নিকা দেইম।

www.pathagar.com

১১. নাড়িয়ারে নাড়িয়া
ভাত দে বাড়িয়া
ভাত ক্যানে গরম
দ্যাকছিস শালী খড়ম।

১২. নাড়িয়ারে নুড়িয়া
ইলশা মাছের ঝোল
সারা রাইতে কুকুর ভোগে
নাড়িয়া শালা চোর।[১০]

১৩. আয় বৃষ্টি ঝেপে
ধান দিব মেপে
কচুর পাতা করমচা
যা বৃষ্টি ঝড়ে যা।

১৪. আতাল পাতাল দুধের দ্যাও
গাই থুইয়া ভাত খাও।
গাইয়ের নাম ভোমরা
বাছুরের নাম ছোমরা
এ্যাল পাত ব্যাল পাত
সর্বশরীল তুলিয়া
ফ্যালাও এক হাত।

১৫. ওপেন্টি বাইস কোপ
নাই তাতে তেইশ খোপ-
চুলটানা বিবিয়ানা
সাহেব বাবুর বৈঠক খানা
আজ বলেছে যেতে
পান সুপারী খেতে
পানের আগা মৌরি বাটা
ইসপ্রিংয়ের চাবী আটা-
ছোট ছোট যাদুমণি
ছুটে এসো এক্ষুণি
কোলকাতার আয়না দিবো
মেদনীপুরের চিরুনী
এমন খোঁপা বেঁধে দিবো
হাজার ফুলের গাঁথুনী।

www.pathagar.com

আমার নাম রেনু বালা
গলায় দেবো মুক্তার মালা।[১১]

১৬. আতা পাতা হা হা
কাক ডাকে কা কা
রাম দুই সাড়ে তিন
আমার বাসায় ঘোড়ার ডিম।

১৭. ছোট্ট পাখি টুনটুন
গান গেয়ে গুনগুন
মেলে তার দু'টি ডানা
ছোট্ট পাখি টুনটুন।

১৮. ছোট্ট কোলা ব্যাঙ
করে ঘাঙর ঘ্যাঁ
তার নাকি বিয়ে
টুপি মাথায় দিয়ে।

১৯. বুলবুলিরে বুলবুলি
একটা ফুল ফ্যালা
তোর ঘরে মেয়ে হলে
একটা দিব মালা।

২০. এমন মজা হয় না
গায়ে সোনার গয়না
বুবুমনির বিয়ে হবে
বর আসবে বকুল তলা দিয়ে
বর আসতে দেব না
বুবুর কাছে নেব না
কেমন মজা হবে
বর ফিরে যাবে।

২১. আমার নাম ছোট মনি
সারাদিন গান শুনি
খেতে বসলে বেশী খাই
অল্প দিলে নাহি খাই
পড়তে বসলে ঘোরে মাথা

www.pathagar.com

ইংরেজিতো দূরের কথা
অংকতে পারি কম
দুষ্টামিতে দমাদম।[১২]

২২. টুনটুনি পাখি নাচো তো দেখি
নারে বাবা নাচবো না
পড়ে গেলে বাঁচবো না
বড় আপুর বিয়ে
কচ্‌কে সাবান দিয়ে
কচ্‌কো সাবান ভালো না
আপুর বিয়ে হলো না।

২৩. এলোংটি লন্টন
ঘড়ি বাজে টনটন
এবার আমি ফিরবো
এক দুই তিন।

২৪. এচিং বিচিং সিচিং চা
প্রজাপতি উঠে যা
মা বললেন স্কুলে যা
বাবা বললেন বাড়ি থেকে
বের হয়ে যা।[১৩]

২৫. ও মিলো ছিলো ছিলো
কি ছিলো, লেবু ছিলো
কি লেবু, বাতি লেবু
কি বাতি, মোমবাতি
কি মোম, সাদা মোম
কি সাদা, দুধ সাদা
কি দুধ, ফেনা দুধ
কি ফেনা, সাবানের ফেনা
কি সাবান, বল সাবান
কি বল, ফুটবল
কি ফুট, সেন্টার ফ্রুটস
কি সেন্টার, শপিং সেন্টার
কি শপিং, জামা শপিং
কি জামা, হলুদ জামা
কি হলুদ, কলা হলুদ

www.pathagar.com

কি কলা, সাগর কলা
কি সাগর, মহাসাগর
কি মহা, দেশ মহা
দি দেশ, বাংলাদেশ।[১৪]

খেলাধুলার ছড়া ছাড়াও নানা বিষয়ে ছড়া রচিত রয়েছে। যেমনঃ

১. একশো মনি একশো মনি
একশো মনি দরজা মনি।
দরজা মনি দরজা মনি।
তিনের খেলা চটুক তোলা।
কলার পাতা চার আনা
ধাপ্পু দিয়া পাঁচ আনা।

২. কাউয়ারে কা কা
আম ফেলে দে পাকা।
আমোত ক্যানে পোকা
কাউয়া শালা বোকা।
কাউয়া আমার সারু ভাই
আম ফ্যালে দে বাড়ি যাই।

৩. লালে লাল শাড়ি
চোখে চশমা পড়ি
যাবো শ্বশুর বাড়ি
হাডুডু খেলাব
তবলা বাজাব
তমালের তলে
মমবাতি জ্বলে
জ্বলুক বাতি পুড়ুক তেল
আম সরিষার পাকা বেল।
পাকা বেলের গন্ধ
হাই স্কুল বন্ধ।
হাই স্কুল যাব না
ব্যাতের ডাং খাব না।
ব্যাত গেল ভাংগি
সাথী গেল কান্দি।

৪. সর্বলতা বাঁশের পাতা বাঁশ ঝুম ঝুম করে
সর্বলতার বিয়ে হবে জমিদারের ঘরে।
জমিদারের ঘোড়াটা

www.pathagar.com

এক ঠ্যাং তার খোড়াটা।
সোনার মালা রূপার দুল
বাবা গেইছে দিনাজপুর
কিনিয়া আনবে গোলাপ ফুল।

গোলাপ ফুলের বাসতে
জামাই আসছে পাছতে।
খাও জামাই গুয়া পান
তেমনি হইবে বেটির দান।
বেটি গেল হাটিয়া
জান প্রাণ গেল ফাটিয়া।

৫. হায় বিঞ্চি লতা পাতা
কালকে যাব কলিকাতা।
কলিকাতার গাছটা
গুয়া ধরে পাঁচটা।
যদি গুয়া লাল হয়
হাজার টাকার মাল হয়।
বকরি খায় ছিমার পাতা
কাউয়া খায় দই।

আয়রে আলম বসিয়া হামরা
দুঃখের কথা কই।
মাও মরিছে শিশুকালে
বাপ করিছে বিয়া
সৎমাও মোক জ্বলেয়া খায়
তুষের আগুন দিয়া।

৬. মাটি মাটি মাটি টি
চাটি চাটি চাটি টি।
একনা বুড়া কাটোল খায়
মোক দেখিয়া কোয়ার দেয়।
রাজার বেটির বিয়ে হয়
লম্বা লম্বা ধুতি পায়।
ধুতির উপর ঢোঁড়া সাপ
চটকি উঠিল কইনার বাপ।
কইনার বাপের নাম কি?
পানি তোলা বালতি।

www.pathagar.com

৭. বোকা বোকা বোকারে ভাই
বোকা হইল তিন,
ঘরের মাইয়া বন্দক থুইয়া
নিজে করে ঋণ।
বোকা বোকা বোকারে ভাই
বোকা হইল চাইর।
নিজের স্ত্রী ঘরে থুইয়া
মাকে ধরি মাইর।

৮. অবধান কর অবধান
আপন গোপন কথা
না কহিও যথাতথা
আপন আপন হইও সাবধান।

৯. হেন কর্ম না করিব আর
হাত ধরি বিধি মোর
করাইলে সাড়ে সাত বার।
এখন বসি চিন্তা কর
কী হবে আমার।

১০. কুমুর মুসুর দুর্গা দুসুর
তিন তালিয়া মারব লিয়া
কুমড়ার চাক
আছার পাক
হাতের গুটি হাততে থাক।

১১. চাক চাক চাকালু
কিদি ভাত পাকালু
লাউ শাগের আগাল
শিংগি মাছের চাকা
খেয়ে যাবে বাবা।

১২. একে ঋতু
দুইয়ে ভালটু
আমার বাড়ি ঢাকা
ঘর দুয়ার পলা
ঘরে আছে আলমারি
ঠুকুর ঠুকুর খিলমারি।

www.pathagar.com

১৩. আলসিয়া রে আলসিয়া
খলাই গেল তোর ভাসিয়া
যায়না খলাই ভাসিয়া
বানাইম ফির মুই বসিয়া।

১৪. জোলার ছাওয়ার
ছিড়া খ্যাতা,
ছাপোর বন্দের ভিজে মাথা।
কামারের ভাঙ্গা দাও,
বৈদের কাসুলা মাও।
পন্ডিতের মুর্খ ছাও,
ছুতারের ভাঙ্গা নাও।

১৫. আগা না ভাবিনুং পাছা না ভাবিনুং
বড়র সাথে করিনুং মেলা।
আদরও না পানুং ঠোটও ক্যালটানুং
বসিয়া কান্দো মুই এ্যালা।

১৬. বাড়ির ভিতর চাকর থুইয়া
গেরস্থ বাইরে যায়
দুধের ডেকচির পাহারা যেন
বিড়ালোকে দেয়।
ঘুড়িয়া ফিড়িয়া বিড়াল
ঘন দেয়রে ডাক,
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করে
যদি পায় ফাঁক।

১৭. যখন থাকে দুই পাও
য্যাটে খুশি স্যাটে যাও।
যখন হয় চাইর পাও
ভাত কাপড় দিয়া যাও।
যখন হয় ছয় পাও
বাবা তুমি কোনটে যাও।

১৮. তাই তাই তাই মামার বাড়ি যাই
মামা দিল দুধ ভাত মনের সুখে খাই।
ভাতত্ পড়িল্ মাছি কোদাল দিয়া চাচি।
তাই তাই তাই মামার বাড়ি যাই

www.pathagar.com

মামা দিল দুধ ভাত মামী দিল ছাই।
নাখাই মামী তোর দুধ ভাত পালাই পালাই।

১৯. মুই একনা কতা কং
- কি কতা?
ব্যাঙের মাতা
- কি ব্যাঙ?
হোলা ব্যাঙ।
- কি হোলা?
বামন হোলা।
- কি বামন?
ভোটকা বামন।
- কি ভোট?
গুয়া কোট।
- কি গুয়া?
চা গুয়া।
- কি চা ?
গু খা।

২০. আয় বৃষ্টি লতাপাতা
কালকে যাব কলিকাতা।
কলিকাতার গাছটি
গুয়া ধরে পাঁচটি।
একটা গুয়া লাল হয়
হাজার টাকা দাম হয়।
বখরি খায় শিমের পাত
কাউয়া খায় দই
আয়রে আলম সুখে বসে
দুঃখের কথা কই।
মা মইছে শিশুকালে
বাবা করছে বিয়া।
সৎ মায়ে পুড়ে খাইছে
তুষের আগুন দিয়া।

২১. লালে লাল শাড়ি
চোখে চশমা পড়ি।
যাব শশুরের বাড়ি।

www.pathagar.com

হাডুডু খেলিব
তবলা বাজাব।
তবলার তলে
মোমবাতি জ্বলে ।
জ্বলুক বাতি পুড়ুক তেল
আম সরিষা পাকা বেল।
পাক বেলের গন্ধ
হাই স্কুল বন্ধ।
হাই স্কুল যাব না
বেতের ডাং খাবনা।
বেত গেল ভাঙ্গি
ছাত্র গেল কান্দি।

২২. আয় মেরি খেলা করি বসবো দোকানে
ফুল তুলিবো মালা গাথিবো বসবো দোকানে,
কি ফুল চাও, মেরি কি ফুল চাও।
আমরা পদ্ম ফুল চাই মেরি, পদ্ম ফুল চাই,
তোমরা কয়টি ট্রেনে যুদ্ধ গো,
আমরা বিশটি ট্রেনে যুদ্ধ গো,
তোমরা কাকে নিবে সংঙ্গে গো।
আমারা লুবনাকে নিব সংঙ্গে গো।

২৩. ছাইকেল বাজে ক্লিং ক্লিং
বাবুর দোকানে,
মা দিবে, খোপা বেধে।
বাবা দিবে বিয়ে,
বর এসে নিয়ে যাবে,
আলতা ছোনো দিয়ে।

২৪. পুকুরেতে পানি নাই
পানা কেন ভাসে
যার সাথে কথা নাই
তাঁই কেন আসে।

২৫. আকাশেতে লক্ষ তারা
মিটি মিটি হাসে
যার সাথে কতা নাই
সে কেন হাসে।

www.pathagar.com

২৬. আকাশেতে পাখি ওড়ে
নীচে পড়ে ছায়া
ভালবাসা ভেঙ্গে গেলে
শুধু থাকে মায়া।

২৭. বাড়ির কাছে ধানের গাছ
লম্বা লম্বা শীষ
তুমি বন্ধু চলে গেলে
আমি খাব বিষ।

২৮. আম মিষ্টি জাম মিষ্টি
আরো মিষ্টি আতা
তার চেয়ে অধিক মিষ্টি
পিয়ার মুখের কতা

২৯. বাড়ির কাছে নারিকেল গাছ
নারিকেল ধরে না
বন্ধুর সাথে শুয়ে থাকলে
বালিশ লাগে না।

৩০. কাচা কাচা নারিকেল
পাকা পাকা বেল
তোমার মত চেংরি
আমার পায়ের স্যান্ডেল

৩১. বাদাম ভাজা তিলের খাজা
মিষ্টি মিষ্টি হাসি
তোমার নাহনে চেংরিক আমি
কতই ভালোবাসি

৩২. হাতে নাই আংটি
মনে নাই শান্তি
বারে বারে মনে পড়ে
তোমার ঐ নামটি

৩৩. তুমি যাও সাইকেলে
আমি যাই হেটে
তোমার আমার দেকা হবে
কলেজের মাঠে।

www.pathagar.com

৩৪. গরম ভাতে কাচা মরিচ
পান্তা ভাতে ঘি
বন্ধুর সাথে প্রেম করতে
লজ্জা আমার কী?

৩৫. লাল লাল টমেটো
কাঁচা মরিচ ঝাল
ছেলেদের পছন্দ
মেয়েদের গাল

৩৬. পুকুর যখন করিছি
মাছ চাষ করব
প্রেম যখন করিছি
বিয়ে করে ছাড়ব।

৩৭. বাড়ির পাশে কলা গাছ
কলা ধরে না
বন্ধুর কাছে শুতে গেলে
বালিশ লাগে না।

৩৮. ফুলের মাঝে তুমি প্রিয়
তার মাঝে মৌ,
এই কথাটা মনে রেখ
আমি তোমার বউ।

৩৯. ইটের ওপর ইট
তারি ওপর ইট,
ইট বন্ধু চলে গেলে
আমি লাগি ফিট।

৪০. আকাশের তারা বাগানের ফুল
বিদেশের ছেলের সাথে প্রেম করা ভুল।

৪১. চাঁদ সুন্দর ফুল সুন্দর
আরও সুন্দর নারী
তাইতো তোমাকে আমি
এত ভালবাসি।

www.pathagar.com

৪২. গোলাপ ফুল তুলতে গিয়ে
হাতে লাগে কাঁটা
বন্ধুর কথা মনে পড়লে
বুকে লাগে ব্যাথ্যা

৪৩. লাল লাল টমেটো
খেতে বেশ মিষ্টি
তোমার আমার ভালবাসা
আল্লাহর সৃষ্টি।

৪৪. আলু পাতা ঝুরি ঝুরি
মাগুর মাছের ধুমা
সত্যি করে বলছি
খাবো তোমায় চুমা।

৪৫. ফুল ফোটে বাগানে
প্রেম হয় গোপনে
প্রথম প্রেম হারালে
সুখ হয়না জীবনে।

৪৬. ঘরের পাছে কালা কচু
টিপলে বারায় নাল পানি
ছেলে বন্ধুক ধইরছে চুলকানি।

৪৭. সামনে ডাউয়া পিছনে পুই
গিত্যানীর খোপ্যা পাইচে চালের টুই
একা চন্দ্রমুখী বিলাই যাবে কই।

৪৮. বৌচি খেলা এমন খেলা
দুইটা চাইরটা মাইরা ফ্যালা
(বৌচি খেলা)

৪৯. ইকরি মিকরি চামের চিকরি
চামের গোটা হাড়ে গোড়
ফুলে মাঞ্জি বাটা জোড়
বাটার তলে ঘুঘুরা

www.pathagar.com

ডাক দেয় বাবুরা
এ্যাল পাত ব্যাল পাত
দিবে আগুন তোল হাত
(ইকরি মিকরি খেলা)

৫০. থালি ধোও থালি ধোও
পানি তোল পানি তোল
তালগাছ বানাও তালগাছ বানাও
তালগাছ কাটি তাল গাছ কাটি
তালের আগা খাইয়া
মইষের শিংগে বাধি দিলে
তাল গাছ কাটা যায়।

বিভিন্ন দিঘির বর্ণনা রয়েছে নিম্নোক্ত লোকছড়াটিতে

মালতি মজিবর দিল দিঘি হাত্তি না পায় থাও
মায়া আনছার দিলো দিঘি ধান শুকাইয়া খাও।
মোজাম্মেল হাজী দিল দিঘি তাতে গাযলো ঝিক।
নয়াটারী গেইলে দেখমেন সারা ঘাটায় পিক।
তছলিম মিয়া দিল দিঘি হোলা ব্যাঙের থানা
সাখাওয়াত মিয়া দিল দিঘি তাত কচুরী পানা
ছামাদ দালাল দিল দিঘি তাতে পাদুর ঝাড়
আমুর বাড়ির দিঘিরে ভাই এক হাঁটু তার ভ্যাঁড়।

কসিম হাজী দিল দিঘি পাড়িত হইল খ্যাড়
সারাই হাটের দিঘিত তোরা ইরি আবাদ কর।
বসুনীয়ারা দিল দিঘি তাতে দিল হীর
হাকিবর মাস্টারের সমিতির দিঘিত মাছ মারা ভিড়।
রসিদ খানসামার দিঘিতরে ভাই মুড়াই দিঘি কাদা,
আঃ রূপ চৌধুরী দিল দিঘি পানি হইল সাদা।
হরিন মহাজন দিল দিঘি তাতে চিড়িয়াখানা,
মায়া মহাজন দিল দিঘি তাতে হাওয়াখানা।

অন্যান্য বিষয়ে প্রচলিত ছড়া

১. এক শিয়ালে আন্দে বাড়ে
দুই শিয়ালে খায়।
আরেক শিয়ালে গোসা করি

www.pathagar.com

পাট খেতোত যায়।
আরেক শিয়ালে গোসা করি
মাথাত বান্দে শাড়ি।

২. কেমনে যাইম মুই চানখাগো বাড়ি
চানখার মাগো তুমি কি করো বসিয়া ?
তোমার ছইল ডাং খায় মজলিশে বসিয়া
ফির নাকি খাইবেগো জোড় গাছের গুয়া
দাঁত হইলো চুকা।

৩. উত্তি একনা টিনের বাড়ি
দিল্লি যাব তাড়াতাড়ি
ও ভাই তুই বাঙালি
পুঁটি মাছের কাঙালি
খইলসা মাছের লাকা ঝাকা
ফুল ফুটিবা থোকা থোকা
ফুলের আগা কড়ি
দশজনকার বড়ি।

৪. চকির তলে বেল
গড় গড়ি গেল।

৫. ঐ দেখা যায় শাপলা ফুল
আনতে গেলে বহুদূর।

৬. মেনদি গাছত চড়নু
ট্যাক ভাঙি পড়নু।
রেল গাড়ির ডাব্বা
মুই তোর আব্বা।

আঞ্চলিক শব্দের অর্থ : ট্যাক - গাছের ডাল।

৭. আতা পাতা গাছের লতা
খেঁজুর ধরে বাঁধা বাঁধা
ক্যামনে খেজুর লাল হয়
হাজার টাকার মাল হয়।

www.pathagar.com

৮. ছাগলে খায় শিমের পাতা
কুত্তায় খায় দই
আয়রে আলম বসি থাকি
দুঃখের কথা কই।

৯. ছোট ছোট পুঁথি, ছোট মালা গাঁথি
বড় বড় পঁথি, বড় মালা গাঁথি।

১০. কাউয়ারে কাউয়া কা কা
কাপড় ধুইয়া দে
কাইল যাইম মুই বাপের বাড়ি
পালকি আইনা দে।
পালকির উপর পাকা পান
লাইলির স্বামী মুসলমান।

১১. সাইরে সাইরে গুয়ার গাছ
না দ্যাখা যায় বাপের দ্যাশ।
বাপ যদি থাকিল হয়
নায়ের শায়ির করিল হয়।
মা যদি থাকিল হয়
বিয়ার কান্দন কান্দিল হয়।
ভাই যদি থাকিল হয়
বিয়ার গেট ধরিল হয়।

১২. হাতা ভাঙনু মুই হাতোতে
কলসী ভাঙনু মুই কাকোতে
ডাঙ খানু মুই চেঙরি বয়সে।

১৩. সাইকেল বাজে ক্রিং ক্রিং বাবুদের দোকানে
আমার দিদির বিয়ে হবে পাক্কা দালানে
মা দিবে খোপা বান্দি, বাপে দিবে বিয়ে
বর এসে নিয়ে যাবে আল্লার কালাম দিয়ে।

১৪. ঐ দেখা যায় বড়াই গাছ, বড়াই ঝুম ঝুম করে
টিয়া পাখি ঠোকর দিলে সব বড়াই পড়ে।

১৫. আম্মাজানে গুয়া পেশে, আব্বা জানে খায়
আনোয়ারা, মনোয়ারা সতিন হবার চায়।

www.pathagar.com

১৬. দাদা তোর হালুয়া গরু
হাগে তার সরু সরু।

১৭. ট্যাংগা আমের তলে
মাইয়া বদল করে,
মাইয়ার নাম ময়না
মিছা কথা কয় না।

১৮. আতা পাতা গাছের লতা
ও ভাবী শুন কথা
ওই ছাওটার মাথা কাটা
মাথাত কি তার ঢ্যালা
ও ভাবী মারো এক ঠ্যালা।

১৯. সর্বলতা বাঁশের পাতা
বাঁশ ঝুম ঝুম করে
রাজার ঘরে রাজার ঘোড়া
এক ঠ্যাং মোর খোড়া
এক ঠ্যাং মোর ভালো।

২০. আম আম কাঁচা আম, মিঠা আম
বাজারেতে কিনবার গেলে
দশ টাকা দাম।
কলারে কলা সাগর কলা
বাজারেতে কিনতে গেলে
দশ টাকা হালা।

ঙ. লোককবিতা

১. **রঙ্গপুর কথা**
আল্লা'র দয়ার কতা কয়া শ্যাষ যে না হয়
তাঁর গুণগান করেই দেই হামার অমপুরের পরিচয়।
কামরূপ-আসামের অধীনে আছিল এই জেলা
ম্যালেরিয়া আর কালাজ্বরে করছিল যমের খেলা।

www.pathagar.com

প্রাগ্‌জ্যোতিষের আজা ভগদত্ত এ্যাটে গড়চিল অংমহল
ঘাঘন নদীর পাড়ত তাঁয় করচিল ঝলমল
কাঁয়ো কয় শাহ বদর জঙ্গ এ্যাটে গড়চিল অংভবন
সেই তকনে হইচে বোলে অমপুর নামের সৃজন।

কায়ো কায়ো পয়দা হচিল এ্যাটে 'রঙ্গ' নামের ছিলিক
আজ-জমিদারের পেন্দোনত মারচিল তাঁয় ঝিলিক।
সেই 'রঙ্গ' নামের ছিলিক থাকি হইচে রঙ্গপুর নাম
সারা দুনিয়াত ছড়াইচে তাঁয় হামার জেলার সুনাম।
নওযাব বাকের জঙ্গ শ্যাষে গড়ে জেলা অমপুর
অংগে-অসে, সুখ-শান্তিতে হয়্যা উঠে ভরপুর।

হামার অমপুরের উজানে আছে ভারতের কোচবিহার
দক্ষিণ ভিতি বগরা জেলার মাটি নাল-খিয়ার।
পশ্চিমে খাড়া দিনাজপুর জেলা, পূবে জামালপুর
ইয়ার মাঝত সাবেক জেলা হামার এই অমপুর।
পূবে বয় ব্রহ্মপুত্র নদ, পশ্চিমে ধায় নদী করতোয়া
উজান ভিতি তিস্তার ভাঙ্গনে কাঁন্দে মাও-ছাওয়া।

২. গৌরব গাঁথা

তাজহাটের আজার বাড়ি আর ডিমলা আজার ঘড়ি
গোঁসাই আজার টমটম আর আফান কব্‌রেজের বড়ি।
নেসবতগঞ্জের সেরা শতরঞ্জি নীলফামারীর আদা
হারাগাছের বিড়ি-তাংকু নাম ছড়াইচে দাদা।

আলুর সেরা শিল বিলাতি আনিপুকুরত হয়
খটখটিয়ার ঢোপা বাইগন মনটা করে জয়।
ভেন্ডাবাড়ির মালশিরা চাউল, ফুলচৌকির আম
পানবাজার আর কমলপুরের পানের বহুত নাম।

ময়েরপুরের চুয়ার পাট আর বদরগঞ্জের গুড়
খৈ-এর সেরা ধান ফলছিল, নাম যে কনকচুর।
পাঙ্গী হাটের হাড়ের কাঁকই হায় কি নামকরা
কাঁঠালবাড়ির সউগ বাগানে কাঠোলে আছিল ভরা।

www.pathagar.com

কুশারের সেরা হেন্ডামুখী[১১] আবাদ হচিল ক্ষ্যাতে
মাহিগঞ্জের কালো আকালি বেজায় যে ভাই ঝাল
পদাগঞ্জের পাকা আমের মোটা মোটা ছাল।

শ্যামপুর আর মহিমাগঞ্জে চিনির কল আছে
আজার হাট জায়গীরত দেখমেন সুপারি গাছে গাছে।
নীলের চাষ হচিল এ্যাটে, ধাপত লালকুঠি
সেরা কর্ত্তি মাছ পাওয়া যায় গেইলে ধূমের কুঠি।

নীলফামারীর নীলসাগর দেখলে জুড়ায় পরাণ
ভেন্ডাবাড়ীর জমিনত ফলে সোনার মতোন ধান।
তাজাহাটের আজার বাড়ীত বসচিল হাইকোট
চিকোনমাটির মাইল্যাগুলার বুদ্ধির বড়ই চোট।
হামার পাটায় হছিল তৈয়ার রঙ্গঁ নামের ছিলিক
মাইয়া মানষের পেন্দোনত মারচিল তাঁয় ঝিলিক।

৩. **স্মরণীয়-বরণীয়**

সমাজ দরদী বিদ্যুৎসাহী হামার জেলাত যামরা আছে
তামার নানার গুনের কতা শুনাই সবার কাছে।
মাহিগঞ্জের আফান উল্লা কবিরাজ মরিয়াও মরে নাই
তারি ট্যাকায় মাজার বাঁন্দিচে, হাইস্কুল হইচে ভাই।
কামাল কাছনার সমাজ দরদী মাহাতাব উদ্দিন খাঁন
তায় আচিল অমপুর পৌরসভা যোগ্য চেয়ারম্যান।

দলগ্রামের সেরা লাঠিয়াল শেখ রিয়াজ উদ্দিন ভাই
আরব জাতির ইতিহাস ন্যাকচে তাকো ভুলি নাই।
মতিউর রহমান মন্ত্রী অচিল পীরগঞ্জ থানাত্ বাস
হেয়াত মামুদের মাজার বান্দি' পুরাইচে সবার আশা।
অমপুরত করচিল চাকরি রাজা রামমোহন রায়
তারি নামে রামমোহন ক্লাব-বিপনীবিতান দেখা যায়।

ক্ষুদিরামের মামলার উকিল সতীষ চক্রবর্তীর বাড়ি
ভবসুন্দরী আস্তার বগলত এলাও দেইখবার পারি।
সরোজিনী নাইডু আর সরদার আব্দুর রব নিস্তার
এই বাড়িত হচিল অথিতি-জানা আছে সবার।
কুন্ডির জমিদার সুরেন চৌধুরীর কীর্তি আইজো অক্ষয়

www.pathagar.com

রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ ভবন গাইতোচে তার জয়।
পায়রা বন্দের বড় জমিদার আবু আলী চৌধরী
বেগম রোকেয়ার বাপ আচিল মিলেনা তাঁর জুড়ি।

সেনপাড়ার জ্ঞান ডাক্তারের আচিল বেজায় নাম
এমন মাতন জানে নাই কাঁয়ো অপারেশনের কাম।
তাঁর ব্যাটা ডাক্তার জনু হাসিয়া কতা কয়
ভালো চিকিস্‌সা কার উগির মন করেচে জয়।
গরিবের বন্ধু সেই ডাক্তার জনু আর যে বাঁচি নাই
বাড়ীখানা তাঁর পড়ি আছে, সেই মানুষ নাই।

৪. **কবি-সাহিত্যিক**

সংস্কৃতির আদি ভুঁই যে হামার জেলা অমপুর
সউগ মানুষ মাতোয়া তোলে ভাওয়াইয়া গানের সুর।
হেয়াত মামুদ, বেগম রোকেয়া ফজলল করিম কবি
এই মাটিতে পয়দা হইছে ভাসে অমর ছবি।

রতিরামদাশের জাগের গান এ্যালাও মনোত ভাসে
মাইয়া মানষে শুনলি মুখত আঁচল গুজি হাসে।
আমিরুদ্দিন বসনীয়া করচিল পয়লা কোরানের অনুবাদ
বাংলা ভাষী মুসলমানের তাঁয় পুরাইচে মনের সাধ।
কেশবলাল বসু বিদ্যাবিনোদ গেইচে হায় মরি
নামকরা কবি অচিল উয়াক ভুলি ক্যামন করি।

যাদবেশ্বর তর্করত্ন আর কবি প্রকাশ চন্দ্র চৌধুরী
সংস্কৃতির খাঁটি সেবক বটে, নাই এমার জুড়ি
প্রবীণ সাহিত্যিক খেরাজ আলি না আছে আর বাচি
উয়ার কাছে হামরাগুলা ম্যালাই কিছু পাছি।
ঘরের ডাক বাইরের ডাক পীরখাঞ্জা বই
গেইচে ন্যাকি ঐ মানুষটা তাকো ভুলবার নাই।

স্যাহিত্যিক মোতাহার হোসেন সুফী মুন্সি পাড়াত বাসা
ন্যাকা ন্যাকি করি তায় মিটাইতেচে সবার মনের আশা ।

সুরেন চৌধুরীর কীর্তি আইজো আছে যে অক্ষয়
রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ এ্যালাও গাইতোচে তাঁর জয়
পল্লী কবি নগেন পাগলার কথা এখোনো ভুলি নাই

www.pathagar.com

কারমাইকেল কলেজ কাহিনী ন্যাকি মরি গেইচে ভাই।
কবি আমিরুল্লার কতা শোনেন এ্যালা কই
ফরাসি থাকি অনুবাদ করচিল 'নূরনামা' বই।

৫. সুরশিল্পী

উত্তরের এই জেলা হামার অংগের অমপুর-
সউগ মানুষক মাতোয়া তোলে ভাওয়াইয়া গানের সুর।
গাতক গীদাল শিল্পি বাদক এ্যাটে ম্যালায় আছে
সবার গুণের কতা হামার মনোত সদাই নাচে।

মহেশ রথীন হরলাল সিরাজ সাজু, কছিমুদ্দিন ও মকবুল
মোস্তাফিজুর, জওহর সেরা গায়ক ধন্য যে খাদেমুল।

শরীফা রানি, বেগম সুরাইয়া থুইচে নারীর মন
পল্লী গীতি ভাওয়াইয়া গানে মাতোয়া তোলে প্রাণ।
হামাার জেলার পাটার আচে দ্যাশ বিদ্যাশে নাম
গায়ক শমসের আলীর বাড়ি যে পাটগ্রাম।
লালন গানের ভালো শিল্পি, গায়িকা বনানী সামাদ
ক্যান্সারে ভুগে মরি গেইচে তাঁয় বড়ই যে দুঃসংবাদ
গায়ক আব্বাসের শ্বশুর বাড়ি হইল নীলফামারী জেলায়
উয়ার ব্যাটা-বেটি নামী শিল্পি জানে তা সবাই।
যন্ত্র শিল্পীর ম্যালা নাম সবার আছে জানা
দোতরার গানে মাতোয়া তোলে শিল্পীর নমরুদ্দিন কানা।

তাঁর যোগ্য শিষ্য সোলাইমান এডিওত দোতরা বাজায়
সাধনা করলে গুরুর মান একদিন থুইবে তাঁয়।

শিল্পী বেবী নাজনীনের বাপ এডিওয়ত করচিল কাম
বাপের নাম থুইবে বেটি এখন উয়ার দ্যাশজোড় সুনাম।

আলোরুপা স্টুডিওর জেড এ রাজা স্যাহিত্যে আছে নাম যার
তাঁয় আচিল অমপুর এডিওর পয়লা গীতিকার।
পানবাড়ির ডোমগীদালের কতা এ্যালাও ভুলি নাই
পালাগান করি এই জেলাত তাঁয় নাম করচিল ভাই।

www.pathagar.com

৬. **বীরত্বগাঁথা**

অমপুরীরা বীরের জাত মরণক করেনা ভয়,
বীরের মতোন নড়াই করে ইতিহাস তাই কয়।
দেবাসুরের যুদ্ধ হচিল এই অমপুরের মাটিত,
ভীম পালোয়ান নড়াই করি মারচে ঘোড়ার পিঠিত।
বিপ্লবী নূরউদ্দিন বাকের জঁঙ্গ বীরের ব্যাটা বীর,
ইংরাজ খ্যাদার অগ্রপথিক-দ্যেচে নিজের শির।

দেবী চোধুরাণীর নামের কতা সবার আছে জানা,
ধুমের কুঠিত অচিল উয়ার গোপন এক আস্তানা।

মাইয়া মানুষ হয়্যা তাঁয় ইংরাজ খেদার কামে-
শাড়ির অঁচল কমরোত পেঁচি নড়াই করব্যার নামে।
মরি গেইচে সেই বীরাঙ্গনা নারী চন্ডিপুরের মাঠত,
দেবীর মান্দিও আইজোঁ আচে বড় পোখরের পাড়ত।

সিপাহী বিপ্লব হইচে এ্যাটে ইংরাজের সাথে নড়াই-
মদ্দে্ মোজাহিদ মরচে কতোয় ইতিহাসেই তা পাই।
ইস্টিশনে যাইতে দেখমেন ছালেক পাম্পের আগোত
খাঁন ওয়ালীদাদ খাঁন শুইয়া সেই পাকা গোরত।

হাতির পাওয়ত বান্ধি আনি উয়াক মারচে ভাই-
ওই কবরটা চউকত পড়লে বুকোত শক্তি পাই।
উনিশ-শ একাত্তর সালের চব্বিশে মার্চের পরে
হামার শহরের সউগ মানষে্ ক্যান্টনমেন্ট ঘেরাও করে।

শড়কি বল্লম , তীর-ধনুক আর নিয়া বাঁশের নাঠি
খালি হাতেই কাঁপেয়া তুলচিনো পাক সেনাদের ঘাটি।

বীর পুরুষের অক্ত আচে অমপুরীদের গায়,
নূরলদীনের গলায় অওয়াজ আইজো শুনা যায়।
বীর পুরুষের জন্ম দেছে হামার জেলার মাটি
যুগে যুগে তাইতো হয় মহা-বিপ্লবের ঘাটি।

৭. **হামার মাওয়ের ভাষা**

হামার জেলার মানুষগুলার নানান অকম বোল
রংপুরক কই অমপুর হামরা, সরুয়াক কই ঝোল।

www.pathagar.com

ভাটির দ্যাশের মানুষগুলা বোঝেনা কতার মানে
হামাক তামারা বাহে কয়,কী দোষে কাঁয় জানে।

বাহে মানে বাপু হে, তাক জানি থোন সবাই
মাওয়ের ভাষার এই ধারাতেই, মনের পিয়াস মিটাই।

কাঁয়ো কয় বাহে হামাক,কাঁয়ো কয় চাষা
তামরা বোলে বোঝেনা হামার সরল মাইন্‌ষের ভাষা।
পানিক কয় হানি যামরা, পাঁচক কয় হাঁচ
ঢাকাক কয় ড্যাহা তামার কতাত ক্যামন আঁচ।

বাপ ভালো দাদো ভালো, ভালো বাপের ভিটা
তার চাইতে হামার মাওয়ের ভাষার মুকের ভাষা মিঠা।
নিষাদ কিরাদ, কোচ মেচ, থারো রাজবংশী জাতি আর
তামরাই এ্যাটে গড়ে তোলে ভিত মানব সভ্যতার।

এ্যালা শুনেন হামার মাওয়ের ভাষার ক্যামন মজার বোল
রাজাক কই আজা হামরা যাইকে কই যাওচোল
বাবুগিরিক কই ফুটানি হামরা খইলক কই খইল্যা
শামুকক্ কই. টোকরাই হামরা ময়লাক কই মইল্যা।

চালকুমড়াক্ কই পানি কুমড়া আর রাখাকে কই থো,
শীতকে কই জ্বাড় হামড়া জেদ ধরাক কই গোঁ
রাত্রিকে কই আইত হামরা' সকাল বেলাক কই বিয়ান।

তথ্যসহায়ক

১. প্রফেসর মোহাম্মদ শাহ আলম, বাবা : মোহাম্মদ আছিম উদ্দীন, মা : ফছিমন নেছা, বয়স : ৫৭, পেশা : শিক্ষকতা, গ্রাম : বামন সরদার, ডাক : অন্নদা নগর, পীরগাছা।

২. রাজিয়া সুলতানা, স্বামী : আনছার আলী, বাবা : প্রজ্জ্বত আলী, শিক্ষা : নাই, বয়স : ৪২, গ্রাম : গুঞ্জর খাঁ, পীরগাছা।

৩. মো. সিরাজুল ইসলাম কবিরাজ, বয়স- ৬৪, গ্রাম-শ্যামগঞ্জ জমিদার বাড়ি, তারাগঞ্জ।

৪. আলহাজ ছলিম উদ্দিন মাস্টার, বয়স- ৭০, পেশা- শিক্ষকতা, পিতা- মৃতঃ আফতাব উদ্দিন সরকার, দিলালপুর মাদারগঞ্জ হাট।

www.pathagar.com

৫. মোক্তার আলী, বয়স–৭৫, পেশা–কৃষি, গ্রাম–ফাঁসির ডাংগা, পোস্টঃ শ্যামগঞ্জ, থানা–তারাগঞ্জ।

৬. ফকর উদ্দীন, বয়স– ৬০, পেশা– কৃষি, গ্রাম– ফাঁসির ডাংগা, পোস্টঃ শ্যামগঞ্জ, থানা–তারাগঞ্জ।

৭. আব্দুর রহমান, বয়স– ৭০, পেশা– কৃষি, গ্রাম- পীরের ডাংগা, পোস্টঃ তারাগঞ্জ।

৮. দেবদুলাল রায়, বয়স– ৩২, শিক্ষা– বি.এ পাশ, পিতা– বীজেন্দ্র নাথ রায়, গ্রাম–রহিমাপুর, পোস্ট–বুড়িরহাট।

৯. শোভারাণী সাহা চৌধুরাণী, বয়স-৮৫ বছর, পেশা- গৃহিনী, গজঘন্টা, চৌধুরী বাড়ী, গংগাচড়া, রংপুর।

১০. মতিউর রহমান বসনীয়া, বয়স-৭০, পেশা- ডাক্তারী, রাধাবল্লভ, সদর, রংপুর।

১১. রিফা তাসনিয়া, পিতা- সাজ্জাদ হোসেন , বয়স-০৯, চতুর্থ শ্রেণি, কেরানীপাড়া, সদর, রংপুর।

১২. রাফিদ আল আসাদ, পিতা- রাফু, বয়স-০৮, প্রামাণিক পাড়া, বেতগাড়ী, গংগাচড়া।

১৩. রাফি, পিতা- ফারুক সরকার, কিসামত শেরপুর, বেতগাড়ী, গংগাচড়া।

১৪. মৌটুসি, পিতা- চাঁদ সরকার, বয়স-৩৫, ভুট্‌কা, গংগাচড়া।

এছাড়াও যাঁদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে :

১. শহীদুল ইসলাম, বয়স-৫০, তালুক হাবু, দীঘল পাড়া, গজঘণ্টা, গংগাচড়া।

২. লতা, ৩য় শ্রেণি, বয়স– ৮, ফাহিমা, ৩য় শ্রেণি, বয়স– ৮, সুমি আক্তার, ৫ম শ্রেণি, বয়স– ১০, ইন্না, ৩য় শ্রেণি, বয়স– ৮, আলমপুর চাকলা সরকারি প্রথমিক বিদ্যালয়, পোস্ট– ফাজিলপুর।

৩. মোছা. খাদিজা আক্তার, বয়স- ১০, শিক্ষা– ৫ম শ্রেণি, পিতা–আবুল হোসেন, চান্দের পুকুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, পোস্ট– ডাংগীরহাট।

৪. মোছা. মরিয়ম বেগম, বয়স– ১০, শিক্ষা– ৫ম শ্রেণি, পিতা– আব্দুল লতিফ, চান্দের পুকুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, গ্রাম- কিসামত মেনানগর, পোস্ট– ডাংগীরহাট।

৫. অক্ষয় চন্দ্র রায়, বয়স– ৫৫, পিতা- যজ্ঞেশ্বর রায়, পেষা- কৃষি, গ্রাম- শ্যামগঞ্জ (দরগার পাড়), পোস্ট- শ্যামগঞ্জ।

৬. সদানন্দ রায় (বিষাদু কবিরাজ), বয়স– ৬৩, শিক্ষা– ৩য় শ্রেণি, পিতা- মৃত ধর্মনারায়ণ বর্মন, গ্রাম– দক্ষিণ হাজিপুর (বাছুর বান্দা), পোস্ট– ইকরচালী।

৭. সাজ্জাদ বাদশা ইতু, পিতা- আঃ জলিল, গ্রাম- শ্যামগঞ্জ বস্তি পাড়া, পোস্ট- শ্যামগঞ্জ।

৮. রোজনুজ্জামান (মুন), পিতা- এমদাদুল হক, গ্রাম- কুশা দর্জি পাড়া, পোস্ট- কুরশা।

৯. সুমাইয়া, পিতা- মাহমুদ আলম, গ্রাম- কুশা দর্জি পাড়া, পোস্ট- কুরশা।

১০. মো. আসিফ ইকবাল, বয়স– ১৯, পিতা– মো. সিরাজুল ইসলাম, গ্রাম– খিয়ার পাড়া, পোস্ট– লালদিঘি।

www.pathagar.com

১১. মোছা. সেলিনা খাতুন, বয়স- ১৬, শিক্ষা- একাদশ শ্রেণি, লালদিঘি পীরপাল কলেজ। পিতা- মৃত সইদুল হক, মাতা- মোছা. আরজিনা বেগম, গ্রাম- পূর্ব খিয়ার পাড়া, ডাকঘর- বুড়িরপুকুর হাট।

১২. মোছা. লাকী পারভীন, বয়স- ১৮, শিক্ষা- উচ্চ মাধ্যমিক, পিতা- লেয়াকত আলী, মাতা- মোছা. রহিমা বেগম, গ্রাম- মানসিংহপুর মণ্ডলপাড়া, ডাকঘর- রাধানগর।

১৩. মোছা. রুমানা পারভীন (হুমায়রা), পিতা- মো. আব্দুর রহীম, মাতা- মোছা. মনোয়ারা বেগম, গ্রাম- রাধানগর দক্ষিণ খামারপাড়া, পোস্ট- রাধানগর।

১৪. শংকর রায়, বয়সঃ ২৫ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ অষ্টম শ্রেণী, পেশাঃ গৃহিণী, রামপুরা, শঠিবাড়ি, মিঠাপুকুর।

১৫. শ্রী বিষ্ণু চন্দ্র, বয়সঃ ২০ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ স্বাক্ষর জ্ঞান, রামপুরা, শঠিবাড়ি, মিঠাপুকুর।

১৬. ভেলুচন্দ্র রায়, স্বামীর নামঃ শংকর রায়, বয়সঃ১ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ ৫ম শ্রেণি, রামপুরা, শঠিবাড়ি, মিঠাপুকুর।

১৭. দুলালী, পিতার নামঃ মানিক চন্দ্র ,বয়সঃ ১৫ বছর , শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ অষ্টম শ্রেণি, রামপুরা, শঠিবাড়ি, মিঠাপুকুর।

১৮. সীমি, স্বামীর নামঃ শহিদুল ইসলাম, বয়সঃ ৪২ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ এস.এস.সি, পেশাঃ গৃহিণী বৈরাতির হাট, মিঠাপুকুর।

১৯. আকলিমা, স্বামীর নাম- গোলাপ মিয়া, বয়স- ৪০, শিক্ষাগত যোগ্যতা- নিরক্ষর, গ্রাম- গাড়াবেড়, পোঃ পীরগঞ্জ,থানাঃ পীরগঞ্জ

২০. ময়না, স্বামীর নামঃ আব্দুল শহিদুল মিয়া, বয়সঃ ৩৮, শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ ২য় শ্রেণি, পেশাঃ গৃহিনী, গ্রামঃ গাড়াবেড়, পোস্টঃ পীরগঞ্জ, থানাঃ পীরগঞ্জ

২১. লিমা, বাবার নামঃ নুরুল ইসলাম, বয়সঃ ৩৮, শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ ৮ম শ্রেণি, গ্রামঃ গাড়াবেড়, পোস্টঃ পীরগঞ্জ, থানাঃ পীরগঞ্জ

২২. আলাল সরকার, বাবার নাম- মোঃ আঃ হামিদ সরকার, বয়সঃ ১০, শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ ৩য় শ্রেণি, গ্রামঃ তুলারাম মজিদপুর, ডাকঘরঃ পীরগঞ্জ, উপজেলাঃ পীরগঞ্জ

২৩. সুমনা, বাবার নাম- রাসেদুল ইসলাম, বয়সঃ ৯ বছর, শ্রেণি- ৪র্থ, গ্রামঃ তুলারাম মজিদ পুর, পোঃ পীরগঞ্জ

২৪. সীমা, বাবার নাম- বাদশা মন্ডল, বয়স- ১২ বছর, শ্রেণি- ৬ষ্ঠ শ্রেণি, গ্রাম- তুলারাম মজিদ পুর, পোস্ট- পীরগঞ্জ, থানা- পীরগঞ্জ।

২৫. আকলিমা, বাবা- ইসহাক মন্ডল, শ্রেণি- ২য়, বয়স- ১৩ বছর, গ্রাম- তুলারাম মজিদ পুর, পোঃ পীরগঞ্জ, থানাঃ পীরগঞ্জ।

২৬. রেহানা পারভীন, স্বামীর নাম- নজরুল ইসলাম, বয়স- ৩৬, শিক্ষাগত যোগ্যতা- ৮ম শ্রেণি, পেশা- গৃহিনী, গ্রাম- তুলারাম মজিদপুর, পোঃ পীরগঞ্জ, থানা- পীরগঞ্জ।

২৭. ময়না, স্বামীর নাম- আব্দুল শহীদুল মিয়া, বয়স- ৪৫ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা- নিরক্ষর, গ্রাম- গাড়াবেড়, পোঃ পীরগঞ্জ, থানাঃ পীরগঞ্জ।

www.pathagar.com

২৮. রায়হান আহম্মেদ, বাবার নাম- নজরুল ইসলাম, বয়স- ১১, শ্রেণি- ৪র্থ, গ্রাম- গাড়াবেড়, পোঃ পীরগঞ্জ, থানা- পীরগঞ্জ।

২৯. বেলাল মণ্ডল, বাবা- কাশেম মণ্ডল, বয়স- ১১, শ্রেণি- ৪র্থ, গ্রাম- গাড়াবেড়, পোঃ পীরগঞ্জ, থানা- পীরগঞ্জ।

৩০. মো. হালিম, বাবার নাম- মৃত গহর আলী, শিক্ষাগত যোগ্যতা- ৬ষ্ঠ শ্রেণি, বয়স- ২৪ বছর, গ্রাম- তুলারাম মজিদ পুর, পোঃ পীরগঞ্জ, থানা- পীরগঞ্জ।

৩১. দুলাল সরকার, পিতা- মোঃ আঃ হামিদ সরকার, বয়সঃ ১২, শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ ৪র্থ শ্রেণী, গ্রামঃ তুলারাম মজিদপুর, ইউনিয়নঃ ১৩ নং রামনাথপুর, পোঃ উপজেলাঃ পীরগঞ্জ, রংপুর।

৩২. আশিক সরকার, পিতা- সাজু সরকার, বয়সঃ ৯ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ ৩য় শ্রেণী, গ্রামঃ তুলারাম মজিদপুর, ইউনিয়নঃ ১৩ নং রামনাথপুর, পোঃ উপজেলাঃ পীরগঞ্জ, রংপুর।

৩৩. আলাল সরকার, পিতা- সাজু সরকার, বয়সঃ ৯ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ ৩য় শ্রেণী, গ্রামঃ তুলারাম মজিদপুর, ইউনিয়নঃ ১৩ নং রামনাথপুর, পোঃ উপজেলাঃ পীরগঞ্জ, রংপুর।

৩৪. ইউসুফ আলী, পিতা- আশরাফ আলী, বয়সঃ ১৫ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ ৭ম শ্রেণী, গ্রামঃ তুলারাম মজিদপুর, ইউনিয়নঃ ১৩ নং রামনাথপুর, পোঃ উপজেলাঃ পীরগঞ্জ, রংপুর।

৩৫. মাহমুদ আহমেদ, বাবা : মোস্তাক আহমেদ, মা : লাভলি বেগম, বয়স : ১০, শিক্ষা : প্রাথমিক, ডাক : বড়ুয়ার হাট, গ্রাম : পর্ব চান ঘাট, উপজেলা : কাউনিয়া, রংপুর।

৩৬. কাব্যমনি, বাবা : মোস্তাক, মা : লাভলি বেগম, বয়স : ৯, পড়ালেখা : প্রাথমিক, ডাক : বড়ুয়ার হাট , গ্রাম : পূর্বচান ঘাট, উপজেলা : কাউনিয়া, রংপুর।

৩৭. লোকসংস্কৃতি বিষয়ক গবেষক মো. আবুল কাশেম, বাবা : মরহুম অছিম উদ্দিন, মরহুম জবিতন নেছা, বয়স : ৬৫, শিক্ষা : এমএ, পেশাঃ শিক্ষকতা, ঠিকানা : বিদ্যাপাড়া, হারাগাছ, উপজেলা : কাউনিয়া, রংপুর।

৩৮. নিজাম উদ্দীন, বাবার নাম : তরীকুল ইসলাম, বয়স : ৯, তৃতীয় শ্রেণী, গুঞ্জর খাঁ, পীরগাছা, রংপুর।

৩৯. মোসলেমা বেগম, বাবার নাম : মোহাম্মদ মোস্তফা, মায়ের নাম : নূরনাহার বেগম বয়স : ১৮, শিক্ষা : এইচ.এস.সি, পেশা : ছাত্রী, গুঞ্জর খাঁ, পীরগাছা, রংপুর।

৪০. নূর আলম, বাবার নাম : মোহাম্মদ মোস্তফা, মায়ের নাম : নূরনাহার বেগম বয়স : ১৪, শিক্ষা : নবম শ্রেণী, পেশা : ছাত্রী, গুঞ্জর খাঁ, পীরগাছা, রংপুর।

৪১. নূরল ইসলাম কাব্যবিনোদ, বয়স-১০৫, শালবন মিস্ত্রিপাড়া, সদর, রংপুর।

৪২. রমজার আলী, পিতা- ওমর আলী, বয়স-৫৫, পেশা-ফেরিওয়ালা, প্রামাণীক পাড়া, কিশামত শেরপুর, বেতগাড়ী, গংগাচড়া।

৪৩. সুশীল চন্দ্র রায়, বয়স-৫৬, গজঘন্টা, আলমবিদিতর, গংগাচড়া।

www.pathagar.com

৪৪. লেখক ও ইতিহাস গবেষক জনাব আদুল আজিজ, বাবা : মোঃ আবদুল হালিম, মা : করিমুন্নেসা, শিক্ষা : বি, কম, পেশাঃ চাকুরি, বয়স : ৫৩, পোঃ রংপুর সদর, জেলা : রংপুর।

৪৫. আব্দুস সামাদ, উত্তর শংকরপুর, বদরগঞ্জ।

৪৬. রমজান আলী, পিতা- ওমর উদ্দিন, বয়স-৫৬, পেশা-ব্যবসা, পরমারটারী, কিশামত শেরপুর, বেতগাড়ী, গংগাচড়া, রংপুর।

www.pathagar.com

বস্তুগত লোকসংস্কৃতি

লোকশিল্প

রংপুর জেলার লোকশিল্পে রয়েছে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। লোকশিল্পের মধ্যে মাটির কাজ, পোড়ামাটির তৈরি হাতি ও ঘোড়া, বাঁশের তৈরি গৃহস্থালি জিনিসপত্র প্রধান। বাঁশের তৈরি ডালা, মাছ ধরার যন্ত্র, খাটিয়া, ধান সংরক্ষণের ডুলি, কুলা, পায়রা খোপ, গরুর গাড়ির ছৈ প্রচুর দেখা যায়। রংপুরের শতরঞ্জি এখন দেশের সীমানা পেরিয়ে বিদেশে রপ্তানি করা হয়। অতি প্রাচীন নিসবেতগঞ্জ শতরঞ্জি পল্লি এখন আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর। এক সময় ধোকরা শিল্পের প্রচলন ছিল। পাটের চিকন আঁশ দিয়ে তৈরি ধোকরার ধরন অনুযায়ী বিছানার চাদর, বসার আসন, এমনকি গায়ে দেয়ার চাদর হিসেবে ব্যবহৃত হতো। বিভিন্ন রঙ ও চিত্রের নকশা করা হতো- যা এখন প্রায় অবলুপ্ত।

প্রত্যেকটি লোকশিল্পের প্রতিটি অঞ্চলের আচার-অনুষ্ঠান, সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্কারাছন্ন পরিবেশের ছাপ বিদ্যমান। এরূপ ধারণা থেকে রংপুর বিভিন্ন জেলার নক্‌শি কাঁথা, নক্‌শি পাখা, নক্‌শি শিল্প, নকশি ছাদ, নকশি টুপি ইত্যাদি শিল্পের লোকশিল্প ছাড়া এ অঞ্চলের মানুষ বাণিজ্যিকভাবে শতরঞ্জি পল্লি গড়ে তুলেছেন। শতরঞ্জি ছাড়াও টেবিল ম্যাট, ফুলন কভার, ব্যাগ, পরিধেয় বস্ত্র ইত্যাদি পাওয়া যায়। নিম্নে কতিপয় লোকশিল্পের বর্ণনা দেওয়া হলো :

১. মৃৎশিল্প

লোকশিল্পের অন্যতম প্রাচীন শিল্পের নাম মৃৎশিল্প। এই মৃৎশিল্পের চর্চা করে যারা জীবিকা নির্বাহ করেন তাদেরকে কুমার বলা হয়। কুমার যখন চাকা ঘুরিয়ে মাটির নরম তালকে বিভিন্ন রূপ দেন তখন তা হয় কারুশিল্প, আর রং দিয়ে যখন তা নান্দনিক করে তোলেন তখন সেটি লোকশিল্প হিসেবে পরিচিতি লাভ করে।

প্রাচীনকাল থেকেই বাংলাদেশের পল্লিতে এই শিল্পকর্মের চর্চা এবং এই সব দ্রব্যের ব্যবহার রয়েছে। তবে বর্তমানে এর বহুমাত্রিকতা, আধুনিক বৈশিষ্ট্য আমাদের মৃৎশিল্পের শিল্পগুণ সমৃদ্ধিতে এবং অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি আনয়নে ভূমিকা রাখছে।

গাঁয়ের কুমাররা হাড়ি, পাতিল, নিত্য ব্যবহার্য জিনিস ছাড়াও মাটির পুতুল, ফুলদানি, টব, হাতি, ঘোড়া, পাখি, মাছ বিভিন্ন প্রকার ঘর সাজানোর জিনিস ও খেলনা তৈরি করে।

www.pathagar.com

মৃৎশিল্প

মৃৎশিল্প

www.pathagar.com

এইসব তৈরিতে কুমাররা প্রথমে আঠালো দোঁ-আঁশ মাটিকে বেছে নেয়। তারপর শক্ত মাটি ভেঙে গুড়ো করে নেয়। মাটি ভালো করে মিহি করে নিতে, গুড়ো মাটিকে চালুনি দিয়ে চেলে নিয়ে একটু একটু করে পানি মিশিয়ে মাটির নরম কাই তৈরি করে ভাল করে ডলে বা শক্ত কিছুর উপর রেখে মোটা লাঠি দিয়ে পিটিয়ে মাটির তাল বানানো হয়। তারপর বিভিন্ন জিনিসের ছাঁচ অনুযায়ী মাটির আদল তৈরি করে আগুনে পুড়ে নেয়ার পর প্রয়োজন অনুযায়ী রঙ করা হয়। ছাঁচ ছাড়া কাঠের তৈরি চাকা ঘুরিয়ে তৈরি করা হয় হাড়ি-পাতিল, সানকি, জালা, কলসি সহ বিভিন্ন নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস। পীরগাছার তাম্বুরপুর গ্রামের কুমার পাড়ার দশ-বারটি পরিবার এখনো বংশপরম্পরায় মৃৎশিল্পের প্রাচীন ঐতিহ্যকে পরম মমতায় ধরে রেখেছেন।

মাটির তৈজস জিনিসপত্র তৈরির পাশাপাশি বাড়ির সৌন্দর্য বৃদ্ধিকরণে দৃষ্টিনন্দন জিনিসপত্র তৈরি করে ছদরা তালুক গ্রামের কুমার পাড়ার দীনেশ চন্দ্র পাল। বাপ দাদার হাত ধরে বংশপরম্পরায় এই পেশা এবং লোকশিল্পের ঐতিহ্যকে তারা ধরে রেখেছে।

তথ্যদাতা : দীনেশ চন্দ্রপাল, বাবার নাম : দেবেন্দ্র চন্দ্র পাল, মাতা : জয়ন্তী চন্দ্র পাল, বয়স : ৩০, শিক্ষা : এইচ. এস. সি, পেশা ঃ কুমার, ডাক : ভায়ার হাট, গ্রাম : ছদরা তালুক , উপজেলা : কাউনিয়া, রংপুর।

২. নকশিকাঁথা

নকশিকাঁথা উত্তরাঞ্চলের মানুষের বিশেষ করে রংপুর এলাকার মানুষের নিজস্ব সম্পদ। দেশের প্রতিটি অঞ্চলের কাঁথা তৈরি ও ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়।

নকশিকাঁথা

www.pathagar.com

গ্রামের মেয়েরা অবসর সময়ে কাঁথা তৈরি করেন পুরাতন পরিধেয় বস্ত্রের প্রয়োজনীয় মাপের কয়েকখানি পুরাতন কাপড় দিয়ে কাঁথার জমিন তৈরি করা হয়। পুরাতন শাড়ির পাড়ের সুতা একত্র করে সুচে ভরে কাঁথার জমিনের প্রয়োজনীয় দূরত্ব রেখে ছোট বড় কাজের মাধ্যমে ছবি ও নকসা তৈরি করে।

তথ্যদাতা : ১. শ্রীমতি ভারতীরাণী, স্বামী-মাধবচন্দ্র সরকার, বয়স-৩৫, পেশা-গৃহিনী, গ্রাম- মধ্য অভিরাম, ইউনিয়ন- উত্তম, উপজেলা- সদর, রংপুর। ২. অঞ্জনা রায় (শিল্পী), বয়স- ৩০, শিক্ষা- উচ্চ মাধ্যমিক, পেশা- গৃহিনী, স্বামী- উত্তম কুমার রায়, গ্রাম- রামনাথপুর, পোস্ট- রহমতপুর, বদরগঞ্জ।

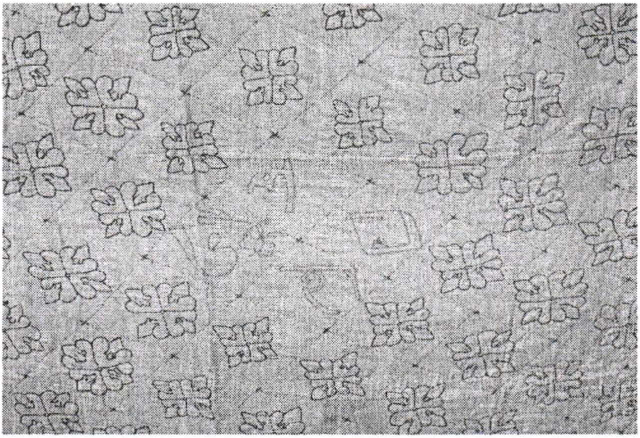

নক্‌শিকাঁথা

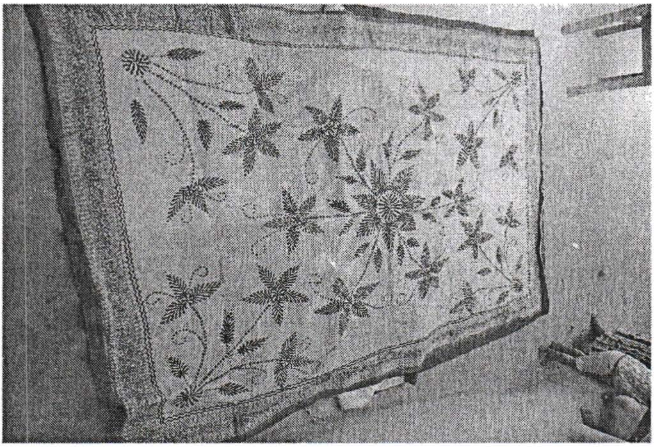

নকশিকাঁথা

www.pathagar.com

৩. নকশিপাখা

নকশি হাত পাখা গ্রাম বাংলার সর্বত্র পাওয়া যায়। উত্তরবঙ্গে এর তৈরি ও ব্যবহার অন্যান্য এলাকার চেয়ে একটু বেশি। প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যতার জন্য উত্তরবঙ্গে গ্রীষ্মকালে গরমের প্রভাব বেশি । গ্রীষ্মের সময় গরম থেকে পরিত্রাণে কৃত্রিম বাতাস পাওয়ার জন্য পাখার ব্যবহার হয়। পাখা ব্যবহারিক জীবনে এরূপ স্থূল ও বাস্তব উদ্দেশ্য সাধন করলেও নির্মাণের দিক থেকে গুরুত্ব বহন করে। পাখাটিকে নানা চিত্রে শোভিত করে নয়নাভিরাম করে তোলা হয়।

নকশিপাখার চিত্ররূপ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, আমাদের বাস্তব জগতের পরিচিত বস্তুর চিত্রই শিল্পী ফুটিয়ে তুলেছেন। যেমন– ফুল, ফল, পাতা, চাঁদ, তাঁরা, পশু-পাখি ইত্যাদি। এছাড়াও নকশিপাখা শিল্পির মনের কাব্যিক ভাষাগুচ্ছ কবিতা আকারে প্রকাশ করে। নিম্নে প্রদত্ত পাখাটিতে শিল্পী লাল রঙের জমিনের ওপর হলুদ রঙের সুতা দিয়ে মাঝখানে বিশেষ আঙ্গিকের ফুল এঁকেছেন এবং চতুর্দিকে মনের কল্পকথা ছন্দের সাহায্যে সাদা সুতার সাহায্যে অংকন করেছেন।

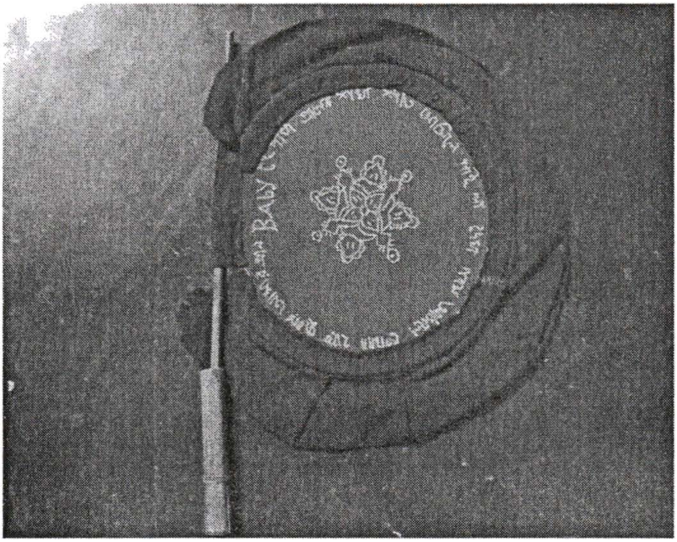

নকশিপাখা

বাতাস বেশি পাওয়ার জন্য চতুরদিক ঝাড়ল তৈরি করেছেন। এই পাখাটি একটি ঘূর্ণায়মান পাখা। একদিকে সৌন্দর্যবোধ আর একদিকে প্রবল বাতাসের জন্য এই পাখাটি তৈরি হয়েছে। এছাড়াও পাখার মধ্যে শিল্পীর মনের আবেগ ও কৌতূহলী কল্পনার মিশ্রণ ঘটিয়ে পাখার গায়ে কাব্যরূপে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছে।

তথ্যদাতা : শিল্পীরাণী (বেবী), স্বামী-অরুণকুমার সরকার, বয়স-২৯, পেশা-গৃহিনী, গ্রাম-বিশ্বনাথপুর, ইউনিয়ন- হরিদেবপুর, উপজেলা- সদর, রংপুর।

www.pathagar.com

৪. নকশিশিকা

নকশি শিকা গ্রাম বাংলার আর একটি ঐতিহ্যের স্বাক্ষর। শিকা তৈরির প্রধান উপকরণ পাট। গ্রাম্য নারীরা রান্না ঘরের ব্যবহৃত উপকরণ শিকায় তুলে রাখে। এছাড়াও ঘরের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য নক্‌শিশিকা তৈরি করে ঘরে ঝুলিয়ে রাখে। নক্‌শিশিকা তৈরির পদ্ধতি পাট চিকন করে বেনী তৈরি করা হয়। বেনীর সাহায্যে ফুল ও বিভিন্ন ধরনের ছবি তৈরি করে শিকা তৈরি করা হয়। ফুলের নাম অনুসারে শিকার নামকরণ করা হয়। যেমন- পদ্মফুল, তারা ফুল, পুতি ফুল ইত্যাদি। ফাসের কৌশলে চাকতি ও পুথির মধ্যে দানা অথবা তারা মতো বুটি দিয়ে ফুল জাতীয় শিকা তৈরি করা হয়। শিকার নিচের দিকে বেড়ি অথবা মুঠা থাকে। তার নাম অনুযায়ীও শিকার নামকরণ করা হয়।

তথ্যদাতা : মোছাঃ সামছুন নাহার, স্বামী-মৃত সোলেমান মিয়া, বয়স-৭৫, পেশা-গৃহিনী, কিশামত শেরপুর, বেতগাড়ী, গংগাচড়া, রংপুর।

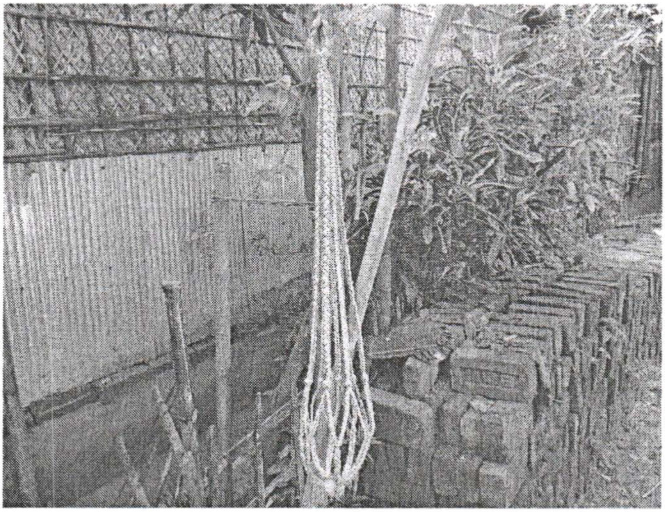

নকশিশিকা

৫. শতরঞ্জি

রংপুর জেলার উল্লেখযোগ্য শিল্প হচ্ছে শতরঞ্জি। রংপুরের গৌরবগাঁথা ঐতিহ্যের বাস্তব শতরঞ্জি শিল্প। এক সময় এ অঞ্চলের বিত্তবান ব্যক্তির বাড়িতে আভিজাত্যের অন্যতম প্রতীক এ শতরঞ্জি। ব্রিটিশ আমলে শতরঞ্জি এতই জনপ্রিয় ও বিকশিত হয়ে উঠেছিল যে এখানকার তৈরি শতরঞ্জি সমগ্র ভারতবর্ষ সহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিশেষ করে ইউরোপ আমেরিকায় বাজারজাত করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করেছে।

রংপুর শহরের উপকণ্ঠে নিসবেতগঞ্জে এই শতরঞ্জি পল্লিটি গড়ে উঠেছে। এই পল্লির পূর্বনাম ছিল পীরপুর। ব্রিটিশ শাসন আমলে ১৮৩০ সালে মি. নিসবেত নামে

www.pathagar.com

এক ব্রিটিশ নাগরিক রংপুর জেলার কালেক্টর ছিলেন। তিনি শহর সংলগ্ন পীরপুর গ্রামে পরিদর্শনে গেলে গ্রামের মানুষের শতরঞ্জি তৈরি দেখে মুগ্ধ হন। পরবর্তীকালে সময়ে তিনি নিজে এই শিল্পের সম্প্রসারণ ও তৈরির ক্ষেত্রে ব্যাপক সহায়তা প্রদান করেন । তার ফলে এই শতরঞ্জি বিশ্বের দরবারে আলোচিত হয়। তার সে আন্তরিক ভূমিকার জন্য পীরপুর গ্রামের মানুষ তার নাম অনুসারে এই শতরঞ্জি সমৃদ্ধ এলাকার নাম রাখে নিসবেতগঞ্জ। প্রযুক্তি নির্ভর এই যুগে শতরঞ্জির বুনন পদ্ধতি সবচেয়ে প্রাচীনতম, যান্ত্রিক ব্যবহার বর্জিত এই শিল্প কেবলমাত্র বাঁশ এবং রশি দিয়ে ছোট বড় চরকার মাধ্যমে সুতা দিয়ে টানা প্রস্তুত করে প্রতিটি সুতা গণনা করে জ্যামিতিক মাপে হাত দিয়ে গ্রাম্য বুনন শিল্পিরা নিজস্ব মননে নকশা করা শতরঞ্জি তৈরি করেন।

শতরঞ্জি তৈরির প্রাথমিক ধাপ, চরকায় সুতা উঠানো হচ্ছে

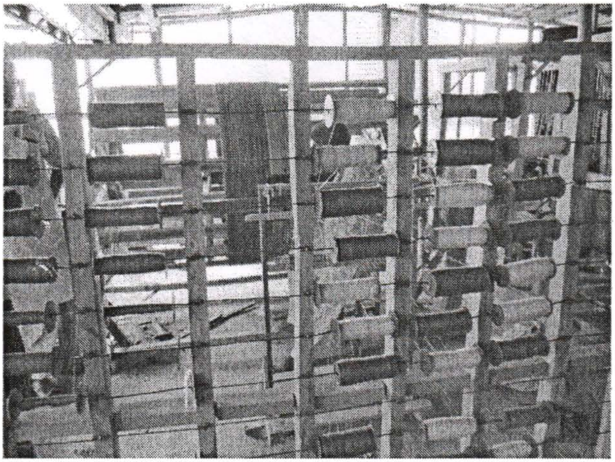

ড্রামের মাধ্যমে শতরঞ্জি বুনন

www.pathagar.com

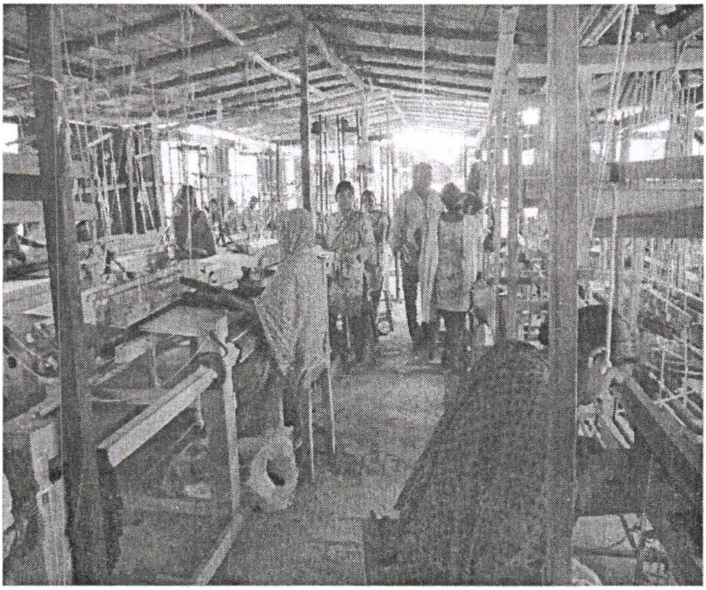

কারখানায় কর্মরত নারী শ্রমিক

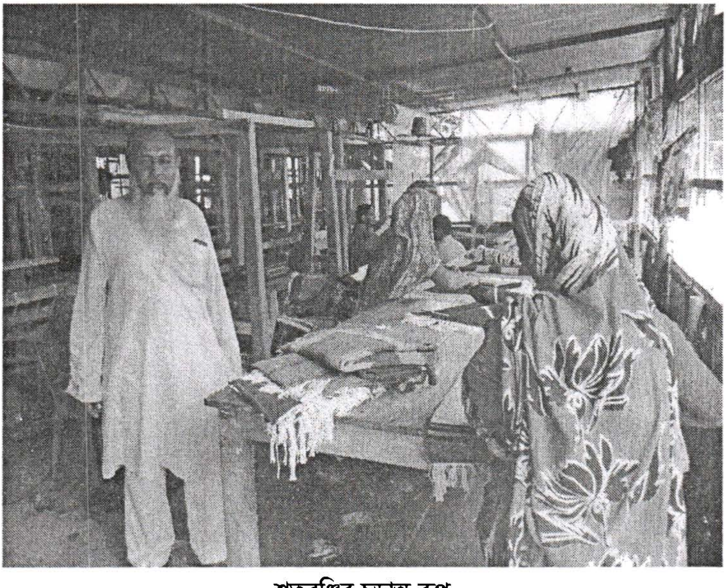

শতরঞ্জির চূড়ান্ত রূপ

www.pathagar.com

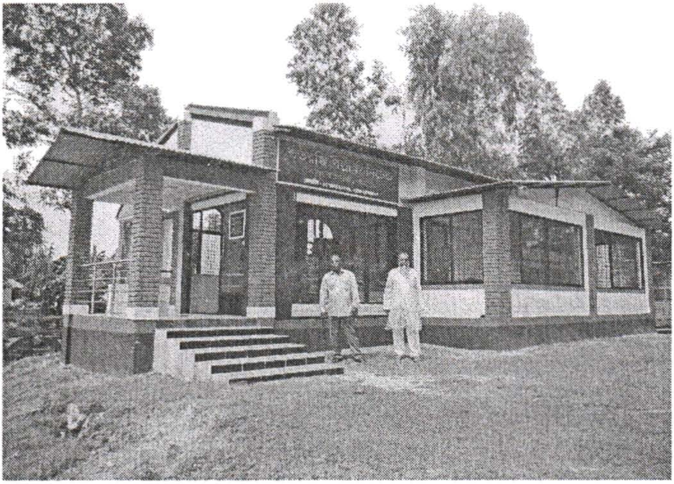

শতরঞ্জি প্রদর্শন কেন্দ্র

একসময় ঘরে ঘরে এই শতরঞ্জি শিল্পের উৎপাদন হতো। বর্তমানে গ্রাম্য শিল্পীদের ফ্যাক্টরিতে এনে শিল্পের কার্যক্রম চালাচ্ছে। নিসবেতগঞ্জে প্রতিষ্ঠিত সফল উদ্যোক্তা মো. রফিকুল ইসলাম, বয়স ৫৫, তিনি জানান তার ফ্যাক্টরিতে (৩০০) তিনশত জন নারী ও পুরুষ শ্রমিক কাজ করেন। তারা শতরঞ্জি ছাড়াও টেবিল ম্যাট, কুশন কভার, ওয়াল ম্যাট, ব্যাগ, পাঞ্জাবির কাপড় ইত্যাদি তৈরি করেন। এসব পণ্য রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হচ্ছে। সময়ের বিবর্তনের সাথে অনেক শিল্প হারিয়ে গেলেও একমাত্র শতরঞ্জি শিল্পই এখনো টিকে আছে ।

৬. বাঁশ-বেতশিল্প

এ উপজেলায় বাঁশশিল্পের কদর বেশি। অনেক দক্ষ কারিগর বংশপরম্পরায় এই শিল্পের সাথে যুক্ত। বাঁশের তৈরি ফুলদানি, কলমদানি, ছাইদানি, ল্যাম্পশেড, ফটোফ্রেম, ডিনার ম্যাট, টেবিল ইত্যাদি শিল্পকর্ম রুচিশীল পরিবারের উৎকর্ষতা বৃদ্ধি করে। এছাড়া গ্রামীণ গৃহস্থ বাড়িতে ব্যবহৃত ঢালি, কুলা, দোন, টোল ইত্যাদি তৈরি করে বিভিন্ন কৃষিজাত দ্রব্য উৎপাদনের সহায়তা করে। বাঁশ শিল্পীদের তৈরি করা দ্রব্য সামগ্রী যেমন- ডাককী, পলাই, খোল, চোং, হ্যাঙ্গা, জলংগা এগুলো যেমন সৌখিন তেমনি গ্রামীণ জনপদের পেশাদার মাছ শিকারিদের নিকট খুবই প্রয়োজনীয়। বাঁশের তৈরি চেয়ার টেবিল, সোফা, রিক্সার হুট, হাড়ি-পাতিল রাখা টেংরি (সাকা), বইয়ের র‍্যাক, ইজিচেয়ার, মোড়া, পাখি রাখার খাঁচা ইত্যাদি নক্‌শা জাতীয় বাঁশ শিল্পজাত দ্রব্য তৈরি করে জাতীয় জীবনে সম্মৃদ্ধি অর্জন করেছে।

তথ্যদাতা : মোহাম্মদ আব্দুস সাত্তার, পিতা- মৃত আলেফ উদ্দিন, বয়স-৪৫, পেশা- বাঁশ শিল্প শ্রমিক, নিলকচন্ডী, গংগাচড়া, রংপুর।

www.pathagar.com

বাঁশশিল্পের কারিগর

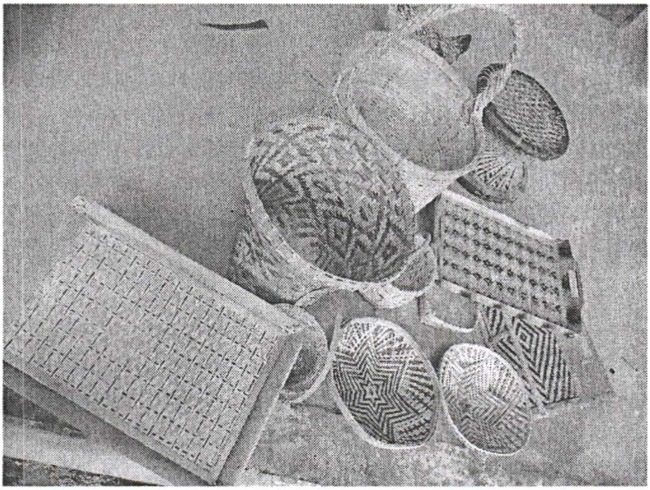

নোমান আলীর তৈরি হস্তশিল্প

মোকসেদপুর গ্রামে গড়ে উঠেছে এই বাঁশ নির্মিত বিভিন্ন উপকরণ তৈরির কারখানা। যার প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক মোঃ নোমান আলী, পিতা– মোঃ ইসমাইল হোসেন, বয়স– ৩৪, শিক্ষা– ফাজিল পাশ, পোস্ট– রহমতপুর। তিনি অপূর্ব দক্ষতায় তৈরি করেন গারো বাস্কেট, স্টার বাস্কেট, ডালা প্রভৃতি। তিনি বাঁশের তৈরি পণ্যের জন্য বিভিন্ন সংগঠন কর্তৃক একাধিক পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। প্রশংসনীয় উদ্যোগ ও ভূমিকার জন্য তিনি চীন দেশ ভ্রমণের সুযোগ পান ও Nanjing forestry University কর্তৃক (২০০৪ খ্রি.) বিশেষ সনদ লাভ করেন।

www.pathagar.com

৭. দেয়ালচিত্র

দেয়ালচিত্র গ্রাম বাংলার নিজস্ব সম্পদ। গ্রামের মেয়েরা তৈরি করেন। দেশের প্রায় সব অঞ্চলে দেয়ালচিত্র তৈরি ও ব্যবহার আছে। গ্রামের পল্লি রমণীরা অবসর সময় বিশেষ করে বর্ষা মৌসুমে দেয়ালচিত্র তৈরির সময় বেঁচে নেয়। পুরাতন শাড়ির পাড়ের সুতা উলের সুতা, বাঁশ, বেত ইত্যাদি দিয়ে কৌশলে ছবি দেয়ালচিত্র ও নক্‌শা তৈরি করা হয়।

তথ্যদাতা : শ্রীমতি ছায়ারাণী দত্ত, স্বামী-পুতুল দত্ত, বয়স-৪৫, পেশা-গৃহিনী, বেতগাড়ী বাজার, গংগাচড়া, রংপুর।

দেয়ালচিত্র

নকশি ওয়ালম্যাট

www.pathagar.com

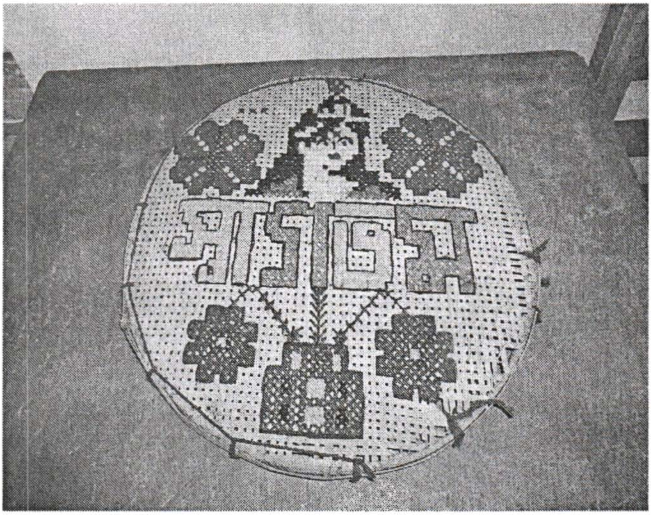

ওয়ালম্যাট

শিল্পী ও তথ্যদাতাঃ নমিতা রানী মহন্ত, বয়স– ৩৫, স্বামী– মন্টু মহন্ত, শিক্ষা– নাই, পেশা– দর্জি, গ্রাম– পালপাড়া, পোস্ট– কাশিয়াবাড়ি।

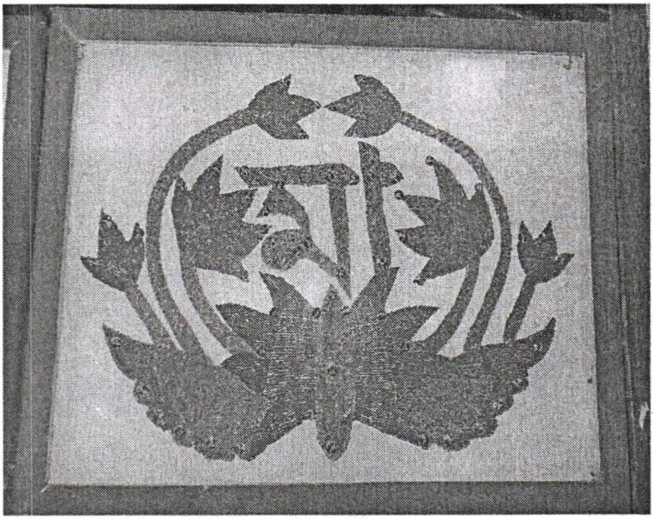

ওয়ালম্যাট

শিল্পী ও তথ্যদাতাঃ অঞ্জলি মহন্ত, বয়স– ৩৫, শিক্ষা– ২য় শ্রেণি, পেশা– দর্জি, গ্রাম– পালপাড়া, পোস্ট– কাশিয়াবাড়ি।

www.pathagar.com

৮. বেনারশি কাতান

গংগাচড়া উপজেলায় গজঘন্টা ইউনিয়নের হাবু তাঁতিপাড়ায় বেনারসি পল্লি গড়ে উঠেছে। প্রথম উদ্যোক্তা মো. আব্দুর রহমান নিজস্ব প্রচেষ্টায় ১৯৯৮ সালে দুস্থ মহিলাদেরকে নিয়ে বেনারশি কাতান তৈরি শুরু করেন। এরপর এই শিল্পের সঙ্গে ৬৬৬ (ছয়শত ছেষট্টি) টি পরিবার যুক্ত ছিল। অর্থায়নের অভাবে বেশ কিছু নারী উদ্যোক্তা এই শিল্প বন্ধ করে দেয়। রহমান উইভিং ফ্যাক্টরি ও নিশাত উইভিং ফ্যাক্টরি গিয়ে দেখা যায়, প্রতিটি ফ্যাক্টরিতে মোট ২৫ জন করে তাঁতি কাজ করছে। তাদের মধ্যে নারী শ্রমিকরা বড় চরকা ও ছোট চরকা থেকে সুতা উত্তোলন করছে। এই সুতাগুলো মিরপুর, ঢাকা থেকে ৬১০/- (ছয়শত দশ টাকা) কেজি দরে কেনা হয় এবং সেই সঙ্গে রঙের কাজও করা হয়। তারপর রোলারের মধ্যে সুতা পেঁচানো হয়। এর নাম তুরু। সুতা ও ডিজাইনের পাতা দ্বারা শাড়ি তৈরি করা হয়। রহমান উইভিং ফ্যাক্টরির মালিক মো. আব্দুর রহমান, পিতা-নুরমল হোসেন, বয়স-৩৬ ও ফরিদা আখতার, স্বামী- মো. আব্দুর রহমান, বয়স-২৮, স্বামী-স্ত্রীর যৌথ উদ্যোগে এই শিল্প পরিচালিত হয়ে আসছে। দিন দিন এই বেনারশি কাতানের নাম দেশ ও বিদেশে বেশ সুনাম অর্জন করছে।

তাঁতশিল্পী

www.pathagar.com

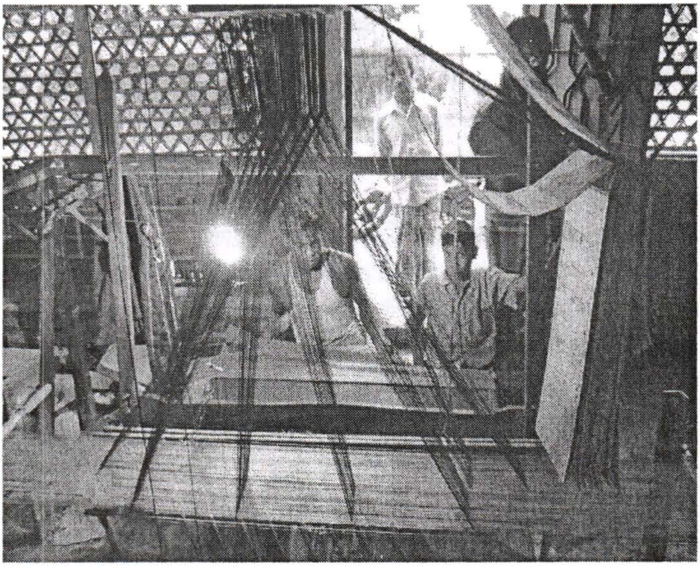

বেনারসি কাতান বুনন হচ্ছে

চড়কায় সুতা উঠানো হচ্ছেঃ
উদ্যোক্তা স্বামী-স্ত্রী- মো. আব্দুর রহমান, মোছা. ফরিদা আখতার

www.pathagar.com

৯. সুচিশিল্প

লোকসংস্কৃতিতে চিত্রকলা বা লোকচিত্রের বিশেষ ভূমিকা দেখা যায়। গ্রাম অঞ্চলের গৃহস্থ বাড়িতে সুচিশিল্পের ব্যবহার রয়েছে। সুচ ও নানারঙের সুতা দিয়ে কাঁথা, ওয়ালম্যাট, আসন, বালিশের কভার প্রভৃতি তৈরিতে নানা প্রকৃতি চিত্র আঁকা হয়। মানুষ, পশু পাখি, ফুল, লতা, পাতা, সূর্য, চন্দ্র, দেব দেবী চিত্র সুচের ফোঁড়ের সাহায্যে অপূর্ব দক্ষতায় ফুটিয়ে তোলা হয়।

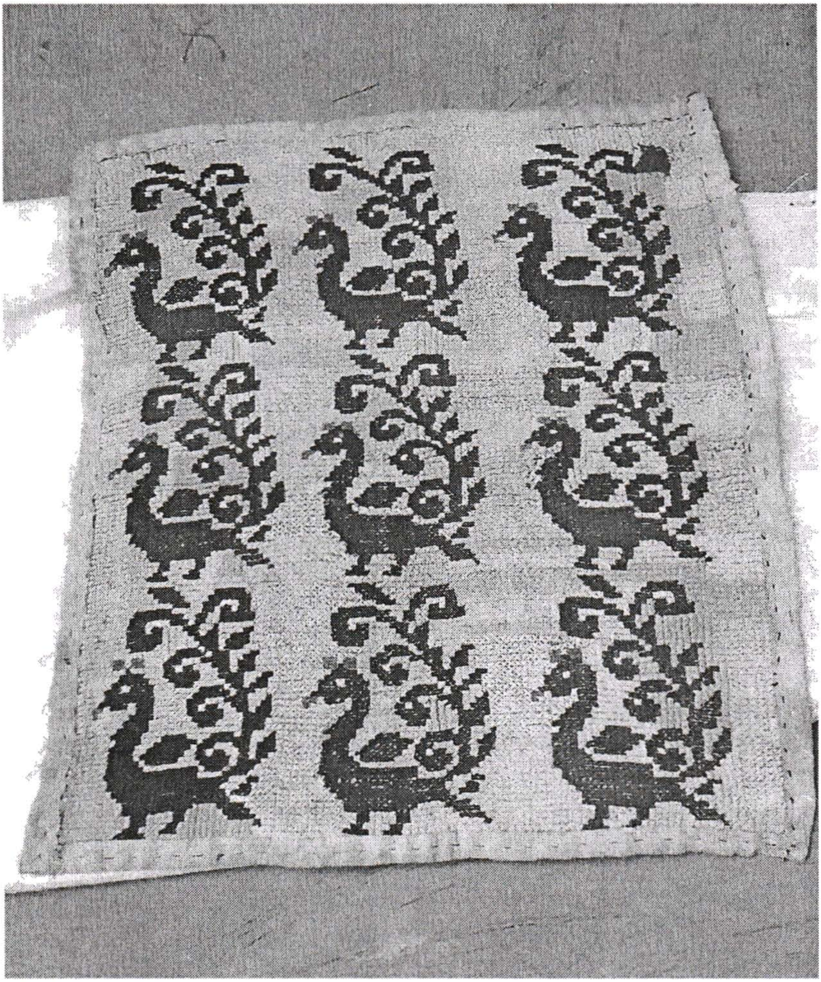

আসন

www.pathagar.com

আদিবাসী নারীদের মধ্যেও সুচিশিল্পের চর্চা দেখা যায়। কল্পনা ও শিল্প দক্ষতায় সেগুলোতে স্বাতন্ত্র্যের ছাপ রয়েছে। বাড়িঘর, ফুল, লতা, পাতা, কীট-পতঙ্গ প্রভৃতির নকশা আঁকা হয়। আদিবাসীদের বিভিন্ন টোটেমের উপস্থিতি সুচিকর্মে বিশেষ তাৎপর্য বহন করে।

আদিবাসী সুচিকর্ম ১ঃ পাখা হাতে শিল্পী

কাউনিয়া উপজেলার বালাপাড়া ইউনিয়নে অবস্থিত, শাহবাজ ও খোপাতি গ্রামের নারীরা একসময় প্রচুর টুপি সেলাই করতো। টুপিগুলোতে মনোমুগ্ধকর সুতার কারুকাজ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং এখানকার তৈরি নান্দনিক টুপি দেশের বিভিন্ন জেলায় ও বিদেশে রফতানি করে সুনাম ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন করেছিল। বর্তমানে আগের মত জমজমাট টুপিশিল্প নেই। তবে প্রাচীন ঐতিহ্যটি ধরে রেখেছে এখানকার নারীরা।

তথ্যদাতাঃ ১. দিপালী রানী সরকার (শিল্পী), বয়স- ৩০, শিক্ষা- ২য় শ্রেণি, পেশা- গৃহিনী, স্বামী- পুতুল চন্দ্র সরকার, গ্রাম- রহিমাপুর, পোস্ট- বৈদ্যনাথপুর, থানা- তারাগঞ্জ। ২. শিউলী সরেন (শিল্পী), বয়স- ১৩, শিক্ষা- ৮ম শ্রেণি, মাতা- শ্যামলী বাসক, গ্রাম- শিমুলঝুড়ি, পোস্ট- লোহানীপাড়া, বদরগঞ্জ।

www.pathagar.com

আদিবাসী সুচিকর্ম ২: টেবিল ক্লথ

১০. চাকাশিল্প

বদরগঞ্জের তৈরি গরুর গাড়ির চাকা উত্তরাঞ্চলের সর্বত্র জনপ্রিয়। এজন্য একাধিক কারখানা গড়ে উঠেছে। তন্মধ্যে বদরগঞ্জ বাজারের ধানহাটি সংলগ্ন দুটি প্রতিষ্ঠান অন্যতম। কারখানা দুটি হচ্ছে–

১. দোয়ারকা প্রসাদের কারখানা। কারখানায় অভিজ্ঞ চাকা শিল্পীর নাম সুবল চন্দ্র রায়, বয়স– ৪৫, শিক্ষা– ৫ম শ্রেণি, পিতা– নন্দ চন্দ্র রায়।

www.pathagar.com

২. লাবলু সরকারের কারখানা। কারখানায় অভিজ্ঞ চাকা শিল্পীর নাম তিলক বর্মন, বয়স- ৫০, শিক্ষা- ৩য় শ্রেণি।

উল্লেখ্য যে, এখন দুটো কারখানাই কাজের অভাবে বন্ধের উপক্রম।

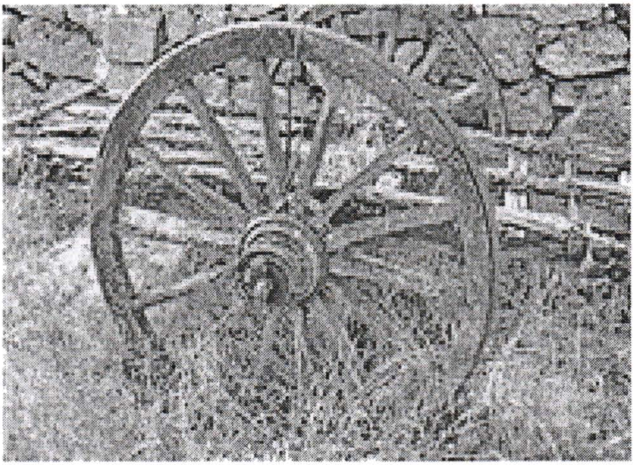

চাকা

www.pathagar.com

লোকপোশাক-পরিচ্ছদ

মুসলিম সমাজের পুরুষ 'লুঙ্গি' ও হিন্দু সমাজের পুরুষের প্রধান পরিধেয় ধুতি। বর্তমানে একসময় ধুতিই হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের লোকপোশাক ছিল। তবে লুঙ্গি, গেঞ্জি, জামা উভয় সমাজে প্রায় সকলেই ব্যবহার করে। শীতকালে সোয়েটার, উলের টুপি, চাদর পরিধান করে। মহিলাদের শাড়ি, ব্লাউজ, সালোয়ার, কামিজ প্রধান পরিধেয়। গ্রামের অস্বচ্ছল মহিলাদের মধ্যে পেটিকোট বা অন্তর্বাস পরিধানের হার স্বল্প। পূর্বে গ্রামাঞ্চলে খড়ম ব্যবহার থাকলেও এখন তা অবলুপ্ত প্রায়। প্রাচীনকালে পাটনি বা 'ফোতা' জাতীয় সংক্ষিপ্ত বস্ত্র মহিলাদের পড়তে দেখা যেত। এটি হিন্দু ও মুসলিম উভয় সমাজে প্রচলিত ছিল। মাঠে কর্মরত শ্রমিক রোদে ও বর্ষায় ঝাঁপি বা 'মাথাইল' নামের বাঁশের তৈরি আচ্ছাদন ব্যবহার করে। অতীতের চেয়ে তুলনামূলক কম হলেও মহিলাদের মধ্যে বাগ, ছড়, মল, বাজু, সিঁথি পাটি, মাকড়ি, বাওটি, কবজ, হাসুলি, দুল, ঝুমকামারী, কানপাশা, নোলক পরার প্রবণতা এখনও রয়েছে। তবে সামর্থ্য অনুযায়ী সোনার পরিবর্তে কাঁচের চুড়ি, রূপার গহনাই অধিক ব্যবহৃত হয়।

কাউনিয়া উপজেলার অধিবাসীরা অধিকাংশই অল্পশিক্ষিত কৃষিজীবী, দিনমজুর তাই এখানকার বেশীর ভাগ মানুষ সাধারণ জামা, লুঙ্গি, পায়াজামা, পাঞ্জাবি, কেউ কেউ ধুতি ব্যবহার করে। এছাড়া শার্ট, প্যান্ট, গেঞ্জিও পরিধান করে। মেয়েরা সালোয়ার কামিজ, ফ্রগ, শাড়ী এবং বয়স্ক নারীরা শাড়ি ব্যবহার করে।

পীরগাছা উপজেলার অধিকাংশ মানুষ অল্পশিক্ষিত ও নিরক্ষর এবং নিম্নপেশাজীবী মানুষ। এখানকার পুরুষ সমাজ ফতুয়া- লুঙ্গি, পায়জামা-পাঞ্জাবি, প্যান্ট-শার্ট কেউ কেউ ধুতি গেঞ্জি ইত্যাদি পরিধান করে। নারীরা শাড়ী, ব্লাউজ, সালোয়ার কামিজ, ফ্রগ ইত্যাদি পরিধান করে থাকে।

আদিবাসীদের পোশাক-পরিচ্ছদ ও অলংকার প্রসাধনে বিশিষ্টতা অনস্বীকার্য। প্রাচীনকালে ওরাওঁ ও সাঁওতাল নারী পুরুষ সংক্ষিপ্ত বস্ত্র নেংটি ও ফোতা পরিধান করলেও বর্তমানে তা অবলুপ্ত। বর্তমানে পুরুষ আদিবাসী ধুতি, লুঙ্গি এবং নারীরা সালোয়ার, কামিজ, শাড়িতে অভ্যস্ত।

তবে অশিক্ষিত অস্বচ্ছল রমণীদের মধ্যে বক্ষবন্ধনী ব্যবহার নেই বললেই চলে। অধিকাংশ ওরাওঁ মেয়ে পরিধান করে রূপার অলংকার। নাকে নাকফুল (কারমা শিকড়ি), পায়ে পায়ড়া, পায়ের নখে মুদদী, মাথায় রূপোর কাঁটা (খংশ) প্রভৃতি তাদের ব্যবহার্য অলংকার। সাঁওতাল রমণী তাদের ভাষায় বন্ধী, হাতের আঙুলে অঙ্গুরি, পায়ের

www.pathagar.com

আঙ্গুলে বটরি ব্যবহার করে। চুলের নানান আকৃতির খোঁপা এবং শিমুল ফুল, চম্পা ফুল, করবী ফুল এবং কাঁটা ও রঙিন ফিতা ব্যবহারে সৌন্দর্য বৃদ্ধির প্রবণতা দেখা যায়। অস্বচ্ছল পরিবারের মেয়েরা গা ঝকঝকে করার জন্য 'নাড়কা হাসা' নামক একপ্রকার মাটি ব্যবহার করে। এছাড়া মাথায় সুবাসিত মহুয়ার তেল ব্যবহার করা এবং ঠোঁট, কপোল, হাত, পা রাঙানোর জন্য আলতা বা সিঁদুর ব্যবহার করতে দেখা যায়।

www.pathagar.com

লোকস্থাপত্য

হ্যামিল্টন বুকাননের রংপুর ভ্রমণ অভিজ্ঞতার বিবরণী থেকে জানা যায়, তিনি বসতবাড়ি হিসেবে দালান কোঠার অস্তিত্ব খুঁজে পাননি। জমিদারদের তিনি খড়ো ঘরে বাস করতে দেখেন।

বিশ শতকের গোড়ার দিকে সম্পদশালী জমিদার, জোতদার ও মহাজন পাকা বাড়ি নির্মাণে বিশেষভাবে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। বিত্তশালীদের কারুকার্যময় পাকাবাড়ি ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান নির্মাণ হওয়ায় রংপুর একটি দৃষ্টিনন্দন শহরে পরিণত হয়। ভাঙন প্রবণ তিস্তা, ধরলার তীরবর্তী স্থানে স্বাভাবিক ভাবেই বাঁশ ও কাঠের স্বল্পস্থায়ী বাড়িঘর নির্মিত হয়েছে।

বাঁশঝাড়, সুপারিবাগান অন্যান্য ফলের গাছ বেষ্টিত গ্রামের আধিক্য রয়েছে। জেলার সর্বত্র বাড়ি নির্মাণে বাঁশের চৌচালা ঘর দেখা যায়। যার চালাগুলো খরের ছাউনি দেয়া এবং খুঁটিগুলো বাঁশের।

তবে দোচালা বা চৌচালা ঘর স্বচ্ছল পরিবারগুলোতে টিন দিয়ে সাজানো হয়। খানিকটা আড়াল বা নিরাপত্তা জনিত কারণে বাঁশের বেড়া (আঞ্চলিক ভাষায় চেকার) দিয়ে ঘেরা দেয়া হয়।

বাইরের আঙিনার (খুলি) এককোনায় বসার ব্যবস্থা সম্বলিত দাড়িঘর বা বৈঠক ঘর (কোথাও খানকা বলে) থাকে।

এছাড়া সংলগ্ন ছায়াময় স্থানে বাঁশের 'টং' বা 'আটাল' নির্মাণ করা হয়। ঘরের ভিতরে বসানো হয় চৌকি–যা স্বচ্ছল পরিবারে কাঠের এবং অস্বচ্ছল পরিবারে বাঁশ বা সুপারি গাছের বাকল দিয়ে তৈরি হতো।

রান্না ঘরে মাটির চুলা এবং পাটের শিকার প্রচলন ছিল সর্বত্র। কালের প্রবাহে কাঠ, প্লাস্টিক কিংবা আয়রনের তৈরি উপকরণ গৃহস্থালিতে ব্যবহার হচ্ছে। সেইসাথে গ্রাম এলাকাতেও পাকা বাড়ি তৈরির প্রবণতা বেড়েছে। পীরগঞ্জ, মিঠাপুকুর, বদরগঞ্জ, তারাগঞ্জ উপজেলার অনেক স্থানে খিয়ার মাটি বা লালমাটি পাওয়া যায়। এজন্য সেখানে প্রচুর মাটির নির্মিত ঘর বাড়ি রয়েছে।

আদিবাসী পল্লীগুলোতে সারিবদ্ধ অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন উঠানসহ বাড়ি নির্মাণ করা হয়। পরিপাটি বাড়িগুলোতে দরজা, জানালায় প্রচুর আল্পনার কাজ রয়েছে। বেশিরভাগ

www.pathagar.com

আদিবাসী গ্রামগুলোতে মাটির বাড়ি ও স্বচ্ছল পরিবারগুলোর বাড়ি মাটির দেয়াল দিয়ে ঘেরা। গৃহস্থালিতে পূর্বে বাঁশ বা বেতের চিড়ে মুড়ি খাওয়ার ছোট বাটি (দোন), কাঠের হুকো, মাটির কুপি (প্রদীপ), কাঠের ঢেঁকি অবলুপ্ত প্রায়। তবে বসার পীড়া, বেতের মোড়া, কাঠ বা বেতের আলমারি, তক্তপোষ ব্যবহার রয়েছে। চীনা মাটি ও স্টিল নির্মিত সামগ্রীর ব্যবহার বেড়েছে।

www.pathagar.com

লোকসংগীত

লোকসাহিত্যের সমৃদ্ধ ও জনপ্রিয় একটি শাখা। যা লোক সমাজের ভাব, ভাষা ও প্রতিবেশ অনুযায়ী সুর ও ছন্দে প্রাচীন কাল থেকে একটি জনসমষ্টির নিজস্ব ধারায় প্রতিনিধিত্ব করে আসছে।

১. ভাওয়াইয়া

ভাবের গানকে ভাওয়াইয়া গান বলে। এই গান রংপুর অঞ্চলের নিজস্ব গান। তবে রংপুর অঞ্চল ছাড়াও দিনাজপুর, ময়মনসিংহ ও ভারতের কুচবিহার, জলপাইগুড়ি, আসামের বিভিন্ন জায়গায় এই গানের প্রচলন ও জনপ্রিয়তা রয়েছে।

সদর উপজেলার ভাওয়াইয়া

১. ও দাদা বছর ঘরে আসলো ফিরে
সাধের জৈষ্ঠো মাস
আরে নানান ফলে ভরে গেছে
হামার বাংলাদেশ,
বাংলাদেশের ফলের কথা
মুখে যায় না বলা,
জীবন শান্তি হয় দাদা ভাই
খাইলে সাগর কলা,
নেওয়া ফল আর আতা ফলের
গুনের নাইতো শেষ
ফলে ফলে ভরে
হামার বাংলাদেশ,

ও দাদা সকলেই কয় ফলের রাজা
হামার দেশের আম,
রক্ত পরিষ্কার করে খাইলে কালো জাম
আরে দিনাজপুরের পাকা লিচুর
রসে টস টস ,
ফলে ফলে ভরে গেছে
হামার বাংলাদেশ,

ও দাদা জাতীয় ফল হামার দেশের
কাঁঠাল ভাল খান

www.pathagar.com

কাঁঠাল খাইলে গায়ে নাকি, বারে ভাইরে বল
কাঠালের আঁটি যেমন খাটি তরকারিতে বেশ
ফলে ফলে ভরে গেছে
হামার বাংলাদেশ।

২. ও দেওড়া বৈশাখ মাস খান হচ্ছে পার
আরে নয়া গাছত আম ধরেছে
গণ্ডা চারিক পার,
কাচা আমেত টক বেশি
তেল চিনি দেয় বেশি বেশি
হাউস করিয়া মুই মজার করি
বানাইম আচার, ঐ

ও দেওড়া আচার খাইলে বারে রুচি
শদ্ধি লাগাইলে বেড়ায় হ্যাচি
নতুন বউটা কেনবা খায়া আচার
জ্বিব্বায় উঠে পানি, দাদী নানীর বারাবানি
নতুন বউটার কিবা সমাচার,
ও দেওড়া ধনী মানুষের ঘিয়ে ভাত,
হামার তেমন ভত্তা ভাত
ভাতোত দিয়া খাবু তুই আচার
গোস্তো মাছের দাম বেশি
সবজি খাইয়ে আছি বাছি
সুখে দুঃখে দিন কাটে হামার।

৩. আমের গাছে ধরিছে মুল মন বারে মোর আইল বাউল
রাতের বেলায় চোখেত নাই মোর ঘুম
আরে রাইত কাটে মোর বাতা গুনে
মোর কথা ভাই কেউ না শুনে
মনের আশা থাকে বুজি মনে।

আরে একেতো বসন্ত কাল চারিদেকে
নালে নাল মন হইছে মোর দারুণ উতালা,
চালোত ধরেছে তুনমা কদু ঘরোত নাই
মোর তাই মধু- ভাবি কয় মোক হছুর
আলা ভোলা৷৷

ও দাদা ভাবি জন মোর চালাক বেশি
কথা কয় মোক হাসি হাসি

www.pathagar.com

মন দিয়া তুই ইরি করেক চাষ
ধান বেচেয়া বিয়া
কন্যা আনমো ভালো দেখিয়া
পার করবারনং সামানের বৈশাখ মাস।

৪. ও মা...আমার মনের
বেদনা অন্য কেহ বুজেনা,
তুমি ছাড়া অন্য কেহ মা মোকত আদর
করে না মা,

সারা দিনে খাটি শরীলটা মোর হয় যে মাটি,
দিনের পর যে রাত আসে মা তবু কাজতো ফুরায় না,
ও মা খেতে বললে পোড়া ভাত
অল্পো খেয়ে ধুয়ে হাত
ছেড়া ক্ষেতার বিছানাতে মা
ঘুমতো চোখে আসে না
তুমি ছাড়া...

ও মা কারও সভাব এত নিষ্ঠুর
হার মানে মা হিংস্র পশুর
গরম স্ত্রী বুকে দিয়ে পুড়িতে দিধা করে না
পেটে ধরছো কষ্টো করে পাঠাও না
মা অন্যের ঘরে, তোমার কোলে মাথা
রেখে সুখে-দুঃখে থাকার মা
তুমি ছাড়া...

৫. বন্ধু মনে যেন থাকে
কাল তোমরা দেখা করেন
চিড়িয়াখানাত।
হরিণ বানর বাঘ দেখিবার
আরো সাপের মেলা
নানা রকম পাখি দেখি
কাটেয়া দেম বেলা
ওরে জোরায় জোরায় পাখি পড়ে
ঐনা ডালোতো৷
বাপ মায়োক কয়া যে মুই
বেরাইম তাড়াতাড়ি
নাল টুক টুক ব্লাউজ পড়িম

www.pathagar.com

তাতে পড়িম শাড়ি
ওরে মনের কথা কইম খুলিয়া
সিনেমা হলোতো॥

৬. ও মোর সোনা বন্ধু ধন
ওরে বিদেশ যায়য়া বন্ধু তোমরা
না বানদেন পরান
বেশি দিন আর না থাকেন বন্ধু
আইসেন তাড়াতাড়ি
তোমার বাদে চায়া থাকি
মনটা যায় মোর উড়ি
তোমরা ছাড়া নাই মোর কাহো
আদর করার জন॥

তোমার কিছু হইলে বন্ধু
খবর দেন মোক ডাকে
শরীর কোনার যত্ন নিবার
মনে যেন থাকে
তোমার বাদে সদায় সদায়
কান্দে যে মোর মন॥

৭. রংপুর হামার দ্যাশ ভাইরে
রংপুর হামার প্রাণ
এই দেশেতে জন্মেছিল
কত গুণীজন॥

পীড়ার আকড়া ভুমি ভাইরে এই রঙপুর
প্রণালী কাটিয়া তাহা করিছে যে দূর।
মাতা শ্যামা সুন্দরীর নামে
জনকী বল্লব করে কাম॥

কেরামত বাবার মাজার আছে আরও রাজবাড়ি
নারী শিক্ষার অগ্রদুত বেগম রোকেয়ার বাড়ি
কারমাইকেলে শিক্ষা নিয়ে
হামার দ্যাশের রাখি মান।

রঙে ভরা রংপুর হামার কোনো অভাব নাই
মনটাক হামরা ফূর্তি কইরবার ভাওয়াইয়া গান গাই

www.pathagar.com

সুখে দুখে থাকি হামরা
দ্যাশের লাগি করি পণ॥

৮. ওরে শাওন মাসের দ্যাওয়ার ঝড়িত
পতি বাইরা না হন আর
ম্যাঘের ডাকোত মনটা যে মোর
হয়া যায় ভার॥

ট্যপ ট্যাপানি দ্যাওয়ার ঝড়িত যদি ভেজে গাও
সোনার দেহাত হইলে অসুখ ডাক্তার কোনটে পাও
ঘড়োত বসি থাকেন সোনা
মেঘ গুলা হউক যে পার॥

কামের চ্যায়া জীবন বড় তোমরা বোজেন না
অল্প একনা বেলা গেইলে ক্ষতি হইবে না
তোমার কাম তোমরা করমেন
না পাইলে নিমেন ধার॥

৯. ওরে কোটে গেলুরে ফুলতির মাও বেড়াও চট করি
হরকল্লির হাট থাকি আনছুং ফুল তোলা শাড়ি
ওরে সেই শাড়ি পিনদিয়া যাবু তোর বাপের বাড়ি॥

ওরে তামাক বেচে কিনিম গরু পাঠ বেচেয়া গাড়ি
ধান বেচেয়া আনিম কিনি হাউসের ঘড়ি।
ওরে মুই হইমরে শখের গাড়িয়াল তুই হবু নাইওরি
সেই গাড়িতে চড়িয়া যামো তোর বাপের বাড়ি॥

ওরে ছোট মাইওটা হইছে বড় স্কুলে না যায়
বড় মাইওটাকে এই বছরে বিয়াও দেওয়া খায়।
মুই হইমরে সাথের বুড়া তুই হবু বুড়ি
দুইওজনে ছাড়ি দেম দুঃখ সুখের জারি॥

১০. কার কথা শুনিয়া কইনা কথা রে কননা
দিন থাকিতে ও মোর কইন্যা এলায় বিদুয়া হননা॥

ও কইন্যা একলা ঘরোত শুইয়া থাকং
স্বপনে মুই তোমায় দেখং
বালিশ ভেজে মোর বিচিনাত শুতিয়া।
ও মোর দিলে বুঝে না ॥

ও কইন্যা আশা দিয়া না কন কথা

www.pathagar.com

করিলেন মোক নিমের পাতা
সুখের ঘর যে মোর গেল পুড়িয়া।
তোমরা কেনে বুঝেন না
ওমোর মনের বেদনা ॥

১১. হামার দেশের মানুষ গুলা বাহে কিছুই বোঝেনা
অল্প বয়সে বিয়াহ করি বাড়ায় যন্ত্রণা ॥

একে তো হামার জমি অল্প তাতে দ্যাশোত বান
দিনে রাইতে কামলা খাঁটি যাওছে হামার প্রাণ?।
ছাওয়া ছোট অনেক গুলা
প্রত্যেক দিনে খাই মুলা।
দুখে হামার জীবন যায় বাহে অভাব ছাড়েনা ॥

এতরো বড় ছাওয়া গুলা স্কুলে যায় না
ষোল বছর হইতে মত ধরে বিয়ার বায়না
দোষটা কি বাহে সরকারের
দোষটা হইলো বাপ মায়ের।
এমন মানষোক দিয়া বাহে উন্নতি হয় না ॥

১২. ওমুই মানুষটা নোয়াং ভাল
মুক বুঝিয়া করেন কি
আদা খাইবে যায় ঝাল বুঝবে তায়
হামার তাতে কি॥

আগে তো জানং ভাইরে
মাইয়ার এত সান
হাল ছারি দি আসি ডাকাইলে
না দেং তাত কান।
ওর ঘরের কথা ঘরত ভাল
মানুষ শুনলে কইবে কী॥

দ্যাশোত হামার এত অভাব
তাতে মেলে না
মাসে মাসে নয়া শাড়ির
ধরে যে বায়না।
ওরে মাছ মাংস আইনলে পরে
আইনবার কয় ঘি॥

১৩. ও নানি নানি তুই মোর একটা কথা শুন
ফোকলা মুখোত পান খায়া তুই না খাইস চুন॥

www.pathagar.com

মোর নানাটা মরিয়া তোরসে হইসে দুঃখ
ঢেঁকিত করি ধান ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গছিস তুই বুক।
ভাত চরাইলে চোখে দেখিস না
খরেয়া দেইস নুন॥

কমর হালা বুড়ি হছিস মনটা হয় নাই ভাল
পাকা চুলোত কলোপ দিয়া তোর হইছে জনজাল॥
মুচকি হাসিত মনটা ভুলাইস
এইটা যে তোর গুণ॥

১৪. ও মোর গুনের ভাগি গে
ও মোর দয়ার ভাবি গে
রংপুর টাউনের চেংরিটা মোক
পাগল করিছে॥

ওরে এমন চেংরি দুনিয়া ঘুরি
নাই দেখং আর
টানা টানা চোখ দুইটা
টাউয়া গাল তার।
মুচকী মারা হাসিতে মোর
মনটা কারিছে॥

ওরে লাল টুক টুক শাড়ি পিন্দি
দেখে যে ঘুরিয়া
যাবার বেলায় রিক্সাত উঠি
দেইল চোখ মারিয়া।
সেই দিন থাকি মনটা যে মোর
উড়িয়া গেইছে॥

১৫. বিয়ার পরে দেখনুং কন্যা তোর আসল চেহারা
কয় জনে আচ্ছিল কন্যা পাউডার মাখিয়া॥

দেইখবার বসি দেখনুং ঘরোত নানান বাতি জলে
তার আলোত চায়য়া দেখনুং কইনা যে ভাল।
মোর মনটা গলি গেল কইনাকে দেখিয়া
সাজি গোজি আননুং যে মুই বিয়াও করিয়া॥

সাইকেল ঘড়ি নাই চাং মুই কইনা চানুং ভাল
ঘটক শালার বুদ্ধি শুনি ভাঙ্গিল যে কপাল।
আম ও গেল ছালাও গেল দেখনুং ভাবিয়া
কেমন করে খাইম এলা সংসার করিয়া॥

www.pathagar.com

১৬. ও মুই বাজার থাকি আননুং কিনি
টাটকা ইলিশ মাছ
নয়া কইনাক আন্দিবার দিয়া
গাইরবার গেনু গাছ।
খাবার বসি দেখং যে মুই
নুনতে কায় খায়
ওক দিয়া মোর সংসার হবার নয়॥

সারা দিনে কাম করিয়া
যখন থাইকবার ঘরো যাওং
গাল মুখটা ফুলি থাকে
না করে যে আও।
কোন কথা কইলে পরে আগে জলি যায়॥
মনের মত কইনা মুই
যদি একবার পাও
তাকে নিয়া হাউস করিয়া
চিড়িয়াখানা যাও।
মনের কথা কইম খুলিয়া গাছের ছায়ায়॥

১৭. ও আব মন করে উড়াং পাড়াং
সোনার ময়না না আইসে
কপালোতে মোর আগুন ধরিছে॥
হাউস করি করনুং বিয়া
বছর গেল না যায় থুইয়া॥
মনের আশা মনোত রইল
সোনার দেহাত ঘুন ধরিছে॥
পাড়ার মানসের নানান কথা
শুনতে শুনতে লাগে ব্যথা।
দিনে দিনে বছর গেল
সোনার দেহা ভাঙ্গিয়া পড়িছে॥

১৮. ও চেংরা বন্ধুরে ও ভাবের বন্ধুরে
ঐনা বাশীর সুরে তোমরা মন কাড়িলেন রে॥

পরশু দিনে শেষা আইতে দেখছোঁ যে স্বপনে
গাবরু সাজি আসছেন তোমার বিয়ার কারণে।
ওরে ঘুম ভাঙ্গিয়া দেখনু যে মুই
তোমার গেইনেন হারে॥

www.pathagar.com

উথাল পাথাল করে দেহা ঘরে থাকা দায়
নদীর ঘাটে চায়া থাকি বেলাটা মোর জায়।
ওরে তোমরা ছাড়া নাইযে কায়ও
ওমোর জুড়ায় জ্বালারে ॥

তথ্যদাতা : সুনীল সরকার, পিতা- গুরুপ্রসাদ সরকার, বয়স-৩৫, পেশা- শিক্ষকতা, গ্রাম-খারুয়াবাধা, ইউনিয়ন- হরিদেবপুর, উপজেলা-সদর, রংপুর।

১৯. আমার দেশের চাষি ভাইরা
হাল ধরিয়া যাও
মাঠে মাঠে চাষ করি ভাই
সোনার ধান ফলাও
কামার কুমার জেলে ভাইরা
হিংসা বিদ্বেষ সব ছারিয়া
একই সংগে সবাই মিলে
কাজ করে যাও
মাঠে মাঠে...

সকল দেশের সেরা মোদের
এই না বাংলাদেশ
এই দেশেতে পল্লি বধুর
রুপের নাইতো শেষ
সবুজ ঘেড়া এই না দেশে,আছে সকল গাঁও
মাঠে মাঠে...
এই দেশেতে পঞ্চ নদী
হাওর বাওর আর বিল
এই দেশেতে সোভা করে
আকাশেতে চিল
অপরুপ দেখায় আরও পাল তোলা নাও
মাঠে মাঠে...

২০. ও কি মাইউর মাও
ডেংগু জরের কথা শুনলে
কাপিয়া উঠে গাও... (২)

এডিস মশার সাদা দাগে
আছে বোলে পাও
সেই মশা কামড়াইলে
রুগির জ্বরে পুরে গাও

www.pathagar.com

রেডিও, টিভি, পত্রিকাতে
মুই ও শুনির পাও
ডেংগু...

আরে বাড়ির পাশত ঝাড় জংগল মুই
মোটেই থুবার নেও
শট করিয়া আনিয়া দে তুই
ধারালো হাইচাও
ঝাড় জংগলে জংগলে জন্ন নেয়
মশার বোলে ছাও
ডেংগু...

ওরে দিন দুনিয়ার আবহাওয়া তুই
কিছুই বুঝিস না
ঘরের কোনাতে ভাংগা খোলাত
পানি জমাস না
ময়লা আর্বজনা হলে
মাটিতে পুতে দাও
ও কি মাইউর মাও
ডেংগু...

২১. ও দাদা বাংলাদেশের পাখির কথা
শুনলে সবার ঘুরবে মাথা
কত জাতের পাখি আছে ভাই।
লাল, নীল সবুজ কালো
হলদে পাখি দেখতে ভালো
পাখি গুলোর নামের কথা কই॥

আরে পানি কাউরি পাতি হাস
দোয়েল কুকিল রাজহাস
আম সারো আর গাংলি
ময়না টিয়া বুলবুলি
বাবুই চড়ই টুনটুনি
কত পাখির নাম শুনি
মাছ রাংগা দাঁড়কাক
ঘুটা কাটার লম্বা নাক
সাদা বকের ঝাক দেখিলে
পরানটা জুড়ায়

www.pathagar.com

হামার দেশত কত জাতের পাখি দেখা যায়।

ও দাদা কত সুরে পাখির গান
কতেক পাখি খায় যে ধান
ঘেচু কয় মুই পাখির রাজা
অন্য পাখিক দেয় যে সাজা
আহার ধরলে নেয় কারিয়া
টেপতে তালাইল দোষ কি মোর ভাই
এমন কাণ্ড আর দ্যাখো নাই
কত জাতের পাখি আছে ভাই
ও দাদা...

২২. ও দাদা পেটের ব্যথা সারা রাইতে
ঝাড়া বমি একই সাথে
শরীলটা মোর গেইছে শুকাইয়া।
পায়খানা নয় খোলা পানি
প্যাটত করে হানাহানি
ধরছে মোকে মরণ ডাইরিয়া॥

ও দাদা বদনা ধরি দৌড়াদৌড়ি
খোলা বাড়িত আছার পরি
কমরটা মোর গেইছে মচ্‌কিয়া
রাই তোত গেছু দশ বারোবার
কমর খাড়া হয় না যেমোর
একে বলে মরণ ডায়রিয়া॥

আরে বড় বড় ডাক্তার কয়
আর করেন না তোমরা ভয়
যদি কারো হয় ডায়রিয়া।
করবেন না আর মোটেই দেরি
খাওয়ার স্যালাইন সরবত করি
খাইবেন তোরা পেটটা ভরিয়া॥

ও দাদা স্যালাইন খাইয়া সুস্ত হও
বেশী হইলে ওষুধ খাও
কু-সংস্কার ছাড়াস দিয়ে যাও।
কবিরাজে ঝাড়া ফুকা
সারাজীবন দিচ্ছে ধোকা
স্যালাইন খাইলে সারবে ডায়রিয়া॥

www.pathagar.com

২৩. ও দাদা কি কর আর দুঃখের কথা
শুনলে সবার ঘুরে মাথা
মশা মারো সারা রাতে বসি
ওরে মশার জ্বালায় হয় না ঘুম
গরম ঠান্ডায় ধরছে সর্দি কাশি॥
ও দাদা নয়া বউ মোর শুইছে পাশে
শালার মশা কামর দিছে
নিন্দের ঘোরে মারচু চাপর কষি।
কুচকুচে আন্ধারি রাত চাপর লাগছে বউয়ের গাত
চাপর খেয়ে রাগ কওে বউ
না কয় কথা হাসি।

নয়া বউ মোর রাগ করিয়া
সকাল বেলা রিক্সা নিয়া
বাপের বাড়ি গেইছে চলিয়া
একলা ঘওে মশা মারো
লম্পো জ্বলে ত্যাল পুরো
শালার মশা সোনারা সংসার
দিলো যে আওলিয়া॥

২৪. শুনতো বাহে বড় বউ
তোরা আগে কও
হামার বাড়ির কান্ড দিখি
মোর জ্বলে গাও।

ছোটা বউটা কাম ছাড়িয়া
বেড়ায় টারি টারি ।
হঠাৎ করে জামাই বাবু
আসছে হামার বাড়ি॥

কোনটে গেলু মাজলা বউমা
এলাও ক্যানে বাস
লাচ্ছা সেমাই পাক করেক মা
তেলোত ভাজেক মুড়ি
গণ্ডা খানেক সাগর কলা
বোম্বাই চানাচুর
আরে মুড়ির সাথে মিশ্যাল কর মা
গাছের খেজুর গুড়।

www.pathagar.com

আরে তোমরা বাহে আলা ভোলা
কিছুই বুঝেন না ।
চাকুরি করা জামাই হামার
সন্‌মান বুঝেন না॥
কোরমা পোলাও পাক করেক মা
তেলোত ভাজেক কই॥
নিজের হাতে জামাই বাবুক
খাওয়াইয়া দেইম মুই॥

২৫. ও রে শুনতো দেওরা তোর আগে কও
তারাতারি হাল ধরি যাও
হাল ছারিদি আইসেন সকালে।
বাড়ির পাশেই বিকাল বেলা
বসবে নাকি চারার মেলা
মেলা যাবু সকাল সকালে।

ও দেওরা নদীর সোভা পাল তোলা নাও
ঘরের শোভা বউ
বাড়ির সোভা গাছ গাছড়া
তোর আগে কও
আরে গাছ হলো গরিবের ধন
জ্ঞানী লোকে বলে
মেলা যাবু সকাল সুকালে

ও দেওরা নানান জাতের কিনবু চারা
আসবু তারাতারি
গাছে গাছে ভরিয়ে দিমু
হামার এই না বাড়ি
এই না গাছে হইবে সাথি
হামার নিদান কালে
মেলা যাইবেন সকাল সুকালে।

২৬. বছর ঘুরে আসলো ফিরে
নবান্ন উৎসব।
নয়া ধানের ভাত খাবো মোরা আজ
হাসিখুশি সব॥
আমরা চাষি রইনা বসি
মাঠের মধ্যে খাটি।

www.pathagar.com

রোদ বৃষ্টি ভয় করি না
দামী মোদের মাটি।
সেই মাটিতে ফসল ফলাই
আমরা চাষির জাত
বছর ঘুরে...

নতুন ধানের পিঠা মুড়ি
গাছের খেঁজুর গুড়
ভাপা পিঠা খাবার মজা
লবণ ঝালের চুর
গ্রামে গঞ্জে বানায় কত
নানান পিঠার জাত
বছর ঘুরে...

ধান উঠেছে মোদের ঘরে
দুঃখ গেল দুরে
ধানের মত নাই যে ধন
দেখ হিসাব করে
ধানে ধন্য সবার অন্ন (২)
মোদের পেটের ভাত
বছর ঘুরে...

২৭. দেওয়ানি ছাওয়ার পোওয়ায উপাস আছি
কেমন করে এবার বাঁছি
ধার করজও দেওয়ার মানুষ নাই।
সুদ ছাড়া দেয় না ধার
শুরু হইছে এমন কারবার
এই বিপদে করবা কাছে যাই॥

দেওয়ানি এবার ক্যাংবা ঘনঝড়ি
কয়দিন হতে আছো পরি
ভাদর মাসে ধরছে সদ্দি জ্বর
গাও থাকি জর ছারে না
মাথার বিষও পালায় না
ঔষুধ কিন বার টাকাও
নাই যে মোর।

দেওয়ানি ধার করজ না দেন নাই
দিবার কোন উপায় নাই

www.pathagar.com

যদি একনা দয়া করলেন হয়
অল্প কয়টা টাকা দিলে
ঔষুধ খেয়ে ভাল হইলে
ক্যামলা খেটে শোধ করে দেইম মুই।

২৮. ও মা ভোর বেলাতে তোপের ধ্বনি
চারিদিকে এ কি শুনি
গাইছে সবাই বিজয়ের গান।
মুক্তিসেনা নয় মাস ধরে
দেশের জন্য যুদ্ধ করে
রাখছে তারা বাংলা দেশের মান।

ও মা আজকে সবার মুখে হাসি
তুই ক্যানে মা আছিস বসি
কেনই বা তোর চোখে দেখো পানি
পুত্র হারা মা যারা
ভুলতে কি আর পারে তারা
পুত্র শোখে কাঁদছে মা জননী।
ও মা ফেলিস না আর চোখের জল
কেঁদে কি আর হবে বল
ঐ দেখো মা তোমার হাজার ছেলে
শহিদ ভাইদের করতে স্মরণ
ফুল দিয়া করবে বরণ
শহিদ মিনারে যাচ্ছে দলে দলে।

২৯. ও কি মাইয়র বাপ
দক্ষিণ গেলে আইসেন সকালে
দেখতে দেখতে বছর গেল
সামনে বৈশাখ মাস
নানান জাতের সাক সবজি
করবো হামরা চাষ
দুশ কুষি আর সোয়াশ ঢেঁড়স
কচু গাড়মো খালে
দক্ষিণ গেলে আইসেন সকালে।

বৈশাখ মাসে কাল-বৈশাখি
মনোত নাই মোর শান্তি
ঘরের খুঁটি না লাগালে

www.pathagar.com

কি হবে মোর গতি
পশ্চিয়া বাতাসে ঘর মোর
গেছে পুবে হেলে
দক্ষিণ গেলে আইসেন সকালে।

বাড়ির পাশে বসবে এবার বৈশাখি মেলা
তারা তারি আসবেন তোরা না করিবেন হেলা
শোয়াস খিরা আনবেন কিনে
খাইবো হামরা ঝালে
দক্ষিণ গেলে আইসেন সকালে॥

৩০. ও ব্যাহে কি কবো আর দুঃখের কথা
শুনলে মনে লাগে ব্যথা
বাংলাদেশের ছিল নয়নমনি
বাংলাদেশের করছে স্বাধীন
হামরা নই আর পরাধীন
বঙ্গবন্ধুর নামটা সদায় শুনি॥

ও বাহে যার ভাষণে বাংলাদেশি
কামার কুমার জেলে চাষী
যুদ্ধ করে দেশ করেছে জয়।
পশ্চিমা শাসক যারা
দেশ ছেড়ে পালাইছে তারা
এমন নেতা আর কি পাওয়া যায়॥

ও বাহে বাংলাদেশের মহান নেতা
বাঙালির হৃদয়ে গাঁথা
যার নামটি শেখ মুজিবর।
দেশের জন্য শহিদ হইয়া
টুঙ্গিপাড়ায় আছেন শুইয়া
তাইতো তিনি মরিয়াও অমর।

তথ্যদাতা : মোঃ জহুরুল হক, বয়স- ৫৫, পেশা- চাকুরী, মন্থুনা, সদর, রংপুর।

৩১. ও মুই পোড়া-কপালি
ও মুই কলংকিনী
তাক না হইলে ক্যানে বা না
মুচে মোর চৌকের পানি-
বিয়ান বেলা গবর তুলি

www.pathagar.com

ফ্যালাং নিয়া কাইনচা বাড়ি
দুপোর বেলা কামলা কিষান
তাংকু বিড়ি খাওয়ান দাওয়ান
এত করি না পানু মুই মন
ও হামার আইতে দিনে কাঁনতে জনম গেলরে
এই দুখের দিন ঘুচি
মাথার নাম হামরা জানি।
সইনদা কালে গোরু বাচুর
হাঁস কইতোর চড়াই
বকরি গুলান ভাইমোত বান্দি
কুপা জ্বলাই ঘর ঘেমটা
উজুর পানি তাকো দ্যাও, আনিয়া
ও শ্বাশুড়ির তবু না পানু মুই
মাতা কইলা আন্দো বাপের
ক্যানে বা দিচে এ্যাটে মোক
জাতি কোন কিছু না জানে

৩২. তোমার হাতের দোতরার বাইজ
হামাক নাগে মিঠা
কি তরে আইসেন বন্ধু হামার বাড়িত
খাবার দেমো পিঠা
ও কি শীতের পিঠা নাগে বড় মিঠা।
তেল পিঠা আর ভাপা পিঠা
আরো দুধের পিঠা
কি ওরে মনের হাউসে খাইমেন বন্ধু
করবে সবাই ভিররে
ও বন্ধু গরা পিঠা মধুর মত মিঠা।
তোমার মনের মুচকি হাসি
গালাত নাগাইল ফাঁসি
কি ওরে পিরিতের ভীষণ জ্বলা
বন্ধু না আইসো যদি
তখন কাটা ঘাওত পড়ে নুনের ছিটা।

৩৩. ভাবি মুই করো কি এলায়
কোন্টে যাং এলায়
বাড়িত আলচে- নয়া ভাসুর
তাতে আরো আপন শ্বশুর

www.pathagar.com

খাতির করো মুই কি দিয়া এলায়।
স্যার খানক চাউল করজ করিয়া
অননু না হয় জবান দিয়া
আন্দিয়া খিলাং কি দিয়া মুই খড়ি কোন্টে পাং
বিয়ান বেলা গেইচে মরা
সাগাই খাবার উত্তর পাড়া
এলাও না আইল মুই করং কি এল্যায়
হাত পুড়িয়া ভাত আন্ধিমের
খিলাং তায় মুই কি বা দিয়া
আন্‌ডা উন্‌ডা থাকলে না হয়
দিনু হয় ভাজিয়া
আনডা পাড়া কালা মুরগিটা
সে দিন বেচাইল জেদ করিয়া
আইজ থাকলে তা কামোত নাগিল হয়।

৩৪. বৈদ্যাশেত না তাকেন বন্ধুরে
বন্ধু আইসো ফিরিয়া
তোমার বাদে নিদ না আইসে মোর
দুই চোকের পাতাতে বন্ধুহো॥
বৈদ্যাশেতে যায়া তোমার হে
বন্দু আছেন বড় সুখে
মুই অভাগী কান্দিমর বেড়াও
না পায়া খবর বন্ধুহে
দিন যায় মোর ভাবিয়া বন্ধুহো॥
বন্ধু আইত যায় কান্দিয়া
সোনার যৈবন যায় বুঝি মোর
অবেলায় ফুরিয়া বন্দুহে
আইসো আইসো প্রান বন্ধুহো॥
বন্ধু যাওয়া নাহি যায়
প্রেম ছাড়া বিষন জ্বালা
জীবন বুঝি যায় বন্ধুহো॥

৩৫. তিস্তা নদীর মাঝি ভাইওরে
ধারে নৌকা বাও
ওরে মুই অভাগীর দুখের কথা
বন্ধুরে আগে কনরে
দিনে আইতে নিঁদ না আইসে মোর

www.pathagar.com

দুই চোকের পাতাতে
ওরে আইত দুপুরে ডুকুরি কান্দো মুই
বন্ধুর কতা ভাবিরে
যেমন কান্দে খাঁচায় বন্দি পাখিরে
ডালছাড়া যাদু ডাহান যেমন
ছট্‌ফট ছট্‌ফট করে
ওরে ও মতন মোর দশা হইচে
মন না থাকে ঘরেরে
বন্ধুর বাদে বুঝি জীবন যায়ও রে॥

৩৬. নানি কুয়ারা করিস না
নানি আল্‌লাদি করিস না
যতই বেড়াও মুই হাসিয়া খেলি
আইত কাটে কান্দিয়া
নাছিরনের সাতটা ছাওয়ায়
বেড়ায় ঘুরি সারা পাড়া
তাকে দেখি মন করে হায়রে হায়
এই যে মোরও একনা ছাওয়া থাকিলে
অমপুর শহর গেইল হয়
ছাতু মুরকা আনিল হয় কিনিয়া
কান্তা বড়ীত তাইরে নাই
এক্‌কা দোককা খুটি মালাই
নুকানুকি আরা ও ঢকের নামরি
এই যে টারুর ঘর দোলাবাড়ির
শালুক তুলি আনিল হয়পাড়িয়া হয়
মনের হাউসে খানু হয় পুড়িয়া॥

৩৭. ও গীত জোড়োরে ভাল চায়া দেখিয়া
হামার হা দেওরার হয়চে বিয়া শানাই বাঁশি
আরও কত কি বাজিয়া
ঢাপা ঢাপা পান পাতা আরও বাড়ির গাছের গুয়া
হায়রে বাড়ির গাছের গুয়া
তাকে খায়া হেলিদুলি
চাইলোন বাতি ঘুরি ঘুরি
নাচো মন দিয়া
তাক ধিন ধিন তুসি ভাইয়র বাজাও ঢোল পিটিয়া
হায়রে বাজাও ঢোল পিটিয়া

www.pathagar.com

ঢোলের বাইজে আশ পড়শি
আরে দেওরার নানা দাদি
নাচুক ঘুরিয়া
বিয়ার আগোত দেওরারে তোর
মনটা আছিল ভার হয়ারে
আইজ বিয়ার পাটিত ভাসেয়া বুক
শরম শরম হইছে মুট
জামাই-সাজিয়া ৷৷

তথ্যদাতা : আনোয়ার হোসেন, বয়স-৫৫, পেশা- চাকুরি, সদর, রংপুর।

৩৮. কালা মন মোক মজালুরে
ও কালা তুই মন নিলু কাড়িয়া
পাঁও ধরিয়া কও যে তোকে
না যাইস মোক ছাড়িয়া কালারে
ভাদোর মাসির শিমার ফুল
ও যেমন বাতাসোতে ঢোলে
ঐ মতন মোর জিদ্দের আগুন
ভিতরে বাহিরে জ্বলে
ঘড় বাড়ি মুই সউগ ছাড়িনুরে
তোর পিরিতের আগুনে
যাবুর বয়সে মোক অভাগিকে
না দিশ নদীত ভাসে কালারে
তোতা ময়নার মতন
কোন মতে দেখে দিন কাঠামো
ঘর বান্দমো সুখে।

৩৯. আগে তো জানি নাই ধন
পিরিতের মায়া
দাগি-গোরাত সিঁদ কাটিলে
কি করে পাহাড়া
এবার বাধিয়া আনিবো তারে
ধরিয়া আনিবো গো
বাধিয়া রাখিব মধু গালাতে।

৪০. বাছা মোর কোন্টে গেলুরে
আরে ও বাছা মোর ঢাকা শহর চলিয়া
বা না নাগে তোর ন্যাকা পড়া

www.pathagar.com

আয় বাড়ি বুলিয়া।
কয়া গেলু ফাগুনে আসিবু
কলেজ বন্ধু হয়া
ওরে এতই কি তোর ন্যাকা পড়া
নিঠুর নিদয় হিয়া বাছারে
আশ পড়শির বাড়ি গেইলেরে
কত কি যে কয়
তোক বোলে মারিছে যাদু
ও শহর ঢাকায় বাছারে-
ওরে দিন মাস গেল বয়স গাড়িলেরে
এন করিছুং পাথর পাঠান
কান্দিয়া কান্দিয়া বাছারে-

৪১. ও প্রাণ কালারে কালা
ঘরে থুইয়া কালা
হাউসের নারী
কোন বা দ্যাশে যায়া
দৌড়াবেন তোমার গাড়িরে
ভোগ নাগিলে কায় জল পান দিবে
তিশ্যাতে যায় পানি দিবে
গরুর গারির যায়বা ভরেয়া
দিবে জোয়ারে
না যান না যান কালা দূর দ্যাশে
আউলা হইবে কালা চিতুল ক্যাশ
উকা মাথাত মোর
না করিবে ত্যালারে।
আইলের কচু কালা বনের শাক
মোর নারীর কালা আব্বোল ভাতরে
খায়া যান কালা
বসিয়া নিরালে।

৪২. আজি মন কান্দে মোর
তিস্তা নদীর ভাংগন দেখিয়া
পানি করে টলমল
ঢেউ করে দুল দুল
স্রোত যায় ভরা নদীরে
কলকল করিয়া

www.pathagar.com

এই যে নদীর ভাঙ্গনে পাত কওে
ঘারাবার করিয়া
মাঝে মাঝে চড়া পরে
পোক পোকালি গান করে
চখোয়া ডুকুরি কান্দে
চড়োত বসিয়া (ওকি বন্ধু)
চখোয়ার কান্দনে- পরান কান্দে বুবু
ছাতোকার হয়া
মুই বড় অভাগিনি
ছাড়িয়া গেইছে মাও জননী
বড় ভাই না আইসে গাড়ি ধরিয়া
এই যে বাপে ক্যানে
তিস্তার পাড়ত
খাইছে ব্যাচেয়া ।

৪৩. ওরে কোনট ঠাকার রসিয়া গাড়িয়ালরে
ও মোর বাড়ির বগল দিয়া
ও তুই গাড়ি হাকেয়া যাইসরে গাড়িয়াল
ভাওয়াইয়া গান কমরে
ও মুই একেতে অবোলা বালা হায়রে
এন আরও নাই হয় বিয়া
আরে বান্দা মোর আউলালু তুই
ভাওয়াইয়া গান কয়ারে
ওরে কয়া যাইশ গানরে গাড়িয়াল
মোর পোড়া যায় হিয়া
ও মুই না পারো থাকিতে ঘড়ে হায়রে
তোর ঐ গান শুনিয়ারে
ওরে কোন বা জাগাত যাইস গাড়িয়াল
কোন বা জাগাত বাড়ি
ও মোক কয়া তুই তোর ঘরতে
আছে কি নাই নারীরে চুয়ের

৪৪. ও মুই বিয়ান উঠিয়া দেখোং দুয়োর খুলিয়া
ডাল কাউয়াটা কা কা কওে চালোত পড়িয়া
ওরে কয়দিন হইল পাইছং খবর
বাপের বাড়ি হইছে কালা জ্বর
মাও জননী থাকে কান্দিয়া

www.pathagar.com

হায়রে পতিধন মোর বাড়িতে নাই
মোক ধরিয়া যাইবে কাঁই
কাঁই যাইবে মোর খরচ ধরিয়া
ওকি ও কালারে কথা ক তুই জবান খুলিয়া
ওরে পতিধন মোর বানিজ করে
যে কোন দুরান্তরে
খালি বাড়িত থাকোং পড়িয়া
হায়রে যে-ও পতির খবর নাই
কি হালে বা আছে তাই
কতয় কান্দিম পন্থ দেখিয়া
ওকি ও কালারে কার খবর তুই আনিলু ধরিয়া।

তথ্যদাতা : সিরাজউদ্দিন, বয়স-৭০, পেশা- সংগীত শিক্ষক, বৈরাগীপাড়া, সদর, রংপুর।

পীরগাছা উপজেলার ভাওয়াইয়া

১. ওকি দিদিল কায়বান ওটা যায়
বাড়ির বগোল দিয়া ভাওয়াইয়া গান কয়া।
ভাওয়াইয়া গানে আওলাইলো মোর মন
ও মুই স্কুল যাওয়া ছাড়িয়া শোন মুই ভাওয়াইয়া গান।
ভাওয়াইয়া গানে আওলাইলো মোর মন
ও মুই ভাত রান্‌দা ছাড়িয়া
ও মুই বিছানা পাড়া ছাড়িয়া
শোন মুই ভাওয়াইয়া গান।
ওরে ভাওয়াইয়া গানে আওলাইলো মোর মন
ও মুই কাপড় ধোয়া ছাড়িয়া
ও মুই খড়ি কাটা ছাড়িয়া
শোন মুই ভাওয়াইয়া গান।

আঞ্চলিক শব্দের অর্থ : কায়বান- কে, আওলাইলো- এলোমেলো হওয়া।

২. তালের গাছে বাওয়াইর বাসা
তোর বন্ধুয়ার কিসের আশারে
কোনবা দেশে গেইলেন ছাড়ি
মোর নারীটার মায়ারে।
বন্ধুর বাদে দিবা নিশি।
মোর অভাগীর মন উদাসি রে
আসায় আসায় থাকিম চায়া
প্রাণ বন্ধুয়ার লাগিরে।

www.pathagar.com

বন্ধু বাজায় শ্যামের বাঁশি
খিল কদমের ডালে বসি রে।
বাঁশির সুরে মোর অভাগীর
মন থাকে না ঘরে রে।

৩. বন্ধু গেল দূরদেশে রে
ওরে বন্ধু না আসিল বাড়ি
নাই পুরাইতে মনের আশা রে
বন্ধু গেল ছাড়ি রে।
থাকবেন আরো কয়া গেলা রে
ও বন্ধু না জান মোরে ছাড়ি
তোমরাও যাইবেন দূরো দেশে রে
না আসিবেন বাড়ি ফিরি।
মনে বড় আশা ছিল রে
ও বন্ধু ধরিয়া থাকিম স্মৃতি
মনের আশা মনে থুইয়ারে
দেশ বিদাশে বেড়াও ঘুরি।
না করেন আর হেলা বন্ধুরে
ও বন্ধু দিয়া মোরে মন
বৈদাশ হইতে আইলে তোমরা রে
ও মুই যৌবন করমোঁ দান।

আঞ্চলিক শব্দের অর্থ : করমোঁ - করবো।

৪. বিয়াই খায়া যাও, খায়া যাও
খায়া যাওরে বিয়াই খায়া যাও
ও নাকেশ্বরীর লাল টমেটো,ধল্যা নদীর মাছ।
রাজার হাটের বইয়া কচু কাটিয়া দেমো তাতে।
বিয়াই খায়া যাও, খায়া যাও।
ওরে ভুরঙ্গামারির কাচা গুয়া, কাঁঠাল বাড়ির পান
হামার যুগি পাড়ার দম্‌দমা চুন,গাল ভরেয়া খান
বিয়াই খায়া যাও, খায়া যাও।
নেক মামুদের মটরত চড়ি যান সাঁজের বেলা
আর কয়টা দিন পরে যাইম বেটিক বুলিয়া
বিয়াই খায়া যাও, খায়া যাও।

আঞ্চলিক শব্দের অর্থ : নাকেস্বরী - নাগেশ্বরি।

www.pathagar.com

৫. বন্ধু গেইছে দূর দেশেরে ওরে আইজ ক্যানবা না আইসে
শীত বসন্ত দিল দেখারে সোনা বন্ধু রইলো বৈদ্যাশে।
হাটে হাটে খবর দিনুরে ওমোর দয়ার দাদা না আইসে
কার সাথে মুই যাইম চলিয়ারে ও মোর ঐ না বন্ধুর তালাশে।
উড়িয়া যায় চকোয়া পক্ষিরে ও তুই খবর কইস বন্ধুর কাছে
যদি প্রাণের বন্ধু আইসে ভালেরে ও মুই ছিন্নি দেইম দরগাতে।
বন্ধু গেইছে দূর দেশেরে ওরে আইজ ক্যানবা না আইসে
শীত বসন্ত দিল দেখারে সোনা বন্ধু রইলো বৈদ্যাশে।

৬. মনের বাগানত মোর নানান ফুল ফোটে ওকি ওরে
সেই বাদে মুই থাকো যে চায়া ঐ না পন্থের দিকে রে
ওরে বন্ধু ধন মোর না আইসে।
সারাটা দিন বেড়াওরে মুই নানান চিন্তা করি ওকি ওরে
কোনদিন আসিবে সোনা বন্ধু বাগান আছে খালি রে
বন্ধুধন মোর এলাও না আইসে।
অন্তরটা মোর সদায় জুরে না মানে মোর হিয়া
ওকি ওরে আর কতদিন থাকিম ও মুই বুকে পাশান দিয়ারে
বন্ধুধন মোর এলাও না আইসে।

৭. ও সাধের বাউদিয়া মোক ধরি তুই যুদা হয়া খা
যুদা হয়া খা বাউদিয়া যুদা হয়া খা
আর কতদিন সুনিম ও মোর বাউদিয়া রে
ও তোর ভাই ভাগির কথা মোর বাউদিয়া রে।
যুদা হয়া ও বাউদিয়া আলাদা বান্দেক ঘর
যায় ছিল তোর আপন ও মোর বাউদিয়া তায় হইচে পর
যুদা হয়া ও বাউদিয়া বাড়িত বসাও কল
আর কতদিন আনিয়া খোয়াইম রে ও মুই পরার কুয়ার জল।
ও সাধের বাউদিয়া মোক ধরি তুই যুদা হয়া খা
যুদা হয়া খা বাউদিয়া যুদা হয়া খা
আর কতদিন শুনিম ও মোর বাউদিয়ারে
ও তোর ভাই ভাগির কথা মোর বাউদিয়ারে।

৮. কন্যা সেদিন গেছনু তোমার বাড়ি
গুয়া খাবার ছল করি।
যায়া দেখং তোমার মনটা ভারী
ও মুই আসিনুরে ঘুরি।
আরে কেনবা কন্যা বেজার মন

www.pathagar.com

কিসক তোমার হইচে এমন
আরে সাদা মনত মোর নাদেন দাগা
কন্যা মুই যে অভাগা।
কন্যা মানুষের কথায় নাদেন কান
ভাল করিয়া বান্দেন মন
মুই হনু কন্যা তোর
অভাগার পরানের পরান।

৯. ময়না তুই নয়া কইনা হিত্তি শুনি যা
পানের খিলি তৈয়ার করি, মোকে খোয়া যা
ময়না তুই নয়া কইনা।
লাল শাড়ি পিন্দি বেড়াবু চালালাউ করিয়া
হাটিয়া যাইতে হাসি দিবু মুচকি মারিয়া
ময়না তুই নয়া কইনা।
গোরা হাতে পিন্দিবুরে কালা কাঁচের চুড়ি
ঢালুয়া খোপা না বান্দিয়া বেনি দিবু ছাড়ি
ময়না তুই নয়া কইনা।
নেক মামুদের কাঁচা গুয়া কান্দির হাটের পান
যোগি পাড়ার দমদমা চুন, গাল ভরেয়া খান
ময়না তুই নয়া কইনা।

আঞ্চলিক শব্দের অর্থ : পিন্দিবু - পোরবে।

১০. ধীরে ধীরে যাও গাড়িয়াল
ও আরে গাড়িয়াল গাড়ি খান খেদেয়া
যাবার বেলায় বাপের ভিটা
দেখং একবার চাইয়া গাড়িয়াল ।
বাপ কান্দে মাও কান্দে
আরে ও গাড়িয়াল কান্দে ভাইয়া বোন
বিদায় কালে চোখের জলে ডুক্‌রি কান্দে মন
ধীরে ধীরে যান গাড়িয়াল
ও আরে গাড়িয়াল গাড়ি খান খেদেয়া।
বাপ মায়ের এমনি মায়া ও
আরে ও গাড়িয়াল যেমন শীতল ছায়া
কেমনে থাকিম বাপ মাক ছাড়ি
পরের বাড়িত যায়া গাড়িয়াল
ধীরে ধীরে যাও
ও আরে গাড়িয়াল গাড়ি খান খেদেয়া।

www.pathagar.com

তথ্যদাতা : লোকশিল্পী শ্রী সুশীল চন্দ্র বর্মন, মা : শ্রী নীরবালা, বাবা : বঙ্ক বিহারী, বয়স : ৫৮, শিক্ষা : মেট্রিকুলেশন, ধর্ম : সনাতন, পেশা:কৃষিকাজ গ্রাম : সোনারায়, থানা : পীরগাছা, ডাক: তাম্বুল পুর, উপজেলা: পীরগাছা, জেলা: রংপুর।

মিঠাপুকুর উপজেলার ভাওয়াইয়া

১. তিস্তা নদীর ধউ ধউ বালা
তুই চ্যাংড়া গালার মালা
আইসো চ্যাংড়া বইসো কাছে
পান থুইয়াছি খোপার মাঝে
কালা চ্যাংড়ারে।
কলের পাড়ে বসচি ঘড়া
মন করে মোর তোলা পাড়া
কালো চ্যাংড়ারে।
মধ্য নদীত ফ্যালানু কুটা
তুই চ্যাংড়া করলু ঠুটা
কালো চ্যাংড়ারে।

২. দুপড়ি আন্দোন ছইলের কান্দন
বকরি ম্যালম্যালায়
পানিয়া মরা হাল ধরিয়া যায়।
বুড়ি গেইছে ওচা ভিটাত
এলাও কেনে না আইসে
তিনটা কাটোল বকনা সাজাইচে।
বিদুয়া মাগি ভেড়া পোষে
ভেড়াক কেনে ডাঙ্গালু
গাভীন ভেড়াক গাবড়া ফেলালু
চৈত মাসিয়া পাটা শাক
তুলিয়া থুনু শিকাতে
আইসেন বন্ধু বৈশাক মাসেত
গাচোত আছে পাকা বড়াই
বুড়ার মনটা ন্যাল প্যালায়
ওই বড়াইকি বুড়ার ভাগ্যে হয়।

কাউনিয়া উপজেলার ভাওয়াইয়া

১. চম্পাবতি কন্যার নাম
কাড়িয়া নিছে মনপ্রাণ
ও তার মিষ্টি হাসি, মন উদাসী

www.pathagar.com

তোমার আগত কও।
ইশারায় কয় কথা
কঠিন তার মন
বিয়াও করি না পাইলে
বিফলে জনম।
ওরে তাড়াতাড়ি যাও দাদু
দেরী করেন ক্যান
চম্পাবতি কন্যার নাম
কাড়িয়া নিছে মনপ্রাণ।
চোখের ঘুম কাড়িয়া নিছে
মনত নাই মোর সুখ
প্রেমের আগুনত পুড়ে এই অভাগার বুক।
পেমের পাগলা হইছোং দাদু তোমার আগত কওঁ।
চম্পাবতি কন্যার নাম
কাড়িয়া নিছে মনপ্রাণ।

২. মনের দুঃখ কারবা আগে কঁও
ও মোর মানে নারে ওবুঝ মন।
পিরিথি আগুনে পোড়া
আছেন যত জন
দুঃখ দিয়া শোনেন মন।
বুঝিবার না পানু ভাইরে
পিরিথি কি ধন ?
মনের দুঃখ কারবা আগে কঁও
ও মোর মানে নারে ওবুঝ মন।
কায় বোঝে মোর মনের কথা
কারবা আগত কও
দুঃখে ফাটে মোর পরান
মনের দুঃখ উঠলে মনও
ভাওয়াইয়া গান কঁও
মোর কপালোত না হইবে
পিরিথি দরশন
মনের দুঃখ কারবা আগে কঁও
ও মোর মানে নারে ওবুঝ মন।

৩. ও মোর কন্যারে পরান প্রিয়া
মরিচং তোমার প্রেমেতে মজিয়া

www.pathagar.com

আঁচল পাতিয়া পিরিতি করিয়া
পরের ঘরত তোমরা গেইলেন ছাড়িয়া
কেমনে আছেন তোমরা হামাক ভুলিয়া।
ছোট থাকি আপন ভাবিয়া
তোমার সাথে মোর হইবে বিয়া
ফাঁকি দিয়া তোমরা গেইলেন চলিয়া।
চোখ মুদিলে উঠে তোমার ধান্দা
তোমরা আচেন মোর বুকত বান্দা
বালি ভিজে মোর চোখের জল দিয়া।

৪. আরে ও মোর দুলাভাই
তোমার সাথে রংপুর যাবার চাই
রংপুরের রঙিনবাতি দেখি আসিবার চাই।
দুলাভাই নাই এলা গরুগাড়ি
কিসোত হামরা যামো চড়ি
বাচোত চড়লে মাথা ঘোরে মোর
ওরে রিকসা আলাক কয়া থোন
বিয়ান বেলা আইসে যেন
শালি বোনাই যামো চড়িয়া।
ঢাকা বাসস্টানের উত্তর পাশে
কারেন শিরি তৈয়ার হইছে
মুইও একনা দেখি আনু হয়
আরে কত যায়রে চেংরা চেংরি
এক সাথে রিকসাত চড়ি
তোমার সাথে মুইও গেনু হয়।

৫. আরে ওবুবু মুই না যাইম তোমার বাড়িতে
দুলাভাইয়ের স্বভাব খারাপ খুরিয়া কও তোরে
এবার সিন্দুমতির মেলাত হামরা গেইনু দুইজনে
আসপার সময় স্নান নাগিল ঐ নদীর পাড়তে
মোকনিয়া টানাটানি খুরিয়া কও তোরে।
সেদিন সিনেমা দেখিবার গেইনং শাপলা হলত
উপর তালার টিকিট কাটি বসিল মোর বগোলত
ফসাত করি কারেন যায়া মোক সাপটে ধরিচে।
একদিন রংপুর শহর নিয়া যায়া মোক ভুরকিয়া কয়
হোটলত থাকমো বাড়ি হামার যাওয়া হবার নয়

www.pathagar.com

কথা শুনিয়া কলজাখান মোর কাঁপি উঠিচে
দুলাভাইয়ের স্বভাব খারাপ খুলিয়া কও তোরে।

৬. মেয়ে : চেংরা না দেখাইস তুই অমন ঢক আর
ওত্তি দেখাও যায়া
তোর সাথে মোর ওরে না হইবে বিয়া।
ছেলে : চেংরি না করিস আর কটর কটর
মোকে দেখিয়া
মনের সাধ মিটাইম মুই তোক বিয়া করিয়া।
মেয়ে : এই গ্রামের কোনটা চেংরা তোর মত আলসিয়া
কাম কাজ বাদ দিয়া বেড়ায় হাতত মোবাইল নিয়া
দিনে রাইতে জ্বলাইস তুই মোক মিস কল মারিয়া
তোর সাথে মোর ওরে চেংরা না হইবে বিয়া।
ছেলে : তুইবা কত ভাল চেংরী পাড়ার সবায় কয়
চালন চলন দেখিরেরে মোর মাথা খারাপ হয়
কত চেংরা নষ্ট করছিস ভালবাসার আশা দিয়া
মনের আশা মিটাইম মুই তোক বিয়া করিয়া।

৭. ছেলে : ভাবি তোমরা বুঝিয়া কন
ও ভাবি তোমরা বুঝিয়া কন
চেংরি কোনাক দেখিয়া আউলি গেইছে মন।
মেয়ে : দেওরা বুঝিয়া মোক কন, তোমরা উতালা না হন
কোনবা চেংরি কাড়িয়া নিলে তোর অভাগার মন।
ছেলে : সিন্দুরমতির মেলা গেইচং ছারকেচ দেখপার
ঢুকিয়া দেখং চেংরি কোনা মোর আগত বসিছে।
আস্তে করি চোখ মারে, বুকখান মোর ধরপড় করে
মুচকি মারা হাসি দেয়, মন কোনা মোর কাড়িয়া নেয়।
সোনার ভাবি তোমার আগত কও।
মেয়ে : তোর মত পাগলা চেংরা কোন জাগাত নাই
চেংরি দেখলে জিহ্বার পানি পড়ে যে সদাই
সারাদিনমন টই টই ঘুরি বেড়াইস চেংরি বাড়ি
ভোলাইস যে তুই কত চেংরির মন ।

৮. ছেলে : ও পিরিতির ময়নারে তোমাক দেখি মন ধুক ধুক করে।
মেয়ে : আরে ও বন্ধুরে মিঠা মিঠা কথায় তোমারা পাগল করিচেন।
ছেলে : আইসো হামরা দুইজনে চিড়িয়াখানা যাই
ভিন্নজগত ঘুরি বেড়ামো মনের হাউসে তাই

www.pathagar.com

নাওত চড়ি মজা কোরমো হামরা দুইজনে
ও পিরিতির ময়নারে তোমাক দেখি মন ধুক ধুক করে।
মেয়ে : লাকুচুরি খেলা বন্ধু ভাল লাগে না
আসল কথা না কন ক্যানে কিসের ছলনা
হামরা দুইজন এক হইলে ভয় ক্যানে তাতে ?
মিটা মিটা কথা তোমার পাগল করিছে।
ছেলে : এতো তোমরা ভালবাসেন আগোত জানো নাই
তোমরা ছাড়া সোনার কন্যা কায় দেবে মোক ঠাঁই
লুকোচুরি না খেলামো জায়গা দেও মোরে
তোমাক দেখি মন ধুক ধুক করে।

৯. মেয়ে :ও প্রাণ বন্ধুরে ওরে আইসো আইসো কালা, আগুনের ছলে
ছেলে : প্রাণ কন্যারে ওরে তোমরা হইনেন হামার পিরিতের ময়নারে।
মেয়ে : তোর বন্ধু তেরিয়া শিতা, মোর নারি ঢালুয়া খোপারে
ওরে সময় মতো আইসেন মোর নারি কাছে।
ছেলে : ওরে প্রাণ কান্দে কন্যা তোমার লাগি
নিশা রাইতে তোমরা থাকেন জাগিরে
আরে মুই যাইম কন্যা আগুনের ছলে।
মেয়ে : বন পোড়া যায় সবায় দেখে
মনের আগুন মোর কায়ো না দেখেরে
ওরে পিড়িতির জ্বালা না শয় মোর প্রাণেরে
ওরে আইসো আইসো কালা আগুনের ছলে।
ছেলে : ওরে শোন মোর প্রাণের প্রিয়া
তোমার জন্যে কান্দে মোর হিয়ারে
ওরে মরিমো হামরা দুইজন প্রেমের আগুনে
ওরে সময় মত আইসেন ঐ না নদীর ঘাটেরে।

১০. কেমন আছেন ও মোর সোনা পরার বাড়ি আসি
ভুলবার না পাও ও মোর বন্ধু তোমার মুখের হাসি।
সুখে আছেন ওমোর কন্যা পরোক আপন করি
ওরে সেদিনে সে কথা তোমরা গেইছেন কি ভুলিয়া
একদিন না দেখিস কন্যা মোকে আসিয়া।
কত দিনের কত স্মৃতি খালি মনোত পড়ে
মোর জীবনটা যাইবে বন্ধু কান্দিয়া কান্দিয়া
তোমার দুঃখে মরিম বন্ধু গলায় দিয়া ফাঁসি।
ভুলবার না পাও ও মোর বন্ধু তোমার মুখের হাসি
কেমন আছেন ও মোর সোনা পরার বাড়ি আসি।

www.pathagar.com

১১. ছেলে : ওকি কন্যারে হাউস করি শিখনু লেখা পড়া
চাকরি হইলো মোর ঢাকা জেলা
ওকি কন্যারে তোমার কথা ওঠে মোর মনে।
মেয়ে : ওকি বন্ধুরে বন্ধু মোর কপালের বিধি
এই লেখেছে বিয়াও হইলো চাকরি আলার সাথে
এও যৌবন আমি সাগরে ভাসাবোরে।
ছেলে : ওকি কন্যারে কন্যা
সামনের মাসে বুঝি রংপুর আসিম ট্যানাসফার নিয়া
মন বান্দি থোন ভাওয়াইয়া শুনিয়া।
মেয়ে : ওকি বন্ধুরে পাখা যদি দিত বিধি
উড়াল দিয়া দেখি আসি
ওকি বন্ধুরে বালিশ ভিজে দু চোখের জলে।
ছেলে : ওকি কন্যারে টাকা দিলাম মানি ওডার করি
কানের ঝুমকা নিবু আর টাঙাইল শাড়ি
ও কন্যারে দুর্গা পূজাত আসিম ছুটি নিয়া।
মেয়ে : ওকি বন্ধুরে কি করিম মুই টাকা কড়ি
পূজার সময় তোমরা আইসেন বাড়ি
পূজার মেলাত বেড়ামো দনোজনে রে।

তথ্যদাতা : লোকশিল্পী স্বদেশ কুমার বর্মণ, বাবা : কৃষ্টকান্ত বর্মন, মাঃ মোহনীময়ী, বয়সঃ ৪৬, শিক্ষা : অষ্টমশ্রেণি, ধর্মঃ সনাতন, পেশাঃ ব্যবসা, জাতি/বর্ণঃ ক্ষত্রিয়, গ্রামঃ ছদরা তালুক, থানাঃ কাউনিয়া, ডাকঃ ভায়ার হাট, উপজেলাঃ কাউনিয়া, জেলা : রংপুর।

১২. তুইরে দেওরা না বাজান বাঁশি
আগের মত নাইরে দেওরা
চাঁদ মুখের হাসি।
তুই যদি দেওরা বানিয়া হোলু হয়
নোলক বানার বাদে দেওরা দেখিয়া আনু হয়।
তুই যদি দেওরা খলিফা হোলু হয়
বেলাজ বানার ছলে দেওরা দেখিয়া আনু হয়।
তুই যদি দেওরা গিদাল হোলু হয়
গীত শুনবার ছলে দেওরা দেখিয়া আনু হয়।
তুইরে দেওরা না বাজান বাঁশি
আগের মত নাইরে দেওরা
চাঁদ মুখের হাসি।

১৩. বিদেশ না যাইওরে বন্ধু , বিদেশ না যাইওরে বন্ধু
আমি নারী একলা রইলাম বাড়ি।

www.pathagar.com

অল্পনা বয়সেরে বন্ধু করিয়া আনলেন বিয়ারে বন্ধু
বন্ধু যৌবনকালে কেন যাইবা ছাড়ি।
একলা নিশিতে বন্ধু থাকবো যখন ঘরেরে
বন্ধু প্রেমের জ্বালা থাকবে হৃদয় জুড়ি।
এই না রূপের রঙ্গেরে বন্ধু লাল শাড়িতে দেখা
বন্ধু কারে দেখাবো সখের চুড়ি।
বিদেশ না যাইওরে বন্ধু , বিদেশ না যাইওরে বন্ধু
আমি নারী একলা রইলাম বাড়ি।
অল্পনা বয়সেরে বন্ধু করিয়া আনলেন বিয়ারে বন্ধু
বন্ধু যৌবনকালে কেন যাইবা ছাড়ি।

১৪. বাকবাকুম না করিস তুই ওরে কইতর
মনের মানুষ নাইরে মোর কাই নিবে খবর
সুখের কইতর কয়রে সুখেরে তোর বাসা
একনা সুখও দেইস না কইতর এইটা মনের আশা।
সব থাকিয়া নাইরে কইতর সবাই হইছে পর
মনের মানুষ নাইরে মোর কাই নিবে খবর।
জোড়ায় জোড়ায় পরিস কইতর আদার খাবার আসে
মোর কপালত নাইরে জোড়া দুঃখ মনে জ্বলে
কইতর দুঃখ মনে জ্বলে।
অনেক আশা আছিলরে মনে, বান্দিনু সুখের ঘর
মনের মানুষ নাইরে মোর কাই নিবে খবর।
পাখা আছে ওরে কইতর বেড়াইস এতি ওতি
মনের ঘর জ্বলে কাই দেবে তাক নিবি।
কইতর কাই দিবে নিবি।
বাছি থাকি কি হইবে কেনবা মরন হয় না মোর
মনের মানুষ নাইরে মোর কাই নিবে খবর।

১৫. ও মুই নাইওর আর না যাইম গাড়িয়াল
তোমার গাড়িত চড়ি
তোমার গাড়িত বসি ছিড়িয়া গেলো
মোর বিয়ার শাড়ি।
একে তোমার ভোতরা গরু মোটেও না হাটে
পাচের গাড়ি আগত গেলে তোমার গাড়ি হাটে।
রাস্তার মাঝে বারে বারে দড়ি ছিঁড়ে।
জোরে একনা খেদান গাড়িয়াল, না ডুবান আর বেলা
সাথে তোমার কেউ নাই গাড়িয়াল, মুই নারী একলা

www.pathagar.com

বেলা ডুবলে বাড়ি গেইলে
কত জনে কতই কইবে শেষে হইবে কেনোং
ও মুই নাইওর আর না যাইম গাড়িয়াল
তোমার গাড়িত চড়ি
তোমার গাড়িত বসি ছিড়িয়া গেলো
মোর বিয়ার শাড়ি।

১৬. তোমরা গেইলে কি আসিবেন
মোর মাহুত বন্ধুরে
হস্তি নড়ান, হস্তি চড়ান
হস্তির পায়ে বেড়ি
ওরে সত্য করিয়া কন বন্ধু ধন
কোনবা দ্যাশে বাড়িরে॥
হস্তি নড়ান, হস্তি চড়ান
চড়ান হাউদা দিয়া
সত্য করিয়া কনরে বন্দু
হইছে নাকি বিয়ারে॥
তিষাতির বাগানে বন্ধু
যাইবেন হস্তি নিয়া
ওরে তোমাক বন্ধু না দেখিলে
ঝুড়াবে অবুঝ হিয়া॥

১৭. ও মুই মনের হাউসে না কঁরো সাজ
বন্ধুয়া নাই মোর ঘরে
ওরে নানান জনের নানান কথায়
মন মোর হাতাসে ওড়ো॥
ওরে বিয়াও দিয়া বাপো হইল পর
তাহো না হয় পতি
ঐ না পতির বাদে কূলবতীর
কপালে হয় দুর্গতি॥
ওরে শাওন মাসে ভরা পৌকর
ডুব দিলে নিথাও
ওরে মেওনা পৌকর শুকায় নাগিলে
চৈত মাসিয়া বাজারা॥
ওরে উড়াল ম্যাঘে চন্দ্র ব্যাড়ে
ম্যাগ যদি না সরে
ওরে মুই নারী মন্দের আকাশোত
ক্যামনে শোভা ধররে॥

www.pathagar.com

১৮. আরে ফুল ফুটিলে কাশিয়া কাটেরে
আরে ফল পাকিলে পড়ে
আরে ভাঙিয়া গেইলে রসের পিরিতি
প্রেমিক না ক্যানে মরেরে৷৷
আরে লাউ না খাইলে রস বান্দেরে
কলা না খাইলে পচে
আরে পিরিতি ভাঙিলে
মন আউলিয়া যায়
না বোঝে কোন বুঝেরে৷৷
আরে নদী যেমন কাছার ভাঙেরে
ও ভাঙা জনমে আর না ভরে
আরে ঐ মতন মানুষের পিরিতি
ভাঙলে জোড়া না ধরেরে৷৷

১৯. শুক্টা ভত্তা দিয়া ভাইজান
খায়া যাও ক্যানে এক মুঠা ভাত
মন ট্যাঙ্গা করি না যান ভাইজান
ছোট বইনের জায়।
ভাইজান ও...
চাদ্দর বালিশ ছিড়া দেখিরে
ভাঙ্গা বাড়ি ছিড়া শাড়িরে
ও ভাইজান, না খাওয়া এই মোর দেহ দেখিয়ারে
না যান মোক ঘেন্না করিরে
এক মুঠা ভাত খায়া যাও সোনা ভাই
ছোট বইনের জায়৷৷
ভাইজান ও...
অভাগিনা মুই কপালের দোষেরে
বাপো মাও, ভাই বইনের ময়া হারানুরে
ও ভাইজান, আশ পড়শির চোঁকের কাঁটা মুই
এতই কি মুই হইচোং কলংকিনারে
দোহাই নাগে না যান যাদু ভাই
গোসা করি মোর জায়৷৷

২০. আজি ক্যামনে থাকিমরে ভাঙ্গা ঘরোত
আইলো দ্যাওয়ার ঝড়ি
ও তোর ঘরেরি মাঝিয়াত পানি বান্দি গেইল
কি করিম ছাতি ধরিরে

www.pathagar.com

আলসিয়া ওঠেক ধরফরি।
চালেরি বান্দোন খুলি গেইচে, উড়ি গেইচে তার টুঁই
ঔ না ফোকর গ্যালেয়া ম্যাঘে যে বরিষে কি বা কোন্টে থুই
রে আলসিয়ারে টুক টুক করে বুক চমকাইচে
দেওয়ায় ডাকে ঘরি ঘরি॥
চৈত বৈশাখ গেইল এই ভারেতে জ্যোষ্টিও গেইল তোর ফসকি
কায় আষাঢ় শাওনে ঘর ছায়া দিবে, ঘর যদি কাইল যায় হুসকি
রে আলসিয়া নড়বড় করে ঘর খুঁটি চাল ঠেলি ধর
কসি বান্দেক খসা দড়ি॥

২১. এই যে গাড়িনা ধরিয়া গেইলেন সাধু মোর অংপুর শহরে
এই যে দেখিতে দেখিতে আন্দার ঘিরিল
বগা-বগীও ঝাকে উড়াল দিল
মোর সাধু ক্যানে না আইলো ঘরে।
ও সাধু মোর, এই যে পাতিয়া থুচুঁ ফুল বিছানা
সাজেয়া থুচুঁ মুই পান
চপোরাইতে ধরি মোর নিন না আসিবেরে
না আসিলে সোনার চান
প্রাণ বাদে প্রান উঁড়াও পাঁড়াও করে॥
ও সাধু মোর, এই যে ঘর বাড়ই না রয় পাতারে
নাই থাকে তেঁই মোপে
পতিধন ক্যানে মোর থাকিল পরবাসে
কোন বিধির ঐ কোপে
প্রাণ বাদে প্রাণ না রহিবে ধরে॥

২২. ওরে ন্যাদাং তোর মরার বাড়ি
মুই যাং মোর বাপের বাড়ি
কপালোত মোর হইবে যা আছে
ওরে ডেকুয়া মরা মোক ভুলিয়া
কল্লু বিয়াও পালে আনিয়া
মুরাদ না হয় ভাত কাপড় দিবার।
ওরে মনোত নিয়া কত আশা
কননু সুকের ভালোবাসা
কেও সুক আইজ কপালোত না সইলো
ওরে যাদুর কথা মনে হইলে
বুক ভাসে মোর নয়ন জলে
কালুয়া শিহির গায়োতে না নামে॥
ওরে আর কত দিন অসায়য়া

www.pathagar.com

থাকিম মরা মুই খুঁজি খায়া
খুজি খাইলে যাইম তা বাপের বাড়িত
ও রে তাতেও যদি না ন্যাং ঠাই
মরণ ছাড়া গতি নাই
এত জ্বালা আর না থাকিম সয়া॥

২৩. ওরে কদ্দিন থাকি মনে কয় বাপো মাওক দেখিলাম হয়
যাবার না পাই কামের বেওড়াম পড়ি
পতিধন, গাও ক্যানে মোর ঝিমঝিমায়, বাড়া বানিবার না মোনায়
ক্যামনে হইবে দেখা বাপের বাড়ি।
ওরে, কাঁয় দিলে বেন খবর করি, ভাইধন আসিল গাড়ি ধরি
বসিল যায়া গাড়ি ঘরোতে,
আরোও পাঠে দিল মিঠাইয়ের হাড়ি টোপলা বান্দা পান গুপারি
বাড়ি ভরি গেইল ওরে কি মোদের গেন্নাইল তেলোতে॥
ও মুই গরুর চড়ায় দিনু পানি, বাসিয়া ভাত পোয়াল আনি
মোগে থুনু অতি গোয়াল বাড়ি
পতিধন, ভাত ও আন্দিবে তাড়াতাড়ি, যাইতে না করিমেন দেরি
আইজে মুই যাইম বাপের বাড়ি॥
অইজো, মন করে মোর আউলা আউলি
ও পত্যি হাত কোন দেন মাথাত তুলি
বাওদিয়া না হইমেন আগোতে,
ও রে কয় মাসে আসিম ঘুরিয়া, মোর ভিতি চান মুখ তুলিয়া
ঘুরি আসি দেইল ওরে আকাশের একনা চাঁন কোলাতে॥

২৪. কইনার মায়ের বাড়ি চিলমারি
এই যে মশাল কোন জ্বোলা দিছে বাড়াবাড়ি
মশালের আগুন মাতাত পইলো, মাতা পুইড়া মোর বেল হইল
নাইওরারা কয় ভালোয় হইল, বেল মাওয়াত এখন মজা হইল
দিঘল কেশী মোর না উঠিবে ছিরি
ওরে মুই বলে আছুনু দইখনাটারীর শেপালাসী সুন্দরী
মশালের আগুনে মোক করিলরে নেড়া।
এই যে মশাল জ্বোলা দিছে বাড়াবাড়ি
মশালের আগুন পিঠৎ পইড়া, পিট পুইড়া হইল একনা ধপড়া
সেওনা পিড়াত কাপড় ধুবা, সবই ওরা আসে লুবা লুবা
চপের পিট কোনা মোর ধোয়ায় গেইল ভরি
ওরে মুই বলে আছুনু দইখনাটারীর আচ্ছা এক সুন্দরী

www.pathagar.com

মশালের আগুনে পিট পুইড়া হইল কালো আঁধারি॥
মশালের আগুন হাতোত পইলো, হাত পুইড়া ডুই হইল
বিয়াবাড়ির আইওরা কয়, ডই দিয়া ডাল ঘাটা ভালোই হয়
এই সিদতে কি সল্লে হয়, কইনার মাওক একবার পাইলে হয়।
ব্যালান যেন হাতকোনা মোর হইছে পোড়া খড়ি
ওরে মুই বলে আছুনু দইখনাটারির নিখুতা এক সুন্দরী
মশালের আগুনে পুইড়া সালাম কারী বিয়াবাড়ি॥

তথ্যদাতা : মালতি সরকার, মা : কিরণবালা সরকার, বাবা : মধুসূদন সরকার, বয়স : ২৭, শিক্ষা : এমএ, ধর্ম : সনাতন, পেশাঃ সঙ্গীত শিল্পী, জাতি/বর্ণ : সরকার। গ্রাম : শিবকুণ্ঠী, থানা : কাউনিয়া, ডাকঃ মীরবাগ, উপজেলাঃ কাউনিয়া, জেলা : রংপুর।

গংগাচড়া উপজেলার ভাওয়াইয়া

১. তুই ক্যানে ডাকিলো কোকিলারে
কোকিল মোর যে কাঁন্দে হিয়া
ও রে নিশি রাইতে জাগালু মোর
পরান যায় উড়িয়ারে-
বন্ধু গেইচে দূরদেশে
একেলায় ছাড়িয়া
ওরে মাস ফুরিয়া বছর গেলো
না আইলো ফিরিয়ারে- ঐ
কোকিলা তুই ডাকিস না আর
অমন করি বনে
তোর ডাকে আর ঘুম আসে না
অভাগির নয়নেরে - ঐ
তুই কোকিলা জোরা ছাড়া
মুই যে হারা সাথী
ওরে সারা রাইতে থাকং জাগি
জ্বালাইয়া বাতীরে - ঐ

২. ও ভাই তুই ছাড়া মোর কায় নিবে খবর
বাব মাও না দেখিয়া মুই কি এলা হইচং পর-
মোর ছওয়া দুইটা আশা করে মামাক দেখিবার বাদে
তুইও পাশরিয়া গেছিস্ দেখি হামাকো যাবার নাদে
ওরে ভাইরে বইনে না হয় দেখা
দয়া ময়া নাই যে তোর- ঐ
ছোট থাকি বরো হচিচ তুই মোরে কোলায় কাকে

www.pathagar.com

গরমের দিনত নিন পারাইচং পাংকা দিয়া হাকে
সেই ভাই তুই ভুলিয়া গেছিস্
কইলে ফাটে মোর অন্তর- ঐ
যদি থাকে ভাই বাগ মাইরবার যাই যতই বিপদ হয়
ভাই বরো ধন রক্তের বান্দন ছারিয়া না পালায়
ওরে ভাই বইন কারো না যায় ধোয়া
ছোট থাকিয়া পায় আদর- ঐ

৩. কারবা গাড়ি বয়া যায়
গরুর গালাত ঘুগরা দিয়া
ভাওয়াইয়া গান কয়-
ছই বান্ধিয়া যায় গাড়িয়াল
বাড়ির সামন দিয়া
দিগল নাসী গানের সুরে
মন নিলে কারিয়া- ঐ
বোলায় গরু ডাইনে বায়ে
যায় বার কার বাড়ি
মোর কপালত নাই যে কায়ও
আসিবে গাড়ি ধরি- ঐ
সকান হাত ভিজাঙ্গ মুই কোন্টে
বাপো মাও মরিয়া গেইচে
কায়বা দিবে ঠাঁই- ঐ

৪. ও পতিধন বৈদ্যাশ গেইলে
ক্যানে তোমরা পাশরিয়া যান-
একেলায় একটা ভাঙ্গা ঘরত থাকং বোকা নাগি
মোর কপালত নাই যে কায়ও তোমার নাই ভাগি
কথা কওয়াইয়াও নাই মোর সাথে
ধর পরেয়া থাকে মন- ঐ
বৈদ্যাশেতে যান পতি ধন একেলা ঘরত ছাড়ি
কতদিন মুই থাকি বেরাইম এ বাড়ি ও বাড়ি
কিবা কইবে পারার মাইষে
যায় যদি মোর কুল মান- ঐ
হয় ছোট কথা মাইষে করে বরো
মুই একেলায় কিবা করিম তোমরায় বিচার করো
বিয়াও করি আনিয়া ক্যামন
একেলায় থুইয়া যাবার চান-ঐ

www.pathagar.com

৫. ও বাবা কি হইবে কাঁন্দিয়া
ব্যাচেয়া খাইনেন দুরান তরে
পাষাণে মন বান্দিয়া-
ছোটো থাকিয়া বরো করিনেন
দুদে ভাতে খোয়া
আইজব্যা ক্যানে দ্যান বাবা মোক
পরার হাতে সপিয়া- ঐ
মাও জননীর কান্দোনে মোর
অন্তর যায় ফাটিয়া
ছটপটেয়া থাকিবে মাও মোর
কাঁন্দিয়া ডুকরিয়া- ঐ
ভাইও কান্দে বইনও কান্দে
মাটিতে পরিয়া
যাও বাবা বুজান ওমাক
বগলে বসিয়া- ঐ

৬. তিস্তা পারের মাঝি ভাই
তারাতারী পার করি দ্যাও
সাতে ক্যায়ও নাই-
ভাইট্যা মোর দক্ষিণ গেইচে বাবাও দেখেনা চোক্ষে
বইনট্যার খবর কায় নিবে আর পাটেয়া দিচে মোক
আইজো মোক আসিবার নাদে
তাওয়াই আর মাওয়াই- ঐ
ব্যালা হিনা পাটত বসিল নগত সইন্দা হয়
ইসমির চরের সেশত বাড়ি যাইতে নাগে ভয়
ক্যায়বা আছে সাথে যাইবে
মনের মানুষ কোটে পাই- ঐ
ব্যালা ডুবিলে ক্যায়ও হাটেনা নিধুয়া পাতার
শিয়াল করে হোয়া হোয়া মরণের আন্ধার
কি কয় কইবে পারার মাইষে
তোমরায় একনা হাটো যাই-ঐ

৭. নাই আর আগের চিলমারী
সাইর বান্দীয়া যায় না এলা
গাড়িয়ালের গাড়ি-
গাড়িয়াল ভাইয়ের না ঘারের গামছা নাই দোয়ালি পেন্টি
কই শুনি এলা ঘাটাত বাজে গরুর গালার ঘুন্টি

www.pathagar.com

আরে হাট হাট ডাইন ডাইন কয়না এলা
শুনি না গাড়ির ক্যার ক্যারি- ঐ
ঘাটায় ঘাটায় আছিল কত কামারের দোকান
গরুর গাড়ি না থাকিয়া ওমার কমচে মান
কতো গাড়িয়াল হাল বান্দাইচে
বান্দাইচে চাকার হাড়ি- ঐ
গাড়িয়ালের গাড়ি বইচে মানে নাই রাইত দিন
গরুর ঘারত জুয়া দিয়া গাড়িতে পারিচে নিন
কায়ওবা গাড়ির ছউ বান্দিয়া
উবাইচে নাইওরি- ঐ

৮. ও নয়া বিয়ানি সময় করি আইসেন ব্যারবার
হামার লালমনি-
মালশিরাধানের চিড়া আছে গজাল গরিয়ার খই
গাছ পাকা আটিয়া কলা পোষা গাইয়ের দই
কুষার মারা পাকা রস থাকলে
নাগে না আর চিনি- ঐ
আস্তে আস্তে মাখি বিয়ানি ধিরে ধিরে খাইমেন
রসের মজা যেমন তেমন দইয়ের মজা পাইমেন
তিয়াইশ নাগলে খোয়ামো তোমাক
কচি ডাবের পানি- ঐ
বাড়ির গাছের পান সুপারি ন্যাল ভ্যাল করি খামো
সুখ দুখের কথা বিয়ানি দোনো জনে কমো
মন জুরামো দোতরা ডাঙ্গা
ভাওয়াইয়া গান শুনি- ঐ

৯. রংপুর হামার ভাওয়াইয়ার দ্যাশ
ভাওয়াইয়া হামার প্রাণ
আইসেন বন্ধুধন হামার বাড়ি
শোনামো ভাওয়াইয়া গান-
মহেশ চন্দ্র কছিমুদ্দিন সমসের আলী প্রধান
কত নাম করিয়া গেইছে আইয শুনি গান
সিরাজ উদ্দীন গুনি মানুষ
আছে যে তার অবদান- ঐ
চটকা খিরল দিঘল নাসী রংপুরের ভাওয়াইয়া
আরো আছে পালা কুশানি খ্যাসটার গাওয়াইয়া
ভাওয়াইয়ার সুরে পাগল করে

www.pathagar.com

দোতারা বাঁশী যদি বাজান- ঐ
জুরি বাজে কাঁই কিটি তবলে দেয় তাল
গান শুনি সবায় কইবে একটি গানে ভাল
ভাওয়াইয়া গান রংপুরের প্রাণ
যদি একবার দিচে টান- ঐ

হারুন অর রশিদ-এর ভাওয়াইয়া

১. ওমোর দাদীগে সাধের বতুয়া সাগে
পাগলা বানাইছে
ওমোর দাদাগে সাধের বতুয়া সাগে
পাগলা বানাইছে (॥)
পাগলা বানাইছে মোকে সাধে মজাইছে
ঐজন্যে মুই চমকি উঠং নিন্দের আলিসে (॥)
চলনা দাদি বাড়ির পাছত
সাগ তুলিতে যাই (॥)
হাপায় নাপায় সাগ তুলিয়া
পেলকা বানাই (॥) ঐ
সাগ তুলিতে সাগ তুলিতে
ডুবি গেল বেলা (॥)
পাগলাপিরে বাগে ধরে
ক্যামনে যাইম মুই এলা (॥) ঐ

২. ক্যানে দাদি না করিস আও
বারে বারে মোক ডাকায় মাও
থাক বসিয়া গোসা হয়া
তোক যাওছে ছাড়ি (॥)
ওতোর চোখত পানি দেখি
ও মুই আনুং তাড়া তাড়ি দাদি (॥)
এইবার যদি কথা না কইশ মোক
তোর সাথে দেইম আড়ি (॥) ঐ
তুই দাদি মোর দুঃখের সাথি
তুইয়ে প্রাণের প্রাণ (॥)
এক মুহূর্ত না দেখিলে
মুই ছাড়িম তোর বাড়ি (॥)

৩. ওরে কী কব গরমের কথা বলা
নাহি যায় সারা রাইতে নিন না

www.pathagar.com

ধরে গরমের জ্বালায়
ওরে গরমের জ্বালাতে রে মোর
ধরছে কাশি জ্বর
সারা রাইতে গাও ঘামে মোর
করিয়ারে ঝরঝর ॥
ওরে কোনটে গেলু বুড়ি দাদি
আসিস না ক্যানে ঘর
দশ-বার খান হাকাই আনি
মোকে বাতাস কর
ওরে ঠান্ডা একনা পানি দিয়া
গাও খান দে মুছিয়া
সারা রাইতে নিন পারিম
মুই ঘোর ঘোর করিয়া ॥

৪. ও কী মাইয়র মাও
দুইখান খ্যাতা একটে করি মোক
ভারী করিয়া দাও ॥
আরে হিমালয়ের হিমেল হাওয়া
কয়দিন হতে ঠান্ডা বাও
দুইখান খ্যাতা...
ওরে এবার ক্যাংবা দারুণ শীত
শীতের ঠেলাই হয় নিন্দ
ভাংগা বেড়ার ফাঁক দিয়া
বাতাশ ঢুকে হ্যাল হ্যালেয়া
সামনে আসছে মাঘ
আরও শুনছ মাঘের জারে
কান্দে বোলে বাঘের ছাও
ও কী মাইয়র মাও
দুইখান খ্যাতা...
ঝড়ির মত পরে শীত
বনের পাখিও ছারছে গীত
গরিব লোকের আসছে যম
খাটো হইছে বুড়ার দম
পশ্চিম দিকের ঠান্ডা বাও
ঠাণ্ডায় হামার কাপছে গাও
লজ্জা শরম ত্যাগ কর
পোয়াল ঘরের বিচনা কর

www.pathagar.com

বেলা থাকতে চরান ভাত
ঠান্ডা লাগান না তোমার গাত
এই শীততে নানা রোগে
ভোগছে এবার সারা গাও
ও কী মাইউর মাও
দুইখান খ্যাতা...

৫. ও দাদা বছর ঘুরে আসলো ঈদ
ভোর বেলাই ভাংলো নিন্দ
সবার মাঝে খুশির ঝড়
ধনী গরিব সমান আজি
কার ও মানে নাই যে, আপন পর।
খোদার আদেশ মানছে যারা
নামাজ রোজা করছে তারা
খুশির হাওয়া বইছে তাদের গায়।
ঈদের নামাজ করবে আদায়
ময়দানেতে যাচ্ছে সবায়
নতুন পোশাক পরছে সবায় গায়।
ও দাদা খোদা তায়ালার এমন দান
সবার মাঝে খশির বান
ছেলে বুড়ো সবার মুখে হাসি।
সবার মাঝে ঈদের হাওয়া
নানান রকম খাওয়া দাওয়া
ঈদের দিনে সবাই থাকে খুশি।

অন্যান্য গীতিকারের ভাওয়াইয়া

১. জোড়ে বোলাও গাড়িরে গাড়িয়াল
ভরকে বোলাও গাড়ি
দয়াল বাপের বাড়ি যাইম
মুই বেলা গেল বাড়ি
জোড়ে বোলাও গাড়িরে গাড়িয়াল
ভরকে বোলাও গাড়ি
মোর পরানের দুঃখরে গাড়িয়াল
কাহোরে বোঝে না
বাপো-মা মোক দিলোরে বিয়া
সোয়ামি পাগলা

www.pathagar.com

হামার বাড়ির পানিয়া মরা করে
গাড়িয়াল, কায়বা কি কইছেহ
বাড়ি আসিলে টেকুয়া মরাটা
মোক যাবার না দিবে রে, গাড়িয়াল।

২. বন্ধু ছাড়ো হামার মায়ারে
হামরা কাল সকালে বাড়ি যামো॥
জাত কামারে লোহা চেনে যেমন
ধনী চেনেরে ধান
তোমরা আসিবার কয়া
বসেয়া তুইয়া
করিলেন অপমান
রসিয়াকে রসিক চেনে যেমন
ভোমর চেনেরে মধু
থাকিবার কথা চলিয়া গেলেন
কথা না কইলেন তবুরে॥
বন্ধু ছাড়ো হামার মায়ারে
হামরা কাল সকালে বাড়ি যামোরে॥

তথ্যদাতা : নদিয়া কিশোর সরকার, পিতা- ললিত মোহন রায়, বয়স-৪৫, পুটিমারী, বেতগাড়ি, গংগাচড়া।

৩. তোমরা কী কইসেন চাচা
তোমরা কী কইসেন চাচি
হামরা ভোকেতে না বাঁচি
কাইল খাছি গমের ভাত
আইজ উপাস আছি
এই যে তোমার বউ ভাত চরেয়া
গেইছে ওমার বাড়ি, বাহে গেইছে ওমার বাড়ি
ওরে ভাত নামেবার য্যায়া চাচি
হাত ফেলানু পুরি।
ও মোর বড় বউটার দুই পায়ে গোদ
তাকে তায় সুতিয়া
ডাকান যদি হাত ঝাকেয়া
ওঠে বাপ কয়া
এই যে আদা ফুটা গমের ভাত
কেমন করি খায়
বাহে কেমন করি খায়

www.pathagar.com

সারা রাইতে পেটত ওগলা
গরগরে বেড়ায়।

তথ্যদাতা : ক্ষিতীশ চন্দ্র রায়, বয়স-৫৬, চান্দামারী, বেতগাড়ি, গংগাচড়া।

৪. ও মুই হাউস করিয়া বিয়াও করিনুং সুন্দরী
বউ— দেখি
এই কপালেত বিধাতা মোর দুঃখ থুইছে লেখি
ও মোর মনের আশা মনে রইলো
বিয়াও করিয়া মোর কি হইল
হনং দিশাহারা
দিনো রাইতে বউয়ের সাথে নাগে ঝগড়া
ও মোর দিনে রাইতে বউয়ের সাথে
নাগে ঝগড়া
রইছে বাহে কাম করং মুই
গাও খান যায় ভাসি
বাড়িত আসিয়া দ্যাখোং বউ
চেয়ারোত আছে বসি
স্নো পাউডার মাখির জানে
বোজে কোন কামের মানে
এগিলা মাইষের সাথে ভাইয়া কেমনে যায় পারা
দিনে রাতে বউয়ের...

৫. বাঁচি থাকির জন্যে ও ভাইয়া
কাম করিতে হয়
মোর বউ কাম করে না
কামোক করে ভয়
সাজিবারো ভালো জানে
বোঝে না কোন কামের মানে
কতো কষ্টে করোং মুই চলাফেরা
দিনে রাইতে বউয়ের...

৬. ও মোক কাও পায় দেখিবার
ভালো নোমায় ব্যবহার
মুই বোলে ঝগিরা
নিজের পারাত থাকির নাই পাইস
কেমন তুই নারী
মুই বোলে ঝগিরি

www.pathagar.com

কথা কইস তুই বড়ো বড়ো
কথা কইস না ছোট ও
তোর কপালোত কিছু নাই
চলে না মোটে ও
কতো কষ্টে বাঁচি আছিস
ব্যাটা টাক ধরি
মুই বোলে ঝগিরি

ছোট বড়ো মানিস না তুই
কাকো দেইস না দাম
ভাবিয়া দেখ তুই তোর হইবে
খারাপ পরিণাম
দিন রাইত কান্দি থাকিস
এখন উপায় কি করি
মুই বোলে ঝগিরি

তথ্যদাতা : রনজিত কুমার রায়, পিতা-ভূপেন্দ্রনাথ রায়, বয়স-২৭, পুটিমারী, বেতগাড়ি, গংগাচড়া।

৭. আরে ও সোনার নাইয়া
ভাবের বন্ধু মোর গেইচে ছাড়িয়ারে।
যদি বন্ধুর নাগাইল পাঁও
ছাড়িয়া না দিম আররে
আরেও কাজেলা নাইয়া নিদানে কর পার
ওকি দেওয়ায় করিছে অন্ধকার।
মধুয়া কাশিয়ার ফুল
নদী হইলো কানাই হুলস্থুলরে
ওরে ও কাজেলা নাইয়া
ওকি দেওয়ায় করিছে অন্ধকার।
যে নাইয়া করিবে পার
তাক দিব আমি গলার হাররে
ওকি কানাইরে পার করিলে
যৈবন করিব দান রে।

৮. ধিকো ধিকো ধিকো মইষালরে
মৈষাল ধিকো গাবুরালী
এহেন সুন্দর নারীক
ক্যামনে যাইবেন ছাড়ি মইষাল রে।

www.pathagar.com

তখনে না কইচোং মইষাল রে
মইষাল না যান উত্তরপাড়া
উত্তরপাড়ার চেংরিগুলা
জানে গুয়াপাড়া মইষাল রে।
তোমরা যাইবেন মইষ চড়াইতে রে
মইষাল আমার পোড়ে হিয়া
এহেন শোনার যৈবন
ক্যামনে রাখিব বান্দিয়া মৈষাল রে।

৯. সংসার আউলিয়া গেলোরে...
হাউসে দুইটা কইনা করিয়া
ঝগড়ার বাদে মারিনু ধরি
বাপের বাড়িত্ থাকিল আটকিয়া।
ওকি হায়রে হায়রে হায়
কি করিবার কি করিনু
দোলা জমি লেখিয়া দিনু
ছোট কইনার নামে করিয়া
সোনা রুপার জিসিস দিনু
হাতি পালকি বাইজ করিনু
আর এক বিঘা ভুই বন্দক থুইয়া...।
ও কী হায়রে হায়রে হায়
বড় কইনায় কতয় কইল
আল্লায় দিছে ম্যালায় ছইল
সে কথা মুই না ধরিনু ক্যানে
বাইরে বাইরে কন্নু বিয়া বড় কইনাক না পুছিয়া
ভোলা দেওয়ানীর বুদ্ধি ধরিয়া।
বড় কইনায় ক্যাস্ক্যাসায়
আন্দি পাকে একলায় খায়
এ হেন দিন যায় মোর খায়া না খায়া।
ওকি হায়রে হায়রে হায়...
সংসারের মোর নানা তাল
চাকর পাইটও ব্যারেয়া গেল
হালের গরু সেও গেল মরিয়া
আশ্বিন মাসি নমলা বান
খায়া গেল মোর হেউতা ধান
এ সংসার চালাও কেমন করিয়া।

www.pathagar.com

১০. ও মোর ভাবিও... ও মোর ভাবি...
কী কইম ভাবি দুঃখের কথা
ওরে চিন্তাতে হইল মোর খারাপ মাথা
ভাগ্যেত কি মোর এইলা নেকা ছিল
বয়স হইলমোর কুড়ির নিচে
মোকে বুড়ি কইনা দিছে
ভুলছে সবায় দানের পাকে দেখিয়া
চেংড়া বয়সত্ বিয়াও দিলে মোক বুড়ি কইনাক দিয়া।
ও মোর ভাবিও ... ও মোর ভাবি ...
যে কইনাটাক আলছে দেখি
সেটাক ওমরা থুছিল নুকি
বিয়াও পড়াইল আর একটাক সাজেয়া
মাথার চুল তার আদেক পাকা
অল্প অল্প কমর ভ্যাকা
ঠসি সেটা আইত হইলে আর চোখে দ্যাখেনা...
ঐ বাদে মোক শ্বশুর বাড়িত্ যাবার মোনায় না।
ও মোর ভাবিও... ও মোর ভাবি...
বাপো মাওয়ক ভাউযোক কও
সাইকেল ঘড়ি ফিরিয়া দাও
আদা বুড়িক মুই আর নিবারনেও ...
ওরে আদা বুড়িক বিয়াও করি
মাইসে হাসে গাওত পড়ি
ঐ বাদে মোক হাট বাজারত
ব্যাড়ের না মোনায়...
চেংড়া বয়সেত বুড়িক দিয়া
কারবা বিয়াও হয়।

তথ্যদাতা : তরণীচন্দ্র রায়, পিতা- তারক বর্ম্মন, পেশা-কৃষি, বয়স-৩৫, পুটিমারী, বেতগাড়ি, গংগাচড়া, রংপুর।

তারাগঞ্জ উপজেলার ভাওয়াইয়া

১. ও কী করিম সখি রে
কোন দিনবা ভাঙিবে চান্দের বাজার।
না পূজিলাম দেবিরে-দেবা
না করিলাম গুরুর সেবারে
সখিরে বিফলে মনুষ্য জনম যায়।
অযোধ্যায় ছাড়িলাম পিতা

বনেতে হারাইলাম সীতারে
ও সখিরে কর্মদোষে হারাইলাম গুণের ভাই
ছাড়রে মন ভবের খেলা
পশ্চিমে ডুবিল বেলা
বেলা ডুবিলে হইবে অন্ধকার।

২. ভাইরে অইদ্গা মাইন্ষের ফোস্লানিতে
বাপ চায়ছে মোক বিয়াও দিতে
এই কথাতে নাগিয়া গেল কাম
আশপাশ আর দূরদূরান্তর
আইস্ছে কত কইনার খবর
বাড়িত্ নাগাইল ঘটকের হাংগাম
ও বাহে কইনাআলায় পাগল হয়্যা
আইসপার নাগিল ডিমান নিয়া
কায় কি দিবে ন্যাকা জোকায় নাই।
বাপে মায়ে দুইজনে কয় ডিমান নিবার হবার নয়
জাত মানুষের ছাওয়াল ওমরা চায়।
ও ভাইরে শুনো এবার কইনার ধরন
কারবা দেহার ক্যামন গঠন
কারবা ক্যামন দেখিবার তারে কই।
কায়ও চিকন কায়ও মোটা
কায়ও খাটো কায়ও কচুর বই।
ও বাহে কায়ও সাদা কায়ও কালা
কায়ও হইবে দ্যাখিবার শ্যামলা
কায়ও বাহে হলুদি বরণ।
সবায়গুলা সুন্দরী কাক নেই কাক বাদদি
আগাও পাছাও নাগেয়া দিল মন
ওহে এবার শুন ভাইরে কয়া যাবো কইনা গিলার নাম।
ওরে গণ্ডগোল না করিয়া মন দিয়া শুন
সবায় মিলিয়া ভালো করিয়া গনো
বুলবুলি, টুলটুলি, বাশরানী, হাসিনা,
ঝগড়ি কমলা ন্যালভেলা সাহেবা,
ফুলবানু, নালবানু, ন্যালভেলী, বাসরানী, ন্যাশপেশী,
হাশফ্যাশ ফকিরোন, ফুলানি
ছকিমোন, নছিমোন, করিমোন, মর্জিনা,
ঝলমলি, দুলালী, কিছামন, সামিনা,
ট্যাপড়া, ট্যাপড়ী, ঝলমলি, খাদেজা,

www.pathagar.com

ব্যালবেলি, সুয়াতি, মমেনা, বানোচা,
আমেনা, মমেনা, লালবানু, জোবেদা,
আয়েশা, আনিচা, তানজিনা, সাহেদা,
যামেনা, কামনা, ওরে মোর সরলা
দোলবানু, গোলবানু, ভানুমতি, আহেলা,
নছিরন, গোলাপি, কছিরন, বাতাসি,
ত্যালানি, ফ্যালানি- এই চারটা নাম মনে আছে ভাই
আরো আছে একপালা
নাম কইতে মনে ধরে জ্বালা।

কথা: রণজিৎকুমার রায়

৩. ও শ্যাম কালিয়ারে
কালা যাইও যাইও কালা
আগুনের ছলে।
তোর যেমন কালা টেরিয়া সিতা।
মোর তেমন কালা ঢালুয়া খোঁপা
কালা যাইও যাইও কালা আগুনের ছলে।
তোর যেমন কালা দান্তাল হাতি
মুইও তেমন কালা ভর যুবতিরে
কালা যাইও যাইও কালা আগুনের ছলে।

তথ্যদাতা: রণজিৎ কুমার রায়, বয়স- ৩৫, শিক্ষা- ৫ম শ্রেণি, পেশা– কৃষি, পিতা- মৃত কেরকারু বর্মন, গ্রাম– হাড়িকাটা, পোস্ট– তারাগঞ্জ।

৪. বাতির শিখা বাতির শিখা জ্বলেয়া দিল কে
দিবা নিশি মনের আগুন জ্বলি জ্বলি ওঠে রে সখি
এ বড় মনের আগুন
আর ধান কাটিলেরে সখি যেমন পড়িয়া থাকে রে নারা।
এ মত মানুষের দেহা পবন গেইলে মরা।
হে সখী এ বড় মনের আগুন।
বৈনের কান্দন উনিরে সুনি
মায়ের কান্দন সার
কোলারও ভার্যা কান্দে দ্যাশের ব্যবহার
রে সখি এ বড় মনের আগুন।

৫. আরে ও কাটোল খুটার ওরে দোতারা
তুই কুরিলু মোক জনমের বাউদিয়ারে।
বাচ্চা থাকিয়া দোতরা বাজাংরে তোক

www.pathagar.com

এ্যালাও ক্যানে দোতরারে বিয়াও না দিস মোক।
বাপ ছাড়িনু ভাইয়াও ছাড়িনু ছাড়িনু দ্যাশের লোক
এ্যালাও ক্যানে শালার দোতরা বিয়াও না দিস মোক।

৬. আই মোর সতিনগুলো কয়
মুই বলে আন্দোনো জানোংনা।
এক তোলা কচুর শাক
ও আরো তিন হাটু তার পানি
বাপে বেটি হাসিয়া মরে
ও মোর কচু শাকের পানি।
আই মোর সতীনগুলা কয়
আই মোর ঘেগি সতিন কয়
আই মোর বুচি সতিন কয়
মুই বলে আন্দোনে জানোংনা।
ময় দিবোং মসলা দিবোং
আরো দিবোং হত্তকি কুটিয়া
উয়ার মইদ্দে গান্ধি পোকা
আরো দিবোং টিপিয়া
নাতেন সোয়াদ হইবে না।
আই মোর সতিনগুলো কয়
আই মোর ঘেগী সতিন কয়
আই মোর বুচি সতিন কয়
মুই বলে আন্দোনে জানোংনা।

তথ্যদাতা : রাজকুমার বর্মন, বয়স-৩০, শিক্ষা-২য় শ্রেণি, পিতা-বরক বর্মন, গ্রাম-বৈরাগিপাড়া, পোস্ট- ইকরচালী।

বদরগঞ্জ উপজেলার ভাওয়াইয়া

১. সাহেব গঞ্জের ঘাটাতে
দেবীর মেলা নাগিছে
দেওরা গো... মোক চুরি কিনিয়া দে।
ও দেওরা গো...
ভাইয়া তোমার খোসখোসা
নাই কথাতে হয় গোশা
এই না মনের আশা মোর
কাঁয়বা মিটাইবে।
যাওছেন তোমরা মেলাতে
ঘুরিয়া আসমেন বেলাতে

www.pathagar.com

দেওরাগো ফিতা আনিয়া দে।
ও দেওরা গো...
আনমেন তোরা কানের দুল
নাকের আনমেন মটর ফুল
রেশমি চুরি ডজন খানিক পিন্দিম হাতোতে।
হাতের কাঁকই আর আয়না
কাপড় থোয়া আলনা
দেওরাগো হাউসের কিলিপ আনিয়া দে।
ও দেওরা গো...
দেবীর মেলার জলপান,
নাগের হাটের খিলিপান
নাড়ু খাবার নারকেল একটা মোকে আনিয়া দে।
দেওরা তোমরা রশিয়া
গপ্‌প করমো বসিয়া
দেওরাগো তোমরা আইসেন সকালে।

২. তোর জ্বালায় মুই
ছাড়িম বাড়ি ঘর রে
পানিয়া তোর জ্বালায়...।
হাল ছাড়ি দি আসিয়া
ঘরের চালিত বসিয়া রে
চউক পাকাইস তুই
মোর পাকে দেখিয়া রে
পানিয়া তোর জ্বালায়...।
পানি উবি আনিতে
ভাত হইল মোর দেরিতে রে
তার বাদে মোক ডাংগে
করলু খোঁড়া রে
পানিয়া তোর জ্বালায়...।
হাট বাজারেও যাইস্‌ না
কোন খরচ করিস না রে
খাবার সমে ক্যান
ওন্দোর গোন্দর করিস রে
পানিয়া তোর জ্বালায়... ।
দোপরাইতে উঠিয়া
চুলের মুঠি ধরিয়া রে
পিঠ ফাটালু

www.pathagar.com

কইড়ের নাটি দিয়া রে
পানিয়া তোর জ্বালায়...।

৩. একেতো নাড়াবাড়ির হাল
কাটুয়া জোঁকের ক্যালবেলি
না পারিম আর হাল ববার মুই
গেল চলি।
বিয়ার কথা কইলে দাদায়
করে গাইলা গাইলি।
একে তো বিল বাড়ির জোঁক
যেংকা ভঁইসা হালুয়া পেনটি
যেটে ধরে সেটে দেয় ভাই
কট্‌টাস করি কাটি।
সোনার দেহ হইল মোর মাটি
এইংক্যা করি সারা জীবন মোর
মিছ্যাই খাটাখাটি।
দাদা থাকে শুতি...
ভাবি পাঞ্জরাত বসি হাঁকায়
মুই অভাগা ভাঙ্গা ঘরোত
থাকোঁ ফাকায় ফাঁকায়।
খালি করোঁ হায়রে হায়
এইংক্যা কপাল কারো যেন
না করে আল্লায়।

৪. চালের কুমুড়া রে...
কেমন করিয়া খাঁও তোক
বন্ধু নাই ঘরে।
আসপ্যার চায়া ও বন্ধুয়া
গেইছে দুরান্তর,
তারে বাদে দিনে রাইতে
ঝোরে মোর অন্তর রে।
চালের কুমড়া চালোত আছিস
হইছে বড় শোভা,
বন্ধুয়া মোর নাইরে ঘরোত
ঢক্ দেখে তোর কেবা রে।

www.pathagar.com

হাউস করিয়া বন্ধুয়া মোর
ছেঁক্‌ছে গাছোত পানি
হাউসের বন্ধু দূর দ্যাশে
কাঁয় দেবে মোক আনি রে।
যাবার সমে কয়া গেইছে
মাথাত হাত দিয়া,
ভাল করি দেখিয়া কুমড়া
খামো যে সিজিয়া রে।

৫. দ্বৈত কণ্ঠে

নাতিন : দাদি গো
দাদী : কী?
নাতিন : ও দাদি-
দাদী : কী–কী–কী?
নাতিন : লেখা পড়া শিখিবার আমি ইস্‌কুলে যাওছি।
দাদী : মাইয়া মানুষ লেখা-পড়া শিখিয়া মোদের হইবে কী?
দাদু : তোমার শুনলে করবে বকারে বকি।
নাতিন : পাড়ার সকল চেংড়িগুলা ইস্‌কুলেতে যায়,
তুমি ক্যান খরাং খরাং বাধা দেও আমায়।
না শুনিমো তোমার কথা, এইতো আমি চলেছি ।

দাদী : দাদু তোমার শুনলে করবে বকারে বকি।
শোনেক ওরে ড্যাকুয়া চেংড়ি কিবা কথা কও,
লেখা-পড়া করব্যার চাইলে বুড়াকে মানাও।
ইস্‌কুলে যাওয়ার কথা শুনলে উঠপে বুড়াফদ্‌কী।
দাদু : বুড়ি রে-
দাদী : কি-
দাদু : কিবা কথা কওছেন তোরা নাতিন আর দাদী,
সেই সব কথা চুপ করিয়া আমার শুনা চলবে কি?
দাদী : শোনেক ওরে মরার বুড়া নয়া যুগ আলছে,
তোমার হাউসের নাতিন কোনা ইস্‌কুলোত যাওছে।
দাদু : ফেলাও ঐল্যা ঢংগের কথা-
মারব এবার এক লাঠি
ধরা এবার পল্‌ছে রে বুড়ি, তোমার চালাকি।
শোনেক চেংড়ি ইস্‌কুলোত তোক যাবার দিবার নাও,

ঐল্যা ঢংগের লেখা-পড়া শিখিবার দিবার নাও।
লেখা-পড়া মানুষগুলা সউগ জাগাত দেয় ফাঁকি।
দাদী : শোনেক ওরে ভাতুয়া বুড়া, কিছুই বুঝিস না,
লেখা-পড়া অমূল্য ধন, তাও কি জানিস না,
দেশের সরকার পড়া শিখতে বই পুস্তক দেয় ফ্রি।
দাদু : তা হইলে তো লেখা-পড়া
শিখতে হয় বৈ কি।

তথ্যদাতা : মোঃ সোহরাব আলী, জন্ম- ১৫ সেপ্টেম্বার ১৯৪৭, পিতা- বছির উদ্দিন, গ্রাম- কচুয়া, লোহানিপাড়া।

৬. আনতো বাহে তাওয়াইর বেটি
ধলা মুরগাটাক আনতো ধরি
জব করিয়া তকারি বানে দেই।
মিশাল কোশাল দিমেন কী
আদরক আর গাইয়া ঘি
ডালি চারেক দ্যান পিয়াজের পাত।
তাওয়াইর বাড়ির চালোতে
বোল্লাভাষা তোলাইছে
বোল্লা কামড়াইছে ঘারোতে
আর না যামো তাওয়াইর বাড়িতে।

তথ্যদাতা : মহাম্মদ শহীদুল ইসলাম, বয়স- ৬০, পিতা- মোঃ সবুর আলী, পেশা- গান গেয়ে ভিক্ষা করা, গ্রাম- ঘাটাবিল (খিয়ার পাড়), পোস্ট- বদরগঞ্জ।

২. কর্মসংগীত

লোকসংগীতের বিশেষ দিক কর্মসংগীত। মানুষের প্রতিকূল প্রকৃতির বিরুদ্ধে যূথবদ্ধ কায়িক সংগ্রামের ভিতর দিয়েই আদিম মানবসমাজে সংগীতের উৎপত্তি হয়। শ্রমসাধ্য সমবেত কর্মের মসৃণ সম্পাদনের জন্য তালবদ্ধ সংগীত ব্যবহৃত হয়। এই জাতীয় শ্রমলাঘব দেহছন্দ ঘটিত সমবেত গীত প্রয়াসকেই কর্মসংগীত বলা হয়। এই সংগীতে তাৎক্ষণিক প্রেরণা সৃষ্টি হয় কর্মে। কর্ম সংগীতে কর্মবৃত্ত মানুষের জীবনের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটে। এ সংগীত শ্রোতার মনোরঞ্জনের জন্য রচিত হয় না। গায়ক ও পরিবেশনকারীর দেহ তৎপর ও শক্তি সঞ্চয় ও শ্রমকষ্ট লাঘবই এ সংগীতের অন্তর্নিহিত লক্ষ্য। এদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত কর্মসংগীতের মূলে হচ্ছে ক্ষেতনিড়ানি, পাটনিড়ানি, নৌকা-বাওয়া, নৌকা চালন প্রতিযোগিতা, ছাদ পেটানো, গাছ উঠানি প্রভৃতি কর্ম সংগীতই প্রধান।

www.pathagar.com

সংগৃহীত কর্মসংগীত

১. আল্লাহ্ নাম, আল্লাহ্ নাম
নেও মুখে
দিন তোমার যাইবে সুখে
সুখের নিন্দা আজকে নিবে
মামলা টিলা, টিলা মামলা
ওগোর ঘর, একদিন সারি সাতদিন জ্বর,
জ্বর নওয়ারে জুয়ানের গাঁও
খালি জুয়ান হিয়া কয়
হিয়ালি মুরগি নিগাল শিয়ালে
শিয়াল শালা ওঠ বাফুনি
আগুন জল্ এইছে হিয়া
সবাই বল। জোরছে বল...।

২. কিরে কেমন হইল, চলছে ভাল
সমুদ্রের নোনা পানি
সাধুর খেলা ভাটি উজানি
দিক ওয়ারি কান্দিয়া মইলো
বয়স কুমারি
বয়সের নিলা আইজ কেনরে
মামলা টিলা, চলছে ভাল
জোরে জোরে জোরছে বলো, হইয়ো।

৩. বুড়ার বেটির কপাল ভাল
ঠ্যাং তুলিতে ভেতর গেল
ভেতর কষা নারীর যৌবন
তাম্মা কষা কষ-কৃষাণী।
তারে বেড়াইল আসানি
তুই তোরে আমি আমি
পনতা মাকু খড়িত খড়িত
খগিত ডিংগা শহরত যায়
খায় তামাকু বাজায় নুর
সব সুয়ানা বালাই দূর
গাং ধনি সবের সোনা
সোনা বান্দিয়া হইলাম সুখি
নাম রাখিলাম চন্দ্রামুখি
প্রত্যেক কথায় মাইনা নড়ে
নড়চ্ছে হিয়া, জোরছে বল।

www.pathagar.com

৪. সোনার নাটি কাঠের টিয়া
কণ্ঠ বান্দিবো হুগলি জেলা
চুদোন বোদন বংশি রোদন
বলি জানখান বেতের বান্দোন
বেতের আড়ার বেতের পাগল
ঘাড় মোড়া দিয়া বান্দো ছাগল
ছাগল বান্দিয়া হইলাম খুশি
নাম রাখিলাম চন্দ্রামুখি
পতি কথা নড়ে নাই
নাই নড়ে নড়ছে হিয়া
জোরচ্ছে বল, উঠছে হিয়া
সোনার নাটি কাঠের টিয়া
হেইচ্ছো দিয়া...।

৫. এলুয়া থর থর কাশিয়া মুড়া
বউ ধরে পেলকা বুড়া
পেলকা বুড়ার চেটোত ঘাঁও
তেল মারি দেও হেবলার মাও
দেখা গেল বোদার থানা
থানা দেখিয়া হইলাম খুশি
নাম রাখিলাম চন্দ্রমুখি।
ভাই সেরা জোততো মোরা
তোমার জোরে সাঁতালি পর্বত
গেল সব চলিয়া
জোর জোর, হেইচ্ছে জোর
জোরচ্ছে বল, জোরচ্ছে বল।
ডাকত নড়ে, ডাক কুড কুড সইলাম নারে
সইলের জামাই ঘরোত কাশে
কাশ কাশ কষানি
তারে বেড়ায় আশানি
হেবলার মায়ের ডোং ডোং কানা
দেখা গেল সদর থানা।
জোড়চ্ছে বলো আশের নিলা
মামলা টিলা, টিলা মামলা
জোড়চ্ছে বল উঠলো টিলা।[১]

তথ্যদাতা : মো. বেলাল হোসেন, পিতা- মৃত আলাস উদ্দিন, পেশা-কাঠুরে, বয়স-৫৮, নোহালী, গংগাচড়া।

www.pathagar.com

৩. মেয়েলি গীত

ভাওয়াইয়ার মত রংপুরের মানুষের লোকসংস্কৃতির বিশাল অংশ দখল করে আছে, মেয়েলি গীত। সাধারণত মেয়েলি গীত মেয়েরাই বিভিন্ন পালাপার্বণে, বিয়েসহ বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে দলবদ্ধভাবে গেয়ে থাকে। এসব মেয়েলি গীতে নারী মনের বহুমুখী চিন্তা, অনুভূতির বর্ণিল পরিচয় যেমন পাওয়া যায়, তেমনি সমাজ ও পরিবেশের পরিচয় ফুটে ওঠে।

সদর উপজেলার মেয়েলি গীত

১. ওপারে বুনিলাম জিরার গাছ বুবু জিরার বরণ কালা,
মানুষের মুখে শুন্যাছি বাবাজি শ্বশুরের বড় জ্বালা,
শ্বশুরক আমি বুঝাবো বাবাজি পান পিষা দিয়া।
ওপারে বুনিলাম জিরার গাছ বুবু জিরার বরণ কালা,
মানুষের মুখে শুন্যাছি আম্মাজি শাশুড়ীর বড় জ্বালা,
শাশুড়ীকে আমি বুঝাবো আম্মাজি রান্না-বাড়ি দিয়া।
ওপারে বুনিলাম জিরার গাছ বুবু জিরার বরণ কালা,
মানুষের মুখে শুন্যাছি বুবুজি ননদের বড় জ্বালা,
ননদকে আমি বুঝাবো বুবুজি হাতের চুড়ি দিয়া।
ওপারে বুনিলাম জিরার গাছ বুবু জিরার বরণ কালা,
মানুষের মুখে শুন্যাছি ভাইজি দেবরের বড় জ্বালা,
দেবরকে আমি বুঝাবো ভাইজি মিষ্টি মুখের হাসি দিয়া।

২. আগ্‌না দিয়া হাটে কি হাটে রে
মোর ময়ূরপঙ্খী ঢোলে;
চাচায় দিছে বিয়া কি বিয়া মোর
বুড়া গাবরুক দিয়া।
ভাইয়া দেছে বিয়া কি বিয়া মোর
মাষ্টার বাবুক দিয়া;
গাবরুর দিকে দেখো কি দেখোরে মোর
মুচকি মারি হাসে
আগ্‌না দিয়া হাটে কি হাটে রে
মোর ময়ূরপঙ্খী ঢোলে।
বাবায় দেছে বিয়া কি বিয়া মোর
বুড়া গাবরুক দিয়া
গাবরুর দিকে দেখে কি দেখে রে
ফিকরি ফিকরি কান্দো।

www.pathagar.com

৩. বাবা বহুল তলে না করিম খেলা কি আর বাবাও
বাবা ওদিয়া যায়রে নয়া আজার ব্যাটা,
তায় সে দেখিলে বিয়াও করিবার চাইবে
বাবা বহুল তলে না করিম খেলা কি আর বাবা ও
বাবা ওদিয়া যায়রে সাহেবজাদার বেটা,
তায় সে দেখিলে শাদী করিবার চাইবে
বাবা বহুল তলে না করিম খেলা কি আর বাবা ও।

৪. নাও বয়া যায় বৈঠা বায়া যায় ধীরে ধীরে রে
ডালিমের ফুল,
অর্ধেক রাস্তায় যায়া ছিড়িল নায়ের রশি রে
ডালিমের ফুল।

গাবরুর বাবার লম্বা লম্বা দাড়িরে ডালিমের ফুল
ছেড় দড়ি পাকাও নায়ের রশি রে
ডালিমের ফুল।

নাও বায়া যায় বৈঠা বায়া যায় ধীরে ধীরে রে
ডালিমের ফুল,
অর্ধেক রাস্তায় যায়া ছিড়িল নায়ের রশি রে
ডালিমের ফুল।

গাবরুর চাচার লম্বা লম্বা দাড়িরে
ডালিমের ফুল,
ছেঁড়া দড়ি পাকাও নায়ের রশি রে
ডালিমের ফুল।

৫. মুকোতে না দেন হলোদি হে মাও বইন,
মুক আমার পুন্নিমার চান্দো হে মাও বইন,
মাতাতে না দেন হলোদি হে মাও বইন,
মাতা আমার কোরান শরীফো হে মাও বইন,
হাতে না দেন হলোদি হে মাও বইন,
হাত আমার তরকাই তোলা হাতা হে মাও বইন,
পিটিতে না দেন হলোদি হে মাও বইন,
পিটি হামার কাপড় ধোঁয়া পিড়া হে মাও বইন,
পাওতে না দেন হলোদি হে মাও বইন,
পাও হামার কোয়াইর দেওয়া মাটি হে মাও বইন।

তথ্যদাতা : শ্রীমতি ভগবতীরানী, স্বামী-শ্রী যোগীন্দ্রনাথ, বয়স-৫৫, পেশা- গৃহিনী, যোগীপাড়া, মোমিনপুর, সদর, রংপুর।

www.pathagar.com

৬. আস্তার বগলে চোপা বরাই
বালি খাইলে বা বুলবুল পাকী
সোনার অরুন উপরে তরুণ
গেইল বা বরাই গাড়তে
অরুণ ভাঙ্গিয়া তরুণ পইলো
বরাই রইল গাছে
কোন বা ঠেকার আজার ব্যাটা
ঘোড়া বা বান্দে গাছে।
ঘোড়াও বান্দে পুচও করে
বালি বিয়াও হইছে কিনা তোর
শনিবার সইনদা কালে বালি
বিয়াও যাইবে তোরে।
বাকসো ভরিয়া দেইম বালি
বিয়াও করিম তোরে।

৭. প্যাটে নাই তার ভাতো
তোমার বেটি বড়ই দুকী
মাতায় নাই তার ত্যালো,
সেকিনা কতা শুনিয়া জইরন
কান্দে আকুল হইয়া।
কহে না কহে না কতা
স্বামীর গলা ধরিয়া
শুন শুন স্বামী ধন তোমার
বেটির দুক্কের কতা
ক্যামন ঘরে ব্যাচেয়া খাইলেন যে
পিন্দনে নাই তার শাড়ি
ক্যামন ঘরোত যে ব্যাচেয়া খাইলেন
প্যাটোত নাই তার ভাতো।
ক্যামোন ঘরোত ব্যাচেয়া খাইলেন যে
মাতায় নাই তার ত্যালো।
শুন শুন স্বামীধন শুন মনের কতা
হামার বেটীকে আনিয়া দাও
নিমো শাড়ির আনচলে বান্দিয়া
হামার বেটিক আনিয়া দাও
নিমো বুকেতে তুলিয়া
কিও ও ফুলো মালা।

তথ্যদাতা : মোছাঃ আনিকা রহমান, স্বামী- মোঃ মিজানুর রহমান, বয়স-২৮, পেশা-গৃহিনী, ধাপ পাশারী পাড়া, সদর, রংপুর।

www.pathagar.com

মিঠাপুকুর উপজেলার মেয়েলি গীত

১. নীল ঘরের অলন্ত জ্বলে
ভোমরা পলো মোর ডালে রে
ময়না কান্দেরে ॥
সোন্দর ময়না করুণা করে
দয়াল বাবার আগেরে
ময়না কান্দেরে॥

তবু ময়না করুণা করুনা করে
দয়াল ভায়ের আগেরে
গরু দিয়ো দলেরে দলে
আকোয়াল দিয়ো সঙ্গেরে
ময়না কান্দেরে॥

থাল দিয়ো গাদিরে গাদি
মাজুনি দিয়ো সঙ্গে রে
ময়না কান্দে রে।
নীল ঘরের অলন্ত জ্বলে
ভোমরা পরো মোর ডালেরে
ময়না কান্দেরে ॥

২. বাশের ছোপের কঞ্চি বা কাটিয়ারে সাধু
ও সাধু বাড়ি বা করিনু কুয়া
সাধু সতীনের বড় জ্বালা।
বিছানা পাড়িবার ধরিনুরে সাধু
কাড়িয়া নিলরে সাধু মোর বিচানা
সাধু সতীনের বড় জ্বালা।
আঙিনা সাপটা ধরিবার নাগিনুরে সাধু
বাড়ুন বা কাড়িয়া নিল রে সাধু
ও সাধু সতীনের বড় জ্বালা।

তথ্যদাতা : সন্দশী রাণী, স্বামীর নামঃ কোকিল চন্দ্র, বয়সঃ ৩২, পেশাঃ গৃহিনী, শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ ৩য় শ্রেণী, রামপুরা, শঠি বাড়ি, মিঠাপুকুর, রংপুর।)

৩. ছি রে ভগিনা না বাজন বাঁশিরে
আগের মতো নাইরে ভাগিনা
চান মুকোর হাসি
তুই ভাগিনা যদি খলিফা হলু হয়
বেলাউজ বানেবার আলে

www.pathagar.com

দেকি আসি হয়
ছিরে ভগিনা না বাজান বাঁশি রে
আগের মতো নাইরে ভাগিনা
চান মুকোর হাসি
তুই যদি ভাগিনা বানিয়া হলু হয়
গয়না বানেবার আলে
দেকি আসি হয়
ছিরে ভাগিনা না বাজান বাঁশি রে॥

৪. পান খাইতে শুপারি লাগে
আরো লাগে চুন
ধিকি ধিকি জ্বলাইসনা মনের আগুন
কুত্তি গেলেন মায়ারা দাদা
এত্তি আইসোই না
টপ করিয়া আমার একটা
চা বানায়া দ্যান।
ঘরোত আছে লাঙ্গল জোয়াল
বাইরোত আছে মই
গোস্বা না হন মায়ারা দাদা
মজাক করি কই।

৫. বরের বোন না বান্দিস তুই
আগোলে ডাগোলে খোপা।
তোক ডাইকছে শঠীবাড়ির চ্যাঙেড়া
পাঁজরাত বসেয়া কইবে দুক্কের কতা।
পাঁজরাত বসেয়া খাইবে গালোত চুমা।

৬. গাছ কাটেরে ময়না
গাছে বা জড়ে রয়া,
আগিনা সামটেরে ময়না
কান্দে রিমি ঝিমি,
শব্দে শোনা যায় রে ময়না
তোর বাবায় বড়ই ধনী,
কই দিছেরে ময়না
তোর সাতোত আগিনা সামটাদাসি?
খবর পাঠাওরে ময়না
তোর দয়ার বাবার আগেরে

www.pathagar.com

আসুক আগে মাও রে
তোর আঙ্গিনা সামটি দেওক।
শব্দে শোনা যায় রে ময়না
তোর কাকায় বড় যে ধনী
কই দিছেরে ময়না
তোর সাতোত আগিনা সামটা দাসি?
খবর পাঠাওরে ময়না
তোর ধনী কাকার আগোত
আসুক কাকি তোর
আসি আগিনা সামাটি দেওক।

তথ্যদাতা : শ্রী পূর্ণিমা রাণী, স্বামীর নামঃ শ্রী নোকুল চন্দ্র রায়, বয়সঃ ২৮, পেশাঃ গৃহিণী, শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ স্বাক্ষর জ্ঞান, রামপুরা, শঠি বাড়ি, মিঠাপুকুর, রংপুর।

৭. এলাচি তলেরে
ঐ যে বালী সিনান করে॥
বাও নাই বাতাস নাই
মাও যে দেওয়ায় আইল জুরি
ভাসিয়া গেল মাওরে
ওযে বালী ছিলানের চকি॥
যায় না ক্যান ভাসিয়ারে
ও যে বালী ছিলানের চকি
বরের সে বইন আছেরে
মিস্ত্রী ভাতারি
তাই সে বানিয়া দেবে ওরে
বালী ছিলানের চকি॥

৮. ঘোরে ঘোরে ঘুরানী কবুতর
ঘুরিয়া আধার করে।
কনের বোন বান্দা আছে
ছায়া মন্ডলের তলে।
ওদিকে গেলে গাবরুর বোনাই
দ্যাকিয়া লজ্জা করে
পকেটোর রুমাল বন্দোক থুইয়া
বেশ্যা উদ্দার করে।
ঘোরে ঘোরে ঘুরানী কবুতর
ঘুরিয়া আধার করে।

www.pathagar.com

৯. আটু নদীর ঘনআরা ঢেউ
তার বতরে ফোটে হোলা ফুল
না যাইও না যাইও সই
যমুনার জলে।
নন্দের ব্যাটা চেকন কালা
তাঁই বসাইছে ফানোঁ সই
না যাইও না যাইও সই
যবুনার জলে রে ॥
আটু নদীর ঘনআরা ঢেউ
তার বতরে ফোটে হোলা ফুল
না যাইও না যাইও সই
যমুনার জলে।

১০. কলা গাড়িনু সাইরে কি সারে
রে মোর ঢাগুয়া
কুত্তি গেইলেন দুলার কি মাওয়ায় রে
দুলাক বিদ্যায় দ্যাও
কিবা বিদ্যায় দিমোরে দেমোঁ মাও
দ্যাকিয়ায় পরান ফাটে
কলা গাড়িনু সাইরে কি সারে
রে মোর ঢাগুয়া
কুত্তি গেইলেন দুলার বইনরে
দুলাক বিদ্যায় দ্যাও
কিবা বিদ্যায় দিমোরে দেমোঁ ভাই
দেকিয়া কইলজা পোড়ো॥
কলা গাড়িনু সাইরে কি সারে
রে মোর ঢাগুয়া
কুত্তি গেইলেন দুলার ভাবীরে
দুলাক বিদ্যায় দ্যাও
কিবা বিদ্যায় দিমোরে দেওরা
দ্যাকিয়া ফাটেরে অন্তরা॥

১১. বাইর কর বাইর কর রে অঞ্চলে ঘিরিয়া
দয়ার বাবা দেখিলে রে না দিবে ছাড়িয়া।
বাইর কর বাইর কররে অঞ্চলে ঘিরিয়া,
দয়ার ভাইয়ে দ্যাকিলেরে আর না দেবে ছাড়িয়া।
বাইর কর বাইর কররে সকলে আড়াল করিয়া,

www.pathagar.com

দয়ার মায়ে দ্যাকিলেরে না দিবে ছাড়িয়া।
বাইর কর বাইর কররে সকলে আড়ালে করিয়া।
দয়ার বইনে দ্যাকিলেরে আর না দিবে ছাড়িয়া।

১২. নাল নওতন মিরিগারে
মিরিগার দুই ওঠকোন কালা
তুলিয়া বান্দো বাঙেলা।
বাবা তোমার জামাইটা আসিবে
জামাইতো লম্বা ঢ্যাঙ্গা
ঘরে ঢুকিতে বাবা ভাঙবে
তার মটুকের চূড়া॥
গালিয়া দেবে ভেনিয়ার বেটি
বাবা পড়িয়া যাইবে তোমার চোখের জলো
বাবা ভিজিয়া যাইবে শাড়ির অঞ্চল খানি
বাবা তুলিয়া বান্দো বাঙেলা খানি॥

১৩. ছোট ছোট ক্যারেঙ্গা মোর
মেলিল সর্ব ডালে
মায়ের গর্বে থাকতে জয়মালা
বাটাবা রাইকছে ঘরে
সেই কারণে হইছে মাগো
বাটার মতন মুকো ॥
ছোট ছোট ক্যারেঙ্গা মোর
মেলিল সর্বডালে
মায়ের গর্বে থাকিতে জয়মালা
ব্যালনা রাইকছে ঘরে
সেই কারণে হইছে মাগো
জয়মালার ব্যালনার মতো হাতো॥
ছোট ছোট ক্যারেঙ্গা মোর
মেলিল সর্ব ডালে।

১৪. একান চুরির মাঝে মাঝে রে
দুখান চুরি মোর ম্যালান হইছে
ম্যাথরের বেটি বিয়াত বইচ্চে রে
বিয়া ক্যান মোর আন্দার হইছে।
একান চুরির মাঝে মাজে রে

www.pathagar.com

দুখান চুরি মোর ম্যালান হইছে
আজার ব্যাটা বিয়াত বাইচ্চে রে
সাতো বোনাই ঘিরিয়া বইচে রে
বিয়াকান মোর ঝলক ধইরচেরে।
একান চুরির মাঝে মাজে রে
দুখান চুরি মোর ম্যালান হইছে

১৫. বালীর কায় আছেন দরদি
তায় বাটিবে হলুদি,
বিলার বোন আছেন দরদি
তায় বাটিবেন হলুদি।
হলুদি বাটিবেন আয়ুর রাতি
সঙ্গে সাজিয়ে নেন চাইলোন বাতি
মেন্দি বাটিবেন আয়ুর রাতি
সঙ্গে সাজিয়ে নেন চাইলোন বাতি
বালীর কায় আছেন দরদি
তায় বাটিবে হলুদি
বালীর বোন আছেন দরদি
তায় বাটিবেন হলুদী।

তথ্যদাতা : সুবর্ণা, পিতার নামঃ সুকুমার, বয়সঃ ০৯, শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ ২য় শ্রেণী, রামপুরা, শঠি বাড়ি, মিঠাপুকুর, রংপুর।

১৬. চিটকা মাটি দিয়া রে শংকর
দিঘি বানাচে
আহারে সোনার শংকরে
হলুদ কাপড় পিন্দিয়ারে পুতিক
দিঘিত নামাইচে
হলুদ পাকি বুলিয়ারে শংকর
তীর মাইরাচে
কিসে লাইগাছেরে পুতির কিসে লাইগাছে
বুকে লাইগাছে হায়রে বুকে লাগাইছে
বাড়ির পাশে আলমগীর ডাক্তার
স্যালাইন নাগাইছে।

১৭. পঁচা দিঘির পারে পারে
ঘুনি কলার গাছ

www.pathagar.com

মরি হায় রে হায়
কনের ভাইটা শ্যাকা দিয়া
শ্যাকার দোকান দ্যায়॥
বরের বোনটা চেকন ধাগরি
চায়া চায়া যায়॥
মরি হায় রে হায়
কনের ভাইটা শ্যাকা দিয়া
শ্যাকার দোকান দ্যায়।
শ্যাকা যদি নেইসরে মাগী
স্বামী স্বীকার কর
মরি হায় রে হায়॥

১৮. আয়না বান্দা পালকীরে
নামো ধেরে ধেরে
যদি আয়না ভাঙ্গেরে বালি
তোর বইনোক থুইয়া যাইস বন্দোক॥
এক একটি বইন মোর
বওনাই দুলালী হায়রে বওনাই দুলালী
কেমনে থুইয়া যামু তারে
আয়নার বদলী॥

১৯. বালী সাজে হাউসের বিয়ারে
ও বালী তোর বোন সাজেরে
ওযে পঞ্চ আয়া বালীর বোনরে
ওরে বোন নোয়ায় নোয়ার রে
ওযে শঠী বাড়ির নটী রে
এক বাটা শুপারী দিয়ারে
বেশ্যাক বিদায় কর রে।

২০. শাক তোলোঁ মা মুই আতারে
শাক তোলোঁ মা মুই পাতারে
শাক তোলোঁ বাবা চতুর দিকে
বাবা নিদয়া বিয়া দেছে কাক কয়া
বিয়া দেছে শ্যামলা নদীরে পাড়ে
নদী যকোন চেতোর হয়
দয়ারে মায়ের কতা মোর মনে হয়,
দেকি আসোঁ মুই দয়ার জননীর মুক্কোরে।

www.pathagar.com

নদী যকোন চেতোর হয়
দয়ার বাপের কতা মোর মনে হয়
দেকি আসো মুই দয়ার বাপের মুক্কোরে।
নদী যকোন চেতোর হয়
দয়ার ভায়ের কতা মনে হয়
দেকি আসো মুই দয়ার ভায়ের মুক্কোরে।

২১. সস্তা কাটা গুইয়ারে যাদুধর
কচি কাটা কাটা পান
ছইলের দিদি গুইয়ারে পশ্যে
বাটার তলে তলে নাং।
বাটা সরায়া দ্যাকোংরে
ছইলের দিদি
পালেয়া গ্যালোরে তোর নাং।

তথ্যদাতা : প্রতিমা, স্বামীর নামঃ সংকর রায়, বয়সঃ ৩২, পেশাঃ গৃহিনী, শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ স্বাক্ষর জ্ঞান, রামপুরা, শঠি বাড়ি, মিঠাপুকুর, রংপুর।)

২২. আমে ফেলাইল খইল
শুকিয়া হইল খড়ি
ওরে বড় বোনাই
তোর ট্যাসে নাগামোঁ দড়ি
তোর দাড়িত নাগামোঁ দড়ি
ঘুরামোঁ চতুরবাড়ি
ছাড়ি দে মোর দাড়ির দড়ি
কাপড় কাচোং তোরে
হাত ধরোং বালির বাবা
পাও ধরোং তোরে
ছাড়িয়া দে মোর দাড়ির দড়ি
বিছানা পড়িম তোরে।

২৩. দোলামাটির কইন্যারে
কইন্যা হালিয়া হেলিয়া পড়ে
গাবরুর বইন মোর চুন্নিরে
সতীন কইন্যা চুরি করে
দেলোমাটির কইন্যারে
কইন্যার আগা হলপল করে

www.pathagar.com

ওরে গাবরুর বইন মোর চুন্নিরে
সতীন কইন্যা চুরি করে।

২৪. ঘাটায় ঘাটায় ঝাড়ফুলের বাগিচা বাপুরে
সেখান দিয়া যায় হলের চান বাতোসরে
নজোর পইলো শেফালীর মাতার ওপরে
ঐনা মাতা কে করেছে যত্তোন বাপুরে
এনা মাতা মায়ে করেছে যত্তোন বাপুরে
এবার গেইলে মাওকে আনেন সাতোত বাপুরে
আমি থাকিতে মাওক না আনমু সাতোতরে
আমি মরিবো জহরগোটা খায়া বাপুরে।

২৫. সুবন্ন দ্যাশের কাইট্যা দিয়া
বান্দিয়া তুললুং ধাইড়া
সেইনা ধাইড়্যা ধইরা থাক্যা
ত্যালানি দিয়া কান্দে মাও
আর কান্দেন না কাকেন্দেন না
মাওয়াও ভাঙবে অসের গালা
আর কতকাল থাকমোঁ মাও
তোমার আংরি হয়া

২৬. একেলায় বরু তুই ঘাটাতে
বাবরি উড়ায় তোর বাতাসে
বরু বওনাই নাই কি তোর দ্যাশেতে
আছে বওনাই তার মাতা নাই
সেই লজ্জায় বওনাই মোর আসে নাই।
বরু তোর কি দ্যঅশে ট্যালা নাই
ট্যালার মাতা বানে কেন আসে নাই
একেলায় বরু তুই ঘাটাতে
বাবরি উড়ায় তোর বাতাসে
বরু বওনাই নাই কি তোর দ্যাশেতে
আছে বওনাই তার ঠ্যাং নাই
সেই লজ্জায় বওনাই মোর আসে নাই
বরু তোর কি দ্যাশে কাইরোন নাই
কাইরোনের ঠ্যাং বানায়ে কেন আসে নাই।
একেলায় বরু তুই ঘাটাতে
বাবরি উড়ায় তোর বাতাসে
বরু বওনাই নাই কি তোর দ্যাশেতে

www.pathagar.com

২৭. চিলমারিয়া কইনচারে
ও কইনচার চিরল চিরল পাতা
ভিজিলনা ভিজিলনারে
ও তার তিন চারিয়া মাতা
শবদে না শোনা যায় রে
ওই যে কইন্যার মা টা সতী
সতী নোয়ায় সতী নোয়ারে
ওযে শটীবাড়ির নটী
চিল মারিয়া কইনচারে
ও কইনচার চিরল চিরল পাতা
ভিজিলনা ভিজিল নারে
ও তার তিন চারিয়া মাতা
শবদে না শোনা যায়রে
ওযে কইন্যার বোনটা সতী
ওরে সতী নোয়ায় সতী মোয়ারে
ওযে ভাটিয়া পাড়ায় নটী।

২৮. সারা ঘাটায় আলু রে বরু
ডালিমের তলে খাড়া,
পাকা ডালিম থাকতেরে বরু
ছিড়লু ডালিমের কড়া।
সারা ঘাটায় আলু রে বরু
ডালিমের তলে খাড়া
সেই ডালিমের বদলে রে বরু
তোর বইনোক থুইয়া যা বান্দা
বইন ফির হামার কাঞ্চা পোয়াতি
কেমনে থাকবি বান্দা।

তথ্যদাতা : শোক বালা, স্বামীর নামঃ সুকুমার, বয়সঃ ৩০, পেশাঃ গৃহিনী, শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ স্বাক্ষর জ্ঞান, রামপুরা, শঠি বাড়ি, মিঠাপুকুর, রংপুর।

২৯. ও বাচ্চা পানো নাত
ও বাচ্চা ভোলানাত
আইজকা আত্রি কোথায় পোহাইবে?
আইজকা আত্রি পোহাইমোঁ
কন্যার মাওয়ের ঘরোতে।
কইন্যার মাওয়ের ঘরোতে

www.pathagar.com

কোনবা মোচলমান সান্দাইছে
সারা আত্রি নামাজ পড়িছে।
ও বাচ্চা পানো নাত
ও বাচ্চা ভোলানাত
আইজকা আত্রি কোথায় পোহাইবে?
আইজকা আত্রি পোহাইমোঁ
কইন্যার বোইনের ঘরোতে
কইন্যার বোইনের ঘরোতে
কোনবা বাইদ্যা সান্দাইছে
সারা আত্রি বাদ্য বাজাইচে
ও বাচ্চা পানো নাত
ও বাচ্চা ভোলানাত
আইজকা আত্রি কোথায় পোহাইবে?

৩০. কালা কালা বাইগনরে সাধু
ও তার ধলা ধলা কাটা
সেইনা বাইগন তুলিতেরে সাধু
সাধু হাতে নাগিল কাটা।
মইলাম মইলাম রে সাধু হস্তের ও বিষে
এচিয়ো বেচিয়া কেনেনরে সাধু পাতি সুই
দুই উরাতে ফেলায়া রে সাদু খাসেয়া বাগুনের কাটা
মারেয়ার ব্যাটা আসিয়ারে সাদু
সাদু তোর মশারির তলে ঢুকিয়া
রে সাধু নিলে মজা মারিয়া।

৩১. বালী বড় হাউসীরে
বালীর বইনোক সাজাইচে
আদ্দেক ঘাটাত আসিয়ারে
বালীর বইনোক হইন্দাইছে
আমড়ার গাছোত বান্দিয়াছে
সতীনোক দামড়া দেকাইচে
সেইনা আড়িয়ার সাথে রে
সতীনের হোকলা ব্যাটা হইছেরে।

৩২. ওপারে কারেঙ্গার গাছ ঝিলমিল করে
তারি তলে নারীর মন বারা বানে
মোর শ্যাম কালারে
যদি পিরিতি করতে চান

www.pathagar.com

খেলানের স্কুল দেন
স্কুল গেইতে হবে দেকাদেকি রে।
যদি পিরিতি করতে চান
কোলানের আগে ডিগি দেন
গাও ধুতে হবে দেকা দেকি
মোর শ্যাম কালারে।
ওপারে কারেঙ্গার গাছ ঝিলমিল করে
তারি তলে নারীর মন মোর সদাই বারা বানে।

তথ্যদাতা : মিনতি, স্বামীর নামঃ শ্রী নবা চন্দ্র রায়, বয়সঃ ৪০, পেশাঃ গৃহিনী, শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ স্বাক্ষর জ্ঞান, রামপুরা, শঠি বাড়ি, মিঠাপুকুর, রংপুর।

পীরগঞ্জ উপজেলার মেয়েলি গীত

১. চুয়ের পরে রাইখ্যা গেলাম মাওধন
গোল বা মরিচের গাছো
ও মোর মাওধন
আমার কতা মনে হলে মাওধন
মরিচ তুলিয়ায় দ্যাকেন
ও মোর মাওধন।
আমার বরণ মরিচের বরণ
একই বরণের মরিচ
ও মোর মাওধন
চাচার খুলি রাইখ্যা গেলাম মাওধন
ডাব্বা ডালিমের গাছোত
ও মোর মাওধন।
আমার কতা মনে হইলে মাওধন
ডালিম ছিড়িয়ায় দ্যাকেন
ও মোর মাওধন।
আমার বরণ ডালিমের বরণ
একই বরণের ডালিম ও মোর মাওধন
সোকেচের মইদ্যে রাইখ্যা গেলাম মাওধন
আমারি বরণেরই ছবি
ও মোর মাওধন
আমার কতা মনে হইলে মাওধন
ছবি বাইর করিয়ায় দ্যাকেন
ও মোর মাওধন।

www.pathagar.com

২. বাজে বাজেরে বাঁশি
আতারে পাতারে
মায়ে ডাকেরে সেমা
ভাত বা খায়া যাও।
আজগ্যায় ভাতো মাও
শিকায় তুলিয়া থোও
যাবার কলে কি মাও
ঐলা কি ভাল নাগে
বাজে বাজেরে বাঁশি
আতারে পাতারে
বাপো ডাকে মাও মোর
ভাত বা খ্যায়া যাও
আইজকার ভাতো বাবা
শিকায় তুলিয়া থোও
যাবার কালে কি বাবা
ভাত বা ভালো নাগে
বাজে বাজেরে বাঁশি
আতারে পাতারে
দাদি ডাকে কইন্যা
গোসলবা করিয়ায় যাও।
আইজকার গোসলবা দাদি
তুমি করিয়ায় লও।
যাবার কালে কি দাদি
ঐগুলা ভাল লাগে
বাজে বাজেরে বাঁশি
আতারে পাতারে
বইনে ডাকে দিদি
চুল বা বান্দিয়া যাও,
আজগ্যায় ক্যাশ মোর
থাকুক আউলা ঝাউলা
যাইবার কালে কি বইন
ঐগুলা ভাল নাগে
বাজে বাজেরে বাঁশি
আতারে পাতারে।

৩. যায় সোনারো দক্ষিণ সড়ক দিয়া
ডাকিয়া বসাও বাবার খুলির আগে

www.pathagar.com

বাদিয়া নেব ৪২ জোড়া ঘুঘরা
বান্দিয়া দেব কইন্যার দাদীর পায়ে
বারাত দিতে বাজবে তালে তালে
সোনরো না মোরকে
বারাত দিতে বাজবে রুমুর ঝুমুর
সোনারো না মোরকে
যায় সোনারো দক্ষিণ সড়ক দিয়া।

তথ্যদাতা : হারেসা বেগম, স্বামী- রাশেদুল ইসলাম, বয়স- ৪২, শিক্ষাগত যোগ্যতা- ৫ম শ্রেণি, পেশা- গৃহিণী, গ্রাম- তুলারাম মজিদ পুর, পোঃ+ থানাঃ পীরগঞ্জ।

৪. নদীর বাতায় বাতায়
পান বা ভাসিয়ায় যায়
বালী তুমি নাচকরণে যাও।
আইজকা নাচন আমার
ভাসুরে বা দ্যাকিয়ায় যায়
বালী তুমি নাচ করণে যাও
ভাসুরি দ্যাকিয়া আমাক
দাতা বাউল কয়া যায়
বালী তুমি নাচকরনে যাও।
নদীর বাতায় বাতায়
পানবা ভাসিয়ায় যায়
বালী তুমি নাচকরণে যাও।
আইজকা নাচন আমার
শ্বশুরে দ্যাকিয়া যায়
বালী তুমি নাচ করণে যাও।

৫. হলুদিরে হলুদি, দোলা মাটির হলুদি
কে মাকাইবে বাশ্শার গায়ে হলুদি,
ভাবী হইলো দরদী
তাঁই মাকাইবে বাশ্শর গায়ে হলুদি
হলুদিরে হলুদি, দোলা মাটির হলুদি,
কে মাকাইবে বাশ্শার গায়ে হলুদি।
মাও আছে মরমী
তাঁই মাকাইবে বাশ্শার গায়ে হলুদি।

৬. ছোট গামছা বড়রে গামছা
সীমার মাতার ক্যাশ

www.pathagar.com

কেটা দিবে ঝাড়িরে বান্দি
সীমার মাতার ক্যাশ।
আম'ছার মন্ডোল দিবে ঝাড়িরে বান্দি
সীমার মাতার ক্যাশ।

৭. গোছলী করিতে রে
সাবান গ্যল ভাসি
হেন না সোমে স্বামীধন
ও স্বামীধন গেল নদীর পারে
গোছলী করিতে কইন্যা ভাবে মনে মনে
কিসের জন্যে এত চিন্তা মনে মনে
আমারি না স্বামী বড়ই ডুবরী জানে
একই ডুবে না স্বামী হামার
সাবান তুলিয়ায় দিবে।

তথ্যদাতা : আরেফা বেগম, স্বামী- রফিকুল ইসলাম, বয়স- ৪৫, শিক্ষাগত যোগ্যতা- স্বাক্ষর জ্ঞান পেশা- গৃহিনী, গ্রাম- তুলারাম মজিদপুর, পীরগঞ্জ।

৮. পিয়াজের গোটা
মরিচ বাটা বাটা
যায় যায় বাটা
দয়ার বাপের আগে
বাটা দ্যাকিয়া বাবা
ঘুরিয়া তাকাইল
পান বা খাইলে
ছোটো বেটিক বিদায় দেয়া নাগবে
কেমনে দেমো হামি
অবুজ বেটিক বিদায় রে,
পিয়াজের গোটা
মরিচ বাটা বাটা
যায় যায় বাটা
দয়ার দাদার আগে রে
বাটা দ্যাকিয়া দাদা
ঘুরিয়ায় তাকাইলো
পান বা খাইলে তোমার নাতনিক
বিদ্যায় দেওয়া নাইগবে।
কেমনে দেমো হামি
অবুঝ নাতনীর বিয়া রে।

www.pathagar.com

৯. মানাস নদীর বাতায় বাতায়
উড়াল পংক্ষীর বাসা
একোন ক্যানে কান্দেন বাবা
চালের বাতা ধরিয়ায়।

আগেই না কইচনু বাবা
দূরে না দ্যান বিয়া।
খাসি খাওয়ার নোবেতে বাবা
দূরে দিচেন বিয়া
এ্যাকোন কেনো কান্দেন বাবা
চালের বাতা ধরিয়া।

মানোস নদীর বাতায় বাতায়
উড়াল পঙ্খীর বাসা
এ্যাকোন ক্যানে কান্দেন চাচা
চালের বাতা ধরিয়ায়
আগোই না কইচনু চাচা
দ্যরে না দ্যান বিয়া রে,
গোস্ত খাওয়ার নোবেতে চাচা
দূরে দিচেন বিয়া
এ্যাকোন ক্যানে কান্দেন চাচা
চালের বাতা ধরিয়া।

তথ্যদাতা : সীমা খাতুন, বাবার নাম : বাদশা মন্ডল, বয়সঃ ১২, শ্রেণিঃ ৬ষ্ঠ, গ্রামঃ তুলারাম মজিদপুর, পোঃঃ পীরগঞ্জ, থানাঃ পীরগঞ্জ।

১০. চালের বাতা ধরিয়া
ঝাড়ু হাতোত করিয়া
কান্দে সীমা বাপের উদ্দিশ করিয়
বাপ যদি থাকলি হয়
কয়দিন দেইকপার আলি হয়
হামার সীমা দন্ডে জুড়ইল হয়।
চালের বাতা ধরিয়া
ঝাড়ু হাতোত করিয়া
কান্দে সীমা মায়ের উদ্দিশ করিয়
মাও যদিকেল থাকলি হয়
কয়দিন নিবার আলে হয়
হামার সীমা দণ্ডে জুড়াইলো হয়।

www.pathagar.com

গংগাচড়া উপজেলার মেয়েলি গীত

১. চালবা ভাজিনু কালাই বা ভাজিনু /২
রশিয়া খাবার আসে
শাশুড়ি মাও মোর জীবনের বৈরী
রশিয়াক পাঠাইলো দেশে
চাঁপা ফুল মোর ভাসিয়া যায় রে
অকুল দরিয়ার মাঝে।
টাটি না ভাঙ্গিনু
বেড়া না ভাঙ্গিনু
রশিয়াক দেখিবার আঁশে
তাপফু চাপও দিয়া তুলিনু ফুল মুই
রাখিনু খোপার মাঝে
চাল বা ভাজিনু কালাই বা ভাজিনু রে।

২. ছয় মাস হাতে তোলা করে দুলা দাদা
একখান বিছানা পাঠিরে
উঠ উঠ নীরে পতি বালা
খাওয়ো দুধোও ভাতেরে
দুধো ভাতো খেয়া পতিবালা
যাও গো এখন দেশেরে
কোন দেশে যেয়ারে দুলা দাদা
মাও বলিও কাকেরে
তোমার মায়ের চাইতে রে কন্যা
আমার মাও ভালরে।
তোমার মায়ের চাইতে বালা
আমার মাও ভালরে
আমার মায়োক মা বলিবে
ঝাল মরিচের গাওরে
আমার মায়োক মা বলিবে
কোলায় টানিয়া নিবে রে
হাতে তোলেক নীলিরে
ছয় মাস হাতে তোলেক রে দুলা দাদা
একখান বিছানা পাঠিরে
উঠ উঠ নিতে পতিবালা
খাওয়ো দুধোও ভাতোও
দুধোও ভাতোও খেয়া পতিবালা
যাওগো এখন দেশে, তোমার দেশেরে।

www.pathagar.com

৩. কন্যার নানি শাশুড়ী কোমড়ে
সেই না বুড়ার সাজায়ে
আইসো আইসো নানি মাও
হামরা ধামালি খেলাওং
হামরা চৈতালি খেলাওং
কিবা খেলামোং ধামালি
কিবা খেলামোং চৈতালি
হামার বুড়ার জ্বালায় আমি বাচিনা
শিমুল খুটা কাটিয়া
হামরা এ ভুড়া সাজাইনো
আয়ে মোরকে
সেই না ভুড়া সাজাইয়ে
পিন্টুর নানী শাশুড়ীক পোকড়েরে
ডুবিয়া ধরলো মোরকে।

৪. তক্‌তায় বইসা কান্দে মিন্টু
কেবা আমায় হলুদি মাখাবে
দৌড়ি আইসেক চারিকনা ভাবি
তারা হামাক হলুদি মাখাইবে
তক্‌তায় বইসা কান্দে মিন্টু জড়ায়ে
দৌড়ি আইসেক চারিকনা বওনাইরে
হামরা তোমাক গোসলো করাইমোরে
তক্‌তায় বইসা কান্দে মিন্টু দাড়ায়ে
কেবা আমাক লুঙ্গি পড়াবে
দৌড়ি আইসেক চারিকনা নানারে
হামরা তোমাক লঙ্গি পড়ামোরে।

৫. হলুদি বাটে কে রে
হলুদি বাটে কে রে
একলায় কন্যার ভাইজরে
হলুদি বাটে কে
এক টাকার হলুদি ধরি
আড়াবাড়ি যায়, আড়াবাড়ি যায়
তার পাঁচোত ক্যানে এত চেংড়াগুলান যায়
হামরা থাকতে হামার ভাউজোক কেবা নিয়া যায়
হলুদি বানে কে রে, হলুদি বাটে কে
একলায় কইন্যার বোইনো মোর
হলুদি বানায় চে

www.pathagar.com

এক চাকা হলুদি ধরি, কোনাবাড়ি যায়
হামরা থাকতে হামার বোইনোক
কেবা নিয়ে যায়, কেবা নিয়া যায়।

তথ্যদাতা : ওমিচা বেওয়া, স্বামী- বদির হক, বয়স-৪৬, পেশা- গৃহিনী, কিশামত শেরপুর, বেতগাড়ি, তারাগঞ্জ।

কাউনিয়া উপজেলার মেয়েলি গীত

১. চার গাড়িয়া মারোয়া তলে বাবা
জ্বলে ঘিয়ের বাতিরে
নেও আঞ্চল মুচো চোখের পানি।
তখোনে না কচিনো দয়াল বাবা
দূরে না দেন বিয়ারে
নেও আঞ্চল মুচো চোখের পানি।
এলা ক্যানে কান্দে গো দয়াল বাবা
মাতার হাতো দিয়ারে
নেও আঞ্চল মুচো চোখের পানি।
তখনো না কইচি ভাইধন
দূরে না দেন বিয়ারে
নেও আঞ্চল মুচো চোখের পানি।

২. চিলমারিয়া কইচারে
ও তার চিকন চিকন পাতা
ও তার ভিজিলো না ভিজিলোনারে
ও তার কইচা চারি মাতা
সবদে না শুনিয়াছি রে
কইনার মাও বড় সতি
সতি নোয়ায় সতি নোয়ায় রে
ও তায় দিগল চারি নটি
সবদে না শুনিয়াছি রে
বরের মাও বড় সতি
সতি নোয়ায় সতি নোয়ায় রে
ও তায় নাচ্চি পাড়ার নটি
চিলমারিয়া কইচারে
ও তার চিরল চিরল পাতা
মিটিল না বিখিল নারে
ও তার ভিজিলো না ভিজিলোনারে
ও তার কইচা চারির মাতা।

www.pathagar.com

৩. ছোট ছোট মারোয়া ঢাল ঢাল পাত
শহরে মেলিয়া গেইচে পাতারে
পাতরে মারোয়া ভালবাস তোক।
সেই মারোয়া তুলবার গেইচে
এইনা কইনা মাওরে
মারোয়া ভালবাসং তোক
ছাট ছোট মারোয়া ঢাল ঢাল পাত
শহরে মেলিয়া গেইচে পাতারে
সানাই আলা নাগিয়া
গেইচে পাচরে মারোয়া
ভালবাসং তোক
সানাই আলা তোর পাও ধরং
ছাড়িয়া দে মোর মাক।

৪. যখন রাজার ছেলে গোসল করতে যায়
তখনি ডোমের মাইয়া বালতি আইগা দেয়
মেরা ডুমলি রাজা পাগল করলি
ননাদি পাগল করলি তুই
যখনি রাজার ছেলে গোসল করতে যায়
তখনি ডোমের মাইয়া তেল আইগা দেয়
মেরা ডুমলি রাজা পাগল করলি
ননাদি পাগল করলি তুই
যখনি রাজার ছেলে খানা খাইতে যায়
তখনি ডোমের মাইয়া পাঙখা ধরিয়া হাকায়
মেরা ডুমলি রাজা পাগল করলি
ননাদি পাগল করলি তুই

৫. ঐ না নদীর বাঁকায় এলুয়া ছিমার গাছরে
ছিমার ফুল তোলে কে ?
বাপ হয়া বেচেয়া খাইচেন ঐ না দূর দেশেরে।
ছিমার ফুল তোলে কে ?
ঐ না মাও হয়া কান্দে উলি ঢুলি রে
ছিমার ফুল তোলে কে?
ঐ না নদীর বাঁকায় বাঁকায়
ভাইসা দিছেন বনোবাসরে
ছিমার ফুল তোলে কে?
ঐ না নদীর বাঁকায় বাঁকায়
ছিমার ফুল তোলে কে?

www.pathagar.com

৬. লিলাবালি লিলাবালি
বড় যুবতি সইগো
কিদিয়া সাজাইমু তোরে
মাতা সাইয়া টিকলা দিমু
বড় আশা কইরা সইলো
কিদিয়া সাজাইমু তোরে
কানে সোনার দুল দিমু
বড় আশা কইরা সইলো
লিলাবালি লিলাবালি
বড় যুবতি সইগো
কিদিয়া সাজাইমু তোরে

৭. আদো নদীর কাঁদোরে ঘটক
গায়ে নাই তোর জামা
কলার পাতা কাটিয়ারে
ঘটক বানেয়া দেই তোর জামা।
আদো নদীর কাঁদোরে ঘটক
পায়ে নাই তোর জুতা
কলার চোগল কাটিয়ারে
ঘটক বানেয়া দেই তোর জুতা।

৮. মইল মজিয়া গেল
ফেলেয়া গেল কলি
আচ্ছে নাকি গাব্বুর বওনাই
মোচত নাগান দড়ি
ঘুরান চতুরবাড়ি।
মোচত নাগান দড়ি
ঘুরুক চতুরবাড়ি
আস্তে আস্তে টান দাও
ঘুরুক চতুরবাড়ি।
ছাড়ি দাও ছাড়ি দাও
মোচের দড়ি
মোচের বিষে মরি।

৯. কাজল ফোঁটার আগিনারে
আগিল ধুলি খেলা করে
ধুলির বাপ বলিচেরে ধুলিক

www.pathagar.com

সাইকেল দিমু দানে।
সাইকেল দিবার না পায়ারে
ধরি বইনক দিচে দানে।
একজনের বদলিরে আমারা
দুইজন পাইলাম দানে।

১০. ঝড়ি পড়ে ছিপেরে
আগিন হইল মোর পিচিলারে
রসিয়া সেইনা আগিনা নাচনরে
নাচিতে নাচিতে ছিড়িল পায়ের নুপুররে
রসিয়া
ছিঁড়েনা ছিঁড়েনা পায়ের নূপুর
বানিয়া ভুসুর রশিয়া
সেই না আগিনায় নাচরেদ
নাচিতে নাচিতে ছিড়িল
পরনের শাড়ি রসিয়া।

১১. নাটা ডাংরা বরের বওনাই
বরের সাথে আসিচে
আইজ বরু তোর জাতি মারিচে
বিলাই নাকান চোখ দুইটা তোর
চালাম চুলুম করোচে।
ঘোড়ার নাকান চোখ দুইটা তোর
খটার মটার করোচে
আইজ বরু তোর জাতি মারিচে।

১২. শশুর দ্যাশে জানো চাঁনরে
ও চাঁন আইসেন সকালেরে
বইদ্যাশিনা হইও চানরে।
গাড়ি হাতে নামিয়া চানরে
ওচান শশিরিক দ্যান প্রণামরে
বইদ্যাশিনা হইও চানরে।
তোমার শররি চানরে ওচান
জামাই ভোলানিরে
বইদ্যাশিনা হইও চানরে।

১৩. বাবার বাড়িত ডালিমরে
গাছত ডালিম ঝুমঝুম কররেরে

www.pathagar.com

ময়না কান্দেরে
বাবা হয়া বেচেয়া খাইচেন
কুজা শামি দিয়ারে
ময়না কান্দেরে
টাকা পাইবার ময়া করিয়া
দিচেন গরিব ঘরেরে
ময়না কান্দেরে

১৪. বাবার বাড়িত খুলিতরে
জোবরা ডিগি আছেরে
সেইনা ডিঘি হিরে হিরে
নানা ফুলের গাছরে।
বাবা ডাকায় ময়না ময়না
ময়না নাই মোর ঘরতরে।
কি করিবার পুশিনু ময়না
দুধ কলা খয়া রে।

১৫. বাবার বাড়ির ময়া ছাড়িয়া
যাইবেন শশুর দ্যাশেরে
সুন্দর ময়নারে
গর্ভধারিণী মাও ছাড়িয়া
যাইবেন শশুর বাড়িরে
সুন্দর ময়নারে
সোনার ময়না বইনক ছাড়িয়া
যাইবেন দূর দ্যাশেরে
সুন্দর ময়নারে।

১৬. চৈত মাসিয়া ইটারে
ও তার চৈত মাসিয়া ইটা
বরের বওনাই খাবার চাইচে
গরগরিয়া পিঠা।
গরগরিয়া পিঠারে
ওতার তালুত গেইল ছাল।
উকি ঢুকি করে গোঁদা
ও তার চোখে পেলায় জল।

১৭. ও তুই আসিলুরে
ও মোর ঢকের গাবরুরে

www.pathagar.com

ও তুই আসিল তা থাক
আরে ঢক দেখাই তুই কাক
উড়িয়া আসি জুরিয়া বসি
মজালু বালাক।

১৮. দূরের বরু তোক সকালে
আসিবার কইচেরে
তুই আলু বরু রাইতে
বারটার সমায়ে।

তোর বাপ গোলামে
কয়টা হ্যাচাক দিচেরে
তাকে নাগেয়া বরিয়া নিমো
তোকেরে।

ও তোর মামা গোলামে
কয়শার তেল দিচেরে
তাকে জ্বালেয়া বরিয়া নিমো
তোকেরে।

১৯. তাল হেলনি দিয়া নাচরে গোলাপী
মোর দুধের সর কেমনে
যাইবে পরের ঘর।

গোলাপী কোমর দোলায়
মন ভোলায়চে সবারে
তাল হেলনি দিয়া নাচরে
গোলাপীর কমরে শাড়ি
রইদে ঝিলমিল করে
তাল হেলনি দিয়া নাচরে গোলাপী।

তথ্যদাতা : কল্পনা রানী (সাথী রানী), স্বামী : স্বদেশ কুমার বর্মন, মা : গৌরীবালা, বাবা : কার্তিকচন্দ্র মোহন্দ, বয়স : ৩৬, শিক্ষা : এইচ.এস.সি, ধর্ম : সনাতন, পেশাঃ চাকুরি (শিক্ষিকা) জাতি/বর্ণ : ক্ষত্রিয়। গ্রাম : ছদরা তালুক, থানা : কাউনিয়া, ডাকঃ ভায়ার হাট, উপজেলাঃ কাউনিয়া, জেলা : রংপুর।

পীরগাছা উপজেলার মেয়েলি গীত

১. বড় ঘরের মাঝে রে
কেবা করুণা করে

www.pathagar.com

মাও আছে দরদি তায় করুণা করে।
মাওক সেংটা মারো মুই তায় কেনে করুণা করে।
বাহির করো , বাহির করো রে
অঞ্চলো ঘিরিয়া
দয়াল বাবা শুনিলে রে, না দিবে ছাড়িয়া।
থুইবে না থুইবে না রে জুব্বা করিয়া
বাহির করো , বাহির করো রে
অঞ্চলো ঘিরিয়া
দয়াল বাবা শুনিলে রে, না দিবে ছাড়িয়া।
থুইবে না থুইবে না রে আন্দুনি করিয়া
বাহির করো, বাহির করো রে
অঞ্চলো ঘিরিয়া
দয়াল বাবা শুনিলে রে, না দিবে ছাড়িয়া।
থুইবে না থুইবে না রে বিছনা ঝাড়ুনি করিয়া
বড় ঘরের মাঝে রে
কেবা করুণা করে
বইন আছে দরদি তায় করুণা করে।
বইনোক সেংটা মারো মুই তায় কেনে করুণা করে।
বাহির করো, বাহির করো রে
অঞ্চলো ঘিরিয়া
দয়াল বাবা শুনিলে রে, না দিবে ছাড়িয়া।

আঞ্চলিক শব্দের অর্থ : সেংটা- তিরস্কার করা, অঞ্চলো- আঁচল।

২. কোন ভিটাতে গাড়মো গো মা
মালশিরা হলুদি?
কইনার মায়ের আছে গো
চ্যাপ্টা একনা ভিটা।
সেই ভিটাতে গাড়মো গো মা
মালশিরা হলুদি।
কোন কোদাইলে তুলমো গো মা
মালশিরা হলুদি?
কইনার মায়ের আছে গো
চ্যাপ্টা একনা কোদাইল।
সেইকনা দিয়া তুলমো গো মা
মালশিরা হলুদি।
কোন ডেকচিতে সিজামো গো মা
মালশিরা হলুদি?

www.pathagar.com

কইনার মার আছে
চ্যাপ্টা একনা ডেকচি
সেই ডেকচিত সিজামো গো মা
মালশিরা হলুদি।
কোন খানেতে শুকামো গো মা
মালশিরা হলুদি?
কইনার মার আছে
চ্যাপ্টা একখান চাতাল
সেই চাতালে শুকামো গো মা
মালশিরা হলুদি।
কোন ঢেঁকিতে কুটমু গো মা
মালশিরা হলুদি?
কইনার মার আছে
গোরা গোরা একটা ঢেঁকি
সেই ঢেঁকিতে কুটমু গো মা
মালশিরা হলুদি।

৩. বালির বইনো হলুদিরে মাখে,
মনে মনে হাসে
বালির মনটা ভরিয়া উঠুক
পঞ্চ বিষয় রসে।
বইনে মাখে কপালে গায়ে
আইয়ো মাখেরে পিঠে
ধনজনে ভরিয়া উঠুক
চৌদ্দ পুরুষী ভিটে।
আইসো আইসো বালির মা
দেখো চান্দো মুখ
তোমার বালীর বিয়াও রে হইবে
পাইবেন বড় সুখ।
হলুদিমাখা দেখিয়ারে মায়ের
ছটপট করে মন
এইবার বুঝি বিষয়ে ডুবিয়া
পর হইবে বুকের ধন।
একো চোখে কান্দেরে মাও
আর চোখ দিয়া
তুলিয়া নিল খানিক হলুদি
বালির পিঠ থাকিয়া
আঁচলেতে হলুদিরে রাখিয়া।

www.pathagar.com

৪. হলুদি রে হলুদি
বাঁশের তলকার হলুদি
বাছার কায় আছেরে দরদি
তায়সিন বাটিবে হলুদি।
দাদী আছে দরদি
তায়সিন বাটিবে হলুদি
হলুদি রে হলুদি
বাঁশের তলকার হলুদি
বাছার কায় আছেরে দরদি
তায়সিন বাটিবে হলুদি।
চাচি আছে দরদি
তায়সিন বাটিবে হলুদি।
হলুদি রে হলুদি
বাঁশের তলকার হলুদি
বাছার কায় আছেরে দরদি
তায় মাখাইবে হলুদি।
ভাবি আছে দরদি
তায় মাখাইবে হলুদি
হলুদি রে হলুদি
বাঁশের তলকার হলুদি
বাছার কায় আছেরে দরদি
তায় মাখাইবে হলুদি।
বুবু আছে দরদি
তায় মাখাইবে হলুদি
হলুদি রে হলুদি
বাঁশের তলকার হলুদি।

৫. বেচেয়া খাইচে চাচা ধল্লা নদীরও পাড়ে
কেমনে দেখিম মাগো মুই দয়ালো ভাতিজির মুখো।
বেচেয়া খাইচে বাবা চিত্রা নদীরও পাড়ে
কেমনে দেখিমো মাগো দয়াল বেটিরো মুখো।
বেচেয়া খাইচে ভাই ধল্লা নদীরো পাড়ে
কেমনে দেখিমো মাগো দয়াল বুবুর মুখো।
শাক তোলো মাগো আতাড়ি পাতাড়ি
শাক তোল মাগো ভাইয়ার চতুর দিয়া
ভাইয়া হইলো নিদয়া
বেচায়া খাইচে ধল্লার পাড়ে।

www.pathagar.com

৬. নয়া রাজা দ্যাছে ডিগি
ডিগি উছলেয়া যায় পানি
আহা কি আবেশ।
কইনার বইনটা ধাগুরি
চিলকে চিলকে বাজার যায়
গাবুরের ভাই রাস্তায় ফ্যালে চুমা খায়
আহা কি আবেশ।
কইনার মাওটা ধাগুরি
চিলকে চিলকে বাজার যায়
গাবুরের বাবা রাস্তায় ফ্যালে চুমা খায়
আহা কি আবেশ।
নয়া রাজা দ্যাছে ডিগি
ডিগি উছলেয়া যায় পানি
আহা কি আবেশ।

আঞ্চলিক শব্দের অর্থ : গাবরু- বর।

৭. ঐ না জঙ্গলের মধ্যে রিনা
কতই নিদ্রা পাড়ে।
ওঠো ওঠো গো রিনা
ভেসর পরিধান করো।
ঐ না ভেসরের ভারে রিনা
হালিয়া ঢুলিয়া পড়ে।
কোন বা সৈয়দের বেটা রিনাক
টানিয়া বাতাসন করে।
ঐ না জঙ্গলের মধ্যে রিনা
কতই নিদ্রা পাড়ে।
ওঠো ওঠো গো রিনা
ভেসর পরিধান করো।

আঞ্চলিক শব্দের অর্থ : ভেসর- বিয়ের সাজ-পোশাক।

৮. আঁটিয়া কলার থোপে থোপে
জোরে সানাই বাজে
কইনার মাওটা সানজিয়া নিদাঁলি
কতই নিদ পাড়ে।
নিদের ঝোপে ঝোপে
বিয়াইর গালা ধরে

www.pathagar.com

আচার খাবার টাকা নিয়া
বিআইর গালা ছাড়ে।

৯. মাটিত কামায় নাউয়া
চালত কামায় কাউয়া
ভাল করি কামাইশরে নাউয়া
ভাল করি কামাইশ
ভাল করি কামাইলে নাউয়া ভাল ধুতি পাবু
মন্দ করি কামাইলে নাউয়া ঘাড়ত মুটকি খাবু।
মাটিত কামায় নাউয়া
চালত কামায় কাউয়া।

আঞ্চলিক শব্দের অর্থ : নাউয়া- নাপিত, কাউয়া- কাক, মুটকি- মুষ্টিবদ্ধ হাতের মার।

তথ্যদাতা : মোছাঃ রহিমা বেগম, স্বামী : নুরু মিয়া, মা : আমেনা বেগম, বাবা : মোঃ বকশ মিয়া, বয়স : ৪০, শিক্ষা : নাই, ধর্ম : ইসলাম, পেশাঃ গৃহিনী। গ্রাম : গুঞ্জর খাঁ, থানা : পিরগাছা, ডাকঃ হাওদার পাড়, উপজেলাঃ পীরগাছা, জেলাঃ রংপুর।

১০. গুয়া নাইরে ছাওয়ার মাসি
গুয়াতির বাড়ি গেইছে
গুয়া আলা হারামজাদা
মজা মারিয়া নিছে।
পান নাইরে ছাওয়ার মাসি
পানাতির বাড়ি গেইছে
পান আলা হারামজাদা
মজা মারিয়া নিছে।

১১. ঘরের পাছে নারিকেল
সারি সারিবন্দ পাকিয়া হইছে ঝুনারে
গাও তোল, গাও তোল বান্দবরে
দোরে আছে সরকা গেটো
আস্তে আস্তে খোলেন।
মাঝিয়া আছে বান্দব তুষের আগুন
আস্তে করিয়া ফেলেন পা।
শিকিয়া আছে দুধের বাটি
চুমক মারি খান
গাও তোল, গাও তোল বান্দবরে।
টেবিলে আছে পানের বাটা
চুনবা দেখিয়া খানরে।

www.pathagar.com

বিছনাত আছে ছইল ঢাকা
আস্তে গড়ান গা।
ঘরের পাছে নারিকেল
সারি সারিবন্দ পাকিয়া হইছে ঝুনারে
গাও তোল, গাও তোল বান্দবরে
দোরে আছে সরকা গেটো
আস্তে আস্তে খোলেন।

১২. হটুয়া দেশের খটুয়া কন্যা
কান্দে ইমিঝিমি
ভাইয়ের মত ভাতার পায়া
নাই চোখের পানি।
হটুয়া দেশের খটুয়া কন্যা
কান্দে ইমিঝিমি
মায়ের মত শাশুড়ি পায়া
নাই চোখের পানি।

১৩. এনছা বাঁশের কেনেচা চাইলোন
পঞ্চবাতি জ্বলে
ভাল করি বরেন বইরাতি
পরনের শাড়ি, হাতের সংখ, সিঁথির সিন্দুর
অইদে ঝলমল করে।
বরুর বইনটা এতরে হাভাতি
কাড়ি নেও কাড়ি নেও করে।
বরের ভাউজ এতরে হাভাতি
কাড়ি নেও কাড়ি নেও করে।
এনছা বাঁশের কেনেচা চাইলোন
পঞ্চবাতি জ্বলে
ভাল করি বরেন বইরাতি
পরনের শাড়ি, হাতের সংখ, সিঁথির সিন্দুর
অইদে ঝলমল করে।

আঞ্চলিক শব্দের অর্থ : হাভাতি - লোভি।

১৪. বেলা ওটে ধমকে
মারোয়া গাড়ে থমকে
মাড়োয়া তলে বসিয়ারে বালি
জিতং জিতং করে

www.pathagar.com

জিতিবার না পায়ারে বালি
ভাউজোক হাজির করে
শাড়ি করছে বদলি।
বেলা ওটে ধমকে
মারোয়া গাড়ে থমকে
মাড়োয়া তলে বসিয়ারে বালি
জিতং জিতং করে
জিতিবার না পায়ারে বালি
বোইনোক হাজির করে।
তোর বোইনো হইবেরে নটি
শাখা করছে বদলি।

১৫. নীল ঘরে অনন্ত জ্বলে
ডালে পইড়াছে ভোমরারে
ময়না কান্দে
হামার ময়না করুনা করে
দয়াল দাদার আগে রে
ময়না কান্দে
হামার ময়না করুণা করে
দয়াল বাবার আগে রে
ময়না কান্দে
হামার ময়না করুণা করে
দয়াল কাকার আগে রে
ময়না কান্দে
থালি দিমু গাদি গাদি
সঙ্গে পাঠামু দাসীরে
ময়না কান্দে
গরু দিমু গোয়ালে গোয়ালে
সঙ্গে পাটামো আকোয়াল
ময়না কান্দে
নীল ঘরে অনন্ত জ্বলে
ডালে পইড়াছে ভোমরারে
ময়না কান্দে।

আঞ্চলিক শব্দের অর্থ : আকোয়াল - রাখাল।

১৬. হামার বাড়ির নারিকেলের গাছত
চোষ পাখির বাসা

www.pathagar.com

হামার নাকি আশা ছিল
দেবী পুরত সাগাই করার
যতশত করিয়া দিল
ঘটক গোলামের ব্যাটা

তথ্যদাতা : ফুলমতি, স্বামী : বিবুল কুমার, বাবা : শ্রী হরেন চন্দ্র, বয়স : ৩০, শিক্ষা : নাই, ধর্ম : সনাতন, পেশাঃ গৃহিনী। ঠিকানাঃ গ্রাম : পশ্চিম গুঞ্জর খাঁ, থানা : পিরগাছা, উপজেলাঃ পীরগাছা, জেলাঃ রংপুর।

১৭. ইন্দুরে তোলেরে বুরবুরা মাটি
চোরবা কাটেরে টাটি
কোন্‌টে গেইলেন লজ্জাপতি সোয়ামি
সিতানে আছে দোমোনি বস্তা
চোর্‌কবা ধররে বান্দি।
ইন্দুরে তোলেরে বুরবুরা মাটি
চোর্‌বা কাটেরে টাটি
কোন্‌টে গেইলেন লজ্জাপতি সোয়ামি
পইতানে আছেরে দোধারি ছোরা
চোরকবা ধররে কাটি।

১৮. কালারে কচু, ধলারে কচু
কচু টলমল করে
বকচি গ্রামের মাইয়ারে
হলুদের মত দ্যাখে
কালারে কচু, ধলারে কচু
কচু টলমল করে
বড় দরগার মাইয়ারে
থমকে থমকে নাচে।

১৯. ইন্দারি পিন্দারি তলে
চারখান চুড়ি মেলান করে
হামার বালির পঞ্চ বনাইরে
যত বাদিয়া ঘিরিয়া ধরে
হামার আদাই ধামরাটার
কেহই নাই রে
হামার বালি ভক্তি করে রে
মাটি খালি ঝলক ধরে রে
হামার আদাই ধুমরা ভক্তি করে

www.pathagar.com

মাটি খালি টিকলিস করে
ইন্দারি পিন্দারি তলে
চারখান চুড়ি মেলান করে
হামার বালির পঞ্চ বনাইরে
যত বাদিয়া ঘিরিয়া ধরে

২০. বালি সাজছে হাউসের বিয়ারে
ও বালি তোর কোনবা সাজ আগোতে
আকপান তোর হলনারে
আধো ঘাটা যায়া
বরু তোর বোন পইরাছে
একবাটা পান পাইয়ারে
ও বরু তোর বইনোক বিদায় কর রে।

তথ্যদাতা : খুকী রাণী, স্বামী :সুশীল চন্দ্র, বাবা : অন্ন দাশ, বয়স : ২৮, শিক্ষা : নাই, ধর্ম : সনাতন, পেশাঃ গৃহিনী। ঠিকানাঃ গ্রাম : পশ্চিম গুঞ্জর খাঁ, থানা : পীরগাছা, উপজেলাঃ পীরগাছা, জেলাঃ রংপুর।

২১. ডালা সাজে ফুলোমালা
ডালা সাজে অঙ্গমালা
ডালা যাইবে সখিনা বিবির আগেরে
আরে ডালা দেখিয়া
সখিনা বিবি কান্দে
ডালা দেখিয়া মাও কান্দে
মায়ের কান্দন মিছামিছি
বাবার কান্দনে ওরে দরিয়া ভাঙ্গে
ডালা দেখিয়া ভাবি কান্দে
ভাবির কান্দন মিছামিছি
ভাইয়ার কান্দনে দরিয়া ভাঙ্গে
ডালা সাজে ফুলোমালা
ডালা সাজে অঙ্গমালা
ডালা যাইবে সখিনা বিবির আগেরে
আরে ঢালা দেখিয়া
সখিনা বিবি কান্দে
ডালা দেখিয়া বুবু কান্দে
বুবুর কান্দনে দরিয়া ভাঙ্গে

www.pathagar.com

২২. ছোট ছোট ডালা
উমুর ঝুমুর বাজে
বড় ঘরের মাঝে
কে কে করুণা করে
মাও আছে দরদি
তায় করুণা করে।
ছোট ছোট ডালা
উমুর ঝুমুর বাজে
বড় ঘরের মাঝে
কে কে করুণা করে
ভাবী আছে দরদি
তায় করুণা করে।
ছোট ছোট ডালা
উমুর ঝুমুর বাজে
বড় ঘরের মাঝে
কে কে করুণা করে
বুবু আছে দরদী
তায় করুণা করে।

আঞ্চলিক শব্দের অর্থ : করুণা- চিকন সুরে কাঁদা।

২৩. খেসরি কালাই মুসরি কালাই
আগা হলফল করে
আহারে গাজার ডলা
কে ডলিতে পারে।
কইনার মাক দেখি আলছে
হাতিশালার মাঝে
সারা রাইতে হাতিশালে
দমা দমি করে।

২৪. কলা উন্নু সারে সারে
তরমুজে ঘিরনু বাড়ি
এতো দিনো পালিনু ময়নারে
ওঠের ঠোটের খিলা
আইজ হিনি যাইবে ময়নারে
বসত খালি কইরা।

আঞ্চলিক শব্দের অর্থ : উন্নু - রোপন করা।

www.pathagar.com

২৫. মাও মোর আশি টাকার
খাসি খাইলো শেয়ালে
দৌড়ি যায়া পড়নু ইটা বাড়িত।
নাতি জামাই টানিয়া তুলিল রে
শরমেতে হইলো চেনাচেনি।

তথ্যদাতা : হাজেরা বেগম, স্বামী : মনসুর আলী, বাবা : আখতার মুন্সী, বয়স : ৫০, শিক্ষা : সাক্ষর, ধর্ম : ইসলাম, পেশা: গৃহিনী। ঠিকানা: গ্রাম : পশ্চিম গুঞ্জর খাঁ, থানা : পীরগাছা, উপজেলা: পীরগাছা, জেলা: রংপুর।

২৬. কাশিয়া কাটিয়া মুই মুটারে মুটা
বাড়ুন বান্দিবার হাউসে
সেই না বাড়ুন বান্দিয়া দিনু মুই
চেংরার বাবার হাতে
চেংরার বাবা হাটখোলা সামটে
চেংরির বাবা হাসে
কাশিয়া কাটিয়া মুই মুটারে মুটা
বাড়ুন বান্দিবার হাউসে
সেই না বাড়ুন বান্দিয়া দিনু মুই
চেংরির বনাইর হাতে
চেংরির বনাই হাটখোলা সামটে
গাবরুর বনাই হাসে।

২৭. আগালে পান মোর চিরলরে চিরল
দুরিয়া পানের ভিড়া
সেইনা ভিড়া উড়িয়া পড়লো
ভরা সভার মাঝে
ভরা সভার লোকেরা কয়
কারবান বেটির বিয়া
রাজার বেটির বিয়ারে শুভচান
মেথরের বেটিক দিয়া।

২৮. এঘর হইতে ওঘরে যাইতে
কুরিয়া পাইলাম কৌটা
সেইনা কৌটুয়া ডগোরে মগো
সোরতা বালির সিন্দুর
নাচ করো হে সোরতা বালি
জোড়বা হাতোত তালি।

www.pathagar.com

২৯. হলুদি বাটো পঞ্চুরে আইয়ো
জৈ জোগাড় করি
মেন্দি বাটে পঞ্চুরে আইয়ো
জৈ জোগাড় করি
কাঞ্চা সোনা চম্পক রে বালা
গজায় সারি সারি।

৩০. এতোদিন আচিলেন রে চম্পকবালা
হামার খেলার সাথি
আজকা যাইমেন দূর দ্যাশে
হামার মায়া ছাড়ি
পরদ্যাশি হইয়া চম্পকবালা
দিয়া যাইমেন ফাঁকি
তোমার কথা উঠে থাকি থাকি
বন্ধু পায়া যান চম্পকবালা
হামার কথা ভুলি
আজকা থাকি না দেখিমো
তোমার মুখের হাসি।

৩১. দেউতির মারকেটে দেখিয়া আইলাম স্বামীধন
সতিনের শীসের সেন্দুর
আরে সেন্দুর পড়িবি সীতা
আরে স্বামীধন পরানে সইবে না
কাইশার উলুটা কাইটা
ওমোর স্বামীধন
বান্দিবে বেড়া কি দিয়া?
ঘাড়ের গামছা ছিঁড়া
ও মোর স্বামীধন
ঘেড়িয়া বান্দ বেড়া।

তথ্যদাতা : ধলী বেগম, স্বামী : মোঃ বিহারী, বয়স :৪৫, পিতা : বেসারত খলিফা, মাতা : ফিরোজা বেগম, পড়ালেখা : নাই, গৃহিণী, গ্রাম : চণ্ডীপুর, উপজেলা : পীরগাছা, রংপুর।

৩২. চারি মুড়া চারি নিশান গাড়েরে বানা
মধ্যিখানে শ্যাম গাড়ে ধীরে রে বানা

www.pathagar.com

একলাই না যামো পরো দেশেরে বানা
ভাবি নটিটাক নেমো সাথে রে বানা
ভাইয়া ভাড়ুয়া ইলতার বড়িরে বানা
চারি মুড়া চারি নিশান গাড়েরে বানা
মদ্যিখানে শ্যাম গাড়ে ধীরেরে বানা।

৩৩. নদীর কুলেরে আনারসের গাছো
গন্ধে মল মল করে
কোনটে গেলরে জেসমিনের বাবা
জেসমিনোক বিদায় দ্যাও
ক্যামনে দেমোরে জেসমিন বেটিক বিদায়
কলিজা জর জর করে
নদীর কুলেরে আনারসের গাছো
গন্ধে মল মল করে।

৩৪. মাথা মলো মলো সন্ধিও
মাথা দ্যাখোঁ নারিকেলের মতো
মুখ মলো মলো সন্ধিও
মুখ দ্যাখোঁ বাছার পান খাওয়া বাটা।
হাত মলো মলো সন্ধিও
হাত দ্যাখোঁ বাছার পিঠা বানা বেলনা।
পিঠ মলো মলো সন্ধিও
পিঠ দ্যাখোঁ বাছার
কাপড় ধোয়ার পিড়া।
ঠ্যাং মলো মলো সন্ধিও
ঠ্যাং দ্যাখোঁ বাছার
কুপা থোয়া গদা।

আঞ্চলিক শব্দের অর্থ : মলো মলো- ডলো ডলো।

৩৫. তিলবা পড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে
বাটুল পড়ে আয়ারে
ময়না কান্দে
কি কি দিমেন দয়াল বাবা
শুনি আপন কানেরে
ময়না কান্দে
গাই দেমো, বাছুর দেমো
দোয়ানি দিমো সাথে

www.pathagar.com

ময়না কান্দে
তিলবা পড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে
বাটুল পড়ে আয়ারে
ময়না কান্দে।
কি কি দিমেন দয়াল চাচা
শুনি আপন কানেরে
ময়না কান্দে
ল্যাপ দেমো, তোশক দেমো
ধোপানি দেমো তার সাথে রে
ময়না কান্দে
কি কি দিমেন দয়াল ভাইও
শুনি আপন কানেরে
ময়না কান্দে
থালা দেমো, বাসন দেমো
মানজানি দেমো সাথে রে
ময়না কান্দে।

৩৬. উত্তর হিনি আইলোরে হাউসের দেওরা
দেওরা নীল বরণ হয়ারে
দেওরা হলুদ বরণ হয়া
কোন ডালা ছোটরে দেওরা কোন ডালা বড়
আরে মাঝের ডালা খান খালিরে
বাসর করিলেন খালিরে।
আরে যাবার বেলা মোর হাতের
দুধের ভাতও খাইওরে
উত্তর হিনি আইলোরে হাউসের দেওরা
দেওরা নীল বরণ হয়ারে।

তথ্যদাতা : রেজিনা বেগম, স্বামী : মোঃ ফেরদৌস, বয়স : ৪৭, পিতা : মোঃ ইব্রাহীম, মাতা : মোছাঃ আনোয়ারা বেগম, পড়ালেখা : নাই, গৃহিণী, গ্রাম : চণ্ডীপুর, উপজেলা : পীরগাছা, রংপুর।

৪. জাগগান

অষ্টাদশ শতকের রাজবংশী গায়েন কবি রতিরাম দাস। তিনি পীরগাছা উপজেলার ইটাকুমারী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অসংখ্য জাগের গান রচনা করেন। যা সংরক্ষণের অভাবে হারিয়ে যেতে বসেছে। সে সময় এই গান রচনার জন্য তিনি

www.pathagar.com

ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছেন। ব্রিটিশ বিদ্রোহের বিভিন্ন ঘটনা নিয়েও তিনি জাগের গান রচনা করেন।

রতিরাম দাসের জাগের গান

১. জ্বলিয়া উঠিল তবে জয়দূর্গা মাই
তোমরা পুরুষ নও ? শকতি কি নাই ?
মাইয়া হইয়া জনমিয়া ধরিয়া উহারে
খণ্ড খণ্ড কাটিবারে পারোং তলোয়ারে।
করিতে হইবে না আর কাহাকেও কিছু
প্রজারা করিবে সব, হইব না নীচু।

২. মন্থনার কর্ত্তৃ জয়দুর্গা দেবী চৌধুরানি
বড় বুদ্ধি বড় তেজ সকলে বাখানি।
আকালে দুনিয়া গেল দেবী চায় টাকা
মারি ধরি লুট করে বদমাইশ পাকা।
শিবচন্দ্রের হৃদে এই সব দুক্ষ বাজে
জয়দুর্গার আজ্ঞায় শিবচন্দ্র সাজে।
...
শিবচন্দ্র নন্দী কয়, শুন প্রজাগণ
রাজার তোমরা অন্ন, তোমরাই ধন।
রংপুরে যাও সবে হাজার হাজার
দেবীসিংহের বাড়ি লুট, ভাঙ্গো বাড়ি তার।
পরিষদবর্গ সহ তারে ধরি আন
আপন হস্তেতে তার কাটি দিমো কান।
শিবচন্দ্রের হুকুমেতে সব প্রজা ক্ষ্যাপে
হাজার হাজার প্রজা ধায় এক ধাপে।
লাঠি নিলো, খন্তি নিলো, নিলো কাঁচি, দাও
আপত্তি করিতে আর রহিল না কাওঁ।
ঘাড়েতে বাঁকুয়া নিলো, হালের জোঁয়াল
জাঙ্গালা বলিয়া সব চলিল কাঙ্গাল।
চারিভিতি হতে আইলো রংপুরের প্রজা,
ভদ্রগুলা আইলো কেবল দেকিবার মজা।
ইটা দিয়া, পাইটকা দিয়া পাটকেলায় খুব,
চারিভিতি হতে পড়ে করিয়া ধুপ ধুপ।
ইটার ঢ্যালের চোটে ভাঙিল কারো হাড়,
দেবীসিংহের বাড়ি হইল ইটের পাহাড়।
খিড়কির দুয়ার দিয়া পালাইল দেবীসিং

www.pathagar.com

সাথে সাথে পালাইল সেই বারো ডিং।
দেবীসিং পালাইল দিয়া গাও ঢাকা
কেউ বলে মুর্শিদাবাদ, কেউ বলে ঢাকা।

রাধা কৃষ্ণের গান

৩. ঐ যে আইসে নন্দের ব্যাটা জুয়ান জাওয়ান কানু ॥
কেনে আইসে আইলে আইলে বুঝিবার না পানু॥
কেমন করি চোকোত চায় গিরিয়া যেন খায়
জুয়ান বউরী দেখি এই ভিতি ধায়॥
চিটুল চাউনি তার মুখ মুচকি হাসি।
রাস্তায় ঘাটায় পাইলে আগে আঞ্চল ধরে আসি ॥
কোনদিকে যাই এখন বড় বালাই
যে দিকে পালাই এখন সেই দিকে কানাই॥

৪. রাধা কয় মুচকি মুচকি হাসিয়া
কেমন তুমি সাপের ওঝা সাপের সাপুড়িয়া॥
সাপুড়িয়া বাঁশির সুরে সাপ বাহির হয়া আইসে
তোমার বাঁশির সুরে সাপ জাগিয়া উঠিয়া বইসো॥
তোমার বাঁশির সুরে সাপ কানের ছিদ্দির দিয়া
বসত বাড়ি করলে সাপ হৃদের গর্ত্তে গিয়া॥
ঘুমায় না ঘুমায় না সাপ জাগিয়া থাকে সোজা
তোমার বাঁশির সুরে সাপ খায় মোর কলিজা॥
আর কিছু মাঙ্গি না কানু আর কিছু মাঙ্গি না
সাপ বাইর করিয়া ফেলাও গুণের ভাগিনা॥
ছাড় না, ছাড় না কেনে ও মোর আঙ্গিনা
তুমি না জাগাইলে আমি কখনো জাগি না॥
কানাই কয় ওরে মামি কেনে কথার কাটাকাটি
সিনান করিয়া ওঠ যাই আপন বাটি॥
এ উজান বয়সে মামি উজান বয়া যাই
তোমার অঙ্গে অঙ্গ দিয়া একবার সাঁতার খাই॥

তথ্যদাতা : স্বদেশ কুমার বর্মন, মা : মোহনীময়ী, বাবা : কৃষ্টকান্ত বর্মন, বয়স : ৪৬, শিক্ষা : অষ্টমশ্রেণি, ধর্ম : সনাতন, পেশাঃ ব্যবসা, জাতি/বর্ণঃ ক্ষত্রিয়, গ্রাম : ছদরা তালুক, থানা : কাউনিয়া, ডাকঃ ভায়ার হাট, উপজেলাঃ কাউনিয়া, জেলা : রংপুর।

নৌকা সাজানোর গান

৫. প্রথমে সাজামো ডিঙা খোদার ফরমান
সেই ডিঙাতে তুলিয়া নিলো কিতাব আর কোরান।

www.pathagar.com

সাজিল ডিঙা পঙ্খিরাজ নামে আরে হই
ছয় মাসের পন্থ নাকি দেখা যায় তার ছই।
তারপরে সাজিল ডিঙা নামে তারো হুরা
তিনো মাসের পন্থ থাকি দেখা যায় মস্তুরা।
তারপরে সাজিল ডিঙা নাম তারো মেনা
চৌদ্দ ডিঙা বায়া যায় কিনারে তোলে ফেনা।
তারপরে সাজিল ডিঙা নাম তারো হাজারি
আগপাশে হাটবাজার পন্থোতে কাচারি।
তারপরে সাজিল ডিঙা নাম তারো চ্যাং
সেই ডিঙাতে তুলিয়া নিল বড় বড় ব্যাং।
এভাবেতে চৌদ্দ ডিঙা সাজন হয়া গেলো
বাউয়াই ঝাকে চৌদ্দ ডিঙা যাইতে লাগিল।

নৌকা ছাড়ার গান

৬. আল্লার নামে ছাড়লাম নৌকা
সবাই আইসেন মাঝি ভাই
আরে ও ... ও ... ওরে...
প্রথমে ছাড়িলাম নৌকা আল্লার নামটি লইয়া
সবাই মিলে বাইচান যারা যামু বাইয়া।
প্রথমে বন্দনা করি, পির পয়গম্বর
তারপরে বন্দনা করি এই ময় মুরব্বিচরণ।
মাঝি ভাই জোর চাই হেঁই ও
জোর হলো না হেঁই ও
আরো জোরে হেঁইও।

তথ্যদাতা : মোস্তাক আহমেদ , বাবা : আলহাজ আলীম উদদীন, মা : আমেনা বেগম, বয়স : ৪২, শিক্ষা : এমএ, পেশা : শিক্ষকতা, ডাক : বড়ূয়ার হাট, গ্রাম : পর্ব চান ঘাট, উপজেলা : কাউনিয়া, রংপুর।

৫. জারিগান

কারাবালা বিষাদময় কাহিনি জারিগানের মূল বিষয় হলেও বর্তমানে সাম্প্রতিক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে জারিগানের এখনও প্রচলন রয়েছে। জারিগানে বর্ণনা, সংগীত ছাড়াও থাকে নৃত্য। এগান পরিবেশনের জন্য কোনো মঞ্চের প্রয়োজন হয় না। জারিগানে থাকে একজন বয়াতি এবং একাধিক দোহার। অঞ্চলভেদে বয়াতি ও দোহারদের পোশাকে রয়েছে বৈচিত্র্য।

www.pathagar.com

দেশাত্মবোধক

১. বাংলা ১৩99 সাল বিদায় নিলো ভাই
তাহার ঘটনা কিছু শুনিবেন সবাই-॥
১৩০০ গোরায় যখন হইলো চার সাল
ভূমিকম্পে মাটি করে উতাল পাতাল-॥
মাটি ফেটে পানি ওঠে আ'জ প্রমাণ পাই
হয়না ফসল ঐ জায়গাতে বালুর কারণ ভাই-॥
তেরোশতো ৩৬ সালে ধুম পরিয়া গেলো
চিনি বড়াই খেয়ে বিয়া পরাইতে লাগিলো-॥
ধুম বিয়া হইলো দেখো প্রতি ঘরে ঘরে
৪০ সালে ভূমিকম্প আবার খতি করে-॥
উড়ো জাহাজ বাহির হইলো শূন্য দিয়ে যায়
মনে হয় আসমান ভাঙ্গি পরে বুঝি গায়-॥
নয়া বউয়ে ভাত চড়ায়ে পানি আনিতে যায়
জাহাজ দেখিতে ভর্তি কলস ভাঙ্গিয়া ফেলায়-॥
৫০ সালে দুরভিক্ষ হয় শোনো সবে ভাই
ছেলে মেয়েকে দেয় ফেলিয়া খাওয়ার উপায় নাই-॥
নঙ্গর খানা খুলে দিলো আহা দুঃখে মরি
চাউল কালাই জ্বালাইয়া খাওয়াইতো খিচুরী-॥
৫৩ সালে দেশ ভাগ করে ভারত পাকিস্তান
ভারত পাইলো মহাত্তাগান্ধি পাকিস্তান কায়দে আজম-॥
আবার ১৩০০ ভিতরে দেশ স্বাধীন হইয়া গেলো
টেলিভিশন টেপরেডিও বাহির হইলো-॥
কমপুটার বাহির হইলো ১৩০০ শর ভিতরে
স্কাইলাপ সেট করিলো শূন্যের উপরে-॥
জানিনা এর পরে কিযে বাহির করে-॥

কথা : ছগির উদ্দিন বয়াতি

২. আল্লাহ নবির নাম লইয়া জারি করিলাম শুরু
দোয়া করেন পিতা মাতা শিক্ষা দাতা গুরু॥
গানের বিচার করবে যারো বোডে বসে আছে
শ্রোদ্ধার সাথে সালাম জানাই আমরা তাদের কাছে॥
আমরা বাঙ্গালি জাতি বাংলা মোদের ভাষা
বাংলার শিল্পী হবো বলে মনে করি আশা॥
ফুলে ফলে নদী ভরা এই দেশটা শাজা
পদ্মা নদীর ইলিশ মাছ খাইতে বড়ো মজা॥

www.pathagar.com

মেঘনা যমুনা সুরুম আছে মোদের বাংলাদেশে
বঙ্গব সাগর হইতে জাহাজ যায় কত বিদেশে৷৷
বাংলাদেশের আজব সেতু আছে যমুনায়
দেখলে সেই আজব সেতু নয়ন জুরায়৷৷
রংপুরে বাবা কেরামত আলী আছে ঘুমাইয়া
সিলেটেতে আছে বাবা শাহাজালাল আঁউলিয়া৷৷
কতো ওলি শুইয়া আছে এই মাটিতে ভাই
আমরা তাদের নতো শিরে ছালামো জানাই৷৷
পায়রাবন্ধে বেগম রোকেয়া জন্ম নিয়া ছিল
নারী শিক্ষার অধিকার এনে স্মৃতি রেখে গেলো৷৷
সতি বেহুলার বাসর ঘর বগুড়া মহাস্থানে
সেই ঘরেতে মরে লখিনদর সর্পেরি দংশনে৷৷
খুলনায় আছে সুন্দরবন পশু-পাখি যতো
নানা জাতের গজারি কাট এসব মনের মতো৷৷
স্মৃতি সৌধ দেখা যায় সাভারেতে গেলে
বান্ন্য বাজার তেরপন্ন্য গলি ঢাকা শহর বলে৷৷
এইখানে জারি গান করে দিলাম সেশ
দেখতে লাগে কতো সুন্দর মোদের বাংলাদেশ৷৷

কথা : ছগির উদ্দিন বয়াতি

বাংলা নববর্ষের জারি

১. বাংলাদেশি ভাই বোনেরা শুনেন দিয়া মন
নববর্ষের জারি আজকে করিবেন শ্রবণ
দেখিতে দেখিতে শেষ হইলো বার মাস
নয়া বছর এলরে আজ জাগে নতুন আশারে

নববর্ষের নতুন পাতা প্রতি গাছে গাছে
সবুজ শোভার বাহার দেখে মন সবার নাচে
ফুলের বনে ফুটল রে আজ নানান রঙ্গের ফুল
মধুর লোভে ছুটছে ভোমনর মন করে মশগুলরে.

মাঠে মাঠে সোনার ফসল করছে রে ঝল মল
চাষীর মুখে মধুর হাসি বয় খুসির ঢল
নতুন দিনে নতুন সকাল আকুল করে মন
নয়া পাতার ছন্দে শুনি হরেক পাখির গানরে-

www.pathagar.com

গ্রাম গঞ্জে বসরে ভাই বৈশাখী মেলা
খুশি জোয়ারে বয় সেথা সকাল সন্ধ্যা বেলা
বটের ছায়ায় বসে শুনি সারি বাউল জারি
নকশি কাথা, শিতল পাটি ফিতা সখের হাড়িরে

চিতু পিঠা কালাই ভাজা পান্তা সবাই খাই
রঙ্গের রঙ্গের ঘুড়ি উড়ানো মোরগের লড়াই
পিঠা পায়েশ মন্ডা মিঠাই মুড়কি আর ও মুড়ি
পাতার বাঁশি রঙ্গের পুতুর চিড়া নাড়ু বাঙ্গিরে ...

কথা : রমজান আলী

ভাষা আন্দোলনের জারি

বাংলা আমার মায়ের ভাষা শুনেন দিয়া মন
বাংলা ভাষার জারি আজকে করিবেন শ্রবণ।
বন্দনা করিতে আমার অনেক হবে দেরি
মন দিয়া শুনবেন সবে বাংলা ভাষার জারিরে।

রফিক শফিক ছালাম বরকত আরো কতজন
বাংলা ভাষার মান রাখিতে দিয়েছে জীবন
তাইতো মোরা যুগে যুগে রাখিব স্মরণ
বাংলা ভাষার মান বাঁচাতে শহিদ কতজনরে।

রাষ্ট্র ভাষা বাংলা চাই মায়ের ভাষার তরে
ঢাকা শহরে তাজা খুনে গিয়েছিল ভরে
১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে মিটিং স্লোগান
ভাষার দাবি তুলতে গিয়ে হারায় কত প্রাণরে

রক্তে রঙ্গে দেয় রাঙ্গিয়ে মোদের পরিবেশ
বুঝতে পারি তখন মোর শহিদানের দেশ
নগ্ন পায়ে প্রভাত ফেরী শিশু কিশোর মিলে
শহিদ মিনার দেই ভরিয়ে হাজার ফুলে ফুলে রে

শহিদ দিবসে সাজবো নাকো ভুয়া য়ে বাঙলি
মায়ের ভাষার বলব কথা সত্য পথে চলি।
ভাই বোনেরা সবাই মিলে গাহি তাঁদের গান
দেশ ও জাতীর মান বাঁচাতে জীবন করেছে দানরে

কথা : রমজান আলী

www.pathagar.com

জনসংখ্যার জারিগান

১. সইতে পারিনা এমন জাত না হয়রে
রাত দিন খেটে মরি দুই বেলা ভাত জুটে না।
তবু আশা না ফুরাইলো একটি ছেলে হলে ভালো
ছয়টি মেয়ে জন্ম নিলো ছেলের মুখতো দেখলাম না। ঐ
সারাদিন কাজ করি সন্ধ্যাবেলা বাড়ি ফিরি
বউয়ের মন বেজায় ভারি কোনো কথায় বলে না। ঐ
অধিক সন্তান আমার ঘরে কতো দিন আর কষ্ট করে
পেট ভরে ভাত দুরের কথা গমের রুটি মেলে না। ঐ
না বুঝিয়া না ভাবিয়া কিযে এমন ভুল করিয়া
সুখের আশায় করলাম বিয়া দুঃখতো আর গেলো না। ঐ
চিন্তা করে দেখলাম আমি বেচতে হবে ভিটার জমি
বেচতে বেচতে গেল কমি ভাতে ফলায় না। ঐ
বারতি ফসল ফলার আশে বাবা দাদার কবর চাষে
অধিক ফসল বারো মাসে তবুতো খাবার জোটে না। ঐ

কথা : ছগির উদ্দিন বয়াতি

২. আগে কী যে ছিলাম কি হইলাম নিজের ভুলে পরিয়া
দুই বেলা ভাত পাইনা খাবার জন্ম সংখ্যা বারিয়া-॥
দাদার ছিল জমিদারি বাপেরা চার ভাই
বাড়ি করে দেখি এখন বাচার উপায় নাই
শেষে বাবা দাদার কবর খুঁড়ে
তাও দিলাম চাষাইয়া-॥
তবু অভাব যায় না বড়ো ঘটিলো জন জাল
ভেবে দেখি বাচার চেয়ে মরায় অনেক ভাল
অল্প বয়সে হইলাম বুড়ারে
পরের ঘড়ে খাটিয়া-॥
ছেলে মেয়ে সাত জন ঘড়ে বিয়া করলো তিন জন
নাতি নাতনির ঘেন ঘেনানি বাঁচে না জীবন
ছোটো ছেলে খুদায় কাঁন্দেরে
পেটে ঠাসা মারিয়া-॥
দোষ এখন দিবো কারে এইতো কর্মফল
আমার মতো তোমরা কেহো হইনা দুর্বল
সবার ছোটো সংসার গরতে হবেরে
ভাবো না ভুল করিয়া-॥
এর জন্য সজাগ হবেন যতো ভাই ও বোন
জন্ম শাসন করলে হবে সুখেরি জীবন

www.pathagar.com

ছোট্ট সংসার গড়তে হবে
কী লাভ হবে বাড়াইয়া-॥

কথা : হারুন অর রশিদ

৩. আমার মতো তোমরা কেহো ভুল করো না
যেনোগুনে ভুল করিয়া কপালের দোষ দিও না-॥
দুই সন্তানের মা বাপ যারা
অনেক সুখে আছে তারা
কী ভুল করেছি মোরা
দুইবেলা ভাত জুটেনা-॥
জামা কাপর দূরের কথা
তেল সাবান চিনেনা মাথা
আমি কারে জানাই দুখ ব্যথ্যা
বউয়ের আশা পুরন হয়না-॥
অধিক সন্তান জন্ম দিলে
সুখ শান্তি যায় বিফলে
ছেলে হোক চাই মেয়ে হোক ঘড়ে
দুইয়ের বেশি আর নিবোনা-॥
ছোটো পরিবার গরতে হবে
জন্ম সাসন কারো সবে
জাহাদুল বালাতে বলে
পরিবার পরিকল্পনা-॥

কথা : ছগির উদ্দিন বয়াতি

শিশুর অধিকার এর জারিগান

১. শিশুদেরকে দিতে হবে নায্য অধিকার
আগামী দিনে এরাই দেশে ভবিষ্যৎ সবার-॥
একটি শিশু জন্ম নিলে
পবিত্র জাত সবাই বলে
বাবা মায়ের চোক্ষের মণি
পায় কতো আদর-॥
শিশুর বয়স পাঁচ মাস হলে
শাক-সবজি ফল খাইতে দিলে
ব্রেন বুদ্ধি বারে তাতে
চোক্ষেরি নজর-॥
করো সবাই শিশুর যতন

www.pathagar.com

শিশু মোদের অমূল্য ধন
শিশুর প্রতি করো না কেউ
অন্যায় আবিচার-॥
কম বয়সের শিশু যারা
পেসার যেনো পায়না তারা
হারুন মাস্টার ভেবে বলে
জাতিসংঘের পাই খবর-॥

কথা : হারুন অর রশিদ

২. ওগো ভাইবোনেরা আছেন যারা সবারে জানাই
শিশুর প্রতি নজর দিও ভবিষৎ তারাই-॥
কাজের চাপে শিশুদেরকে কষ্ট যারা দেয়
বেবেকহীন পরিচয় তাদের গুণী জনে কয়
হাত উঠাইওনা শিশুর গায়ে কেউ
তাতে খতি হয় নিজেরই-॥
আঠারো বসর বয়স না হলে শিশু তারে কয়
চিন্তা করে দেখো তাদের ভোট কোনো না হয়
তারা ভুল করিলে খমার জগ্য
যতই অন্নায় করুক ভাই-॥
পড়া লেখায় শিশুরা সব পাবে বুদ্দি জ্ঞান
নতুন করে উঠবে গরে সুখেরি জীবন
আমরাও একদিন ছিলাম শিশু
সুখের আশা ছিলো ভাই-॥
কেউবা হইলাম রিক্সাচালক দর্জি দোকানদার
কেউবা হইলো কোর্টের ওকিল জজ বেরিস্টার
কেউবা হইলো দেশের প্রধান
একদিন শিশু ছিলো যারাই-॥
তাইতো বলি বাবা মাকে শিশু আছে যার
দিতে হবে শিশুদেরকে ন্যায্য অধিকার
নিয়ম নিতি তাদের প্রতী
থাকে যেনো সর্বদাই-॥

কথা : ছগির উদ্দিন বয়াতি

শিশুশ্রম রোধের জারি গান

১. আল্লা আল্লা বল বান্দা নবি কর সার
নবির কালেমা পরে হইয়ে যাবি পার
আরো মাতা গুরু পিতা গুরু শিক্ষাদাতা গুরু

www.pathagar.com

সবাইকে বন্দনা করে শিশু শ্রম রোধের
জারি করলাম শুরু
বন্দনা করিতে আমার অনেক হবে দেরি
মন দিয়া শুনবেন সবে শিশু শ্রম রোধ জারিরে

শোনেন শোনেন দেশও বাসীরে, শোনেন দিয়া মন,
শিশু স্বাস্থ্যের জারি এবার করিবেন শ্রবণ রে......

বাংলাদেশি ভাই বোনেরা শোনেন দিয়া মন
শিশুর প্রতি আমরা যেন রাখিগো স্বরন
শিশু দেশের নয়ন মনি কথা মিথ্যা নয়
তাইতো তাদের যত্ন করে গড়ে তুলতে হয়রে।

কলকারখানা দোকান পাঠে বাসায় নির্যাতন
অবহেলায় অনেক শিশুর হইয়েছে পতন
এখন থেকে ঐ সব জুলুম বন্ধ করা চাই
সব অধিকার দিতে হবে দেশের সরকার কয়রে

শিশু শ্রম না হয় জাতে লক্ষ রাখা চাই
অকালে পরিশ্রম করলে হয় রোগ বালাই
ছেলে মেয়ের বৈষ্যম দুর করা চাই
সকল কিছু মিলে শিশুর উন্নিতি বাড়াইরে।

সব শিশুকে গভীর ভাবে ভালবাসতে হবে
অবহেলা করবেন না ভাই জ্ঞানী লোকে বলে
জোর করে তাদের উপর কাজ দিবেন না ভাই
মা-বাবা সবাই মিলে যত্ন নেওয়া চাই রে।

অবিরাম কোন শিশুর খুত ধরবেননা ভাই
খুত ধরিলে অসুস্তা বেশি হয়ে যায়
স্কুল ফাঁকি দিবে তাতে শুনেন সর্বজন
ঘন ঘন অসুস্ততা তাহারি কারন রে।

কথা : রমজান আলী

শিশুর উপর জারিগান

দেশোবাসী জনোগণ এখন থেকে
তোরা সবাই থাইকো সচেতন।

www.pathagar.com

এই দেশের শিশুরা সব মোদের ভবিসৎ
শিশুদের ভালবাসীছে নবি জী হজরত
ও ভাই শিশুর প্রতি নজর দিলে
পাইতে সুখের জীবন। ঐ
ছয় বছর শিশুর বয়স হলে পরে ভাই
স্কুলে পাঠাইতে হবে জানিও সবাই
কেউ করো না তাদের সঙ্গে
কোনো অন্যায় আচরণ। ঐ
শিশু আর নারীর জন্য সজাগ থাইকো ভাই
পাচারকারী ধরলে ওদের সাজা দেওয়া চাই
ওরে পাচারকারীর কবল থেকে
বাচবে শিশুর জীবন। ঐ

কথা : ছগির উদ্দিন বয়াতি

পুষ্টির উপর জারিগান

ওরে পুষ্টি বিনে মরবে কেনো মা কিংবা শিশুরাই
শাক সব্জিতে আছে পুষ্টি এসব যদি খাওয়াই।
পুই পালং বাধা কপি কলমি কচুর পাতা
মিষ্টি কুমড়া পেপে গাজর মলা ঢেলার মাতা
খাওয়াই যদি প্রতি দিনে
তবে কোনো চিন্তা নাই। ঐ
মায়ের স্বাস্থ্য না থাকিলে আলো আঁধারি ধরে
জোসনা রাইতে থাপি থুপি কখন বুঝি পরে
ঐ মায়ের সন্তান হইলে
মরা বাচার আশা নাই। ঐ
সব সময় মা বোনেরা হইও হুসিয়ার
পুষ্টির অভাব পুরন বাঁচিয়া থাকার
অধমে কয় দেহো পরলে
এই দুনিয়ার সবে সাই। ঐ

কথা : ছগির উদ্দিন বয়াতি

আইওডিনের উপর জারিগান

আইওডিনের গুণের কথা
শোনো দিয়া মন।
আইওডিন না থাকিলে দেহে হাবা গোবা হয়
গোলো গোণ্ড বা গলা ফুলা ঘেগ যারে কয়

www.pathagar.com

ও রে নেংরা বোবা হইতে পারে
আইওডিনের কারণ- । ঐ
আইওডিনের অভাব হইলে হারায় বদ্ধীবল
বোকার মতো চলা ফেরা থাকেনা আককেল
ঠসা কিংবা অন্ধ হবে
আইওডিন না থাকার কারণ- । ঐ
আইওডিন লবণ আমরা যদি সবাই কিনে খাই
এসব হইতে মুক্তি পাবো জানিবে সবাই
এসো আইওডিন এদেশ গড়ি
সুখের হউক জীবন । ঐ

কথা : ছগির উদ্দিন বয়াতি

গর্ভবতী মায়ের জারিগান

গর্ভবতী মহিলাদের
যত্ন নেওয়া চাই ওগো।
মায়ের পুষ্টি থেকে দেখো বাচ্ছা পুষ্টি পায়
মায়ে যা খায় বাচ্ছা তখন নারী দিয়া খায়
ওরে বারতি খাবার দিতে হবে
বিশ্বাস যেনো পায় তারাই । ঐ
দুই একদিন পর উজন করো যদি কমে যায়
পুষ্টি খাবার যেনো তারা বেশি করে খায়
মা ও শিশু থাকবে ভালো
তাতে কোনো ক্ষতি নাই । ঐ
গর্ভবতী মায়ের প্রতি
নজর দেওয়া চাই।
গর্ভবতী হলে পরে
ভালো খাবার দিও তারে
ডাক্তরি উপদেশ নিওগো
প্রশবের বেলাই । ঐ
উপদেশ মানে না যারা
মৃত্যুর সাথী হয় যে তারা
এর জন্য সজাগ থাইকো গো
পরিবারের সবাই । ঐ

কথা : ছগির উদ্দিন বয়াতি

www.pathagar.com

বিদ্যুৎ অপচয় রোধের জারি

১. বাংলাদেশী ভাই বোনেরা সবাইকে জানাই
একটু সাবধান হইলে আমরা শান্তিও নাগাল পাই
যখন তখন বিদ্যুৎ বাল্ব ছারবেন নারে ভাই
এসো এবার বিদ্যুৎ খাতে উন্নতি বাড়াইরে

আরো অনেক কৌশল আছে গানে বলে যাই।
আশা করি সবাই মিলে পালন করবেন তাই
এনার্জি বাল্ব ব্যাবহার করলে বিদ্যুৎ খরচ কম
সবাই মিলে এ কথাটি রাখিব স্মরণ রে

অনেক রকম এনার্জি বাল্ব তৈয়ার হইছে ভাই
টাকা একটু বেশি লাগবে সেটা ও বলে যাই
উপকার পাবেন বেশি ব্যবহার করিলে
এনার্জি সেভিং বাল্ব রাখবেন সবার ঘরে রে..।

বিদ্যুৎ দিয়া সেচ ব্যবস্তা যারা করেছে ভাই
তাদের জন্য কিছু কথা আমরা বলে যাই
রাত্রি যখন ১১টা পাম্প ছারলে পরে
প্রচুর বিদ্যুৎ পাবেন তখন বলে তা সরকার..রে

ভোর যখন ৫টা হবে স্মরণ রাখা চাই।
সেচ মিশিন বন্ধ করবেন জেনে রাখুন ভাই
৫টা হইতে বিদ্যুৎ কিন্তু পাওয়া যাবার নাই
চাষি ভাইরা এসব কথা মনে রাখা চাই...রে।

কথা : রমজান আলী

২. বিদ্যুৎঘাতি হয় যে কী কারণে ভাবী মনে (কেউ কি জানে)
বিদ্যুৎঘাতি হয় যে কী কারণে-॥
কল কারখানা আছে যতো
বিদ্যুৎ চালায় মনের মতো
বন্ধ থাকেনা রাত্রি কিংবা দিনে
ভাবি মনে-॥
হাজার পাওয়ার জ্বালায় বাতি
নষ্ট করে চোক্ষের জুতি
জ্বলছে বাতি যেখানে সেখানে-॥

www.pathagar.com

শহর বন্দর হাট আর বাজার
খবর শুনে রাত বারোটার
বিদ্যুৎ সাশ্রয় হবে কেমনে কে জানে ॥
বিদ্যুৎ নিয়াছে যারা
চালাবেন না কারণ ছারা
ছুইচ নামাবেন অতি প্রয়োজনে ॥
বিদ্যুৎ ব্যবহার করে যারা
একটু খেয়াল করেন তারা
সুইচ বন্দ করিবেন তখন দেখে শুনে ॥
বিদ্যুৎ হইলো দেশের সম্পদ
করতে হবে অপচয় রোধ
সজাগ হইও প্রতি জনো গণে ॥

কথা : ছগির উদ্দিন বয়াতি

মাতৃ দুধের জারিগান

মায়ের দুধে আছে ও ভাই কতো গুণ
বুকের দুধ খাওয়াইলে ভালো থাকবে সেই সন্তান ॥
সন্তান হইলে পরে বুকের দুধ চোষান তারে
পুষ্টির অভাব যাবে দূরে হবে তোমার সুসন্তান
নবজাত শিশু হলে বেহেস্তের ফুল তারে বলে
ঐ শিশুকে ঠকাইলে ভুগবে শিশু আজীবন ॥
সাল দুধ যারে বলে শিশুকে তা খাওয়াইলে
নাদুষ নুদুষ হবে চেহারা দেখিতে ফুলের মতন ॥
শিশুকে অন্য কিছু খাওয়াইলে শিশুর স্বাস্থ্য যায় বিফলে
মায়ের দুধ না খাওয়াইলে বাচবেনা শিশুর জীবন ॥
তাইতো বলি মা বোনদের নাবজাত শিশু আছে যাদের
বুকের দুধ খাওয়ানো একান্ত প্রয়োজন ॥
জন্মে শিশু এক দিন পরে বুকের দুধ খাওয়ান তারে
অভ্যাস করাইলে শিশু তবে করবে মায়ের দুধ পান ॥
ডাক্তারে প্রমাণ দিয়াছে শাল দুধে ভিটামিন আছে
আলো আন্ধারি হবেনা আর খাবে এই দুধ যেই সন্তান ॥
ডাক্তারে কয় আমরা শুনি ঐ সন্তান হবে জ্ঞানী
শিশুর জীবন সুখে রবে করো যদি তার যতন ॥

কথা : ছগির উদ্দিন বয়াতি

www.pathagar.com

বিজয়ের জারি

১. সৃষ্টিকর্তার নাম লইয়া জারি করিলাম শুরু
দোয়া করেন পিতা মাতা শিক্ষাদাতা গুরু ॥
সব কথা বলিতে মোদের অনেক হবে দেরি
মনো দিয়া শুনেন সবাই বিজয়েরি জারি ॥
এই দেশ ছিল পরের হাতে সুখ ছিলোনা ভাই
হইয়াছিলাম দিশাহারা আমরা সবাই ॥
দুষমনেরা হইয়া ছিল জানের মহাজন
তাদের জ্বালায় ঘড়ের ভিতর ছিলোনা মা বোন ॥
কলকারখানা বাড়ি ঘড়ে লাগাইল আগুন
কতো মানুষ তাদের জ্বালায় হারাইল জীবন ॥
মুক্তি ভাইরা তাই দেখিয়া কাজে দিলো মন
মরণ সপত নিয়া সবাই হইলো আগুয়ান ॥
কেউবা চালায় এসলার এলেমজি কেউবা মেসিনগান
কেউবা চালায় রাইফেল দিয়া কেউ চালায় কামান ॥
বিমান চালায় শূন্য দিয়া পাখির মতো ভাই
দুষমণেরা বলে তখন বাচার উপায় নাই ॥
অনেক কষ্টে এইদেশ মোদের স্বাধীন হইল ভাই
রক্তমাখা দেশের মাটি পাইয়াছি মোরাই ॥
কতো জনা দেশের যন্য শহিদ হইয়া গেলো
জননীর কোল খালি করে আর না আসিলো ॥
ছালাম জানাই শহিদ ভাইদের বাংলারি সন্তান
তাদের আত্তার মাগফেরাত চাই আল্লা মেহেরবান ॥

কথা : ছগির উদ্দিন বয়াতি

২. শোনেন শোনেন ভাই বন্ধুরা সবরে জানাই
স্বাধীন দেশের মানুষ আমরা স্বাধীন ভাবে থাক্তে চাই-॥
এইদেশে বাস করি হিন্দু মোসলমান
গারো চাকমা উপজাতি বৈদ্ধ খ্রিষ্টান
ভুলের পথে যাবো ক্যানো
মিলেমিসে থাকতে চাই ॥
সন্ত্রাসী কাজ করে যারা সমাজের দুষমণ
ধরে দিতে হবে এদের হলেও আপন
মেনে নেওয়া যায় না তাদের
অপরাধের সিমা নাই ॥
সন্ত্রাসীবাজ আছেন যারা হইও সাবধান
সরকার দিয়াছে দেশে করা প্রশাসন

www.pathagar.com

জ্ঞান বিবেক থাকতে মোদের
ভুলের পথে কেনো যাই ॥
অন্য জনার আঘাত দিলে নিজে আঘাত পায়
তার চেয়ে বেশি আঘাত পায় বাবা মায়
এসো হাতে হাত মিলাই-॥

কথা : ছগির উদ্দিন বয়াতি

মাদক দ্রব্যের উপর জারিগান

শোনেন শোনেন ভাই বন্ধুরা সবারে জানাই
মদ হিরইন আফিম গাজা ভুল করে খাইওনা ভাই
ফেনসিডিল আর মদহিরোইন খাইলে ধরে নেসা
গাজা ভাঙ্গ ব্রান্ডি আফিম হারায় সবার দিসা
মদাক দ্রব্য বন্ধ করলে
তবে কোনো চিন্তা নাই ॥
আমরা যদি সজাগ থাকি সকল জনগণ
তবেতো গরিতে পারিবো মাদক মুক্ত জীবন
ওরে মাদক থেকে এইডসের জন্ম
ধরলে বাঁচার উপায় নাই ॥
এইদেশের তরুণ যুবক মোদেরি সন্তান
ফুলের মতো হয় যেনো তাদেরি জীবন
তারা বাবা মায়ের নয়ন মণি
হিরার চেয়ে মূল্যবান ॥
মাদক দ্রব্য থেকে যদি পাইতো উপকার
নিষেদ কারো দিতো না ভাই দেশেরি সরকার
কেনা যাইতো হাট বাজারে
দোকানদারে বেস্ত ভাই ॥

কথা : ছগির উদ্দিন বয়াতি

মশা ও মাছির ওপর জারিগান

১: খাল পুকুরের পানি ও ভাই ভুল করে কেউ খাইও না
পচা বাসি খাইওনা ভাই ডাক্তারে করে মানা-॥
খাল পুকুরের পানিতে ভাই
মশা মাছি রয়
রোগ জীবাণু ছরায় পোকা
ডাক্তারে তাই কয়
এসব পানি খাইলে ওভাই

www.pathagar.com

শেষে হবে জন্তনা ॥
টিউবয়েলের পানি এনে
তোমরা সবাই খাইও
না থাকিলে কুয়ার পানি
একটু ফুটাইও
বিশুদ্ধ পানি পান করিলে
কোনো চিন্তা রবেনা ॥
স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের কথা ধরো
যতো ভাই ও বোন
ডায়রিয়াতে কতো জনার
হারাইল জীবন
ওরে স্বাস্থ্যবিজ্ঞান সবার
শুনে এ ভুল করো না ॥

কথা : ছগির উদ্দিন বয়াতি

ডায়রিয়ার জারি গান

খালা ফুপু চাচাজান গ্রামবাসী ভাই আর বোন
ডায়রিয়া একটি মারাত্মক রোগ শোনো তাহার বিবরণ ॥
ডায়রিয়াতে মরে শিশু ডাক্তারে তাই কয়
এ ভিটামিন না থাকে আর সেই রোগীর দেহায়
শতকরা নব্বই ভাগ শিশুর
হইতেছে মরণ ॥
শোনো ওগো ভাই বোনেরা ডায়রিয়া হইলে
একমুট গুড় এক চিমটি লবণ নিয়ে আগে মিলে
আদাসের টিউবয়েলের পানিতে
করিও সুধন ॥
যতো বার পায়খানা করে স্যালাইন খাওয়ান তত
রোগী তোমার সুস্থ্য থাকবে রোগ হবে নত
ডায়রিয়া রোধ করতে হবে
শুনো বাংলার জনগণ ॥

কথা : ছগির উদ্দিন বয়াতি

নারী শিশু নির্যাতনের জারিগান

নারী-শিশুর কথা কিছু শোনো দিয়া মন
তোমরা শোনো ॥
সৃষ্টি কর্তার নাম লইয়া জারি করিলাম শুরু

www.pathagar.com

দোয়া করেন পিতা মাতা শিক্ষাদাতা গুরু ॥
মোসলমানকে ছালাম জানাই হিন্দুকে প্রণাম
মনোদিয়া শোনেন সবাই নারী শিশুর গান ॥
নারী শিশু কতো জনার ঘরে ঘরে আছে
বলতে চাই আমরা তাদের বাবা মায়ের কাছে ॥
আঠারো বসর বয়স না হতে মেয়েকে বিয়া দিলে
নানা ভাবে হয় নির্যাতন সুখ হয় না কপালে ॥
দুই জনার মিল না থাকলে ছারা ছারি হয়
এর জন্য দায়ী হবে তাদের বাবা মায় ॥
যৌতকের কারণে কেউ হয় নির্যাতন
সজাগ থাকতে হবে তাদের আততিয় সজন ॥
নারী শিশুর হতে দিব না অন্যায় অবিচার
এদেরোতো আছে দেশে সমান অধিকার ॥
আর যেনো নারী শিশু মনা হয় নির্যাতন
স্বাধীন দেশে স্বাধীন ভাবে থাকবো সর্বজন ॥
নারী শিশুর জারি গান করে যাই ইতি
মিলেমিশে বাস করিবো দেশের সকল জাতি ॥

কথা : ছগির উদ্দিন বয়াতি

শিশুর ছয়টিরোগের জারিগান

মৃত্যুর হাত থেকে শিশুর বাচাইতে হবে ভাই
ছয়টি রোগের আছে টিকা শিশুকে দিবেন সবাই ॥
হাম যক্ষ্মা পলিও রোগ যে শিশুকে ধরে
শতকরা নব্বই ভাগ শিশু হায়াত থাকতে যায় সরে
শিশুকে বাঁচাইতে হলে
স্বাস্থ্য অফিস চলো যায় ॥
ধুনষ্টংকার দিবথেরিয়া ধরলে হপিংকাশ
যুগ যুগ ধরে দূরের কথা বাচে শিশু দুই চার মাস
টিকা দিলে ছয়টি রোগের
হবে না আর রোগ বালাই ॥
ছয়টি রোগে মরে শিশু স্বাস্থ্য বিজ্ঞান কয়
রক্ষা পাবে টিকা দিলে থাকবে না আর কোনো ভয়
প্রতী শিশুর টিকা দিলে
হবেনা আর রোগ বালাই ॥
আইওডিনের অভাব হলে দেহের খতি হয়
আইওডিন যুক্ত লবণ খাইলে থাকে না আর ভয়

www.pathagar.com

ওরে স্বাস্থ্য শিক্ষার নিয়ম নীতি
মেনে চলতে হবে ভাই ॥

কথা : ছগির উদ্দিন বয়াতি

দেশগড়ার জারি

সৃষ্টিকর্তার নাম লইয়া জারি করিলাম শুরু
দোয়া করেন পিতা মাত শিক্ষাদাতা গুরু ॥
শ্রোতা ভাই বোন নিবেন ছালাম হাজার হাজার
দেশ গড়ার জারি গান শুনিবেন এবার ॥
এইদেশে বাস করি হিন্দুমোসলমান
গারো চাকমা উপজাতি বাংলারি সন্তান ॥
মিলে মিশে বাস করিবো এই দেশেতে ভাই
দ্বিগুণ ফসল ফলাইবো আমরা সবাই ॥
বাড়ির পাশে পুকুর দিয়ে করবো মাছের চাষ
রুই কাতলা নাইলোটিকা খাইবো বার মাস ॥
হাঁস মুরগির খামার গরি পুকুরের দুইধারে
বেচিলে পাবো অনেক টাকা আভাব যাবে দুরে ॥
রাস্তার দুই ধারে নানা ফলের গাছ লাগাইবো
বসর বসর ফল খাবো আর বাজারে বেচিবো ॥
বারছে মানুষ হু হু করে জমিতো বারে না
দশ জনে বেচে ওভাই নব্বই জনার কেনা ॥
লেখা পড়া না শিখিলাম স্কুলেতে ভাই
সইয়ের জায়গায় টিপ বসাইয়া ঠগতেছি সবাই ॥
ছেলে মেয়েদের পাঠাইবেন স্কুলেতে ভাই
এক দিন হবে এই দেশের নাগরিক তারাই ॥
অবহেলা ছারো সবাই যতো ভাই ও বোন
দেশ গড়ার কাজে এবার দিতে হবে মন ॥
এইখানে জারি গান করে দিলাম শেষ
দেখতে লাগে অতি সুন্দর মোদের বাংলাদেশ ॥

কথা : ছগির উদ্দিন বয়াতি

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে রচিত জারিগান

তোমরা শুনেন সকলে...
হওয়া গুজরান মোর হবার দিলে না উড়োজাহাজে।
চাইরখান জাহাজ উড়াইছে...
জাহাজ দেখিতে সখের ডাইলোত মোর নবণ খরাইছে।

www.pathagar.com

আজর আলী ডাকি কয় মজুর আলী শুন...
ক্যামন করি ভাত খামো ভাই ডাইলোত খরাইছে নুন
হাউসের সোয়ামির মোর সেই কথা শুনিয়া
মারিল ধরিল মোক দোমরা পেন্টি দিয়া।
তোমরা শোনেন সকলে...
হওয়া গুজরান মোর হবার দিলে না উড়োজাহাজে।
তোমরা শুনেন সকলে...
চাইরখান জাহাজ উড়াইছে...

কথা : রতিরাম দাস

মুক্তিযুদ্ধের জারিগান

১. স্বাধীনতার ডাক দিয়েছে
আয় ছুটে আয় বীর জনতা
জন্মভূমি মুক্ত হবে
থাকবেনা মোদের পরাধীনতা॥

পূর্ব আকাশটা হয়েছে লাল
উঠবে রক্তরবি,
কৃষক-মজুর স্বপ্ন নিয়ে
এঁকে যায় দেশের ছবি।
স্বদেশের মান রাখবো ধরে
আমাদের নেই ভয় নেই জড়তা॥

সবুজ ঘেরা সোনার এদেশ
বিশ্ব জুরে নাই,
প্রাণে প্রাণে মিলে শপথ করে
মুক্তির গান আজ গাই॥
মুখরিত মানুষের জয়ধ্বনি
বিশ্বে ছড়াবে শুভবারতা॥

কথা : রমজান আলী

২. হায়রে পাক-এর জাত, হইয়া গেল নাপাক,
হাজার হাজার লোক মরিল এ বাংলাতে ভাই।
হায়রে পাকের জাত।
বাঙালিরা খুব সাহসী, মেশিনগানের মুখে উঠছে লাঠি ধরি
রক্ত দিলো, বাংলা ভাসে, স্বাধীন ছাড়ে নাই।

www.pathagar.com

হারে পাক এর জাত।
টিক্কা মালিক, ইয়াহিয়া,
হুকুম দিছে বাঙলা দেওপুড়িয়া।
ওরে যুব শিশু মারে কত নেখা জোখা নাই।
ওরে ও পাকের জাত।
পরকালে কি জবাব দিবি, বললে যখন দিনের নবি,
ওরে ও পাকের জাত,
করছিলি কি দুনিয়াতে এখন জবাব চাই।
এ বাঙালি খুব সাহসী,
মেশিন গানের মুখে উঠছে লাঠি ধরি,
রক্ত দিলো, বাংলা ভাসে, স্বাধীন ছাড়ে নাই।
শোনেক রে ঐ ইয়াহিয়া,
গা ঢাকা দিতে চাস রে তুই আতার দিয়া
চিকার গায়ে আতর দিলে গন্ধ ছাড়ে নাই।

কথা : রতিরাম দাস

৩. মুখে হরি বল রসনা
মানুষ দেহার গৌরব করো না।
ঘটনা একাত্তুর সালে
কাউনিয়া থানার দারোগাক মারে তিস্তা ব্রিজে
কি বলিব ভাই সমাচার, নারীর উপর অত্যাচার,
ঘর বাড়ি ভাই দিছে জ্বলেয়া।
আমি গেইছিলাম বড়ূয়ার হাট,
(আমি) ঘুরি আসি দেখি সর্বনাশ,
ছেলে-মেয়ে আমার গেইছে হারেয়া,
রাস্তা পথে ঘুরি বেড়াও ভাই
কান্দি পথে বসিয়া।
মুখে ... করোনা।
কি বলিব ভাই সমাচার
শুনেন দশজন মহাশয়
মুক্তিবাহিনী বড় ভাগ্যবান
তিস্তা ব্রিজে যুদ্ধ করি ছাড়লো রকেট বোমা
ছাড়লো রকেট বোমা ওপার থাকিয়া।
মেলেটারি যায়য়া
ঢুকলো গর্তের ভিতরে।
রকেট বোমা গেল পড়ি।

www.pathagar.com

মেলেটারি দিল দখল ছাড়ি
পালায়য়া গেল বন্ধক ছাড়ি।

কথা : রতিরাম দাস

মহরমের জারিগান

হোসেন কয়, মা জননী ডাকি তোমাক শোনেক না
একনা পানি চাইলাম, তাক তুই দিলি না।
ওরে পানির জন্যে জীবন চলি যায়
মা গো তুই দেখলি না ঠাহর করি
আইজ মুই শহিদ হনু
ওই ফোরাত নদীর ধারত।

কথা : রতিরাম দাস

ক্ষুদিরামের জারিগান

একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি
হাসি হাসি পড়বো ফাঁসি মাগো
দেখবে জগতবাসী।
একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি
কলের বোমা তৈরি করে,
দাঁড়িয়ে ছিলাম লাইনের ধারে, মাগো
বড় লাটকে মারতে গিয়ে
মারলাম ইংল্যান্ডবাসী।
একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি।
শনিবার বেলা দশটার পরে
জজ কোর্টেতে লোক না ধরে, মাগো
হলো অভিরামের দীপান্তর মা,
ক্ষুধিরামের ফাঁসি।
বার লক্ষ তেত্রিশ কোটি
রইল মা তোর বেটা বেটি
তাদের নিয়ে ঘর করিস মা, বউদের করিস দাসি।
একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি।
দশমাস দশদিন পরে
জনম নিব মাসির ঘরে, মাগো
তখন যদি চিনতে পারিস মা
দেখবে গলায় ফাঁসি
একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি।

কথা : রতিরাম দাস

www.pathagar.com

অতি খরার সময় গরমে অতিষ্ট হয়ে, প্রকৃতিকে ব্যঙ্গ করে ছড়ার মত করে এখানকার ছেলেমেয়েরা গান ধরে।

প্রকৃতিকে ব্যঙ্গ করে জারি

মেনি গাই মেনি গাই ধান খাইস ক্যান ?
রাখাল যে টানে মোক, ধান না খাইম ক্যান?
রাখালরে রাখালরে টানিস না ক্যানে
রাধুনিরে রাধুনীরে ভাত না দেইস ক্যানে?
কলার যে পাত না দেয়, ভাত দিম মুই ক্যানে?
কলারে কলা পাত না দেইস ক্যানে ?
দেওয়া যে ঝরে না গো, পাত দিম মুই ক্যানে ?
দেওয়ারে দেওয়া ঝরিস না ক্যানে?
ব্যাঙে যে টোর টোরায় না, ঝরিম মুই ক্যানে।
ব্যাঙ রে ব্যাঙ টোর টোরাইস না ক্যানে ?
সাপে যে ধরিয়া খায়, টোরটোরাইম মুই ক্যানে।
সাপরে সাপ ধরিয়া খাইস ক্যানে ?
আল্লায় যে আহার দ্যাছে ধরি না খাইম ক্যানে।

কথা : রতিরাম দাস

তথ্যদাতা : লোকসংস্কৃতি বিষয়ক গবেষক মো. আবুল কাশেম , বাবা : মরহুম অছিম উদ্দিন, মরহুম জবিতন নেছা, বয়স : ৬৫, শিক্ষা : এমএ, পেশাঃ শিক্ষকতা, ঠিকানা : বিদ্যাপাড়া, হারাগাছ, উপজেলা : কাউনিয়া, রংপুর। গান ৫৩-৬০।

বাল্য বিয়ার জারিগান

বাল্য বিয়া বন্ধ করো যতো ভাই ও বোন
বাল্য বিয়ার অভিসাপে হারাইলো কতো জীবন ॥
কন্যা কিংবা পুত্র সন্তান আছে যাদের ঘড়ে
সুখের জীবন গড়তে এদের দায়িত্ব সবারে
ওরে বাল্য বিয়ার প্রস্তাব এলে
করো সবাই প্রত্যাখ্যান ॥
পুত্র সন্তান বাইশ বসর আঠারো হলে কন্যা
এর কম হরে কারো বিয়া দিতে মানা
তানা হলে রোগে সোগে
হায়াত থাকতে হয় মরণ ॥
বাল্য বিয়া দিলে দেখো স্বাস্থ্য নষ্ট হয়
দৃষ্টি শক্তি থাকেনা আর চলা বড়ো দায়
অল্প বয়সে দাদ পরিয়া
হারায় বুদ্ধি বিবেক জ্ঞান ॥

www.pathagar.com

কেউ হতে যায় সন্তানের মা বাচে কিংবা ঘরে
কাঁচা বয়সে রক্ত ঝরলে রাত কানা রোগ ধরে
জোসনা রাইতে থাপি থুপি
কেমনে হবে সুসন্তান-৷৷
কথা ধরো সপত করো দেশোবাসী ভাই
বাল্য বিয়ার প্রথা আমরা তুলে নিতে চাই
সরকারি আইন করেছে
হইও সবাই সচেতন-৷৷
বাল্য বিয়া যদি কারে হইতো উপকার
তবেতো না নিসেদ করতো বাংলাদেশ সরকার
বাল্য বিয়া সমাজ বেধি
মত দিবে না কোনো জন-৷৷

কথা : মোঃ সোহরাব আলী

বঙ্গবন্ধুর উপর জারিগান

১. বীর বাঙ্গালি বঙ্গবন্ধু মজিবুর রহমান
স্বাধীনতা পাইলাম আমরা তারে অবদান–
বঙ্গবন্ধু মোদের নেতা বিশ্ববাসী জানে
নিজের জীবন বাজি রেখে স্বাধীনতা আনে
মায়ের মুখে ফুটলো হাঁসি
কোকিল করে গান- ঐ
বাংলা মায়ের বাংলা ভাষা থাকবে চিড়ো দিন
শোধ করিতে পারিবোনা ঐ সাহসের ঋণ
ইতিহাসের পাতায় যেনো
থাকে তোমার নাম- ঐ

কথা : হারুন অর রশিদ

২. মুজিব তোমার আহ্বানে
বাঙালির চেতনায় আঘাত হানে
রক্ত দিয়ে মুক্তিসেনা
স্বাধীন দেশের পতাকা আনে।

আজো বহে পদ্মা নদী
তুমি শুধু নাই,
তোমার স্মৃতি বুকে নিয়ে
মুক্তির গান মোরা গাই

www.pathagar.com

জয় বাংলা ধ্বনি তুলে
আমরা চলি আগামী দিনে।

একাত্তরের ভয়াল দিনে
তুমি দিলে ডাক,
তোমার ডাকে কৃষক মজুর
ছুটল লাখ লাখ
যুদ্ধ হল নয়টি মাসে
জনতা প্রাণ দিল মেশিন গানে।

শোনেন শোনেন দেশও বাসীরে, শোনেন দিয়া মন
জাতির জনক বঙ্গবন্ধু বাঙ্গালির স্বজনরে...
বাংলাদেশি ভাই বোনেরা সবাইকে জানাই
শেখ মজিবরের কথা আমরা কেহই বুলি নাই
গোপাল গঞ্জের টুঙ্গি পাড়ায় জন্ম নিলেন ভাই
এমন একজন দেশ দরদি মোদের কাছে নাই রে...

জননেতা শেখ মুজিব আমরা ভুলি নাই
স্বাধীনতার মহানায়ক তিনি ছিলেন ভাই
৭১ এর মুক্তিযুদ্ধ তার ইশারায় করি
এসো মোরা সবাই মিলি সোনার বাংলা গড়ি রে...

বঙ্গবন্ধুর আত্মত্যাগে পাইছি বাংলাদেশ
সে সব কথা বলতে গেলে হয় না কথার শেষ
নিজের দেহ বিলিন দিয়ে গেছে ভাই
এমন একজন সোনার মানুষ আজকে পাশে নাইরে

ভুলবো নাকো দেশের মানুষ মুজিব কোন দিন
তাহার ত্যাগে মোদের জিবন হোকনা রঙ্গিন
শপথ করি সবাই মোরা রাখি হাতে হাত
খোদার কাছে চাইবো তাহার আত্মার মাগফেরাতরে

জাতির জনক সব শিশুকে ভালবাসতো ভাই
তাহার অবদানের কথা ভোলার সাধ্য নাই
এই কারণে ১৭ই মার্চ শিশু দিবস হয়
সারা দেশে পালন করে সরকার তাহার কয়রে...

কথা : রমজান আলী

www.pathagar.com

জনসচেতনতামূলক জারিগান

১. শোনো শোনো দেশোবাসী সবারে জানাই
তোমরা শোনো
এই দেশোতে বাস করি দিন্দু মুসলমান
গারো চাকমা উপ-জাতি, বৌদ্ধ খ্রিষ্টান।
মা হইতে সবার জন্য ভেবে দেখো ভাই
মা ছাড়া জন্মিলো কেহ আমার জানা নাই।
সেই মা জাতির উপর অন্যায় অবিচার
মেনে নেওয়া যায়না এসব হই যদি না সিমর॥
নারী পাচার করে যারা তারাই তো পিচাস
করতে দিবো না তাদের এই দেশেতে বাস॥
এর বিচার নব্বই দিনে করে দিবে শেষ
ফাঁসিও তারে দিতে পারে জানবে গোটা দেশ॥
যেনে শুনে ভুল করিয়া হইনা কেহ দোষী
বাঁচতে পারবেনা আইনে হয়ে যাবে ফাঁসি॥
পরের ক্ষতি করতে গেলে নিজের ক্ষতি হয়
মানুষকে ভালোবাসতে শিখো গুণী জনে কয়॥
এখানে জারি গান করে দিলাম ইতি
অন্যায় কাজ করব না আর মানব নিয়ম নীতি ॥

৩. আল্লা নবির নাম লইয়া জারি করিলাম শুরু
দোয়া করেন পিতা মাতা শিক্ষা দাতা গুরু॥
মুসলমানকে সালাম জানাই হিন্দুকে প্রণাম
অন্য অন্য জাতি যারা শুভেচ্ছা নিবেন॥
গ্রাম গঞ্জে আছেন যারা শোনেন বলে যাই
ভুল হলে মাফ করিবেন আপনারা সবাই॥
স্বাধীন দেশের মানুষ আমরা থাকবো স্বাধীন ভাবে
অন্যায়কারীর আইনগত ব্যবস্থা নিতে হবে॥
সন্ত্রাসী আর দুর্নীতিবাজ এদের জন্য ভাই
স্বাধীন দেশে স্বাধীনভাবে থাকার উপায় নাই॥
খুন খারাপি করে যারা এদের নরঘাতক বলে
তাদের জন্য সাজা চাব আমরা সবাই মিলে॥
রাস্তা ঘাটে সিনতাই করে এরা সমাজের দোষী
আঘাত পাইয়া কত জনে কান্দে বসি বসি॥
ক্ষমার যোগ্য নয় যে এরা ভেবে দেখ ভাই
এরা যেনো শাস্তি থেকে পায়না রেহাই॥

কথা : হারুন অর রশিদ

www.pathagar.com

আঞ্চলিক ইতিহাসের জারি

আল্লাহ্ আল্লাহ্ বল ভাইরে আল্লাহ্ কর সার
আল্লাহ্ বিনে মাবুদ নাইরে দুনিয়া মাঝার।
প্রথমে বন্দিয়া লব প্রভু নিরঞ্জন,
যাহার দয়ায় বেঁচে আছে সবার জীবন।
তার পরে বন্দিব মোরা নবিজির চরণ
সামনে বসি আছেন যত সুধী জন।
ময়মুরুব্বির চরণ বন্দি আর শিক্ষাগুরু
বদরগঞ্জের কাহিনি নিয়া জারি করলাম শুরু।
রংপুর জেলার একটি উপজেলার বদরগঞ্জ নাম,
মস্তবড় ব্যবসা কেন্দ্র রয়েছে সুনাম।
বদর উদ্দীন পিরসাহেবের মাজার হেথায় আছে
তাঁহার নামের অনুসরণে বদরগঞ্জ হইয়াছে।
যমুনশ্বেরী নদীর তীরে ইহার অবস্থান,
ডিগ্রি কলেজ আছে বড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।
প্রাইমারি আর হাই স্কুল ভাই আছে সারি সারি
কত শত ক্লাব সমিতি বলতে নাহি পারি।
অফিস আদালত আছে অনেক রেলওয়ে স্টেশন,
বদরগঞ্জের বাসিন্দাদের মহৎ উদার মন।
একই সঙ্গে অনেক জাতি বাস করোছে ভাই,
কারো মনে কোনো প্রকার হিংসা বিদ্বেষ নাই।
বদরগঞ্জের কথা ভাইরে রইল যথাতথা
মন দিয়া শুনবেন এবার মোদের কিছু কথা।
তোরা শুনিবেন শুনে যান মোদের জারি গান।
বদরগঞ্জের একটি ইউনিয়ন নামটি কুতুবপুর,
বদরগঞ্জ হইতে ইহা হয় যে অনেক দুর।
কুতুব উদ্দীন পিরসাহেবের দরগা যেথায় আছে,
তাহার নামের অনুকরণে কুতুবপুর হইয়াছে।
ঐ এলাকার শিল্পী মোরা ছোট্ট সংগঠন
চমক শিল্পী গোষ্ঠী নামে হইল নামকরণ।
লোহানি পাড়া ইউনিয়নটির পার্শ্বে অবস্থান,
এইখানেতে বসত করত নবাব আলদাদ খান।
ঐতিহ্যবাহী স্থান এটা আছে ইতিহাসে,
নবাব বাড়ির ধ্বংসাবশেষ আজও সেথায় আছে।

কথা : মোঃ সোহরাব আলী

www.pathagar.com

ঋণ মেলার জারি গান

আলাহ্ আলাহ্ বল ভাইরে আলাহ্ কর সার
আলাহ্ বিনে মাবুদ নাইরে দুনিয়া মাঝার।
প্রথমে বন্দিয়া লব প্রভু নিরঞ্জন,
যাহার দয়ায় বেঁচে আছে সবার জীবন।
তার পরে বন্দিব মোরা নবিজীর চরণ
এই আসরে বসি আছেন যত সুধীজন।
আজকের অনুষ্ঠানের যিনি প্রধান অতিথি
শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাই তারে প্রাণ ঢালা প্রীতি।
উপমহাব্যবস্থাপক লুৎফর রহমান
মোরা শিশু বিনয় ভরে জানাই গো সম্মান।
সহকারী যিনি তাহার বন্দিলাম চরণ,
বিনয় ভরা ছালাম টুকু রাখিবেন স্মরণ।
চরণ বন্দি মাননীয় নির্বাহী অফিসার
জনাব মো. শাহ্জাহান আলী নামটি তাহার।
ম্যানেজারের চরণ বন্দি সহকারিগণ
একে একে ছালাম জানাই মোরা শিশুগণ।
ময়মুরুব্বির চরণ বন্দি আরও শিক্ষা গুরু
কৃষি ঋণের উপর এবার জারি করলাম শুরু।
কৃষি ঋণ দেওছে দেখেন দয়ালু সরকার
গ্রহণ কর কৃষক ভাইগণ যখন যা দরকার।
এইখানেতে বন্দনা তো শেষ করিলাম ভাই
ঋণ গ্রহণের কথা এবার বয়ান ধরি যাই।
এবার শুনিবেন শুনে যান
ঋণ গ্রহণের গান–।
বাংলাদেশের সকল মানুষ শোন মন দিয়া
ঋণ গ্রহণ কর সবাই কৃষি ব্যাংকে গিয়া।
গরু কিন মহিষ কিন জমি বন্দক নেও,
সময় মত ব্যাঙ্কে আসি কিস্তির টাকা দেও।
এখন যারা নতুন করি ঋণ করিবে ভাই
তাদের মত ভাগ্য বুঝি আর কারো নাই।
নির্ধারিত সময় যারা কিস্তির টাকা দেয়
শতকরা দুই ভাগ হারে সুদ তারা রেয়াত পায়।
বকেয়া ঋণ যাহার আছে করুন পরিশোধ
নতুন ঋণের সুবিধা নিন করছি অনুরোধ।

www.pathagar.com

পুরাতন পাপী যারা এই এলাকায় আছে
মহামান্য অতিথি আজ বলছেন তাদের কাছে।
আসল টাকা সময় মত যারা জমা দিবে
পঞ্চাশ ভাগ সুদ মওকুফ তারা হয়তো পাবে।
অর্থসর্থ আছে যাদের জমি জমা মেলা
ঋণের টাকা দিতে যদি করে অবহেলা।
লালঘরে যাইতে হবে জানিবেন নিশ্চয়
আইনের কথা বলছি আমি মুখের কথা নয়।
ঋণ নেও আর কিস্তি দেও ওরে কৃষক গণ
মোদের গুরু সোহরাব কবি বিনয় করি কন।
এই খানেতে জারি আমার শেষ হইল ভাই
তবে ছালাম আর নমস্কার জানাই।

কথা : মো. সোহরাব আলী

৬. মনঃশিক্ষামূলক গান

কীর্তনের আসরে গ্রাম্য গায়কেরা খোল করতাল, একতারা, মৃদঙ্গ সহযোগে এই মনঃশিক্ষামূলক গান করে থাকেন। হিন্দু সমাজে গৃহস্থের বাড়ির আঙ্গিনায় এরকম অনুষ্ঠান প্রায়শ হতে দেখা যায়।

১. গুরু আসিলে হেথায়
আসন দিব কোথায়
মনে ভাবি তাই।
আর দেহে আছে শুকনো আসন
তৈয়ার করা নাই আসন তৈয়ার করা নই।
আর কোন ফুলে পূজিব চরণ
ফুলের কলি ফুটে নাই ফুলের কলি ফুটে নাই।
আর দেহে আছে শুকনো আসন
আসন তৈয়ার করা নাই
গুরুকে রাখিব কোথায় বসাইব কোথায়
মনে ভাবি তাই আমি মনে ভাবি তাই
হে গুরু মনে ভাবি তাই।

২. চরণ দাও হে শ্রী হরি আমার ভবের কাণ্ডারি।
হরি হে যে চরণে শুভ ধনী পতিত পাবন ত্রিপুরারী।
চরণ দাও হে হরি

www.pathagar.com

আমার ভবের কাণ্ডারি।
ও হরি হে সত্য যুগের দাঁড়ের দাঁড়ী
ত্রেতায় রাম ধনুক ধারী হে।
সে তো দ্বাপরে করিল ননী চুরি
ও কলিতে গৌর হরিহে ভবের কাণ্ডারি।
চরণ দাওহে শ্রী হরি আমার ভবের কাণ্ডারি।

৩. ও মন পাগেলা পাগেলা রে
আপন দেহার কররে যতন,
যতন করিলে রতন মিলিবে পাগেলারে।
আপন দেহার কররে যতন,
আপনার মন আপনি ভজ
সৎগুরুর সংগ ধররে।
পাগেলা পাগেলা রে, আপন দেহার কররে যতন
দলে দলে আগমন দুই দলে কর আসন
পাগেলারে আপন দেহার কররে যতন
পরম হংসে বলেরে মন সার কর ঐ ব্রক্ষনাম
পাগেলারে আপন দেহার কররে যতন
ও মন পাগেলা পাগেলারে আপন দেহার কররে যতন
সার কর ঐ ব্রক্ষনাম
দেখতে পাবিনা মন নিত্য ধাম।
আপন দেহাটার কররে যতন।

তথ্যদাতা : নিরবালা রায়, স্বামী– মানিক চন্দ্র রায়, পেশা- কৃষি, শিক্ষা- ৫ম শ্রেণি, গ্রাম- ভীমপুর, পোস্ট– ধলাইখাট।

৪. কলিকালের মায়া মন্দ
শিষ্য হয়া গুরু নিন্দ
পুত্র হয়া পিতাক করে অপমান
মায়ে বেটি গালাগালি বইনকে বলে শালি
মহৎকে করে অসম্মান।
এই তো কলির তাপ
ব্যাঙ হয়া গিলিল সাপ
এন্দুর হয়া বিলাই ধরি খায়।
বাঘে বকরি জুরসে হাল
গেরস্থি করিবার আসে

বকরি পিট্টি বাঘ মারে
আশপরশি খ্যাট্ খ্যাটেয়া হাসে।

৫. কইনাকাল হইলে বেটি
বেড়ায় সদায় পাড়াঘাটি।
ব্যাটা যদি হয় বিয়াওদারী
কোটত যায়া সাদা কাগজ কালা করি
বউক ধরি আইসে বাড়ি।
হয় যদি দু এক ছইলের মাও
শাশুড়িক কয় তুই কি আমার আপনজাও।
যে বাড়িত আছে বুড়া বুড়ি
ফ্যাদলা পারে বেশি করি।
সময় থাকতে ছওয়াক বিয়াও দেও।

তথ্যদাতা : কামিখ্যা মহন্ত, বয়স– ৭৯, শিক্ষা- ৪র্থ শ্রেণি, পিতা- মৃত শ্যাল্টু মহন্ত, গ্রাম– উজিয়াল শান্তিপাড়া, তারাগঞ্জ। তিনি গানের দলের নৃত্যশিল্পী (ছুকরি) ছিলেন। মুখে মুখে গান ও ছিল্কা রচনায় পারদর্শী।

৬. সত্ত্ব, রজঃ তমো রসে
তিনঘাটে হয় খেলা
রসিক বসাইছে প্রেমের মেলা
শুকনো গাঙে আছে জোয়ার
কামনদীতে দিস না সাঁতার
সেই ঘাটে তিনটি নারী
হাতে আছে ডালা ধরি
পঞ্চরসের রসিক পাইলে
পরাব তার গলায় মালা।
সেই ঘাটের মাঝি যিনি
কৃষ্ণ করিম কালা
রসিক বসাইছে প্রেমের মেলা।

৭. আগে সাধন কর নাড়ি
নাড়ীর তত্ত্ব না জানিয়া
যাইও না সে নাড়ির বাড়ি।
আগে সাধন কর নাড়ি।
রসজ্ঞ যারা জানে গো তারা রসে রসের ধন
রসিকে জানবে ভাল গুরুবস্তু ধন।

www.pathagar.com

৮. বাঘে বকরি জুড়ছে হালরে
লাঙ্গল রইল গাছে
হালুয়ার জন্ম নাই হৈতে
পান্তা গেল ক্ষেতে।
সাতসমুদ্র দরিয়া পাড়েরে
একটা বাউরা জুড়ছে হাল
পানিকুমড়ি খুকরা বাছে
সলেয়া তার কিষাণ।
গাছের আগালত শৈলের পোনারে
বাঘে ধরিয়া খায়
মায়ের বিয়াও নাই হৈতে বেটি নাইওর যায়।

তথ্যদাতাঃ কেশব মহন্ত, বয়স- ৬৫, শিক্ষা- ৫ম শ্রেণি, পেশা- ভিক্ষা, পিতা- সাতারু মহন্ত, গ্রাম- বরাতী পালপাড়া, পোস্ট- ইকরচালী, তারাগঞ্জ। বাড়ি বাড়ি ঘুরে গান গেয়ে ভিক্ষা গ্রহণ করাকালীন এগুলো সয়ার ইউনিয়ন থেকে সংগৃহিত।

৭. ক্ষ্যাপার গান

ধর্মীয় কোনো অনুষ্ঠানের রাতে বাড়ির আঙ্গিনায়, উঠোনে দুটি বা ততোধিক আমন্ত্রিত দল পরিবেশন করে। প্রতিটি দলে ১১ - ১২ জন বা ততোধিক গায়ক থাকেন। চাপান উতোরের মধ্য দিয়ে শাস্ত্রীয় তথ্যাদি তুলে আনার প্রয়াস। কবিগানের সাথে মিল থাকলেও এখানে কোনো কাহিনির ধারাবাহিকতা নেই। তারা কবিয়াল হিসেবেও পরিচিত নয়। স্থানীয়দের কাছে তারা 'ক্ষ্যাপা' হিসেবে পরিচিত। খোল, করতাল, হারমোনিয়াম, খঞ্জনি বাদ্যযন্ত্র বহুল ব্যবহৃত।

কয়েকটি ক্ষ্যাপার গান

১. আমি তাই বলেছি মহাজন
মাতৃগর্ভে মহাপদে ছিলি হে যখন
ছিলি কোন শিয়রে
ছিলি কোন পদেতে
তখন অচেতন কি সচেতন
মাতৃগর্ভে মহাপদে ছিলি হে যখন।

২. শালের গাছে শাইলের পোনা
বগে ধরিয়া খায়
বাপের বিয়া নাই হইতে বেটি নাইয়র যায়।

তথ্যদাতা : বিনোদবিহারী দাস, বয়স- ৬৭, পেশা- কৃষি, শিক্ষা- ৫ম শ্রেণি, গ্রাম- পাটনীপাড়া, পোস্ট- বরাতী, তারাগঞ্জ।

www.pathagar.com

৩. নবরঙ্গের দেহের মানুষ
বিরাজ করে কে রে মানব খুঁজে নেও তারে।
সোনার এ বানাইছে দেহ রূপার দিছে সিসা
কোন গুরু মোর বানাইছে দেহ মন
মায়ে নাই পায় দিশা।
যখনোনা ছিলারে বাছা পিতার মস্তকে
কোন সন্ধানে আইলারে বাচা মাও জননীর গর্ভে
রে মানুষ খুঁজে নাও তারে।

৪. আষাঢ়ে নামিল ঝরা
ব্যাঙের খেলা চমৎকার
এক ব্যাঙ থাকে গাছের ডালে
কুনি ব্যাঙ থাকে মাচার তলে
মাচার তলের কুনি ব্যাঙ তুইরে।
ও তুই ওমন করে আর ডাকিস না।
এক ব্যাঙ থাকে কচুর খালে
কচুর খালের হোলা তুইওরে
ওমন করে আর ডাকিসনা।

৫. চাষার মতন বেশভূষারে তুই
লাঙ্গল ঠেলিয়া খাইস
দুই একখান শাস্তর পড়িয়া তুই সরকারি চোদাইস।
য্যামনি মানুষ তেমনি চলিস
মুখ সামাল কথা বলিস
ওরে কথার রঙে তোরে করিব সালিস।
বাপ ছিল তোর কচুর খালত্
তার বেটা সরকারের দলত্।
বাপও কানা তোর মাও কানারে
আরও কানা তোর সঙ্গীরা
সোজা পথে তোরা চলতে জানিস না।
যেমন চিটা গুড়ে পড়লে পিপড়া
ভোলামন নড়তে চড়তে পারে না।
সোজাপথে তোরা চলতে জানিস না।
দিনের বেলা থাক তামাকুর তলে
রাইত হইলে তোর পোঙ্গা জ্বলে
ও সাধের জোনাকি
অমন করে আর করিসনা চালাকি।

www.pathagar.com

৬. ও কালো চ্যাংড়া, বিলে আছে নয়টা ডারকি
বিলেতে ঝাড়া
মাছুয়ার মাইয়ায় গাইলায় মরার ব্যাটা মরা।
সেইনা ডারকি ঝারিয়া নিগাইল
সুক্‌টা চোরার ব্যাটা।
কালো চ্যাংড়া, বিলে আছে নয়টা ডারকি বিলেতে ঝাড়া
মাছুয়ার মাইয়ায় গাইলায় মরার ব্যাটা মরা।
সেইনা ডারকি ঝারিয়া নিয়া গেল
আটাইল জরার ব্যাটা
কালো চ্যাংড়া, বিলে আছে নয়টা ডারকি
বিলেতে ঝাড়া।

তথ্যদাতা : ক্ষ্যাপা নির্মল চন্দ্র রায়, বয়স- ২৫, পিতা- মৃত সুরেন্দ্রনাথ রায়, পেশা- দিনমজুর, গ্রাম- শ্যামগঞ্জ (দরগার পাড়া), পোস্ট- শ্যামগঞ্জ, তারাগঞ্জ। তিনি জানান, শ্রাদ্ধানুষ্ঠান, লক্ষ্মীপূজা ও মহাদেবপূজায় এসব গান পরিবেশনের জন্য তার দলকে ডাকা হয়।

৭. ক্ষ্যাপা পাগেলা
বহুদিনের পরে দেখা বাড়ি কোন জেলা?
হাড়ি ভাঙলে খোলা শুদ্ধি
জমিন শুদ্ধি চাষে
নাড়ি শুদ্ধি চান্দে মাসে
পুরুষ শুদ্ধি কীসে?
কোন দ্যাশ হতে আলিরে বাছা
কোনবা দ্যাশে ঘর
কেবা তোমার পিতা মাতা
কি নামও তোমার।
ক্ষুধার কালে খেয়েছিলি কোন বৃক্ষের ফল
তৃষ্ণার কালে খেয়েছিলি কোন সাগরের জল।
ক্ষ্যাপা পাগেলারে।

৮. ক্ষ্যাপার মাথা বুঝি হইয়াছে ঘোল
আরও দুই বছর পড়বে স্কুল।
ক্ষ্যাপা খায় নিরামিষ্য
ক্ষ্যাপি আন্দে মাছের ঝোল।
ক্ষ্যাপা আরও দুই বছর পড়বে স্কুল।
ক্ষ্যাপার মাথায় বাঁশের খোল্টা
ক্ষ্যাপা করে উল্টারে ভ্যাল্টা।
ক্ষ্যাপা আরও দুই বছর পড়বে স্কুল।

www.pathagar.com

৯. চিনি না সে চিনার মানুষ
কে দেবে চিনাইয়া
ও দয়াল গুরু গুরু আমার
দ্যাও মানুষ চিনাইয়া।
নাদ বিন্দু চন্দ্রকলা
কোন কলা কোন ভোগে দিলা
কোন দেবতায় পূজা করিলা।
মুণ্ডু ছাড়া কে গেল প্রসাদ খাইয়া।
তিন তেওয়ারি চিনাপত্রে
পূজা করিলা চিনা মন্ত্রে।
কাজী সাহেব চন্ডী পড়ে বসিয়া।

তথ্যদাতা : ক্ষ্যাপা প্রফুল্লচন্দ্র রায়, বয়স- ৫৬, গ্রাম- শ্যামগঞ্জ (পশ্চিমপাড়া), পোস্ট- শ্যামগঞ্জ, তারাগঞ্জ। তিনি জানান, তার পিতা ক্ষ্যাপার গান গাইতেন। বছরে ২০-২৫টা বাড়ির আমন্ত্রণ পান। নারায়ণপূজা, সন্ন্যাসীপূজা, শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে তাদের দলকে ডাকা হয়। সাধারণত দুই পক্ষে গান হয়। সঙ্গে বাদ্যযন্ত্র খোল, করতাল, খমক, খঞ্জনি ব্যবহৃত হয়।

৮. অন্যান্য আঞ্চলিক গান

মাজার কেন্দ্রিক গান
বড়বিলার শাহ ইসমাইল গাজি বাবা
রংপুর জেলার শ্রেষ্ঠ
পীরগঞ্জের পির তুমি।

বড় বিলার পানির দরগায়
বিরাজ করে গাজি বাবা ও ও
এই নামটি কে রেখেছে তোমারা।

না দেখলেও তোমার ছুরুত
পানিতে তো তোমার কুদরত
সেই পানি খেয়ে মানুষ
সুস্থ থাকেরে গাজি বাবা ও ও

বড়বিলার শাহ ইসমাইল গাজি বাবা
রংপুর জেলার শ্রেষ্ঠ
পীরগঞ্জের পির তুমি।

বৈশাখের বাইশ তারিখে
তোমার নামে কত আশেক
জিকির আসগার করে রে

www.pathagar.com

গাজি বাবা ও ও
এই নামটি কে রেখেছে তোমার।

মহররমের দশ তারিখে
তোমার নামে কত পাগল
জিকির আসগার করে রে
গাজি বাবা ও ও
এই নামটি কে রেখেছে তোমার

বড়বিলার শাহ ইসমাইল গাজি বাবা
রংপুর জেলার শ্রেষ্ঠ
পিরগঞ্জের পির তুমি।

তথ্যদাতা : সিদ্দিকুল ইসলাম, বাবার নামঃ- মোঃ আহম্মদ আলী, বয়সঃ- ৪০, শ্রেণিঃ- ৮ম শ্রেণী, গ্রামঃ তুলারাম মজিদপুর, ইউনিয়নঃ ৮ নং রায়পুর, পোঃ পিরগঞ্জ, থানাঃ- পিরগঞ্জ।

কীর্তন

১. ওমা জননী গো
আমার জন্য কান্দো আকারণ
এ দেহ মা মাটির ভান্ড
ভাঙ্গিলে হবে মা খণ্ড খণ্ড
ভাঙ্গিলে দেহ মা জোড়া লাগে না
ওমা জননী গো॥

কোনটেকার এক সাদু আইল
কর্ণে কিবা মন্ত্র দিলো
সেই দিন হতে ঘরে রয়না মন।
ওমা জননীগো
আমার জন্য কান্দো অকারণ॥

ঘরে আছে মা বিষ্ণু পিয়া
তাকে দেকি জুড়ায় হিয়া
সন্ধ্যা বেলয় মা পজি ও চরণ
ও মা জননী গো আমার জন্য কান্দো অকারণ॥

তথ্যদাতা : নীলা বালা, বয়সঃ ৬২ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ নিরক্ষর, পেশাঃ গাতক/গীদালী, রামপুরা, শঠিবাড়ি, মিঠাপুকুর।

২. ও ভাই হরির নামে ফুল ফুইটাছে
ওই বিন্দাবনে
সূর্য ওঠে ডগো মগো

www.pathagar.com

চন্দ্র ওঠে মনের মতো
ও ভাই নিতাইরে
হরির নামে ফুল ফুইটাছে
ওই বিন্দাবনে ॥
বিন্দাবনের অলি গলি
দোকান বইচ্চে সারি সারি
বিন্দাবনের অষ্ট শশী
মনে কয় যে দেকি আসি
ও ভাই নিতাইরে
হরির নামে ফুল ফুইটাছে
ওই বিন্দাবনে॥
কৃষ্ণ যকোন বাজায় বাশি
মনে হয় দেকি আসি
কৃষ্ণ হইল মায়াধারী
কখনও পুরুষ কখনও নারী
ও ভাই নিতাইরে
হরিনামের ফুল ফুইটাছে
ওই বিন্দাবনে।

৩. ও মানুষ খুজি ন্যাও তারে
ভাব করেনা দেহার মানুষ
বিরাজ করে কে
যখনও ছিলাম আমি
পিতারও মস্তকে।

কোন সন্তাপে আইলাম আমি
মাও জননীর ওদ্দোরে
তামারও নোয়ায় কাসাও নোয়ায়
নররঙ্গের শিশা
গুরুই যে গোটাইছে দেহ
মায়ে না পায় দিশা
মানুষ খুজি ন্যাও তারে॥
আট কুটুরি নয় দরজা
কোন দরজা খোলা
কোন দরজায় পেমের মানুষ
করছে লীলা খেলা
মানুষ খুজি ন্যাও তারে॥

www.pathagar.com

৪. জয় জয় গুরুদেব
মঙ্গলা আরতি
আতনু নুবায় জলে
শুভ শতরতি।
জয় জয় গরুদেব
মঙ্গলা আরতি॥
ঘন্টা বাজে করোতা বাজে
বাজে করতালে
অতনু নুবায় জলে
জয় হরিবল॥
বল শ্রী কৃষ্ণ-চৈতন্য
প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী গদাধর
সেবাসাদী গৌর ভক্তবৃন্দ
জয় জয় গুরুদেব
মঙ্গলা আরতি ॥

৫. আমার প্রাণের নিমাই
হারিয়া গিয়াছে সইগো
নিশির প্রভাতে
নিমাই আমার কাঞ্চা সোনা
তারে না দেখলে আমার
প্রাণে তো বাঁচে না
তোরা বলে দাওগো নগরবাসী
নিমাই গেইছে কোনবা পথে
নিমাইক না দেখলে আমার
প্রাণতো বাঁচে না।
আমার প্রাণের নিমাই
হারিয়া গিয়াছে সই গো
নিশির প্রভাতে।

তথ্যদাতা : শোকবালা, স্বামীর নামঃ সুকুমার, বয়সঃ ২৮ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ নিরক্ষর, পেশাঃ গৃহিণী, রামপুরা, শঠিবাড়ি, মিঠাপুকুর।

৬. বট পাইকোড় নিরঞ্জন
পূজা করিবেন নাইরে মন
পূজা করে মোর মেনোকা সুন্দরী
ভাই যদিল থাকিল হয়
পাতা কাটিয়া দিলে হয়

www.pathagar.com

পূজা করে মোর মেনোকা সুন্দর
যদিকেল থাকিল হয়
ফুল তুলিয়ায় দিলে হয়
পূজা করে মোর মেনোকা সুন্দরী।

৭. জাগোরে জাগোরে মন্ডোব
অজিকার রাতি
মারেয়ার বউ করে পূজা
দুপ ধুনা বাতি দিয়া
আকাশে করে পূজা
আকাশ কামনি
মাটিতে করে পূজা
মাও সুবোসানি।
জাগোরে জাগোরে মন্ডোব
আজিকার রাতি।

তথ্যদাতা : আশা রাণী, বয়সঃ ৪০ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ নিরক্ষর, পেশাঃ গৃহিণী, রামপুরা, শঠিবাড়ি, মিঠাপুকুর।

গোয়ালির গান বা গোরক্ষনাথের গান

১. ও প্রথমে বন্দনা করি লক্ষ্মি নারায়ণ
তারপরে বন্দনা করি যত দেবগণ।
ব্রম্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর তিন নামটি লইয়া
গুরুর নাম স্মরণ করি আসরে আসিয়া।
গোবর ফেলায়া যেবা নারী করে ঘিন ঘিন
তাহার গোয়ালের গরু থাকে অল্পদিন।
গোবর ফেলায়া যেবা নারী না ফেলায় চোনা
তার গোয়ালের গরুর মুখে উঠে যায় ফেনা।
ভিজা চুলে, ভিজা কাপড়ে গোয়ালেতে যায়
জরা বেংগা রোগে গোয়ালের গরু কষ্ট পায়।
শনিবারে মঙ্গলবারে হলুদি বিলায়
দিনে দিনে তার গরু রসাতলে যায়।
গোয়ালে বাড়ুক গরু গোলায় বাড়ুক ধান
মনো বাঞ্ছা পূরণ করুক লক্ষ্মী নারায়ণ।
ভরা কুলা ধান দিবেন, জোড়া গুয়া পান
আর কিছু পয়সা দিবেন গোরক্ষনাথের দান।

www.pathagar.com

যাক ভাল গোয়ালের গান করিলাম সমাপন
ভালো করে করবেন মাগো গোয়ালের নিয়ম।

২. হাই চাওরে মেনা গাই
তুই হাই চাইলে খই চিড়া পাই॥
হাই চাওরে খড়িকার ঘরে
বার শত বলদ গিড়ির ঘরে॥
বার শত বলদ তের শত গাই
তুই হাই চাইলে খই চিড়া পাই॥
হাই চাওরে মেনা গাই
হাচলে হাচলে ফুল ছিটাই॥
হাই চাওরে খড়িকার ঘরে
খই চিড়া দেওক গোয়াল ঘরে॥
হাই চাওরে ধলা বলদ
কলা ছিটি দেও গোয়াল ঘরোত।

তথ্যদাতা : অভিরন, স্বামী : মতি, বয়স : ৭০, শিক্ষা : সাক্ষর, পেশা : গৃহিনী, ডাক : হারাগাছ, গ্রাম : বিদ্যাপাড়া, উপজেলা : কাউনিয়া, রংপুর।

৩. নমঃ নমঃ গজানন গোবিন্দ বিনাশন।
নহে প্রভু কালো তুমি মহিম নন্দন।
নমঃ নমঃ নমঃ ধর নমঃ গনপতি
মাতা যার অদ্যাশক্তি দেবি ভগবতী।
ঐ রাঙ্গা চরণে প্রভু করি নমষ্কার
প্রার্থনা পূর্ণ যেন হয়গো আমার।
সেদিন রাখাল জন্ম নিল দৈবিকির ঘরে
পেনটিখানি নিয়ে রাখাল মাঠে চলে গেল।
মাঠে চলে গিয়ে রাখাল গাভি ছেড়ে দিলো।
গাভি ছেড়ে দিয়ে রাখাল বাশরি বাজাইলো।
বাঁশির সুর শুনে করুণাসিন্ধু গাভি নাচিয়া আসিল।
নাচিয়া আসিয়া গাভি বলিতে লাগিল।
শোন শোন ওহে রাখাল বলি যে তোমারে
যাবো না, যাবো না রাখাল অযোধ্যা নগরে।
অযোধ্যা নগরে মানুষ বড়ই চতুর
বড় বড় দড়ি দিয়া বান্দে বাচুর।
বাচুর বান্দে এক ঠাই মাগো
মাওক আর এক ঠাই।

www.pathagar.com

সারাদিন মায়েছায়ে দেখাশুনা নাই।
একবাটের দুধ মাগো বন মাতাক দিয়া
আর এক বাটের দুধ মাগো খের নদীতে দেয়।
সেদিনকার দুধ কোনা একনা বেশী হয়।
চোড়া ধেনু বলে মাগো পাঞ্জারে ডাকায়।
এই পর্যন্ত দিলাম খান্ত রাধা কান্তেশ্বরি
বদন বলিয়া মুখে বল হরি হরি॥

৪. শোন শোন ভক্তি ভরে করি নিবেদন
চারি জাতি নারীর কথা শুনিবেন এখন॥
হস্তিনী, শঙ্খিনী, চিন্তামনি, কদুমনি নারী
স্বামীর সাথে তারা করে বাড়াবাড়ি।
আউলিয়া মাথার ক্যাস ঘুরে পাড়ায় পাড়ায়
সেই নারীটা অভাগিনী হবে লক্ষীছাড়া।
হস্তিনী নারী মাগো হস্তির মত চলে
লাফে লাফে পাও ফেলায় সিংহের গর্জন।
শঙ্খিনী নারী মাগো দেহে প্রবেশ করে
তিন সাঞ্জের চাউল মাগো এক সাঞ্জে বান্দে।
কদুমনি নারী মাগো কদুর তরে বাস
পরপুরুষ না দেখিলে মাগো থাকে উপবাস।
চিন্তামনি নারী মাগো চিন্তা করে হায়
কিকরে ভালভাবে সংসার চালায়।
সতি নারী পতি মাগো পর্বতে চূড়া
অসতির পতি মাগো ভাঙা নায়ের গুড়া।
স্বামীর বিছানা পারি মাগো প্রণাম জানাবে
সেই নারীটা মরলে মাগো স্বর্গবাসী হবে।
স্বামীর বিছানা পারি পাও দিয়া খচিবে
কুরি কষ্ট রোগে সেই নারী মারা যাবে।
যাওক ভালো এসব কথা দিলাম সমাপন
ভরা কলা ধান মাগো, জোড়া গুয়া পান।
আর কয়েকটা পয়সা দিবেন গোরক্ষনাথে দান।

৫. ঘর বন্দি, বাড়ি বন্দি, বন্দি চারিধার,
গোরক্ষনাথের চরণ বন্দি, বন্দি গোয়াল ঘর।
মামা ভাগনে গরু যেবা বেচিয়া ফেলায়।
তার গোয়ালের গরু বাছুর শূন্য হয়া যায়।

www.pathagar.com

গোবর ফেলাইতে যেবা করে ঘিন ঘিন,
তার গোয়ালের গরু বাছুর টেকে আড়াইদিন।
গোবর ফেলাইতে যেবা মোকায় মুছে হাত,
ছয়মাস কালের গাভির হবে গর্ভপাত।
ভিজা চুলে যেবা নারী গোয়ালেতে যায়,
তার ঘরের গোরক্ষনাথ ছাড়িয়া পালায়।

তথ্যদাতা : ঈশ্বর চন্দ্র বিশ্বাস, বাবার নাম : রমেশ চন্দ্র বিশ্বাস,মাতা : হরিমতি, বয়স : ৪৫, পড়ালেখা : নাই, গ্রাম : রংনাথ, অন্নদানগর , পীরগাছা, রংপুর।

মানিক পিরের বাঁশ তোলার গীত

আকোয়াল (রাখাল) পিষিবে নিমন্ত্রণ
মানিক পিষিবে নিমন্ত্রণ।
আকোয়াল পির মানিক পির
ছাওয়াল পির ভাই
কও ভাইয়ে বুদ্ধি করি
বাঁশ কাটিবার যাই।
জিন্দা মানিকও পির
গলায় সোনার কাটি কোমরে জিঞ্জির।
জিন্দা মানিকও পির।

এগান গেয়ে বাড়ি বাড়ি বেড়ানোর শেষে নির্দিষ্ট সময়ে সংগ্রীহিত অর্থে বিভিন্ন মানতের সাথে পিরপূজা হতো।

তথ্যদাতা : ১. ফজলার রহমান, বয়স- ৬৫, গ্রাম- পিরের ডাংগা, পোস্ট- তারাগঞ্জ। ২. বেলাল উদ্দিন, বয়স- ৬০, গ্রাম- পিরের ডাংগা, পোস্ট- তারাগঞ্জ।

সন্তানের নামকরণের গীত

আমতলায় আন্দিনু
জামতলায় বাড়িনু
কেওড়াতলায় দিনু বাড়ে ভাত
শাশুড় যদি থাকিল হয় উচাঁ পিড়াখান দিলে হয়
এই নিদানে শাশুড় নাই মোর ঘরে।
ননন যাদি থাকিল হয়
কাপড় খাচি দিল হয়
এই নিদানে ননন নাই মোর ঘরে।

তথ্যদাতাঃ আজো বালা, বয়স- ৪০, পেশা- গৃহিনী, শিক্ষা- নিরক্ষর, স্বামী- অনিল চন্দ্র রায়, গ্রাম- সয়ার মাঝাপাড়া, ইউনিয়ন- সয়ার, তারাগঞ্জ।

www.pathagar.com

মদনকাম ও বাঁশপূজার গান

রাজবংশি গৃহস্থের বাড়িতে বাঁশ পূজার সময় মদনকামের জন্মকথা নিয়ে কাহিনিমূলক গান গেয়ে থাকে। সন্তান কামনায় চৈত্র মাসে অনুষ্ঠানটি হতে দেখা যায়। মদনকামের স্তুতিমূলক গান:

মদন কাম উঠিয়া বলে মালাগিরিবর।
চৈত্রমাস আসিয়া পড়িল বাঁশের পূজা কর॥
তাহা শুনি মালাগিরি না থাকিল বইয়া।
কান্ধে কুড়াল নিয়া মালা চলিল হাটিয়া॥
উত্তরেতে মাকলা বাঁশে দিল য্যায়া চোট।
মাকলা বাঁশ উঠিয়া বলে না হং মুই মদনের জোট॥
পশ্চিমেতে ইরু বাঁশে দিল য্যায়া চোট।
ইরুবাঁশ উঠিয়া বলে না হং মুই মদনের জোট॥
দক্ষিণেতে বিরু বাঁশে দিল য্যায়া চোট।
বিরু বাঁশ উঠিয়া বলে না হং মুই মদনের জোট॥
পুবেতে বড়ো বাঁশে দিল য্যায়া চোট।
বড় বাঁশ উঠিয়া বলে মুই হনু মদনের জোট॥
বড় বাঁশ উঠিয়া বলে শোন মালাগিরি।
ইন্দ্রসভার নাচনিদার আমি হতে পারি॥
আরো এক বড় বাঁশে মালা দিল চোট।
নারী কণ্ঠে বাঁশ কয় মুইও হনু মদনের জোট॥
মোকও নিয়া চল কান্ধে করি মালাগিরি।
ইন্দ্রের দেব সভার মুই যে নাচনিদারী॥

তথ্যদাতা: জোনেস মহন্ত, বয়স– ৩৫, পিতা– সুরেন মহন্ত, পেশা– কৃষি, শিক্ষা– ৫ম শ্রেণি, গ্রাম– বৈরাগীপাড়া, পোস্ট– ইকরচালী।

হুদুম দেওয়ের গীত

দীর্ঘদিন অনাবৃষ্টির কারণে বৃষ্টি কামনায় এসব গান নারীর দল পরিবেশন করে। কাদাপানি বানিয়ে গায় খুলিতে (উঠান) গিয়ে উচ্চ-স্বরে গায়ক দল বলে ওঠে:

এ বাড়ির গিত্তানীটাক হাঙ্গলখান খিচিয়াদে।
এ বাড়ির গিত্তানীটাক ব্যাদাখান খিচিয়াদে।
ব্যারেয়া দ্যাখরে গিত্তানি তুই হুদমা হুদমীর খেলা
ছাড়িয়া দেরে তোর চ্যাংরা ভাতারের গালা।
হুদমা হুদমী মালা গাঁথে
সেকিনা মালা থাকে থাকে।

www.pathagar.com

হুদমা গেইচে নাচ করিবার আসিয়া খাইবে কি
জালা জালা ... গুলা ত্যালত ভাজিছি।

তথ্যদাতাঃ আজো বালা, বয়স- ৪০, পেশা- গৃহিনী, শিক্ষা- নিরক্ষর, স্বামী- অনিল চন্দ্র রায়, গ্রাম- সয়ার মাঝাপাড়া, ইউনিয়ন- সয়ার, তারাগঞ্জ।

ষাইটোল ব্রতের গান

নারীদের অনেক ব্রতকথার প্রচলন রয়েছে। যেমন যমপুকুর ব্রত, ভাই দ্বিতীয়ার ব্রত প্রভৃতি। এসবের কোনোটিতে নাচ ও গানের পরিবেশনা রয়েছে। সংসারের মঙ্গল কামনা, পুত্রসন্তান কামনা প্রভৃতি কারণে নারী কণ্ঠে গীত হয় ষাইটোল ব্রতের গীত।

বেলার অবশ্যাষ
সোনার চান মোর যায় বাবার দ্যাশ।
বাবার দ্যাশ যায়া পূজার আটুস করে রে।
বাবার দ্যাশে যায়া সোনামোর চন্দনের বায়না দিবেরে।
সেইনা চন্দন আসিবে ত্যামনি ষাইট মাও মোর বসিবে
বসিবে ষাইটমাও মোর জোড়া মন্দির ঘরেরে।
বাবার দ্যাশে যায়া সোনা মোর
ফুলের বায়না দিচেরে
সেইনা কলা আসিবে ত্যামনি ষাইটমাও বসিবে
বসিবে ষাইট মাও জোড়া মন্দির ঘরেরে॥

তথ্যদাতাঃ কানন রায়, বয়স- ৩৫, শিক্ষা- ৩য় শ্রেণি, পেশা- গৃহিনী, স্বামী- সুবাস রায়, গ্রাম- রহিমপুর, পোস্ট- বুড়িরহাট।

কারাম পূজার গান

ইতি ইতি জাঁওয়া কেয়া কেয়া জাঁওয়া।
জাঁওয়া যুগলু মাই ধানা বহুরে
ধানেকা বিরুয়া একপাতা সাইরে।
জাঁওয়া যুগলু মাই ধানা বহুরে
জাঁওয়া যুগলু মাই গহম বহুরে
গহমকা বিরুয়া একপাত সাইরে।
জাঁওয়া যুগলু মাই সেরষা বহুরে
সেরষাকা বিকয়া একপাতা সাইরে।

সাঁওতাল ভাষায় গান

১. কাটলিরে তেল বেটি,
পুরিয়া সিন্দুর, চল বেটি শুশুর বাড়ি,

www.pathagar.com

শুশুর বাড়ি যাবনা, স্বামীর ভাত খাবনা
গিরাবাসী ধন নিব না।

২. কোন দেশের ডিম্বুফুল এই দেশের
মালিফুল, ডিম্বুফুল মাথায় লিয়োনা।
হামারো ভাশুর মালিফুলের নামরে
মালিফুল মাথায় লিয়োনা।

তথ্যদাতা: দেবেন হেমরম, বয়স– ২১, পিতা– দারোগা হেমরম, পেশা– ছাত্র, গ্রাম– শিমুলঝুড়ি, পোস্ট– লোহানীপাড়া।

বিষহরির পালার গীত

১. হায়! হায়! ওরে প্রাণনাথ,
মোক করিলু গাবুর বয়সের আড়ি।
হাতোতে মোর গঙ্গুার ডাল
মাছি খেদাইম্ মুই কত কাল –
সেও মাছি হায়রে পড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে।

২. ও কি ও মোর বিধাতা
মুই নারীটা ভাসিনুরে
গঙ্গার জলে বিধাতা।
জলে যদি কুটা ভাসে–
তাও একদিন কিনারে চাপে
মুই নারীটা ভাসিনু গঙ্গার
জলেরে বিধাতা।

তথ্যদাতা: শ্রী মতি গীতারানী, বয়স– ৪১, স্বামী– নালচান, শিক্ষা– নিরক্ষর, পেশা– কৃষি, গ্রাম– ট্যাক্সের হাট, পোস্ট– কোচপাড়া।

বিয়ের গীত

১. কইনার মায়ের দুয়ারে জলপাই থোকাথোকা
পাকিয়া পড়িলরে জলপাই
ওরে জলপাই পড়িল নয়া নয়া।
কইনার মায়ের ন্যাটারে বাড়িল
ঢুলিদারক দিয়া
ঢুলিদারের টানাটানি শানাইদারের গোসা।
শানাইদারের টানাটানি করকাআলার গোসা।
করকাআলার টানাটানি ঝুমকাআলার গোসা।

www.pathagar.com

২. কদু কোটং ফালারে ফালা
কদুর বানানুং চাটি
আইসেন ক্যানে কইনার মাওটা
বসিবার দিম পাটি।
যতই ধাগড়ি নড়িবে
ততয় মানা ধরিবে
সরিষার ত্যাল চকোমকো হ্যান্ডার ত্যাল ঠান্ডা।

তথ্যদাতা : গীতা রানী, বয়স- ৫০, স্বামী- বিনয় রায়, পেশা- কৃষি, গ্রাম- সয়ার মাঝাপাড়া, পোস্ট- সয়ার, তারাগঞ্জ।

৩. কদু কুটিতে ভাঙ্গিয়া গেল বটিলো
কি আম্মাজান আমাকে কিছু কথা বলিবেননা।
আমার বাবা তারাগঞ্জের কামারলো
আম্মা আমাকে কিছুকথা বলিবেন না।
খবর দিলে পাঠিয়ে দিব বটিলো
কি আম্মাজান আমাকে কিছু কথা বলিবেন না।
কদু ধুইতে ভাঙ্গিয়া গেল তশতিলো
আম্মাজান আমাকে কিছু কথা বলিবেন না।
আমার ভাইও কাশিয়াবড়ির কুমারলো
আম্মাজান আমাকে কিছু কথা বলিবেন না।
সংবাদ দিলে পাঠিয়ে দিবে তশ্তিলো
আম্মাজান আমাকে কিছু কথা বলিবেন না।

৪. নদী ওপারে ঐনা আইলাম ছিয়ারে
ছিয়ার ফুল তোলে কে?
বাপো হয়া দিলেন বনবাসরে
ছিয়ার ফুল তোলে কে?
নদী ওপারে ঐনা আইলাম ছিয়ারে
ছিয়ার ফুল তোলে কে?
ভাইও হয়া দিলেন বনবাসরে
ছিয়ার ফুল তোলে কে?

তথ্যদাতা : আনজুমান আরা, বয়স– ৩৩, সহকারি শিক্ষিকা, কাশিয়াবাড়ি উচ্চ বিদ্যালয়, তারাগঞ্জ।

৫. এত দয়ার ময়না একেলায় বসিয়া
কান্দিসরে জোড় ময়না

www.pathagar.com

ত্যাওনা পড়ে তোর
বাপের চৌকের জল।
তোর বাপের চৌকত্ দিমো
গুলমরিচের গুড়াহে জোড় ময়না
দেকি তোর বাপ কান্দে কি না কান্দে।
খুটি কাটিলে তারত পড়ে
রসও হে জোড় ময়না
ত্যাও না পড়ে তোর
মায়ের চৌকের জল।
তোর মায়ের চৌকত্ দিমো
আকালি মরুচের রস হে জোড় ময়না
দেকি তোর মাও কান্দে কিনা কান্দে।
শুকান কাপড় চিপলে
তারত পড়ে জল হে জোড় ময়না
ত্যাও না পড়ে তোর
ভাইয়ের চৌকের জল।
তোর ভাইয়ের চৌকত্ দিমো
ধান মরুচের রস হে জোড় ময়না
দেকি তোর ভাই কান্দে কিনা কান্দে।

৬. গাবরুর বাড়ির বওনাই আইছে
ছালার নাকান প্যাট
ওমা দেকিস্‌তা দ্যাখ্।
তিনসের চাউলের ভাত আন্দিচোং
তাও না ভরে প্যাট
ওমা দেখিস তা দ্যাখ।
কইনার বাড়ির বওনাই আছে
ঢেকির নাকান প্যাট
ওমা দেকিস তা দ্যাখ।

৭. তোর বরু বরিবার গেইলে
আইওর ঠোসক নাগে
তোর বরু কী এতই রূপ জ্বলে।
বিলাইর নাকান চোখ বরু তোর
ফালাও ফালাও করে
তোর বরু কী এতই রূপ জ্বলে।
ঘোড়ার নাকান ঠ্যাং বরু তোর

www.pathagar.com

খাটার মাটার করে
তোর বরু কী এতই রূপ জ্বলে।
বগার নাকান গালা বরু তোর
নাটার পাটার করে
তোর বরু কী এতই রূপ জ্বলে।

৮. হলুদি বাটা পঞ্চরে আইও
জই যোগারো দিয়া
কাঞ্চা সোনা চমকোরে বালা
সাজান সারি সারি।
এতই দিনো আনিলেন চমক বালা
হামার খেলার সাথী।
আজকে যাইবেন পরের ঘরে
যাইবেন হামাক ছাড়ি।

৯. বালি তোক জিজ্ঞাস করং রে
আরে গারবগলের মানুষ কোনা তোর কি হয় রে।
মাও মোক না কয়রে
আরে গারবগলের মানুষটা মোর ভাইয়া হয় রে
বালি তুই ঠগিয়া গেলুরে
আরে ঐনা মানুষক দেখিয়া আনুং মাছ বেচাইতে।
মাও মোক না কয়রে
আরে গার বগলের মানুষটা মোর বওনাই হয়রে।
বলি তুই ঠগিয়া গেলুরে
আরে ঐটা মাইনষক দেখিয়া আনু শুওর চড়াইতে।

তথ্যদাতা : গীতা রানী, বয়স– ৫০, স্বামী- বিনয় রায়, পেশা- কৃষি, গ্রাম– সয়ার মাঝাপাড়া, পোস্ট– সয়ার, তারাগঞ্জ।

১০. তুলসি পিড়ায় বইসা
তুলসি পিড়ায় বইসা কি ইলিশামতি
শিশবা মাইজন করে
শিশের মাইজন দেইখা কি ইলিশামতি
বাবায় নিষেধ করে।
কি কি জিনিশ আইনছেন কি নওশা রাজা
হাজির কর আগে
সগুল জিনিশ আনছি কি ইলিশামতি
সেন্দুর ছারছি দ্যাশে।

www.pathagar.com

ডান হাতে ধরমো ডান হাতে ধরমো
কি নওশা রাজা ওসর পাইড়া ধুতি।
বাম হাতে ধরিমো বাম হাতে ধরিমো
কি নওশা রাজা কাচি কাটা বাবড়ি।
এত্ত লজ্জা দিলেন কি ইলিশামতী
ভরা সভার মাঝে।
এত্ত জাকুনি তুলিম এত্ত জাকুনি তুলিম
আপন দেশে গেলে।
কিবা জাকুনি তুলিবেন কি নওশা রাজা
বওনাই যাইবে সাথে।
কিবা জাকুনি তুলিবেন কি নওশা রাজা
ভাইবা যাইবে সাথে।

তথ্যদাতা : শ্রী মতি গীতা রানী, বয়স- ৪১, স্বামী- নালচান, শিক্ষা- নিরক্ষর, পেশা- কৃষি, গ্রাম- ট্যাক্‌সের হাট, পোস্ট- কোচপাড়া।

১১. চুয়ার পাড়ে গুয়ার গাছরে মা
কোকিল কইরাছে ভাসা।
যাইস না যাইস না পাত্তররে
তুই গোপীনাথপুর বুলিয়া।
গোপীনাথপুরের মানুষগুলা
জানে ময়না চিনিপারা।
ঐনা চিনিপড়া খোয়াইলে বরু তুই
ভুলবু মায়ের কথা।

শব্দার্থ : পাত্তররে- পাত্র বা বর

১২. হলুদি বাটিরে আই বইরাতি
সঙ্গে সাজেয়া নেও চাইলন বাতি।
বালার কায় আছে দরদি
কায় মাখাইবে হলুদি।
বালার ভাউজী আছে দরদি
তায় মাখাইবে হলুদি।
বালার মামী আছে দরদি
তায় মাখাইবে হলুদি।
বালার বইন আছে দরদি
তায় মাখাইবে হলুদি।

www.pathagar.com

১৩. হলুদি বাটরে আইবরাতি
সঙ্গে সাজেয়া নাও চাইলন বাতি।
বালার কায় মাখাইবে হলুদি
বালার ভাওজী আছে দরদি
তায় মাখাইবে হলুদি
বালার মামী আছে দরদি
তায় মাখাইবে হলুদি।
বালার কায় মাখাইবে হলুদি
বালার বইন আছে দরদি
তায় মাখাইবে হলুদি।

১৪. উঠোরে নলের বাঁশি ক্ষীর খাওরে
ভাবীর হাতের ক্ষীর খাইলে
বাউটি পাইবে দানোতে।
উঠোরে নলের বাঁশি ক্ষীর খাওরে
বইনের হাতে ক্ষীর খাইলে
আংটি পড়বে দানোতে।
উঠোরে নলের বাঁশি ক্ষীর খাওরে
নানির হাতে ক্ষীর খাইলে
নোলক পড়বে দানোতে।
উঠোরে নলের বাঁশী ক্ষীর খাওরে
দাদির হাতে ক্ষীর খাইলে
ঝাড়ু পড়বে দানোতে।

তথ্যদাতা : পলি রানী রায়, বয়স- ৩৪, শিক্ষা- বি.এ.বিএড, স্বামী- অশোক কুমার রায়, গ্রাম- দিলালপুর, পোস্ট- দিলালপুর।

১৫. কালা বাঁশিতে মাল্লু ফুকোরে
ঘুরিয়া আয় কালারে।
কালা পন্তা পাকেয়া থুচুং
ঘুরিয়া আয় কালারে।
কালা খাবার মানুষ নাইমোর ঘরেরে
ঘুরিয়া আয় কালারে।
কালা দোনোজনে খামোরে
ঘুরিয়া আয় কালারে।
কালা বাঁশিত মাল্লু ফুকোরে

www.pathagar.com

ঘুরিয়া আয় কালারে।
কালা বিছিনা পাতিয়া থুচুংরে
ঘুরিয়া আয় কালারে।
কালা দোনোজনে শুতমোরে
ফিরিয়া আয় কালারে।
কালা শুতপার মানুষ নাই মোর ঘরেরে।

তথ্যদাতা : মোছাঃ খাদিজা খাতুন, বয়স– ১৭, পিতা– মোঃ হাকিম মিয়া, মাতা– মোছাঃ রনজিতা বেগম, গ্রাম– পাঠানের হাট ফকিরপাড়া, পোস্ট- রাধানগর।

১৬. সোনার বংশি আওলারে,
রূপার বংশী আওলা রে,
বংশি ধরি ঘুরিয়া বেড়াইস ও বংশি আওলা রে।
কার খুলিতে করমো বাজি রে ও বংশি আওলা রে,
হায়দারের খুলিত করমো বাজি ও বংশী আওলা রে।
পাঁচশো টাকা লইবো না রে ও বংশি আওলা রে,
হাজার টাকায় কমর ঢুলামো ও বংশি আওলা রে।

তথ্যদাতা : মোছাঃ রুমানা পারভীন (হুমায়রা), পিতাঃ মোঃ আব্দুর রহীম, মাতাঃ মোছাঃ মনোয়ারা বেগম, গ্রামঃ রাধানগর দক্ষিণ খামারপাড়া, ডাকঘরঃ রাধানগর।

১৭. ফুল ভেরেন্ডা বনে আরো সখি
কানাইয়া বাজায় বাঁশি।
সেই ঘাটতে ডুবাও মোরে কলসি।
সেই ঘাটতে কাছারি।
আমার নাকের সোনা বন্ধক থুইয়া ভাঙ্গিম তোর কাছারি।
ফুল ভেরেণ্ডা বনে আরো সখি
কানাইয়া বাজায় বাঁশি।

১৮. আঙ্গিনা সামটেরে পরআল মোছে চৌকের পানি।
আর কতদিন থাকমো মাও, তোমার আইওতি হয়া।
আর কতদিন থাকমো মা তোমার আন্দোন খ্যায়া।
পকি পয়ালের জোড়া আছে মা হামার জোড়া নাই।
ধোয্য ধরিয়া থাক হে বেটি, তোমাক বিয়া দিবো।

১৯. মারয়ালে দৌয়ল বুলবুল করেরে ও শ্বশুর বাবা।
শ্বশুর দেশে গেছিলেন বাবা,
কি কি দানো পাইছেন হে ও শ্বশুর বাবা।

www.pathagar.com

থালি পাছি বদনা পাছি আরো পাছি দানে লো।
সামনে বসিয়া পাছি আপন শালিক ও শ্বশুর বাবা।

তথ্যদাতা : মোঃ শাহাজাদা সরকার, বয়স- ১৭, শিক্ষা-একাদশ শ্রেণি, পীরপাল কলেজ, লালদীঘি, পিতা- মৃত মোকছেদুল হক, মাতা-মোছাঃ অহেদা খাতুন, গ্রাম- ধোধরার পাড় (সরকার পাড়া), পোস্ট- মন্ডলপাড়া, বদরগঞ্জ।

সলিমুল্লাহ সরকারের গান

১.
পল্লী গাঁয়ের মূর্খ চাষা
গান শুনে যা গান (ধুয়া)
জুম্মাঘরে নামাজ পড়ি খুৎবা বুঝি না
পূজার ছলে মন্দিরে যাই মন্ত্র জানি না
চোখ থাকিতে অন্ধ মোরা কিছুই দেখি না
লেখাপড়া বিনা কোন উপায় দেখিনা।
পল্লী গাঁয়ের মূর্খ চাষা
গান শুনে যা গান (ধুয়া)

২.
ও কি হায়রে হায় (ধুয়া)
জীবন গেল মোর দুঃখের বোঝা বইতে।
জীবন গেল মোর পাপের বোঝা বইতে।
ও কি হায়রে হায় (ধুয়া)
টাকা নাই মোর কড়ি নাইরে, নাইরে ভাল বাড়ি
বৌয়ের মুখে নাইরে হাসি, পায়না টাঙ্গাইল শাড়ি।
ও কি হায়রে হায় (ধুয়া)
হাদিস নাই মোর কোরান নাইরে, নামাজ নাই মোর ঘরে
দোয়াত নাই মোর কলম নাইরে, এক লাঙ্গলে কি করে।
ও কি হায়রে হায় (ধুয়া)

তথ্যদাতা : বিশিষ্ট ইতিহাস গবেষক মরহুম আব্দুল আজিজ, বাবা : মোঃ আবদুল হালিম, মা : করিমুন্নেসা, শিক্ষা : বি, কম, পেশাঃ চাকুরি, বয়স : ৫৩, পোঃ রংপুর সদর, জেলা : রংপুর।

সুশীল চন্দ্র বর্মনের গান

দেশের গান

স্বাধীন দেশেত বাস করি, সুখের সীমা নাই
ওরে দেশবাসী ভাই...
পাকিস্তানিদের শাসনকালে বাঙালিদের সুখ নাই মনে

www.pathagar.com

বুটের ঘায়ে হামার জীবন হইত ক্ষয়।
অফিস আদালত কারখানায়
পাকিস্থানি শাসন চালায়
হামার ওভাই কোন অধিকার নাই।
১৯৭১ সালে পাকিস্তানি হইলো কাল
বাংলার মাটি রক্তে হইলো লাল
কৃষক শ্রমিক ছাত্রগণ
মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেন
নয় মাস ধরে যুদ্ধ করি স্বাধীনতা পাই।
আজরে ভাই ২৬ মার্চ মিলিয়া হাতত হাত
বাংলা মায়ের উন্নয়নে জীবন দিয়া যাই
কর্ম হামার হউক সফল
প্রতিজ্ঞায় যেন থাকি অটল
আইজকার দিনে খুশির ঝলক
সউগের থাকা চাই
ও বাহে সউগের থাকা চাই।

বৃক্ষরোপণের গান

আরে কোনটে গেলু স্বপ্নার মাও
দেওয়ানগিরি ধরিয়া
ভেলটার বাড়িত থাকিয়া তুই
খনতা দে আনিয়া
নাচারি থাকি গাছ আনিছোঁ
না করিস তুই হেলা
গাছগুলা গাড়া খাইবে বৈকাল বেলা।
গাছের গুণের কথাও কি তুই জানিস না?
গাছ না হইলে,পৃথিবীত জীবন বাঁচে না।
ওক্‌ছিজেন দিয়া হামার জীবনো বাঁচায়
সেই জন্যে সবাই মিলে গাছ গাড়া খায়।
পতিত জমিত ফলের গাছ মুই গাড়িম সারি সারি
পঁচিশ ফুট পর পর লাগাইম সখের মেহগনি।
যদি পনের বছর পরে একটা দশ হাজার হয়
পঞ্চাশটা গাছ হিসাব করেক হামার কত টাকা আয়
হামার কত টাকা আয় ?

www.pathagar.com

মনসা গান

প্রথমে বন্দনা করি প্রভু নিরাঞ্জন
তারে পরে বন্দনা করি যত দেবগণ॥
আদ্য গুরু পিতামাতা আর জ্যেষ্ঠ ভাই।
তার চেয়ে অধিক গুরু ভজিলোতে পাই॥

বেহুলা লক্ষিন্দরের গান

উজানি নগরে ঘর বাস বানিয়া সওদাগর॥
তাহার ঘরে একটি কন্যা বেহুলা সুন্দর॥
চম্পক নগরে রাজা চান্দ সওদাগর।
তাহার পুত্র হয় বালা লখিনদর॥
চান্দ সওদাগর ছয় পুত্র লইয়া বাণিজ্যে যায়।
পদ্যায় দেবি অভিসাপে সাগরে ডিংগা গারদ হয়॥
ছয় পুত্র মরিল কালি দাহ সাগরে॥
নেতা বলে পদ্যাদিদি তোমায় কেবা পূজা করে
চান্দ সওদাগরক তুমি বাঁচাও জীবনে।
মর্ত্যভূমিতে তোমার পূজাও করিবো॥
চান্দ সওদাগর বাড়িতে আসিলো।
কিছুদিন পরে লখিনদরের জন্ম হইলো।
১/২ করি লখিনদর উপযুক্ত হইলো
বিবাহ দিবে ছেলেক, কন্যা খুঁজিতে লাগিল।
লোহার কালাই সিদ্ধ করিবে এমন সতি চাই
বাস বানিয়ার কন্যা বেহুলা সতি তাই॥

কুশান গান

১.

ভাইরে ভাই হাল ছাড়িয়া দিয়া আনু বাড়ি
চাড়াত দ্যাখোঁ নাইরে পানি
মাথা উঠিল চড়াৎ করিয়া
লাঙল জোঙ্গাল আড়ত থুইয়া
হালুয়া পেন্টি হাতোত নিয়া
মাননু শালিক গোটা চারি ডাং
শালিক মারনু চাইর ডাং
শালি ধরলে মোর বাঁও ঠ্যাং
ধিরিত করিয়া দিলে ফ্যালেয়া।

www.pathagar.com

ধিরিত করিয়া ফ্যালে দিয়া
ওয় উঠিল মোর বুকের উপরে
ধাকরি দিয়া দোনো গালোত।
ডিয়া সবার না পায়া
বড় ভাবিক ডাক দিয়া
আইজ বুঝি মোর জীবন বাঁচে না।
বড় ভাবি আসিয়া
তবেসিন মোক দ্যায় ছাড়িয়া
দৌড়ি গেনু জলের ঘাটতে
জলের ঘাটত যায়া কঁও
যদি ভাত না পাওঁ
হালুয়া পেন্টি ভাঙিম পিটিতে।
সেই কথা শুনবার পায়া
তিলশা ধান নিলে পাড়িয়া
দৌড়ে গেলো ঢেঁকি ঘরোতে।
তিনসের ধানের জুড়িছে বাড়া
সারা দিনে না হয় কাড়া
ভোকের সময় গেল বিতিয়া।
তেল মসল্লা দুইটা আননু
ঝালে নুনে তাক না পানু
বাচ্চা মাইও দেখতো চাকিয়া
বাচ্চা মাইও চাকিয়া কয়
আইজকা মা তোক বাঁচপার নায়
নুনোতে সউগ গেইছে জ্বলিয়া।
এই কথাটা শুনিয়া
গরম পানি দিলে চড়েয়া
হওয়া তরকারিত দিলে ঢালিয়া।

আঞ্চলিক শব্দের অর্থ : পেন্টি - লাঠি, ডিয়া - গুতা।

২.

বোনু তোক মনের কথা ভাঙিয়া কওঁ
তোক ছাড়া আর কাক সাইকাওঁ?
তোক ছাড়া সাইকিবার জাগা নাই।
মোর নারিটা দশাপড়া
স্বামী হইলো মোর মাইনোর পড়া
সেও স্বামী মোর কামাই জানে না।

www.pathagar.com

স্বামী মোর চাকরি নিছে চকিদরি
রাইত দুপুরে আইসে বাড়ি
আসিয়া মরা কতই কথা কয়
ও বোনু তোক ছাড়া কাক সাইকা যায় ?

আঞ্চলিক শব্দের অর্থ : বোনু - বোন, সাইকা - বলা।

রাধাকৃষ্ণের গান

১.

ওরে কাঙ্কেরে
ওরে কাঙ্কেরে
বালি তোর গোরা গাও
না সয় না সয়, ফুলের আরো বাও।
ক্রোধ হইয়া বালা তখন মারিল বাটুল।
ভয় পাইয়া কৌশ্যাল্যা হইল ব্যাকুল॥
এক ঢ্যালে মারিল বালা আশে আরো পাশে
আর এক ঢ্যালে মারে বালা জলেরো কলসে।
ভাঙিল জলের কলস ভিঝলো বস্ত্র আদি
কাপড়ে প্রসাব করে বানিয়ার ঝি॥
হাস্য বদন দেখি কৌশল্যা লুকাইয়া পাইল ছর
হস্ত ধরি লইয়া গেল কেওড়া ফুলের তল।
কেওড়া ফুলের তলে গিয়া টাঙ্গাইল মশারি
তারে তলে শয়ন করে কৌশল্যা সুন্দরী॥
উদিত কুদিত হইল অঞ্চলের বাও
পূর্ণিমার চাঁদের মত গোরা ছিল গাও।
লণ্ডভণ্ড করে বালা ছিড়িলো গলার কাঠি
মিটিল মোহন জ্বালা তুষ্টি হইলো মন।
স্নান করিয়া বালা তখন গৃহে করিল গমন।

২.

ছুঁইও না
ছুঁইও না
প্রাণনাথ হস্ত ধরি-
তোমার পদের ভাড়া আমি সহিতে না পারি।
কাঁচা ডালিম খাইলে, প্রভু লাগে কষা কষা
পাকেয়া মজেয়া খাইলে, স্বাদ হয় তার মিঠা।

www.pathagar.com

গরম দুগ্ধ খাইলে প্রভু মুখের যায়রে ছাল।
জুড়িয়া সিতিয়া খাইলে দুগ্ধ লাগে ভাল।
কাঁচা তৃণ কাটিয়া প্রভু না ছায় চাল
কাঁচা বাশের ধনুক প্রভু হে কতখ সবে টান।

তথ্যদাতা : বিশ্বম্বর বাবু, বাবা : রাম নারায়ণ, মা : রাধারানী, বয়স : ৫৫, শিক্ষা : সাক্ষর ধর্ম : সনাতন, পেশাঃ কৃষি। গ্রাম : নন্দীগঞ্জ, থানা : পীরগাছা, রংপুর।

বাইস্কোপের গান

আষাঢ় মাসে প্রেম করিয়া
ভাগিনা গ্যাইল বাড়ি ছাড়িয়া
ননদের ব্যাটা চিকন কালা
দ্যাবড়ে ধরিল মামীর গলা
তার ঘুম নাগি গেইচে
ভাইয়ার ঘর পাছে যাও
ভূটান থাকি মাগী আইল
দুধ ফুলিয়া বালিস হইল
কামড়ান না চুষি খাও
আস্তে আস্তে নাগি যাও
ভাইয়ার ঘর পাছে যাও।

www.pathagar.com

লোক উৎসব

বাঙালির অতীত ঐতিহ্য হচ্ছে উৎসব। উৎসবের মধ্য দিয়ে পরস্পরের সঙ্গে মিলন, ভাব-বিনিময় এবং সম্প্রীতির মেল-বন্ধন রচনার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। বিভিন্ন উৎসবের মধ্যদিয়ে একটি দেশের সামগ্রিক চিত্র ফুটে উঠে। বাংলাদেশে নানা প্রকার উৎসব পালিত হয়। এসব উৎসবে আমাদের নিজস্ব ঐতিহ্য বহন করে। নিত্য জীবনের সংকীর্ণ গণ্ডি থেকে মিলনের বৃহত্তর পরিসরে নিয়ে যায় এই উৎসব।

রংপুর অঞ্চলের মানুষ জাতধর্ম নির্বিশেষে অভিন্ন ধারায় উৎসব গুলো পালন করে। উৎসব মূলত দুই ধরনের, এক ধর্মীয় উৎসব, দুই লৌকিক উৎসব। ধর্মীয় উৎসবের মধ্যে মুসলমানদের উল্লেখ্যযোগ্য ঈদ-উল-আজহা ও ঈদল-উল-ফিতর, সবে-বরাত, ও মহরম । এ উৎসবের মধ্য দিয়ে আত্মীয়-স্বজন পাড়া-প্রতিবেশীর মধ্যে সৌহার্দ বিনিময় হয় এবং মনের মিলন ঘটে। এমনকি অন্য সম্প্রদায় এবং অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের সাথেও শুভেচ্ছা বিনিময় হয়। সবাই নতুন নতুন পোশাক-পরিচ্ছদে সজ্জিত হয়ে বিশেষ করে ছেলে মেয়েরা বাড়ি বাড়ি ঘুরে বেড়ায়। এমনকি বড়দের মধ্যেও এ আনন্দের রেশ পরিলক্ষিত হয়। মিষ্টান্ন ও অন্যান্য খাবার এর আয়োজন এই উৎসবের বিশেষ দিক। উৎসবগুলোর মধ্যে দুই শ্রেণির বিভাজন থাকলেও প্রতিটি উৎসবের চরিত্রই কিন্তু সর্বজনীন। ধর্মীয় উৎসব ছাড়াও এ অঞ্চলের মানুষের কাছে লৌকিক উৎসব ভিন্ন স্বাদের হয়ে থাকে।

বদরগঞ্জ এলাকায় লোকউৎসবের আধিক্য রয়েছে। হিন্দু, মুসলিম ছাড়াও বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান জনগোষ্ঠীর উপস্থিতি থাকায় এক বৈচিত্র্যময় সাংস্কৃতিক আবহের সৃষ্টি হয়েছে। হিন্দু সমাজের পূজা, পার্বনিক উৎসব ও মেলাগুলোতে সর্বশ্রেণির লোকের সমাগম ও নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়ে থাকে। মুসলিম সমাজের ঈদ ও মহররম উৎসব ছাড়াও মাজার ভিত্তিক নানা উৎসব ও মেলার আয়োজন হয়। আদিবাসীদের উৎসবগুলোও অকৃত্রিম আনন্দের উৎস। বৌদ্ধ ও খ্রিস্টানদের উৎসবগুলোও সাড়ম্বরে পালিত হয়।

কয়েকটি লৌকিক উৎসবের বিবরন দেয়া হলো :

১. নববর্ষ

রংপুর সদর উপজেলার বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে উৎসব দীর্ঘকালের একটি ঐতিহ্য বহন করে। নববর্ষের সংঙ্গে এ অঞ্চলের মানুষের রয়েছে প্রাণের যোগসুত্র। এই নববর্ষ ঘিরেই রংপুর জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে নববর্ষের উৎসব অনুষ্ঠান হয়ে থাকে।

www.pathagar.com

২. ঈদ উৎসব

মুসলমানদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব ঈদ। প্রধান দুইটি উৎসব ঈদ-উল-ফিতর ও ঈদ-উল-আযহা। মুসলিম সমাজে বিরাট আয়োজন নিয়ে আসে ঈদ। রমযান উপলক্ষে ইফতার এবং সেহেরির জন্য আয়োজন থাকে। রমযান মাসে ভীড় জমে জামা-কাপড়, জুতা আর মনিহারি দোকানে। এছাড়াও মুসলিম ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলোর মধ্যে শব-ই-বরাত, শব-ই-কদর, ঈদ-ই-মিলাদুন্নবি, ফাতেহা-ই-দোয়াজদাহাম প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

৩. নৌকাবাইচ

ধর্মীয় উৎসব ঈদ, পূজা ছাড়া, নববর্ষ বৈশাখী মেলা বিভিন্ন উৎসব এখানে পালিত হয়। তবে প্রতি বছর ঈদুল ফিতরের দিনে তিস্তা নদীতে নৌকাবাইচ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। যা উৎসবরূপ ধারণ করে। এখানকার মানুষ এই উৎসব ভীষণ আনন্দ চিত্তে উপভোগ করে।

নৌকাবাইচের চিত্র

৪. বিবাহ

কনের বাড়িতে গিয়ে বর ও পক্ষীয় লোকজন বিশেষ উৎসব অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে বিবাহ সুসম্পন্ন করে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নগদ অর্থ বা উপঢৌকন প্রদানের রেওয়াজ আছে। বিয়েতে কারুয়া বা 'ঘটক' একটি প্রয়োজনীয় মাধ্যম। তবে এসবের বাইরেও বর-কনের পছন্দমতো বিয়েও অনুষ্ঠিত হয়। উপরোক্ত বিষয়গুলো হিন্দু ও মুসলিম উভয় সমাজে রয়েছে। সচেতনতামূলক বিষয় হিসেবে বহুবিবাহ এবং বাল্যবিবাহ কমেছে। মুসলিম সমাজের বিয়েতে শহরাঞ্চলে তেমন কোনো আচারিক পর্ব ও মেয়েলিগীতের

www.pathagar.com

পরিবেশনা দেখা যায় না। কিন্তু জেলার বিভিন্ন গ্রামে বিভিন্ন পর্ব যেমন- নিশান দেয়া, পানচিনি, ক্ষীর খাওয়া, হলদি মাখা, সোহাগ দেয়া, কন্যা সাজানো, আলমতলা সাজানো, কন্যাবিদায় প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এইসব লোকাচারের সাথে মেয়েলিগীতের সংযোগ ঘটে। হিন্দু বিয়েতে ঢাকের বাদ্য, শঙ্খধ্বনি, নাপিতের উপস্থিতি লক্ষ্যণীয়। হলুদমাখানো, ফোরলডুবানো, হাঙ্গরধরা নানা পর্ব রয়েছে যেগুলোতে মহিলারা গীত পরিবেশন করে। হিন্দু সমাজে বিয়ের পর স্বামীরবাড়ি থেকে কনেকে নিয়ে গিয়ে আটদিন বাপের বাড়িতে রাখার প্রথাকে অষ্টমঙলা বলা হয়। এছাড়া ভাদ্রমাসে ভাদর কাটানি ও পৌষ মাসে 'পৌষ কাটানি' পালিত হয়। এসময় স্ত্রী বাপের বাড়িতে থাকে। রাজবংশী ক্ষত্রিয় সমাজে বিয়ের ক্ষেত্রে ছেলে মেয়ের পছন্দের বিষয়টি প্রাধান্য পেত। পণ গ্রহণ নিন্দনীয় ছিল। এছাড়া এখন পর্যন্ত শিথিল ধরনে বিধবা বিবাহ এবং বিবাহ বিচ্ছেদ প্রচলিত। এছাড়া 'ঘরে ঢোকা বিবাহ' প্রচলিত ছিল। এ প্রথায় বিধবা বা পরিত্যক্ত নারী পছন্দের পুরুষের কাছে নিজেকে সঁপে দিত। পুরুষের জন্য এমনভাবে স্ত্রী গ্রহণে সমাজবাধা দেয়নি। এছাড়া 'ডাংগুয়া' বা 'পশুয়া' রীতিতে অর্থবিত্তের মালিক কোনো নারী পছন্দের পুরুষকে গ্রহণ করার সুযোগ পেত। বিয়ের অনুষ্ঠানে কন্যার 'আসনপীড়ি' ও কলাগাছের 'মাড়োয়া' প্রভৃতির প্রচলন রয়েছে।

আদিবাসী ওরাওঁদের বিবাহ চুক্তিবদ্ধ কিংবা প্রেমঘটিত উভয়রীতিতে হতে পারে। বিবাহে 'আগুয়া' বা ঘটক থাকে। সমগোত্রে তাদের বিয়ে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। ওরাওঁদের বিয়েতে প্রাক বৈবাহিক অনুষ্ঠানের নাম 'কুটুমেত'। 'কুটুমেত' দিনেই দেনা-পাওনা, বিয়ের দিনক্ষণ নির্ধারণ করে। বর ও কনে পক্ষের লোকের সামনে থালায় রাখা হয় তেল, সিঁদুর, হাড়িয়া বা পচানী এবং পান। এছাড়া বরের বাড়িতে 'বতি পাড়া', বিবাহ সম্পন্নের স্থান 'মাড়োয়া' সাজানো হয়। এরপর অনুষ্ঠিত হয় বরযাত্রা, বিবাহ, বধূবরণ পতৃতি। প্রতিটি অত্যন্ত আনন্দ উল্লাস আর মেয়েলিগীতে ভরপুর। বিধবা বিবাহ বা বিবাহ বিচ্ছেদ স্বল্প প্রচলিত। স্বামী স্ত্রীর বিশ্বাসভঙ্গের বিষয়টি নিন্দনীয় এবং তা নিতান্তই কম।

সাঁওতাল সমাজে প্রধানত চার প্রকার বিবাহ প্রচলিত আছে। যেমন 'ডাঙ্গুয়া বাপ্লা' বা আনুষ্ঠানিক বিবাহ, আঙ্গির বা প্রেমঘটিত বিবাহ, বলপূর্বক বিবাহ, ইতুত বা কৌশল বিবাহ। তাদের বিয়েতে পণপ্রথা, বস্ত্রদান প্রথা প্রচলিত আছে। বিবাহ বিচ্ছেদ ও বিধবা বিবাহ হয়ে থাকে।

৫. আদিবাসি উৎসব

ওরাওঁদের পার্বনিক অনুষ্ঠানগুলো বৈচিত্র্যময় ও চিত্তাকর্ষক। ফাগুয়া, সারহুল, কারাম, সোহরাই বিশেষ গুরুত্ব সহকারে পালিত হয়। তাদের নববর্ষের উৎসবের নাম ফাগুয়া। উদ্‌যাপিত হয় ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমা তিথিতে। সারহুল চৈত্রমাসে অনুষ্ঠিত হয়। পাহানের নেতৃত্বে কয়েকটি পর্বে বিভক্ত অনুষ্ঠানটি হয় মূলত সমাজের কল্যাণ কামনার্থে। কারাম অনুষ্ঠিত হয় ভাদ্র সংক্রান্তিতে। কারাম মূলত বৃক্ষপূজা উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হলেও তা কয়েকটি পর্যায়ে বিভক্ত। মন্ত্রোচ্চারণ, কাহিনী বর্ণনা, নৃত্যগীত

www.pathagar.com

প্রভৃতি মাধ্যমে আরাধনার স্তরগুলো অনুষ্ঠিত হয় এবং কারাম শাখাগুলো নদীতে বিসর্জিত হয়। উৎসবে আঙিনা সজ্জিতকরণ, সন্ধে বেলায় প্রদীপ জ্বালানো, কৃষি উপকরণ পরিস্কার করা প্রভৃতির সাথে মন্ত্রপাঠ, মোরগবলি, পানাহার নৃত্যগীত আদিবাসী গ্রামগুলোকে উৎসবমুখর করে তোলে।

সাঁওতালরা জন্ম ও মৃত্যু বিষয়ক প্রচুর সংস্কার দেখা যায়। পুরুষদের বাম হাতে 'সিকা' চিহ্ন এবং মেয়েরা 'টাট্টু' বা খোদা চিহ্ন দিয়ে থাকে। অসংখ্য পার্বণিক উৎসবগুলোর মধ্যে চৈত্রমাসে বোঙাবুঙি, বৈশাখ মাসে হোম, জ্যৈষ্ঠ মাসে 'এবোরা' আষাঢ় মাসে হাড়িয়া, ভাদ্র মাসে 'ছাতা', আশ্বিন মাসে 'দিবি', কার্তিক মাসে নওয়াই, পৌষ মাসে 'সোহরাই' পালিত হয়। পানভোজন নৃত্যগীত প্রতিটি উৎসবের প্রাণ।

৬. উৎসব ও অন্যান্য

মুসলিম প্রধান ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলোর মধ্যে ঈদ-উল-ফিতর, ঈদ-উল-আযহা, শব-ই-বরাত,শব-ই-কদর, ঈদ-ই-মিলাদুন্নবি, ফাতেহা-ই-দোয়াজদাহাম প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। মহররমের সময় কোথাও কোথাও তাজিয়া মিছিল, লাঠিখেলা, জারিগানের আসর অনুষ্ঠিত হয়। অন্যান্য ধর্মীয় আচার বা প্রথার মধ্যে নবজাতকের আকিকা, খাতনা, মৃত্যুর পর কুলখানি, চল্লিশা, একবছর পর বছরকি পালন করা হয়।

হিন্দু সমাজ সংস্কৃতিতে উৎসব ও সংগীত বিশেষভাবে দেখা যায়। তাদের বড় উৎসবগুলোর মধ্যে দুর্গাপূজা, কালীপূজা, সরস্বতীপূজা সাড়ম্বরে পালিত হয়। এছাড়াও শিব, চণ্ডী, চড়ক প্রভৃতি পূজাকেন্দ্রিক উৎসব ও মেলা অনুষ্ঠিত হয়। প্রচলিত প্রধান দেবদেবীর বাইরেও হিন্দু সমাজের অনেকাংশে বুড়ি বা বুড়িচণ্ডীর পূজা, বন্যপ্রাণির অধিষ্ঠাতা সোনারায়, গবাদিপশুর পালক দেবতা গোরক্ষনাথ, বৃষ্টির দেবতা, হুদুমদেও, বংশবৃদ্ধির জন্য মদনকাম, সাপের দেবী মনসার আরাধনা করে থাকে। এসব অনুষ্ঠানেও আচারিক সংস্কারের সাথে সংগীতের প্রয়োগ দেখা যায়।

www.pathagar.com

লোকমেলা

গ্রাম বাঙলার অতীত ঐতিহ্য উপলক্ষ্যে লোকমেলা অনুষ্ঠিত হয়। রংপুর জেলায় মানুষ জাতধর্ম নির্বিশেষে অভিন্ন ধারায় বিভিন্ন মেলার আয়োজন করে থাকে। প্রাচীন কাল থেকেই রংপুর জেলার বিভিন্ন স্থানে মেলা বসে। এসব লোকজ মেলার মধ্যে বৈশাখী মেলা পূজার মেলা, ঈদ মেলা, মহরম মেলা, চৈত্র সংক্রান্তি মেলা উল্লেখযোগ্য। কয়েকটি লোকমেলার বিবরণ দেয়া হলো।

১. বৈশাখী মেলা

রংপুর সদর উপজেলার বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে বৈশাখী মেলার দীর্ঘকালের একটি ঐতিহ্য আছে। নববর্ষের সংঙ্গে এ অঞ্চলের মানুষের রয়েছে প্রাণের যোগসূত্র। এই নববর্ষ ঘিরেই রংপুর জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে বসে বৈশাখি মেলা। রংপুর সদর উপজেলা পরিষদ মাঠ এবং শহরের উপকণ্ঠে নিশবেতগঞ্জে ১লা বৈশাখ থেকে ৭ বৈশাখ পর্যন্ত বৈশাখি মেলা বসে। এ সব মেলায় পাওয়া যায় শতরঞ্জি, মৃৎশিল্প জাত দ্রব্য, কাঠজাত দ্রব্য, বাশঁজাত দ্রব্য, ঝিনুক সামগ্রী, খেলনা, মোয়া-মুড়ি, বাতাসা ছাড়া শিশুদের চিত্র-বিনোদনের জন্য পুতুল নাচ ও সার্কাসের ব্যবস্থা রয়েছে। বৈশাখি মেলা যেন এ অঞ্চলের মানুষের মহা মিলন ক্ষেত্র। নাপাইচণ্ডী গ্রামে নাপাইচণ্ডী বৈশাখি মেলা অনুষ্ঠিত হয়। বৈশাখ মাসের প্রত্যেক বৃহস্পতিবার এই মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

২. পাকুড়িয়া শরীফ পির মেলা

গংগাচড়া উপজেলাধীন বড়বিল ইউনিয়নের পশ্চিম প্রান্তে ১নং বেতগাড়ী ইউনিয়নের পূর্বপ্রান্তে ঘাঘট নদীর তীরবর্তী জায়গায় উত্তরবঙ্গের খ্যাতনামা পির ও মোর্শেদ জনাব হজরত মওলানা সুফী শাহ্ কছিম উদ্দীন (রঃ) দরবার শরীফ। এখানে প্রতিবছর পির সাহেবের ইন্তেকালের দিন তারিখ অনুযায়ী ১৪ই ১৫ই পৌষ ইংরেজি মাসের ২৮ ও ২৯ ডিসেম্বর ইছালের সাওয়াব হয়। একরাত ধরে ওয়াজ মাহফিল হয় ও সকাল বেলা মুরিদ আশেকান প্রদত্ত সিন্নি বিতরণ করা হয়। এই অনুষ্ঠানে বহু লোকের সমাগম হয়। সেজন্য তিনদিন ধরে খাবার দোকান থেকে শুরু করে গ্রামীণ নিত্য প্রয়োজনীয় যেমন-হাড়ি-পাতিল, গৃহস্থালী কর্ম সাধনের জন্য লোহার তৈরি যন্ত্রপাতি, শিশুদের বিভিন্ন ধরনের খেলনা, শিশুদের পোশাক, শীত বস্ত্র, মেয়েদের প্রসাধনী এছাড়াও কাঠের তৈরি আসবাবপত্রের অনেক দোকান বসে। এই সমস্ত কেনাকাটার জন্য গ্রামের নারী-পুরুষের সমাগম অনেক বেশী হয়। এ জন্য উত্তরবঙ্গের মানুষের কাছে পাকুড়িয়া শরীফ পির মেলা হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছে।

www.pathagar.com

৩. হস্ত ও কুটিরশিল্প মেলা

বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে রংপুর জেলার বিভিন্ন স্থানে হস্ত ও কুটিরশিল্পের মেলা বসে।

হস্ত ও কুটিরশিল্প মেলা

৪. ঈদ মেলা

তারাগঞ্জ থানার সব থেকে বড় ঈদমেলাটি বসে ৪নং হাড়িয়ারকুটি ইউনিয়নে। ডাংগীরহাট কলেজ মাঠ ইউনিয়ন কার্যালয় প্রাঙ্গণসহ বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে এই মেলাটি বসে। নানারকম প্রসাধনী সামগ্রী, খেলনাদ্রব্য নিয়ে অসংখ্য দোকান বসে। গুড়ের জিলিপি এবং বাতাসা, কদমা প্রভৃতি মিষ্টিদ্রব্যের জন্য বিখ্যাত। এখানে কাশিয়াবাড়ি এবং বরাতী পালপাড়ার মৃৎশিল্পীদের তৈরি হাড়ি পাতিল ও মাটির খেলনার বিশেষ কদর রয়েছে।

৫. মহররম মেলা

গংগাচড়ায় মহরম উপলক্ষে অনেক মেলা অনুষ্ঠিত হয়। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য মহিপুর মহরম মেলা, গজঘন্টা হাট মহরম মেলা, গংগাচড়া সদর মহরম মেলা প্রভৃতি। এ মেলাগুলো বসে মহরম মাসের ১০ তারিখে। বহুদিন আগে এ সমস্ত মেলায় তাজিয়া বসানো হতো এবং পাতায় পাতায় খোলানো হতো। এ উপলক্ষে লাঠিখেলা হতো। এ সমস্ত মেলা গ্রামীণ মানুষরা দোকানের পসরা বসাতো। তার মধ্যে মেলাগুলোতে পাওয়া যায় বাঁশ ও কাঠজাত দ্রব্যাদি মৃৎশিল্পজাত দ্রব্য, মাটির খেলনা, আসবাবপত্র, লোহাজাত দ্রব্য ও নানা জাতের খাদ্য সামগ্রী।

www.pathagar.com

৬. বিসর্জন মেলা

গংগাচড়া উপজেলাধীন ১নং বেগাড়ী ইউনিয়নের পশ্চিম প্রান্তে আলদাদপুর ওয়ার্ডের চন্দনের হাটের পাকা রাস্তা পার্শে বড় বড় দিঘিতে হিন্দু সম্প্রদায়ের সবচেয়ে বড় উৎসব দুর্গাপূজার প্রতিমা বিসর্জন মেলা বসে। প্রতি বছর দুর্গাপূজা শেষে বিভিন্ন এলাকা থেকে প্রতিমা নিয়ে দলে দলে লোকেরা আসতে থাকে। তাতে বহু লোকের সমাগম ঘটে এবং আনুষ্ঠানিকতা থাকে। মাইকে প্রচারিত হয় কোন প্রতিমা কোন এলাকা থেকে আসছে। বিসর্জন শেষে স্থানীয় ও আমন্ত্রিত অতিথিরা বক্তব্য প্রদান করেন। আলোচনা সভা শেষে স্থানীয় শিল্পীদের আয়োজনে একদিন ধরে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এ উপলক্ষে মেলায় অনেক জিনিসের পসরা বসে যা বিসর্জনের মেলা হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছে।

আলদাদপুর মেলা (বিসর্জন মেলা)

৭. চৈত্র সংক্রান্তি মেলা

গংগাচড়া উপজেলায় ভুটকা ধামুরে চৈত্র সংক্রান্তি উপলক্ষে ৩০শে চৈত্র এ মেলা বসে। এ মেলায় পাওয়া যায় মৃৎশিল্পজাত দ্রব্য, বাঁশ ও কাঠজাত দ্রব্য, বিভিন্ন ধরনের খেলনা, পাখা, মিষ্টি জাতীয় খাবার এবং বিভিন্ন ধরনের আসবাবপত্র ইত্যাদি।

www.pathagar.com

৮. বারুণী মেলা

রংপুর সদর উপজেলার পশুরাম ইউনিয়নের খটখটিয়ার হারহাটিতে এবং রংপুর সদরের চব্বিশ হাজারীতে চৈত্র-সংক্রান্তি উপলক্ষে মেলা বসে। এ মেলা যেন এ অঞ্চলের মানুষের সৌহার্দ্যের চারণভূমি। এ মেলায় পাওয়া যায় শতরঞ্জি, মৃৎশিল্প, কাঠ ও বাঁশজাত দ্রব্য, ঝিনুকের সামগ্রী, বিভিন্ন ধরনের খেলনা, মোয়া-মুড়ি, খাজা-বাতাসা, জিলাপি, তৈজসপত্র সহ কৃষিজাত দ্রব্য উৎপাদনের জন্য কৃষি সামগ্রী যেমন- দা, বটি, কোদাল, লাঙ্গল, পাসুন, খন্তি ইত্যাদি।

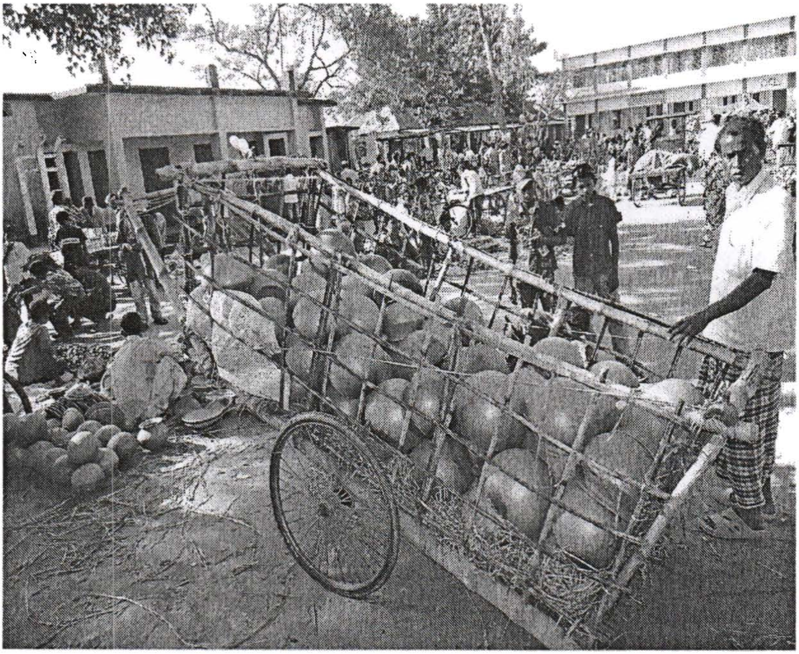

ডাংগীরহাট ঈদ মেলা

৯. দূর্গাপূজা মেলা

গংগাচড়া উপজেলায় দুর্গাপূজা উপলক্ষে সদর, পূবনবনী দাস, গোবিন্দবাবুর মেলা, মান্দাইল মেলা বেতগাড়ীর বিভিন্ন জায়গায় ও বিভিন্ন দুর্গাপূজা মন্ডপের পাশে এ মেলা বসে। এছাড়াও দক্ষিণ কোলকোন্দে দুর্গাপূজা উপলক্ষে আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষের সপ্তমীর দিন রমেশ বাবুর মেলা বসে। এ সমস্ত মেলায় পাওয়া যায় মৃৎশিল্পজাত দ্রব্য, বাঁশ ও কাঠজাত দ্রব্য, বিভিন্ন ধরনের খেলনা, পাখা, মিষ্টি জাতীয় খাবার এবং বিভিন্ন ধরনের আসবাবপত্র ইত্যাদি।

www.pathagar.com

১০. চড়কডাংগার মেলা

ইকরচালী ইউনিয়নে চৈত্র সংক্রান্তিতে চড়ক উপলক্ষে এ মেলাটি বসে। স্বাধীনতা পূর্ববর্তীকাল থেকে এ স্থানে মেলাটি আয়োজিত হয়। স্থানীয় ভাষায় 'পিটিফোরা' দেখার জন্য অজস্র লোকের সমাগম ছাড়াও নানা প্রকার তৈজসপত্র বেচাকেনার জন্য মেলাটি বিখ্যাত। এখানে 'চওড়া' নামক স্থানে তৈরি জনপ্রিয় 'চওড়ার হাড়ি' এবং অন্যান্য মাটির তৈরি জিনিস মজবুত ও টেকসই বিধায় প্রচুর বিক্রি হয়।

১১. কাচ্‌নার পূজা মেলা

দুর্গাপূজা উপলক্ষে কাচ্‌নার পূজা মেলাটি বসে। এটি ইকরচালী ইউনিয়নের কাচ্‌না গ্রামের একটি সুপ্রাচীন ঐতিহ্যবাহী মেলা।

১২. ইস্‌কন মন্দিরে জন্মাষ্টমীর মেলা

তারাগঞ্জ পুরাতন চৌপথী এলাকায় গড়ে উঠেছে সুবিশাল ইসকন মন্দির। সেখানে প্রতি বৎসর জন্মাষ্টমী উপলক্ষে বিরাট মেলা বসে। রাধাকৃষ্ণের মূর্তি, ছবি, বৈষ্ণব গ্রন্থ, ক্যাসেট, তুলসীকাঠের মালা প্রভৃতির প্রচুর বেচাকেনা হয়।

১৩. বদরগঞ্জের মেলা

উপজেলায় সব থেকে বৃহৎ মেলাটির নাম বদরগঞ্জের মেলা। মেলাটি কবে থেকে শুরু হয়েছিলো - তা এখন আর জানা যায় না। তবে মেলাটি আগে যমুনেশ্বরী নদীর পশ্চিম তীরে বিরাট মাঠে হতো। মেলাটি কোনো ধর্মীয় অনুষ্ঠানকেন্দ্রিক নয়। প্রতি পৌষ মাসে এই মেলা বসে এবং তা এক মাসব্যাপী অনুষ্ঠিত হয়। প্রাচীনকালে এ মেলায় বিক্রি হতো ভুটিয়া ঘোড়া, রাজস্থানের উট। উত্তরবঙ্গের বিখ্যাত গরুর গাড়ির চাকা প্রচুর বিক্রি হতো এখানে। মেলার সময়টিতে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক গরু ও মহিষ বেচা কেনা হয়ে থাকে।

১৪. শেখেরহাটের বারুণী মেলা

অষ্টমী স্নান উপলক্ষে নদীর তীরে বারুণী মেলা বসে। পেঁয়াজ, রসুন ছাড়াও কৃষিজাত পণ্যের ব্যাপক বেচাকেনা হয়।

১৫. ট্যাক্সেরহাট করতোয়া মেলা

অষ্টমী স্নান উপলক্ষে ট্যাক্সের হাটে করতোয়া নদীর তীরে মেলা বসে।

১৬. মনসা পূজার মেলা

বিষ্ণুপুর ইউনিয়নের কচুবাড়িতে সর্পদেবী, মনসার পূজা উপলক্ষে মেলা বসে।

১৭. চড়ক মেলা

কুতুবপুর ইউনিয়নের নাগের হাটের কাছে যমুনেশ্বরী নদীর পূর্বতীরে চড়ক পূজা হয়। পূজা উপলক্ষে বসে বিরাট মেলা।

www.pathagar.com

১৮. বুড়ির মেলা

বুড়ি পূজা উপলক্ষে রামনাথপুর ইউনিয়নে ফাটাবিল এলাকায় অনুষ্ঠিত হয় এই মেলা।

১৯. রাস মেলা

প্রতিবৎসর বদরগঞ্জ বাজারের উপকণ্ঠে কেন্দ্রিয় শ্মশানের কাছে রাসপূর্ণিমায় রাসমেলা অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় মাসব্যাপী এ মেলায় মাটির তৈরি জিনিসপত্রের প্রচুর বেচাকেনা হয়।

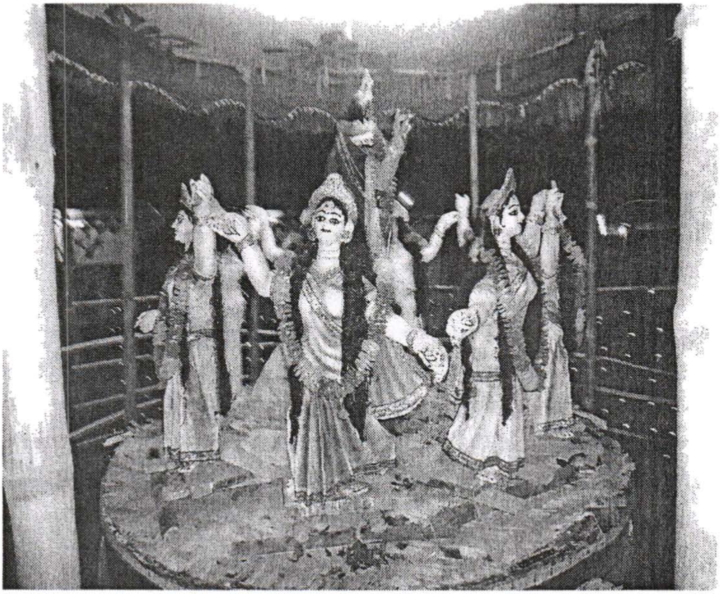

বদরগঞ্জের রাস মেলা

www.pathagar.com

লোকখাদ্য

ভাত রংপুর অঞ্চলের প্রধান খাদ্য। এর পাশাপাশি কাউন, পয়রার গুড়া ছিল একসময় খাদ্য তালিকায়। শুটকি দিয়ে 'কড়কড়া ভাত' (বাসি শুকনা ভাত), পান্তাভাত, ভাজা চাল, ঝাল মেশানো চালভাজার গুড়ো, গাইয়ের দুধ, দই এবং দুধের 'সর' (ঘন অংশ) তুলে প্রস্তুতকৃত ঘি ছিল প্রচলিত খাদ্য। গৃহস্থবাড়িতে পান-সুপারির প্রচলন রয়েছে। মাটির নিচে পুঁতে গন্ধযুক্ত মজানো সুপারি খাওয়ার অভ্যাস আছে অনেকের। ভাতের সাথে মাছ-মাংস সকলের প্রিয়। ডালের মধ্যে মাসকলাই, মুগকলাই, অড়হর, মশুর, খেসারি প্রচলিত আছে। বেগুন, শশা, ক্ষীরা, সিম, কুমড়া, লাউ প্রভৃতি তরকারি হিসেবে ব্যবহার করা হয়। নদী তীরবর্তী এলাকায় শুটকি তৈরি ও খাওয়ার প্রচলন বেশি। পাটনী ও আদিবাসী শ্রেণির অনেকেই শূকর প্রতিপালন ও তার মাংস খেতে অভ্যস্ত। সবার প্রিয় শিংগি, মাগুর, কৈ, পাবদা, খেরকাটি, শোল এখন কম পাওয়া গেলেও বোয়াল, মিরকা, রুই, কাতলা প্রভৃতি খাদ্য তালিকায় প্রচলিত আছে। আম জামের মিশ্রণে তৈরি 'থ্যাকথেকি', ছ্যাকা, সিঁদোল, প্যালকা, কলাইয়ের বড়া, কলার থোর, কলমি শাক, ঢেকনি কচু, তোষা পাট প্রভৃতি অনেকের রসনায় আজও প্রিয়। আখের রস জ্বাল দিয়ে অনেক রকমের গুড় ও বিভিন্ন রকমের নকশি পিঠা, এছাড়া নাড়, মুড়কি উপাদেয় খাদ্য।

লোকখাদ্য লোকসংস্কৃতির বিশেষ দিক। লোকখাদ্যের মধ্য দিয়ে রংপুর অঞ্চলের কৃষ্টি-কালচার আচার ব্যবহার প্রভৃতি দিক ফুটে উঠে। রংপুর সদর অঞ্চলের লোকখাদ্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে শোল্‌কা-প্যালকা-সিঁদোল। শোল্‌কা ও প্যালকার রন্ধন প্রক্রিয়া ভিন্নতর, শোলকা তৈরি করতে হলে বিভিন্ন ধরনের সব্‌জির পাতা বিশেষ করে তরাই (ঝিংগা) পাতা, লাউ পাতা, পাট শাক, কচুপাতা ও সজিনার পাতা একত্রে করে কুচিকুচি করে কেটে রান্নার সময় খাবার সোডা দিয়ে রান্না করতে হয়। লবণ ও কাচা মরিচ ছাড়া হলুদ ও মসলা বা তেল জাতীয় কোন উপকরণ ব্যবহার করা যায় না। প্যালকা তৈরি করতে হলে পাট শাক, কচু পাতা, সজিনার পাতা ও বতুয়া শাকের পাতা একত্রে করে কুচিকুচি করে কেটে খাওয়ার শোডা ও চালের গুড়া দিয়ে রন্ধন করলে প্যালকা জাতীয় খাদ্য তৈরি হয়।

গংগাচড়া উপজেলার প্রতিটি অঞ্চলের মধ্যে লোকখাদ্যের মিল খুঁজে পাওয়া যায়। তাই উক্ত অঞ্চলের লোকখাদ্যের উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে শোলকা, প্যালকা, সিঁদোল, সিলবিলাতী আলুর ভর্তা ও আলুর দম উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও সিঁদোল ভর্তা এ অঞ্চলের জনপ্রিয় লোক খাদ্য। তারাগঞ্জ উপজেলায় খাদ্যাভাস সুলভ উপকরণ দিয়ে

www.pathagar.com

সিঁদোল তৈরি হতে দেখা যায়। মাসকলাই জাতীয় ডাল প্রচুর উৎপন্ন হয় বিধায় মাসকলাই-এর বড়ি জনপ্রিয়। এছাড়া কাঁঠাল সেদ্ধ, আলু, পটল, মুলা, বেগুন দিয়ে নানা ধরনের তরকারি রান্নার আধিক্য দেখা যায়। এখানকার মানুষের ভর্তা জাতীয় খাবার তৈরিতে আগ্রহ রয়েছে। বিশেষ রান্নার মধ্যে প্যাল্কা ও ষোল্কার উল্লেখ করা যেতে পারে। এছাড়াও উৎসব অনুষ্ঠানে ফল ও পশুপাখির বিভিন্ন ছাঁচে তৈরি 'নকশি পিঠা' প্রচলিত আছে। এছাড়া গড়গড়িয়া পিঠা, রস পিঠা, চিতোই পিঠা, তালের পিঠার প্রচলন রয়েছে। প্রতিটি অঞ্চল ভেদে খাবারের ভিন্নতা লক্ষ করা যায়। বদরগঞ্জের মাটিতে আলুর ফলন বেশি হওয়ায় আলু নিয়ে রন্ধন শিল্পের স্বাতন্ত্র্য দেখা যায়। আলুভর্তা, আলুভাজির মতো সাধারণ মানের খাবার ছাড়াও আলুর নাড়ার ব্যাপক প্রচলন রয়েছে। এছাড়াও সম্প্রদায়ভিত্তিক বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানে ও পৌষ-পার্বণে প্রচুর পিঠা তৈরি হয়। যেমন- পাটি সাপটা, চিতোই পিঠা, পাতা পিঠা, রস পিঠা প্রভৃতি। কাউনিয়া উপজেলায় শোলকা, প্যালকা, আলু ভর্তা, সিঁদোলভর্তা, শুটকি ভর্তা, ভাপা পিঠা, চিতই পিঠা, মুড়ি, মোয়া, চিড়া, চিড়ার মোয়া ইত্যাদি খাবার ছাড়াও কাউন দিয়ে এক ধরণের পিঠা এ অঞ্চলের মানুষ তৈরি করে এবং এখানে এই পিঠার বেশ জনপ্রিয়তা রয়েছে, এই পিঠা 'কাউনের পিঠা' বলেই পরিচিত। শোলকা, প্যালকা, আলু ভর্তা, সিঁদোলভর্তা, শুটকি ভর্তা, ভাপা পিঠা, চিতই পিঠা, কুকুর ঢেলা, পান্তা ভাত ইত্যাদি খাবার পীরগাছা উপজেলায় জনপ্রিয়। এছাড়া এ উপজেলায় বিশেষ করে বড়দরগা, নাউয়াটারী, মদক পাড়া, সিধাম বিভিন্ন এলাকায় উৎপাদিত নানারকম হাতের তৈরি ডালের বড়া দেশের বিভিন্ন জেলায় রপ্তানি করা হয়। যা এ অঞ্চলের বিশেষ লোকখাদ্য হিসেবে সুপরিচিত।

১. সিঁদোল

সিঁদোল ভর্তা এ অঞ্চলের জনপ্রিয় লোকখাদ্য। সিঁদোল তৈরি করার পদ্ধতি ভিন্নতর। সিঁদোল তৈরি করতে হয় ছোট মাছের শুঁটকি ও ছোট কালো কচুর ডাটা একত্র করে পিসিয়ে হলুদ ও সরিষার তেল দিয়ে দলা করে রৌদ্রে শুকাতে হয়। শুকানোর পর দলাকৃত সিঁদোল কমপক্ষে এক মাস মাটির হাঁড়িতে ছাঁই দিয়ে রাখতে হয়। তখন সিঁদোলের বিশেষ এক প্রকার রং আসে। তখন সিঁদোল রান্না করে খেতে হয়। সিঁদোল ভর্ত্তা খেতে হয় আগুনে পুড়িয়ে আর রান্না খেতে হয় ঝৌল্ অথবা গড়াই মাছ দিয়ে। তাহলে সিঁদোল রান্না বেশ সুস্বাদু হয়। তাই এ অঞ্চলের বাঙালিদের সিঁদোল একটি জনপ্রিয় লোকখাদ্য।

লোকখাদ্য সিঁদোল নিয়ে রংপুর অঞ্চলের নিম্নলিখিত ছড়াটি প্রচালিত ...

অমপুরের সিঁদোল
জেলার ঐতিহ্য আছে তাতে দখল
লোকগানে আছে জুরি
সেই সিঁদোলের তরকারী

www.pathagar.com

হোক না, তাতে কি হলো
খাইতে নাগে ভালো
যে দিন করে সিঁদোল পাক
সবাই বলে অন্য তরকারী আজ থাক।

২. মাংসের শুঁটকি

গংগাচড়া অঞ্চলের কোরবানির মাংস সিদ্ধ করে তারের মধ্যে ফালি করে গেঁথে অথবা বাঁশের টালিতে শুকিয়ে মাংসের শুঁটকি করে রাখা হয়। এ শুঁটকি মাংস মহরম মাসের আশুরার দিনে রান্না করে খাওয়া এ অঞ্চলে বহুদিন থেকে মুসলমান সমাজে প্রচলিত আছে।[১]

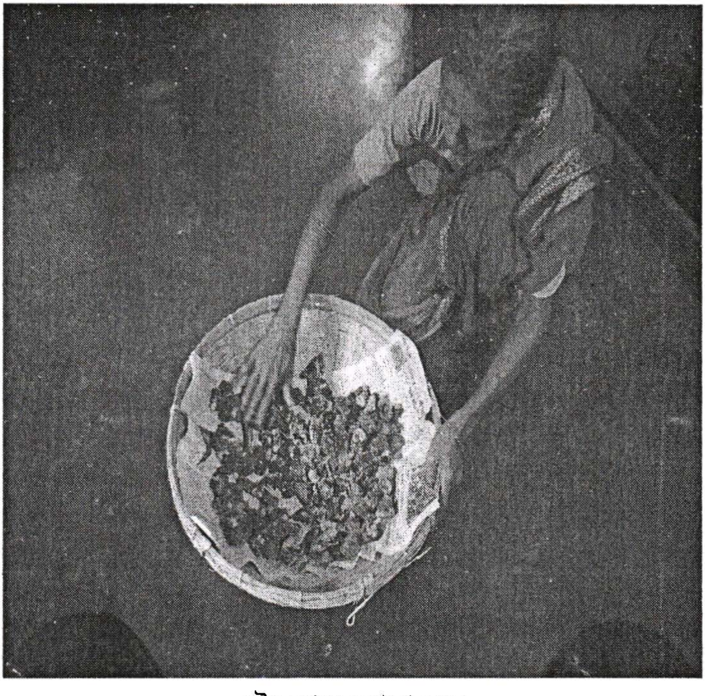

রৌদ্রে মাংস শুকানো হচ্ছে

৩. টোকরাই

হিন্দু সমাজে অনেক পরিবারে টোকরাই অর্থাৎ ঝিনুক গুগলি খাওয়ার প্রচলন আছে। নদীতে, বিলে বা পুকুরের পানি শুকিয়ে যাওয়ার পর এবং জমির 'আইলে' এদের পাওয়া যায়। অনেক সময় বাড়িতে গর্ত করে কিছুদিন পুতে রাখতেও দেখা যায়। দা বা কাটারি দিয়ে কালো শক্ত আবরণ ভেঙ্গে ফেলা হয়। শামুক বা টোকরাই এর মুখের শক্ত

www.pathagar.com

ঢাকনাটিকে কেটে ফেলার পর চুন মিশিয়ে ভালো করে ধুয়ে নেয়া হয়। পিচ্ছিলভাব দূর করার জন্য বার বার ধুয়ে ফেলা হয়। বেশি করে মরিচ ও পেঁয়াজ মিশিয়ে সুস্বাদু 'টোকরাই ঝোল' নিম্নবিত্ত হিন্দু সামাজে এখনও প্রিয় খাবার।

৪. প্যাল্‌কা

প্যাল্‌কা তৈরিতে সজনে পাতার ব্যবহার বেশি দেখা যায়। পাটশাকের পাতাও ব্যবহার হয় আবার প্রয়োজনে সজনে, পাটশাক, বতুয়া ইত্যাদি কুচি করে কেটে নেয়া হয়। কাঁচামরিচ পরিমাণে বেশি প্রয়োগ করা হয়। মরিচ, পেঁয়াজ ও লবণের পর মেশানো হয় পরিমাণ মতো খাওয়ার সোডা। মৃদু জালে তৈরি হতে থাকে পিচ্ছিল ও সবুজ রংয়ের প্যাল্‌কা। প্যালকা তৈরিতে হলুদ দেয়ার নিয়ম নেই।

৫. ষোল্‌কা

প্যাল্‌কার চেয়ে অধিকতর উপকরণ যোগে তৈরি শ্রমসাধ্য রান্না ষোল্‌কা। সাধারণত ষোল রকমের শাক জাতীয় কচি পাতার সমন্বয় ঘটে বলে এর নাম ষোল্‌কা। সজনে পাতা, পাটশাক, বতুয়া, কুমড়া, কচু প্রভৃতির পাতা একত্রে রান্নার আয়োজন করা হয়। কুচি কুচি করে কেটে প্যাল্‌কা রান্নার মতোই খাওয়ার সোডা মেশানো হয়। তবে সোডা, কাচামরিচ মেশানোর দক্ষতাই এর ঝাঁঝালো স্বাদ তৈরিতে সফলতা আনে।[২]

৬. ফোক্‌তাই

সজনে পাতা কুচি কুচি করে কেটে, চালভাজার গুড়া মিশিয়ে সোডা দিয়ে রান্না করা হয়। পেঁয়াজ, কাচামরিচ মেশানোর দক্ষতা অতি জরুরি। তবে প্যাল্‌কা ও ষোল্‌কার সাথে রান্নার সাদৃশ্য থাকলেও ভাজা চালের গুড়া মেশানোয় রসনায় ভিন্ন এক স্বাদ এনে দেয়।[৩]

৭. পাতাও

মৌকা (মৌরালা), পুঁটি বা ছোটমাছ ভালো করে ধুয়ে নিয়ে কচি কলাপাতায় পুরে ছোট ছোট পুটলি বেঁধে ফেলা হয়। এরপর পোয়াল (খড়), তুষের বা ছাইয়ের আগুনে পোড়ানো হয়। কিছুক্ষণ পর বার করে নিয়ে মরিচ ও রসুনের সহযোগে এক ঝাঁঝালো ভর্তা শ্রেণির উপাদেয় খাবার তৈরি করা হয়।

৮. আলুর নাড়া

ছোট ও মাঝারি ধরনের আলু বেছে নিয়ে প্রথমে সেদ্ধ করে নিতে হয়। এরপর সেগুলো চালুনিতে ফেলে কিছু আলু ছিলে, আবার কিছু আধা ছিলে অবস্থায় রেখে দেয়া হয়। এরপর আলুগুলোকে সামান্য ভেঙ্গে নিয়ে এবং কাচামরিচ, পেঁয়াজ, তেল মিশিয়ে রান্না করতে হয়। রান্নার শেষে আলুর সাথে মাখা মাখা ঝোল রেখে দেয়া হয় এবং আলুর

www.pathagar.com

নাড়ার উপর জিরার ও অন্যান্য মশলার গুঁড়া ছিটিয়ে দিতে হয়। রান্নার দক্ষতার উপর এর স্বাদ নির্ভর করে। ব্যাপক আলুর ফলনের কারণে এ খাবারটি প্রচলন বৃদ্ধি পেয়েছে।

৯. আণ্ডা আলুর ডাল

আণ্ডা বা ডিম দেয়া আলুর ডাল জনপ্রিয় খাবার। স্বল্প আয়াস বা সামান্য খরচায় খাবারটি তৈরি করা যায়। আলু ও ডিম একসঙ্গে সেদ্ধ করে খোসা ছাড়িয়ে নিয়ে এরপর আলুকে ভেঙ্গে নিয়ে ডাল রান্নার উপযোগী করা হয়। এতে লাউ এর কচি কচি ডগা ছোট ছোট করে কেটে মিশ্রণ করা হয়। ডিমগুলোর খোসা ছাড়িয়ে নিয়ে হলুদ মেখে সামান্য তেলে ভাজতে হয়। আলুর মিশ্রণের সঙ্গে কাচামরিচ, পেঁয়াজ, হলুদ মিশিয়ে রান্না চড়াতে হয়। আলুর ডাল রান্নার মাঝামাঝি পর্যায়ে তেলে ভাজা ডিমগুলোকে ডালে ছেড়ে দিয়ে রান্না করতে হয়। রান্না শেষে আণ্ডা আলুর ডালের উপরে সামান্য জিরার ও অন্যান্য মশলার গুঁড়া ছিটিয়ে দিতে হয়। এভাবেই তৈরি করা হয় আণ্ডা আলুর ডাল। খাবারটি বদরগঞ্জ এলাকায় জনপ্রিয়।[৪]

১০. ডালের বড়া

বিভিন্ন প্রকার ডাল বিশেষ করে মাসকলাই ডাল পানি দিয়ে ভিজিয়ে নরম করে নিয়ে বেটে, বড়া আকারে রোদে শুকিয়ে তৈরি করা হয়। যা ভেজে ভর্তা বা মাছ দিয়ে রান্না করে তরকারি হিসেবে খাওয়া হয়।

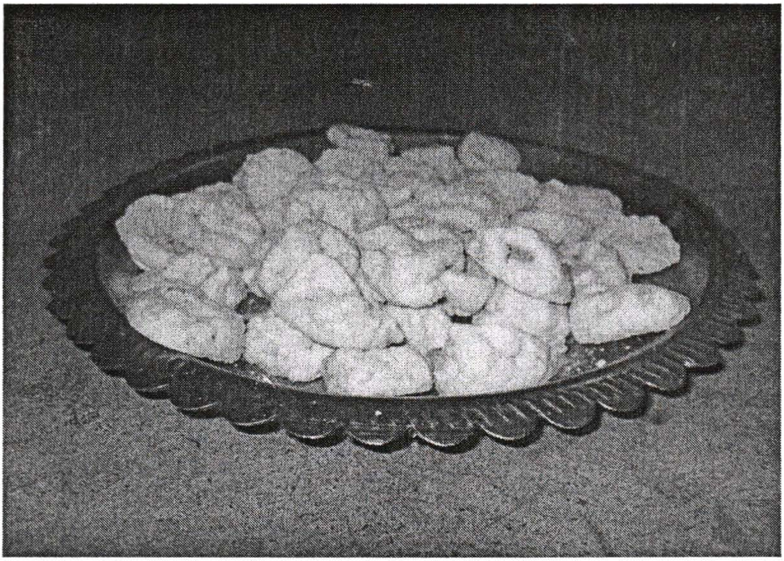

ডালের বড়া

www.pathagar.com

১১. হাড়িয়া (আদিবাসী পানীয়)

বিভিন্ন ঔষধি গাছের ছাল এবং শিকড় সংগ্রহ করে শুকিয়ে, ঢেঁকিতে গুড়া করে নেয়া হয়।

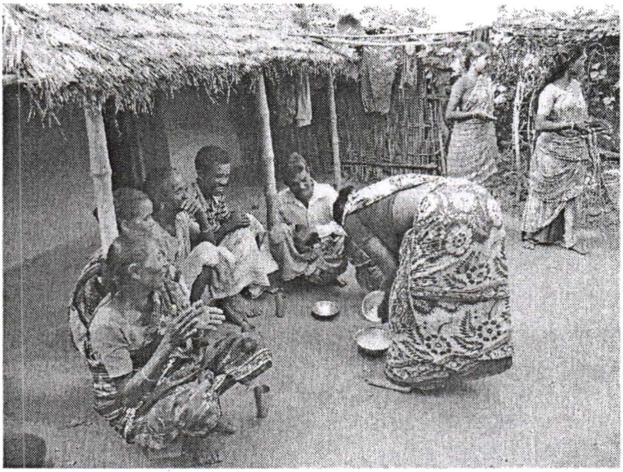

হাড়িয়া পান

চালের আঠার সাথে সেগুলো মিশিয়ে ছোট ছোট বড়ি তৈরি করা হয়। রান্না করা ভাতের সাথে বড়িগুলো মিশিয়ে একটি পাত্রে ঢেকে রাখা হয় ৫/৭ দিন। সেই পাত্র থেকে পচা গন্ধ বের হলে ধরে নেয়া হয় সেটি পান করার উপযুক্ত সময় হয়েছে। তবে পান করার আগে পরিমাণ মতো পরিষ্কার পানি মেশানো হয়। কিছুক্ষণ পর মেশানো পানিটুকু আলাদা করে পানের ব্যবস্থা করা হয়। বিভিন্ন উৎসবে হাড়িয়া পানের রেওয়াজ আছে।[৫]

তথ্যনির্দেশ

১. মোছা. রশিদা বেগম, স্বামী- মৃত ওবদ্দীন, বয়স-৫৫, পেশা- গৃহিনী, মিয়াপাড়া, কিশামত শেরপুর, গংগাচড়া, রংপুর।

২. রেনুবালা, বয়স- ৬৫, স্বামী- বরকা বর্মন, গ্রাম- বৈরাগীপাড়া, পোস্ট- ইকরচালী।

৩. টুকরি রায়, বয়স- ৩০, পিতা- মনোহর রায়, গ্রাম- মেনানগর, পোস্ট- ডাংগীরহাট।

৪. মোছা. আলিফা খাতুন, বয়স-৩৫, পিতা- আজিম উদ্দিন, গ্রাম- উত্তর খামারপাড়া, পোস্ট– রাধানগর।

৫. দেবেন হেমরম, বয়স-২১, পিতা-দারোগা হেমরম, পেশা-ছাত্র, গ্রাম- শিমুলঝুড়ি, পোস্ট- লোহানীপাড়া।

www.pathagar.com

লোকনাট্য ও লোকনৃত্য

ক. লোকনাট্য

লোককাহিনি নিয়ে গদ্য কিংবা পদ্যে রচিত সংলাপ, বিভিন্ন চরিত্রের মাধ্যমে লোকসম্মুখে ফুটিয়ে তোলা হয় তাই লোকনাট্য। আকাশ সংস্কৃতির বিস্তৃতি ঘটলেও গ্রামীণ জীবনে লোকনাটকের প্রতি আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়েছে। দেশভাগের কারণে বেশিরভাগ লোকনাট্যের শিল্পী দেশান্তরিত হলেও কয়েক দশক আগেও লোকনাট্যের অভিনয় নিয়মিত হতো। তবে এখন পর্যন্ত ভাসানযাত্রা, পৌরাণিক যাত্রার আঙ্গিকে কিছু পালাগান ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অভিনীত হলেও খাঁটি লোকনাট্যের সন্ধান এখন দুরূহকর্ম। লোকনাট্যের অন্যতম একটি দিক পালা। মইয়াবন্ধকী, করিম বাদশা, চাকাই শরী প্রভৃতি 'খনপালা' শ্রেণির লোকনাট্যের পরিবেশনার কথা শোনা যায়। দেশ ভাগের পর এখন আর সেইসব শিল্পীদের তথ্য পাওয়া যায় না। তবে জনপ্রিয় লোকনাট্যের ধারা 'কুশান' ও 'দোতরাপালা'র সন্ধান করা যেতে পারে।

যে কান সুসংবদ্ধ কাহিনি বা গল্পাংশ সংগীতাকারে আবার কখনো সংলাপ ও গান-এর সমন্বয়ে পরিবেশিত হয়, তাকে পালাগান বলা হয়। উপস্থাপনা ও পরিবেশনার বিভিন্নতার কারণে পালাগান কখনো লোকগীতিকা, লোকনাট্য বা লোককাহিনির রূপ লাভ করে। নিম্নে কয়েকটি পালাগান দেয়া হলো :

১. ঠকের মুল্লুক
রচনা : ছগির উদ্দিন বয়াতি

দয়া করে এসো দয়াল আমাদের আসরে গো
তুমি দয়া না করিলে সব যাবে বিফলে গো-॥
প্রথমে বন্দনা করি গুরুজীর চরোণো গো
তারপরে বন্দনা করি পিতা-মাতার নামো গো-॥
মোসলমানকে ছালাম জানাই হিন্দুকে প্রণামো গো
অন্যসব জাতি যারা ধন্যবাদ দিলাম গো
ঠকের মুল্লুকের পালাগান আজ শুনাইবো সবারে গো
দয়া করে এসো দয়াল আমাদের আসরে গো-॥

পদাবলি :

বন্দনা এখন শেষ করিয়া পালার দিকে যাই
ঠকের মুল্লুকের পালাগান শুনিবেন সবাই-॥
মধুপুরে ছিল দেওয়ানি সমশের মিঞা নাম

www.pathagar.com

নিয্য বিচার করে থাকে এটাই তাহার কাম-॥
ঘরে তার তিন ছেলে জন্ম হয়ে ছিল
বড় ছেলে বিয়ে করে আলাদা হইলো-॥
মেজো ছেলে বাবা-মায়ে এক সাথে খায়
ছোটো ছেলে ক্ষামর দেখে বাড়িতে না যায়-॥
দেখাশুনা করে গাভি দুগ্ধ বেচে বাজারে
ফাঁকে ফাঁকে একটু করে লেখাপড়া করে-॥

সংলাপ

দোহার : ও গুরু ও গুরু অন্তো বাহে অন।

গুরু : তোর ফির কি হইল বাহে।

দোহার : ঐ যে না এলায় কইনেন ফাঁকে ফাঁকে নেকাপড়া করে, মুইও কি ঐ ফাকত নেকাপড়া করিবার পাইম গুরু।

গুরু : বাবা তুমি বোঝো নাই। দেওয়ানির ছোটো ছেলে নয়ন। খামার বাড়িত গরু বাছুর দেখাশুনা করে সময় মতো একটু করে লেখা পরাও শিখে।

দোহার ও এলানি মুই বুঝবার পাইচং গুরু।

পদাবলি

হটাত একদিন সমশের দেওয়ানি বড়ো ছেলেকে ডাকিয়া
বলে তিনো ভাইয়ে এক সাথে দুপুরে আসিয়া-॥
এক সঙ্গে খাবো সবাই কথাও কিছু আছে
তোমাদের মাঝে আমি কয়দিন থাকবো বেচে-॥
দেওয়ানির তিন ছেলে দুপুরে এক সাথে হইলো
খাওয়া দাওয়ার পরে দেওয়ানি আলাপ জুরিলো-॥

সংলাপ

আপন : বাবা কি যন্যে সবাইকে আইজ এক সাথে ডাকসেন না কিছু কউমেন বাবা।

দেওয়ানী হ্যাঁ বাবা তোমদেক ডাকার কারণ, আমি বা আর কয় দিন থাকবো দশের সেবা বিচার আছির ভার তোমরা কি নিবেন।

সপন : বাবা এ ভার আমরা কেউ নিতে পারবো না বাবা।

দেওয়ানী : তাহলে গ্রামের দায়ভার কে নিবে?

নয়ন : বাবা এ দায়ভার আমি নিতে চাই।

সপন : দেখলেন ভাইয়া ওর কত বড় সাহস।

www.pathagar.com

দেওয়ানী আরে বাবা তোমরা থামোতো, নয়ন তোমার ছোট ভাই ওরোতো কথা বলার অধিকার আছে।

ছাহেরা : নয়ন ঠিকে কইচে তোমরাতো কায়ও সাহস পান না

দেওয়ানী : সপনের মা বাকসো থাকি টাকার খুতিটা আনোতো।

ছাহেরা : এই যে নেও টাকার খুতী।

দেওয়ানী : নয়ন এই খানে এক হাজার টাকা আছে এই টাকা নিয়ে যদি ঠকের মুল্লুক থেকে ঘুড়ি এনে দিতে পারো তাহলে তোমাকে দেওয়ানি গীরির দায়ভার দেওয়া হবে।

দুই ভাই : বাবা তোমরা ঠিকে কইচেন-॥

পদাবলি

এই শুনিয়া নয়ন দেখো বাবার কাছে গেলো
পায়ে ছালাম দিয়া তখন টাকা হাতে নিলো-॥
মায়ের কাছে গিয়া নয়ন পায়ে চুমা দেয়
বরো খুশি হইয়া মায়ে হাত দিলো মাথায়-॥
যাও বাছা ভালে ভালে আসিও ফিরিয়া
মায়ের দোয়া দিলাম সাথে মাথায় হাত দিয়া-॥
বিদায় নিয়া সবার কাছে আসিলো বাহিরে
ঠকের মুল্লুক কতো দুরে যাইবো কেমন করে-॥
এমন সময় ফকির একজন সামনে আসিলো
ছালাম দিয়া নয়ন দেখো জিগাস করিলো-॥

সংলাপ

নয়ন : ফকির বাবা ফকির বাবা আপনে জানেন কি, ঠকের মুল্লুক কোথায় এবং কতো দূরে।

ফকির : শুনছি বিজয়নগর রার্য্য ছারী শ্রীপুর রার্য্যে, পণ দিলে সেখানে খোঁজ পাওয়া যাবে।

নয়ন : আমি সেখানে কিভাবে যাবো ফকির বাবা।

ফকির : এই ফলটি খায়া নাও, এই ফল খাইলে খুদা তৃষ্ণা থাকবেনা এমন কি সেখানে অতি তাড়াতাড়ি যাইতে পারবে তবে বিশ্বাস আর বুদ্ধি তোমার প্রধান হাতিয়ার। এই পথ ধরে চলে যাও বাবা

পদাবলি

কপালে থাকিলে হার আশা করা হয় বেকার
কি করিবে চাচা খাদেম দার-॥

www.pathagar.com

গ্রাম মহল্লা ছারিয়া নয়ন রার্য্য হয় পার
জিজ্ঞাস করে ঠকের মুল্লুক আর কতো দুর-॥
বিজয় নগর ছেড়ে নয়ন শ্রীপুর রাজ্যে গেলো
রাজবাড়ীর পাশে একটু ছায়াত্র দ্বারাইলো-॥
অচিনা এক বালক এসে জিগাস করে তারে
সামনে নাকি রাজার দরবার দেখার ইচ্ছা করে-॥
নয়ন ছিল বড়ো ক্লান্তো ঘুমেতে কাতর
রাগ হইয়া ঐ বালককে মারে এক থাপর-॥
দূর থেকে কয় জন লোক দেখিতে পারিলো
কাছে এসে দুইজনকে জিগাস করিলো-॥

সংলাপ

পথচারী : এয় ছেলে তোমাকে ওনি ক্যানে মারলো।

সরুপ : আমি সুধু ওনাকে কইলাম সামনে নাকি রাজ দরবার। আমাকে একটু দেখাবেন, আর কিছু বলি নাই-॥

পথচারী : এখানে কি করা যায় এখন, না ওনারে মাইরের বদল মাইর দেই। না রাজদরবারে নিয়ে চল ওখানে যা করে তাই ভালো।

পথচারী : ও তাই করা হবে চলো সবাই চলো

পদাবলি

সবাই মিলে চলে গেলো রাজারো দরবারে
রাজা মহাশয় দেখে সবাইকে ডেকে জিগাস করে-॥
কি কারণে আসিয়াছেন বলো তা খুলিয়া
দুইজনে সামনে দ্বারায় দুই হাত জোর করিয়া-॥

সংলাপ

সরুপ : রাজা মহাশয় আমি ওনাকে বলছি যে সামনে নাকি মহা রাজার দরবার আমাকে একটু দেখাবেন, আমি আর কিছু বলি নাই। তখনে আমার উপর রাগ হইয়া এক থাপর দিলো-

রাজা : এ কথা কি সত্য। বলো কেন থাপর মারলে ওকে?

নয়ন : রাজা মহাশয় ও যখন আমাকে একথা বলছে থিক তখনে কিন্তু আমারো একটা মনে আশা হইলো ভাবলাম একটা অপরাধ করিলে বিচার রাজ দরবারে হবে ঐ সুযুকে আমারো দেখা হবে

রাজা : বাবা সুন্দর বুদ্ধি মন্ত্রী সেনাপতি, আমি আজ এই দরবারে যুবককে এমন পুস্কার দিবো যাহা আর কেউকে দেওয়া হয় নাই, তোমরা বলো তাকে কি পুরস্কার দেওয়া যায়?

www.pathagar.com

মন্ত্রী আপনার দয়া জাঁহাপনা। তবে আমরা তাকে একটু মিষ্টি মুখ করে আনি জাহাপনা-।

রাজা : দুই জনকে অতিথি খানায় নিয়ে যাও।

মন্ত্রী : যুবক ভাই রাজা বাহাদুর যা পুরস্কার দিবে তা আমাদেরকে ভাগ দিতে হবে, ঠিক আছে তো।

নয়ন : রাজা মহাশয় আমাকে পুরস্কার দিবেন।

রাজা : বল কি পুরস্কার দিলে খুশি হবে?

নয়ন : আমাকে গুনে গুনে একশত জুতার বারী দেন।

মন্ত্রী : ছি ছি ছি আমাদের আর পুরস্কার লাগবে না, তোমর পুরস্কার তুমি নিয়ে যাও।

পদাবলি

ও মোর কপাল বাড়িয়া দুধের আশায় গাই কিনিয়া
দেখং তায় হইল আরিয়া-॥
ওহো রাজা মহাশয় নয়নকে দেখো কাছে বসাইলো
মাথায় বুদ্ধি আছে বলে প্রশংসা করিলো
এক হাজার মহর দিলো হাতেতে তুলিয়া
মন্ত্রী সেনাপতি উজির দেখিলো চাহিয়া-॥
মন্ত্রী সেনাপতি উজিরকে পাঁচশত মহর দিলো
বড়ো খুশি হইয়া নয়নকে ধন্যবাদ জানাইলো-॥
বিদায় নিয়ে নয়ন দেখো করিল রওয়ানা
পায়ে হেঁটে ঠকের মুল্লুক পণ ছিল সেই দিনা-॥
রাস্তার ধারে দেখে নয়ন বড়ো এক পুকুরে
সারাদিনে বসে একজন বরসিতে মাছ মারে-॥

সংলাপ

নয়ন : এই যে ভাই ঠকের মুল্লুক আর কতো দূর হবে?

কর্ণধর : ঠকের মুল্লুক আসিয়াছেন তা দাদা আপনার বাড়ি কোথায় বলবেন কি?

নয়ন : আমার বাড়ি বিজয়নগর রাজ্যে ঠকের মুল্লুক যাবো।

কর্ণধর : ভালো কথা তা আমি একটু কথা বলতে পারি?

নয়ন : বলেন, বলেন, এখানে তো আর কেউ নাই বলেন॥

কর্ণধর : বেলা তো প্রায় সেশ আজকে আমার বাড়িতে থাকেন কাল সকালে আমি সাথে গিয়া আপনাকে রেখে আসবো।

নয়ন : আমি যে কারো হাতে খাই না দাদা।

কর্ণধর : ঠিক আছে হাড়ি পাতিল দিবো পাক করে খান।

নয়ন : আমি তাহলে গোসলটা করে নেই অনেক দিন ধরে গোসল করি নাই।

www.pathagar.com

পদাবলি

টাকার খুতি কমরে বান্ধা খুলিয়া রাখিলো
করনোধর দেখিয়া মনে বুদ্ধি করে নিলো-॥
পানিতে ডুবিবে যখন তুলে নিবো হাতে
বড়শিতে বান্ধিয়া দিবো ফেলিয়া পানিতে-॥
পানিতে ডুবিয়া নয়ন থাকে কতক খন
কর্ণধর তা মনে মনে করে অনুমান-॥
আর একবার ডুব দিলে টাকা নিবো উঠাইয়া
বড়শিতে গাঁথিয়া দিব পানিতে ফেলিয়া-॥
দ্বিতীয় বার নয়ন যখন পানিতে ডুবিলো
টাকা নিয়া বড়শিতে গাঁথি পানিতে ফেলিলো-॥

সংলাপ

নয়ন : এ কি আমার টাকার খুতি যে এখানে ছিল নাই কেন
কর্ণ : কিছুক ক্ষণ আগে যে এদিক দিয়া একজন লোক গেল।
নয়ন : কতো দূরে গেছে ভাই, কই কোনো লোক তো নাই।
কর্ণ : কি ভাই যাওয়া গেলো মনে হয় পাওয়া যাবে না
নয়ন : আমার মনে হয় টাকা এই লোক নিয়েছে আর একবার ডুবে ওর বড়শি গুলা দেখে নিবো।
মূল দোহার
এই কথা ভাবিয়া নয়ন আবার ডুব দিলো
বড়শিতে টাকার খুতি দেখে বান্দা ছিল-॥
দাঁতে কেটে নিলো খুতি কমরে বান্ধিয়া
ঠকের প্রধান বড়শি দেখে নিয়াছে খুলিয়া-॥
খালি বড়শি দেখে ঠকের জ্বলিলো আগুন
মনে মনে ভাবে ঠক করে ফেলি খুন-॥
দেখে যদি অন্য কেউ হবে জানা জানি
সাজা হবে বারো বছর টানতে জেলের ঘানি-॥
মধুমাখা কথা বলে ঠকের প্রধান
আমার বাড়ি চলো হইয়া মেহমান-॥

সংলাপ

কর্ণ : এই যে ভাই অবেলায় আর কোথায় যাবেন? রাত্রে আমার বাড়ি চলো। কাল সকালে আমি নিজেই ঠকের মুল্লুকে নিয়ে যাবো
নয়ন : আমি তো কারো হাতে খাই না ভাই।
কর্ণ : অসুবিধা নাই হারি পাতিল দিয়া দিব নিজে হাতে পাক করি খাইবেন। আমার বাড়িতে আলাদা ঘর আছে সেখানে একা থাকবেন-॥
নয়ন : ঠিক আছে তাহলে চলেন যাই-॥

www.pathagar.com

পদাবলি

ঠকের প্রধানের বাড়িতে নয়ন আসিলো চলিয়া
হাড়ি পাতিল সবে দিলো আলাদা করিয়া
নিজের হাতে রান্না করে খায় একা ঘড়ে
পাতিলেতে পানি দিয়া টাঙ্গিলো উপরে-॥
ছিদ্র করে দিয়া পাতিল সুইলো বিছানাতে
ঘুম আসে না দুই চোখে ঐ পানির জ্বালাতে-॥
অসহ্য হইলো যখন একটু সরে ঘুমায়
সেই সময় ঠক আসিয়া টাকা নিয়ে যায়-॥

সংলাপ

নয়ন সর্বনাশ আবারোতো টাকা নাই, ঠিক এই লোকে এবারো টাকা নিয়েছে, মনে হয়, এটাই ঠকের বাড়ি ওকে টাকা হজম করতে দিবো না।

কর্ণ : সারথি ও সারথি বাসকো থাকি টাকার কউটাটা আনোতো দেখি।

সারতী : এই নেও তোমার টাকার কউটা কি করেন টাকা

কর্ণ : সব টাকা হিসাব করবো কতো টাকা হইলো

নয়ন : ঠিকেতো ঐখানে আমারো টাকা আছে এবার দেখ টাকা কি করে দিতে হয়। টাকা দিবুনা

পদাবলি

এই যে ঠকের এক বৌ মাছ কোটে এক বৌ টাকা গনে
এ দিকেতে নয়ন দেখো ভাবে মনে মনে-॥
ঘরেতে ঢুকিয়া দ্যাখে ছাওয়া ঘুমিয়া আছে
আচার মারি ফেলে দিলো বড়ো ঘরের পাচে-॥
ম্যাটিতে পড়িয়া ছাওয়া কান্দিয়া উঠিল
টাকা থুইয়া সবাই তখন দউড় দিয়া গেলো-॥
গোপন হইয়া ছিল নয়ন রান্না ঘরে
সব টাকা তুলে নিয়া তাড়াতাড়ি পালায়-॥
ছাওয়ার কান্না থামে সবাই রান্না ঘরে গিয়া
চেয়ে দেখে টাকা নাই নয়নে গেছে নিয়া-॥
ছোরা হাতে নিয়ে ঠকে পিছনেতে ছুটিলো
ঠকের ডাক শুনে নয়ন ঘুরিয়া দেখিল-॥
ছোরা দেখে নয়নের প্রাণ হাতাসে উড়ায়
থানাতে না গেলে জীবন বাঁচা হবে দায়॥

www.pathagar.com

সংলাপ

নয়ন	:	বাবা আমাকে বাঁচান, আপনে আমার ধর্ম বাপ আমাকে বাঁচান বাবা।
বড়োবাবু	:	বলো বাবা কি হইয়াছে ভয় নাই বলো।
নয়ন	:	ঐ দেখেন বাবা ও আমাকে মারি ফ্যালাইবে।
কর্ণ	:	তোমরা সারেন তো সারেন। ওকে আজ আমি শেষ করে ফেলবো।
বড়োবাবু	:	এয় বেটা তুমি জানো এখানে কোথায় আছছো? আগে বল কি হয়েছে। তারপর অন্য কথা হবে।
কর্ণ	:	ছার ওর সাথে আমার বোনের বিয়া দিয়াছি। বাড়িতে মারামারি করে চলে আসচে।
বড়োবাবু	:	তোমার বোন কোথায়?
কর্ণ	:	আমার বোন বাড়িতে আছে ছার।
বড়োবাবু	:	তোমার বোনকে নিয়ে আসো যাও।

পদাবলি

এই কথা শুনিয়া কর্ণ চিন্তায় পড়িলো
শ্বশুর বাড়ির দিকে তখন রওনা হইলো-॥
শ্বশুর শাশুরি মরিয়া গেইচে শালি বাচিয়া আছে
কর্ণ ধর পন ছিল দেখো ছোটো শালির কাছে
মালতি দেখিয়া বওনাইকে ভাবে মনে মনে
মনেতে পরিচে বওনাইর আসিলো এতোদিনে-॥

সংলাপ

করনো	:	মালতি মালতি তাড়াতাড়ি বেরাতো তোক মুই নিয়া যাবার আসনুং দেরি করিস্না-॥
মালতী	:	দুলা ভাই তোমরা কি কবার নাগচেন, আইজ যাওয়া হবার নেয় কাইল সকালে যান।

গান

দুলা ভাই মোরে মাথা খান
আইজকার রাইতটা থাকিয়া না হয়
কাইল সকালে যান-॥
সালা সালির দয়া ময়া ফেলাইচেন তুলিয়া
সনমান করিবার না পাং দেখি গেইচেন ভুলিয়া
এতোদিন পর আসিয়া ক্যামন
আই যে যাবার চান-॥ ঐ

www.pathagar.com

বাবা মাও মরিয়া গেইচে কার বাড়ি আর যামো
কায়বা আসি নিয়া যাইবে সকান হাত ভিজামো
মনের আশা মনত থাউক মোর
কইলে ফাটে কলিজা খান-॥ঐ
পিঠা খাবার চাউল বানিয়া থুংচুং বসত ভরি
আটা বানিয়া পিঠা ভাজং খান এলা মজা করি
বইনট্যার বাদে বান্দি দিম কয়টা
যায়া বইনের হাতত দেন-॥ ঐ

সংলাপ

করনো : মালতি মালতি আজ থাকার যন্য আসি নাই। কথা শোনো তুই সাথে না গেলে দশ হাজার টাকা হারাবে। দেরি করো না লক্ষ্মী তাড়াতাড়ি বের হও বোন।

মালতী : আইজ বুঝি মালতির কথা মনে হইচে না কি?

করনো : তোক মুই যা যা শিখি দেইম তুই তাকে করবু তাহলে দশ হাজার টাকা পায়া যামো। তার এক হাজার টাকা হাতত মুই বুঝি দেইম তাড়াতাড়ি হাট বোন দেরি হইচে।

বড়োবাবু : কই এখনোতো আসতেছেনা? নয়ন ওকি আসবে।

কর্ণ : ছার আমি আসছি, এই আমার বোন ওকে খুব মারছে

বড়োবাবু : ওনারা দুই জনে বুঝাপাড়া করে যা হবে তাই আমরা মেনে নিবো এর বেশি কিছু বলার নেই।

পদাবলি

মালতি আর নয়নকে দেখো একখানে রাখিলো
সিপাই দুইজন দুইপাশে পাহারা থাকিলো-॥
অনেক রাইতে দুইজনে কথার কাটাকাটি
মালতি বলে জীবনটা মোর ক্যানে করেন মাটি-॥
যা হবার তা হয়া গেইচে চলো বাড়ি যাই
তোমরা ছাড়া এ সংসারে আরতো কায়ও নাই-॥

সমাপ্ত

২. গাড়িয়াল ভাই

রচনায় : ছগির উদ্দিন বয়াতী

বন্দনা

এসো হে দয়ালো চান তোমায়
ডাকি বারে বারে-॥

www.pathagar.com

প্রথমে বন্দনা করি সৃষ্টিকর্তার নাম
তারপরে বন্দনা করি গুরুজীর চরণ-॥
মোসলমানকে ছালাম জানাই হিন্দুকে প্রণাম
অন্য অন্য জাতি যারা সুভেচ্ছা নিবেন-॥
বন্দনা করিতে মোদের লাগবে অনেক খন
মনো দিয়া শোনেন সবাই মোদের পালাগান-॥
গ্রাম বন্দরে ছিল কতো গাড়িয়ালের বাহার
সউগ সময় গরুর গাড়ি করতো ব্যবহার-॥
মধুর ছিল ছোট্টো সংসার ভাবে রাইতে দিনে
একটুখানি জমি ছিল ব্যাচে গরু কিনে-॥

পদাবলি

গরু কিনে মধু দেখো শাজাইলো গাড়ি
গাড়ী ভারার টাকা দিয়া সুন্দর চলে বাড়ি-॥
কখনো যায় গুড়ের খ্যাপে কখনো উবায় ধান
ছই বান্দীয়া উবায় নাইওরি গাড়িয়ালের কি মান-॥
বসে থাকার সময় নাই তার খাটে রাইতে দিনে
মধু গাড়িয়ালের নাম শুনিলে সবাই তাকে চিনে-॥

সংলাপ

দোহার : ও গুরু ও গুরু ঐ তো ঝুঝি মধুর গাড়ি আইসোচে
মূল : এটাইতো মধুর ঘাটা কি বাহে মধু কেমন আছেন বাবা?
মধু : কায় মামা ভাল আছি, তা তোমরা কেমন আছেন মামা?
মূল : খুব ভালো আছি বাবা, তবে গাড়ি কেমন চলছে, সুখে দিন কাটবে তো?
মধু : দোয়া করেন মামা আর অসুবিধা নাই আসি তাহলে–
মূল : আচ্ছা বাবা দেরি হইলো-॥

পদাবলি

গাড়ি বয়া মধু গাড়িয়াল সংসারো চালায়
সখিনা বেটি দিনে দিনে বড়ো হইয়া যায়-॥
কাশিপুর স্কুলে সখিনা লেখা পরা করে
ঐ স্কুলের সুজন দেখে ভালো বাসে তারে-॥
সখিনা ভালো বাসে সুজনকে সুজন সখিনাকে
দেখা দেখি হয় দুইজনে লেখা পরার ফাকে-॥
এক ডন্ডো না দেখিলে মন হাতাশে উরায়
মুখামুখি হইলে দুই জন খুশির জোয়ার বয়-॥

www.pathagar.com

সংলাপ

দোহার : ও গুরু ও বাহে গুরু ঐ দেখো বা স্কুল ঘরের কানিত ও দুইটা কায় বাহে, মোকো ক্যানবা যাবার মনায়চে

মূল : বাবা তুমি চুপ করোতো।

দোহার : আচ্ছা গুরু মোক মাফ করি দ্যান।

মূল : এখন যে গান ধরতে হয় বাবা।

দোহার : আচ্ছা ধরো ক্যানে মুইতো আসুং গুরু।

পদাবলি

এই যে ভালোবাসা মানে না কোনো সময় অসময়
সুজুক পাইলে মনের কথা খুলিয়া বলতে চায়-॥
সখিনা সুজন দুইজনে এক সঙ্গে হইলো
মনের যতো কথা আছে বলিতে লাগিলো-॥

ডুয়েট গান

সখিনা : বন্ধু ক্যামন করে থাকো ভুলিয়া-॥
সকাল সন্ধ্যা দাঁড়াইয়া থাকি
পন্থের দিকে চাইয়া
ফুলের মালা হইলো বাসি
গিয়াছে শুকিয়া-॥ ঐ

সুজন সখি তোমার কাছে আমি কি করিয়া-॥
বাবা মায়ে এসব শুনে
রেখেছে তালা দিয়া
তোমার শোকে থাকি আমি
কাঁন্দিয় কাঁন্দিয়-॥

সখিনা : এতো ভালো বেশে বন্ধু
যাও যদি ভুলিয়া
নিজে নিজে মরবো আমি
গলায় দড়ি দিয়া-॥ ঐ

সুজন : তুমি যদি মরবে সখি
আমাকে ছাড়িয়া
এ জীবন সঁপিয়া দিবো
নদীতে ডুবিয়া-॥ ঐ
সপোত নিলাম দুনো জনে
হাতে হাত রাখিয়া

www.pathagar.com

ছাড়াছাড়ী হবো না কেউ
থাকিতে বাঁচিয়া-॥

পদাবলি

রহিম নামে থোতলা ছেলে ঐ স্কুলে পড়ে
দুইজনকে দেখিয়া দেখো ভাবিলো অন্তরে-॥
শুনাশুনি হয় যদি ঘটিবে জন জাল
তার আগে বাবা মাকে জানায় হবে ভাল-॥
মধু গাড়িয়ালের বাড়ি রহিম আসিলো দৌড়িয়া
সখিনা সুজনের কথা সবে কয় খুলিয়া-॥

সংলাপ

রহিম : গাড়িয়াল চাচা গাড়িয়াল চাচা বাড়িত আছেন?

মধু : কায় রহিম এতো দিনে চাচার কথা মনে পড়িল বাবা?

রহিম : নোয়ায় চাচা মুই তোমাক একনা কথা কবার চাং

মধু : কি কথা বাবা?

রহিম : ঐ যেনা সুজনের সাথে তোমার সখিনা বাগান বারিত কি আলা করেচে চাচা যায়া দেখো।

মধু : কি কলু?

রহিম : মুই ঠিকেই কইচং চাচা দেখেন যদি মোর সাথে আইস

মধু : কই কায়ওতো নাই তুই মোক কি শুনালু রহিম?

রহিম : ঐ তো ঐটা গাছের তলত দোনো জনে আছিল।

পদাবলি

মধু গাড়িয়াল মহা রাগে বাড়িতে আসিয়া
সখিনাকে দেখে আছে পড়াতে বসিয়া-॥
তখন কিছু না বলিয়া রাইতে খাওয়ার পরে
সখিনাকে ডাকিয়া কাছে তখন জিজ্ঞাসা করে-॥

মধু : মা সখিনা শোনোতো বাহে। তোমার ঐ পোদ্দারের বেটা সুজনের সাথে কিসের এতো সম্পর্কে। সুজন ভাল ছেলে নয় মা

সখিনা : না বাবা সুজন ভালো ছেলে ও সহ আমরা এক সঙ্গে পড়ি

মধু : সুজন ভালো হউক আর মন্দ হউক মুই শুনবার চাং না, তোমার আইজ থাকি স্কুল যাওয়া হবার ন্যায়।

রজনী : মধু দা ও মধু দা বাড়িত কি আছেন?

www.pathagar.com

মধু : কায় রজনীদা আইশ দাদা আইশ। মোর দু:খের কথা গুলা তোমাকে কং।

রজনী মই সউগ বুজবার পাইচং আগত ভরাটা মারি আসি, পরে সব হইবে চিন্তা করেন না।

মধু : তোমরা বেরে আইশ মুই বেরাং।

পদাবলি

এই যে রজনী আর মধু দেখো ভরা ধরিয়া যায়
মধুকে ডাকিয়া রজনী কিবা কথা কয়।

রজনী : মধুদা মুই একটা গান কনু হয়

মধু : ভালো কথা কন তাহলে শুনি

রজনীর গান–
নাই আর আগের চিলমারী
সাইর বান্ধিয়া যায় না এলা
গাড়িয়ালের গাড়ি-॥
গাড়িয়াল ভাইয়ের না ঘারের গামছা নাই দোয়ালি পেন্টি
কই শুনি এলা ঘাটাত বাজে গরুর গালার ঘুন্টি
আরে হাট হাট ডাইন ডাইন কয়না এলা
শুনি না গাড়ির ক্যার ক্যারি-॥ ঐ
ঘাটায় ঘাটায় আছিল কত কামারের দোকান
গরুর গাড়ি না থাকিয়া ওমার কমচে মান
কতো গাড়িয়াল হাল বান্দাইচে
বান্দাইচে চাকার হাড়ি-॥ ঐ
গাড়িয়ালের গাড়ি বইচে মানে নাই রাইত দিন
গরুর ঘারত জুয়া দিয়া গাড়িতে পারিচে নিন
কায়ওবা গাড়ির ছউ বান্দিয়া
উবাইচে নাইওরি-॥ ঐ

পদাবলি

ভরা ফেলে মধু আর রজনী বাড়িতে আসিলো
আলেয়া নাম ধরে মধু বৌকে ডাকিলো-॥
ডাক শুনিয়া আলেয়া তখন আসিলো বাহিরে
ভরা খাটা টাকা মধু দিলো তার হাতে-॥

www.pathagar.com

বাপের সারা পাইয়া সখিনা জুরিলো কাঁন্দন
গরু গাড়ি ছারেয়া মধু বাড়ির ভিতর যায়-৷৷

সংলাপ

মধু : মা সখিনা তুই মোর আশা ভরসা সউগ মাটি করি দিলু মা সউগ মাটি করি দিলু,
আলেয়া তুই রজনীদাক ডাকে আনতো।

পদাবলি

রজনীকে সাথে নিয়া মধু ঘটকের বাড়ি যায়
টকু ঘটকের খুলিতে যায়া দুইজনে ডাকায়-৷৷

সংলাপ

রজনী টকু ভাই আরে ও টকু ভাই বাড়িত আছেন একনা ব্যারানতো।

টকু কায় রজনী দাদা বাড়ির ভিতর আইশ মধু ভাই হটাত, কি মনে করি গরিবের বাড়িত।

রজনী কথা হইলো কি মধুদার বড়ো বেটি সখিনার সাথে কাশীপুরের সোনা পোদ্দারের বেটা সুজনের কথা পাকাপাকি হইচে তা।

টকু ও এই কথা ঠিক আছে সখিনার বিয়াও অটে হইবে, মোর নাং টকু ঘটক দিনোতে সাত খান বিয়াও দেইম, চিন্তা করেন না মুই আইজে যাইম

পদাবলি

এই যে কথা দিয়া টকু ঘটক করে ভাবা গনা
সোনা পোদ্দারের বাড়ি বুলি করিলো রওয়ানা-৷৷
টকু ঘটক সোনা পোদ্দারের বাড়িতে পন ছিল
দেওয়ানি দেওয়ানি বলিয়া টকু ডাকিতে লাগিলো-৷৷
ডাক শুনিয়া সোনা মিঞা বাহিরে আসিয়া
ঘটকেরে দেখিয়া সোনা উঠিল হাসিয়া-৷৷
বাড়ির ভিতর নিয়া ঘটককে বসতে দিলো পিড়া
শান্তি মতো খাইলো ঘটক বসিয়া দই চিড়া
পান সুপারি খায়া ঘটক আলাপ জুড়িলো
ভালোবাসার কথা গুলা প্রকাশ হইয়া গেলো-৷৷

www.pathagar.com

সংলাপ

সোনা		টকু ভাই শোনোতো তোমরা মোক কি কইমেন
মুই বুঝবার পাইচং ঐ মধু গাড়িয়াল মোর ঘরত
শাগাই করবার চায় সোনা গয়না দিয়া
খুলি খরছ নগত বিশ হাজার টাকা দিবার নাগবে কথা ফাইন্যাল।

টকু : ও কথা কননা দেওয়ানি মধু গাড়িয়াল ভালো মানুষ, ওই যাহা কইবে তাহা করবে কোনো চিন্তা করেন না।

সোনা		আচ্ছা দেখা যাইবে কি হয়?

টকু		কথা পাকা হইলো দেওয়ানি মুই তাহাইলে যাং।

পদাবলি

ওহো বিয়ার যতো কথা ঘটক শেষ করিয়া দিলো
শুভ দেখিয়া বিয়ার তারিখ করিলো-॥
টকু ঘটক মধু গাড়িয়ালের বাড়িতে আসিয়া
বড়ের বাবার দাবাদাবি সবে কয় খুলিয়া-॥
বড় পাত্রী শাজেয়া নগত টাকা বিষ হাজার
মধু গাড়িয়াল শুনিয়া দেখো মন করিলো ভার-॥
বিয়ার যতো খরছ পাতি আনিলো করিয়া
আইয় বইরাতি গিদালিতে বাড়ি যায় ভরিয়া-॥
আইয় বৈরাতি সখিনাকে হলদি মাখায়
বড়ো ঘরত ডুকরি কাঁন্দে সখিনা বানুর মায়
আইও বৈরাতি নাচে চাইলন নিয়া অঞ্চল বান্ধিয়া
গীতের সূরে নাচে সবায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া-॥

বিয়ার গীত

শাজো শাজো ও সখিনা পিন্দ বিয়ার শাড়ি
কানের দুল গলার মালা হাতে সোনার চুড়ি-॥
পায়ে আলতা হাতে মেহেদী মাকো ভালো করি
সাজি পরি যাইমেন তোমরা ঐনা শশুর বাড়ি-॥
সাথে যাইবে নানি তোমার হয়া দানি বুড়ি
কতো খনে আসিবে দুলা গরুর গাড়িত চড়ি-॥
ডিবো ডিবো হয়া গেলো সখিনা সুন্দরী
সারা রাইতে থোমো হামরা অঞ্চলে ঘিরি-॥

www.pathagar.com

আর কতোক খন থাকিমো বসিয়া রাত্রি হইলো ভারি
ডালার বাতি যায় নিবিয়া তেল গেলো ফুরি-॥

সংলাপ

আইয়রা : বেড়ান রেই মাইয়া গুলা বড়ের গাড়ি বুজি আসিল
গেড ধরো রেই গেড ধরো।

আবারো গীত

এতো রাইতে আসিলোরে কিপ্ট্যা ধনির বেটা
ক্যানেবা এতো দেরি হইচেরে কায়বা দিচে খোটা
ঝোলা ধরিয়া আসিল বুঝিরে নিবে টাকার সোটা
বইনের ঘরে কামাই খায়ারে হইচে এতো মোটা-॥

সংলাপ

টকু ঘটক : কায় আছেন বারে আগত বরক নামাতো আসি
আইও বৈরাতরি ঘর, হইচে এলা গীত বন্দ করোতো।

পদাবলি

এই যে বরকে নামেয়া বিয়ার বসাইলো আসনে
কায়ও করে আলোচনা কায়ও বসি শোনে-॥
বিয়ার বাড়িত বন্দুক ফোটে গিদালির ধাম ধুম
মাইকের ঘেনঘেনিতে কারো হয় না ঘুম-॥
মেয়ের বাবা হাত জোর করি বড়ের বাবাক বলে
বাকি টাকাটা দিবো বিয়াই অল্প কয় দিন গেলে-॥
এই কথা শুনিয়া সোনা উঠিলো ঝাপিয়া
আবার গাড়ী জুরিলো যায়া যাইবে চলিয়া-॥

সংলাপ

সোনা : এ বিয়া আর হবার নেয় হবার নেয়
বর যাত্রি যারা আছেন তারা সবায় হাঁটো।
বড়যাত্রী সবায় আইসো এ বিয়া হবার নেয়।

পদাবলি

এই কথা সখিনা বানু যখনে শুনিলো
মা মা বলি চিৎকার দিয়া বেহুশ হইলো-॥

www.pathagar.com

ঐ গ্রামের দেওয়ানি এসে সোনা মিয়ারে কয়
সখিনার কিছু হইলে বিপদে পরিবেন সবায়-॥

সংলাপ

দেওয়ানি : আপনারা কি পাইচেন চণ্ডীগড়ে বুঝি মানুষ নাই
এটা কি তোমাদের ব্যবসা যদি ভালো চান
তাহলে গাড়ি ছাড়ান। মধু তুমি টাকার ব্যাবস্থা করো
আমি এদিকে দেখছি।

পদাবলি

ওহো টাকার যন্য মধু দেখো ভাবে মনে মনে
কেবা আমার বান্ধব আছে যাইবো সেখানে-॥
গ্রামের পাশে মোড়ল আছে নাম তার এমরান
যাহা কিছু বন্দক নেওয়া এটাই তাহার কাম-॥
মধু গাড়িয়াল মোড়ল কে যায়া সবে কয় খুলিয়া
বেটির বিয়াও ভাঙ্গে বুঝি টাকা চায় বুঝি-॥

সংলাপ

মধু : মোড়ল ভাই তোমরা মোক বাঁচান ভাই তোমরা মোক বাঁচান
দশ হাজার টাকা বুঝি দিবার না পাইলে মোর বেটির বিয়াও
ভাঙ্গি যাইবে। আইজ তোমরা মোক বাঁচান-॥

মোড়ল : মধু তুমিতো জানো বন্দক ছাড়া আমি কাউকে টাকা দেই না ভাই

মধু : মুই তোমাক গরুসহ গাড়ি খ্যান বন্দক দেও মোরল ভাই তবু দয়া করি মোক টাকা দেন টাকার খুব দরকার

মোড়ল : এ টাকা কয়দিন পর ফেরত দিবে?

মধু : দশ দিন পরে আসি দিয়া যাবো মোড়ল ভাই

মোড়ল : আমি আরো পাঁচদিন সময় দিলাম পনেরো দিন পার হইলে গরু গাড়ি ফিরত চাইতে পারবে না।
কথা শেষ। টাকা গুনে নাও। কিন্তু মনে থাকে যেনো

পদাবলি

টাকা নিয়া মধু দেখো বাড়িতে আসিলো
সব টাকা যায়া মধু দেওয়ানিকে দিলো-॥

www.pathagar.com

সবাইকে ডাকিয়া দেওয়ানি আবার বসাইলো
আইও বৈরাতি বড় ঘরত গীদের জোড়ন দিলো-॥
সখিনার মাও কাঁন্দে দেখো মাটিতে গইড় দিয়া
গ্রামবাসী দেখে আসি মধুর বেটির বিয়া-॥

বিয়ার গীত

বাপো কাঁন্দে ভাইও কাঁন্দে মোছে চোক্ষের পানি
মাটিতে পরিয়া কাঁন্দে মাও বড়ো জননী-॥
আইজ বুঝি চলিয়া যাইবে হামার সোনা মনি-॥
মাথায় দিয়া কাঁন্দে দয়ার মামা মামি-॥

না কাঁন্দেন না কাঁন্দেন বালিও সাথে যাইবে নানি-॥
বুকে স্যালো দিয়া যাইমেন আগেতো না জানি-॥
বাবা মায়ের কলিযায় যেনো গেলো বুঝি হানি-॥
শ্বশুর বাড়ির কথা বালীও মানিয়া চলিবে তুমি-॥
জাওননদীর সাথে মিশিবেন হামরা যেনো শুনি-॥
স্বামীর সাথে হাসিয়া খেলিয়া সংসার করিবেন তুমি-॥
কেমন করি পাসরিবে বালিও দয়ার মাও জননি-॥
তোমরা বালির ময়য়া হামরা পাসরিমো কেমনি-॥

পদাবলি

সখিনাকে নিয়া সবাই উঠাইলো গাড়িতে
শ্বশুর বাড়ি যায় সখিনা কেউ গেলো না সাতে-॥
ডুকরিয়া কাঁন্দে সবাই করে হায়রে হায়
বাড়িটা আইজ ধুয়া করিয়া গেলো সখিনায়-॥
সখিনারো কথা গুলা এইখানে রহিলা
মধু গাড়িয়ালের এখন শোনো কি হইলো-॥

বেটি যাওয়ার পর মধু পরিলো চিন্তায়
এই ভাবে দশ বারো দিন গত হইয়া যায়-॥
সকালে উঠিয়া মধু যায় দেওয়ানির বাড়ী
দেওয়ানির কাছে বলে বন্দক আছে গরু গাড়ি-॥
এই কথা শুনে দেওয়ানি ভাবে মনে মনে
গরু গাড়ি না থাকিলে বাচিবে কেমনে-॥

www.pathagar.com

সংলাপ

মধু	:	তোমরা মোক বাঁচান দেওয়ানি ভাই তোমরা মোক বাঁচান। আইজ কয়দিন থাকি হামার খাওয়া পিয়া বন্দ হইচে আর কোনো উপায় নাই।
দেওয়ানি	:	মধু তুমি চিন্তা করো না যতো টাকা লাগে কাল সকালে দিয়া দিবো
মধু	:	তোমরা মোক বাচান ভাই তোমরা মোক বাঁচান।
দেওয়ানি	:	নূরজাহান ও নূরজাহান কাল সকালে মধুকে পাঁচ হাজার টাকা দিয়া দিবে।
নূরজাহান	:	মধু ভাই তুমি কিছু খায়া যাও ভাই।
মধু	:	না ভাবি বাড়িতে সবাই কষ্টে আছে আমি আজ যাই, আর একদিন আসবো ভাবি।

পদাবলি

ধীরে ধীরে মধু দেখো বাড়িতে আসিলো
মধুকে দেখিয়া আলেয়া জিজ্ঞাসা করিলো-॥

সংলাপ

আলেয়া	:	তোমরা কোনটে গেচনেন না খায়া না খায়া। এত চিন্তা করলে কি বাঁচমেন তাকে কনতো।
মধু	:	আল্লা বুঝি বাচাইলো আলেয়া আল্লা বুঝি বাঁচাইলো দেওয়ানি কাল সকালে দশ হাজার টাকা দিবে।
আলেয়া	:	সে টাকা আনি কি করমেন তোমরা?
মধু	:	ঐ টাকা দিয়া মোরলের বাড়ি থাকি গরু গাড়ি বাইর করি আনিম। তা ছাড়া বাঁচার উপায় নাই?
আলেয়া		গরু গাড়ি থাকলেতো এতো কষ্ট হইল না হয়।

পদাবলি

এই যে রাত্রি খানা কাটায় মধু ভাবা গনা করি
সকালে উঠিয়া মধু চলে দেওয়ানির বাড়ি-॥
মধুকে দেখিয়া দেওয়ানি ডাকিল ভিতরে-॥
দৈ চিড়া খায়া দেখো বসিয়া আলাপ করে-॥
দশ হাজার টাকা দিলো মধু গাড়িয়ালের হাতে-॥
গরুর গাড়ি আনিতে যায় দেওয়ানিক নিলো সাথে-॥
মোড়লের খুলিতে যায়া মধু ডাকে ঘনো ঘনো
ঘর হইতে উত্তর আসে এতো ডাকে ক্যানো-॥

www.pathagar.com

সংলাপ

মধু — মোড়ল ভাই একনা বাইরত ব্যারান তো
মোড়ল — কে মধু গাড়িয়াল তোমারতো একটা গরু মারা গেইচে
মধু — কি কইনেন মোরল ভাই মোর গরু মারা গেইচে
মুই তাক শুনবার নেং মুই তাক শুনবার নেং।
দেওয়ানি — মধু তুমি শান্ত হও কাঁন্দোনা কাঁন্দার দরকার নাই
মোরলকে এখন পাঁচ হাজার টাকা দিয়া দেও
বাকি টাকা যখন গরু দিবে তখন পাঁচ হাজার
টাকা ঘুরত পাবে। এমরান দেওয়ানি যা বলে
তা করে গাড়ি আনো।

পদাবলি

দওয়ানির ছিল তেজী ঘোড়া মধুকে বলিলো
গরু ঘোড়ায় গাড়ি জুড়িয়া বাড়িতে চলিলো-॥
মধুর বাড়ি হইতে দেওয়ানি বাড়িতে আসিলো
এ দিকেতে মধু দেখো চিন্তাতে পরিলো-॥
জোড়ার গরু না থাকিয়া অভাব দিলো দেখা
অনাহারে থাকিতে হয় মিলেনা এক টাকা-॥
দিনে রাইতে না খায়া থাকে যে উপাস
ছওয়া ছোটর ঘুম ধরে না ফেলে যে নিঃশ্বাস-॥
আল্লার কি খেলা দেখো বুঝা বড়ো দায়
আন্ধার ঘর আলো দেখিলো মধু আলেয়ায়-॥

সংলাপ

আলেয়া : সখিনার বাপ দেখোতো ওটা কি মাটি খ্যান ক্যানবা ফাটি উটচে
মধু : আলেয়া আল্লা বুঝি হামাক ধন দিচে আলেয়া আল্লা বুঝি হামাক ধন দিচে।
আলেয়া : আল্লা হামার কাঁন্দন শুনছে।
মধু : দেখ আলেয়া সউগ রুপার টাকা।

পদাবলি

এই যে মন বুঝিয়া ধন দেয় আল্লা দয়ার নাই সিমানা
গাড়িয়াল মধুর দুঃখ দেখে আল্লা সইতে পারল না-॥

www.pathagar.com

২. মতি মালা

রচনায় : সোহরাব আলী

চরিত্র লিপি

১. মোড়ল	৭. দারোগা
২. কছিমুদ্দিন	৮. গ্রামবাসী
৩. মকিম বুড়া	৯. লাঠিয়াল
৪. হীরা	১০. মালা
৫. মতি	১১. মোড়লের বউ
৬. সিপাহী	১২. কছির বউ

বন্দনা

প্রথমে বন্দনা করি দয়ার আলার নাম
নবিজির চরণে আমরা হে
আমরা জানাই লাখ ছালাম হে
দয়া কর দয়ার আলাহ্ হে।
তার পরে বন্দিব মোরা ফাতেমার চরণ
তাহার দুলাল ইমাম মোরা রাখিব স্মরণ।
পূর্ব পশ্চিম বন্দিয়া লব উত্তর দক্ষিণ
আসরের চারিকোন বন্দি আসমান জমিন।
আজকের পালা মতি মালা গাহিব এখন
সবাই মিলি মন দিয়া শুনবেন বন্ধুগণ।

১ম দৃশ্য

(মোড়লের বাড়ি)

গায়কের গান

দুর্গামতি গ্রামে ছিল নামে সোনা মিয়া
সেই গ্রামের মোড়ল সে যে শোনেন মন দিয়া।
জমি জমা টাকা পয়সার অভাব কিছুই নাই
সাত জন পরিবার ছিল সংসারেতে ভাই।
গাড়ি ঘোড়া ঘরবাড়ি ছিল সারি সারি
কিন্তু সোনা মিয়া ছিল ভীষণ অত্যাচারী।
কছিমুদ্দীন নামে একজন ধামাধরা ছিল
তাহাকে ডাকিয়া মোড়ল বলিতে লাগিল।

মোড়ল : রে কছি – কছি –।

কছি : আজ্ঞে মুই কছিমুদ্দীন হুজুর –।

www.pathagar.com

মোড়ল : ঠিক আছে ঐ একই কথা। মুই মুদ্দীন টুদ্দীন কবার পারব্যানাও –।

কছি : তা কি কওছেন হুজুর –।

মোড়ল : কাইল যে কাজের জন্যে তোক ঐ তালতলার পুরানা ভিটাত্ পটে দিছিনু – তার খবর কি কও।

কছি কি আর কইম হুজুর – ও বুড়া কিছুতেই রাজি হইল না।

মোড়ল তুই বুড়া মোর কথা কইস নাই –?

কছি হ তোমার কথায় তো কছুঁ তা কয় বোলে মোড়লের সাতজন বউ – তাক মুই বেটি দিব্যানাও।

মোড়ল : জমি দেওয়ার কথা কইস নাই –?

কছি : সে কথাও কছুঁ হুজুর – তা কয়বোলে খালি জমি ক্যান মোড়ল যদি তার সংসারটা গোটালে লেখা পড়া করি দেয় তাঁও – হব্যানায় –।

মোড়ল : হুঁ তুই মোর গাড়ি সাজাও – মুই – এলায় তাল তলার ভিটাত জাইম –।

গায়কের গান : কি ওহো কি আহা কি প্রাণ সজনি হে
এবার শোনেন কছিমুদ্দীন গাড়ি সাজাইল
গাড়ির উপর সোনা মিয়া চাপিয়া বসিল।
তালতলার দিকে মোড়ল হইল রওয়ানা
মকিম বুড়ার কথা কিছু করিব বর্ণনা।
গরীব মানুষ মকিম বুড়া তালতলাতে বাড়ি
মালা নামে কন্যা তাহার বড়ই সে সুন্দরী।
মকিম বুড়া খড়ি কাঠে খড়ি বেচেয়া খায়
কোনো রকম বাপ বেটির দিন চলিয়া যায়।
গাড়িত চড়ি মোড়ল সেখায় আসিয়া পৌছিল
মকিম বুড়াক ডাকেয়া কথা বলিতে লাগিল।

২য় দৃশ্য

(মকিম বুড়ার বাড়ি)

মোড়ল : রে বুড়া তোর এতো বড় সাহস যে মোর প্রস্তাবোত তুই রাজি হইস নাই –?

বুড়া : হুজুর – মোর কোন দোষ নাই হুজুর –।

মোড়ল : চউপ –! তোর ঐ বেটিটাক মুই চাও –।

বুড়া : হুজুর – তোরা মালিক তোরা – আশ্রয়দাতা – তোমার মুখোত্ এইংক্যা কথা –।

মোড়ল তোক মুই মেলায় টাকা দিম বুড়া – জমি দেইম – একনা ভাবি চিন্তি দেখ –।

বুড়া : না – তার চাইতে বেটিক কাটি নদীত ভাসে দেওয়া ভাল –।

www.pathagar.com

মোড়ল ঠিক আছে – তুই আবার একবার মনের সাথে ভাবি চিন্তি দেখ –।

বুড়া না – না – কিছুতেই না – ।

মোড়ল আহা –! রাগ হওছিস ক্যানে? বেটিটা তোর খুব সুখোত্ থাকপে –। আর তুইও আদর‍্যা জীবনকোনা বসি বসি খায়া কাটাবু – বুঝলু –।

বুড়া না – মুই সুখ চাও না – তোরা এটে থাকি চলি – যাও – যাও মোর বাড়ি থাকি –।

মোড়ল : ঠিক আছে – মুই গেনু –।

গায়কের গান : এই কি ছিল বিধির লিখন – হে –
রাগে তাপে মোড়ল তখন বাড়ি চলি গেল
মকিম বুড়া মেয়ে নিয়া চিন্তাতে পড়িল।
ভাবনা চিন্তা করে বুড়া দিশা নাহি পায়
মাথাত হাত দিয়া বুড়া করছে হায় হায়।
শেষপর্যন্ত মকিম বুড়া স্থির করে মন
দেরি না করিয়া বিয়া দিয়া দেই এখন।
এখানকার কথা ভাইরে রইল যথা তথা
মন দিয়া শুনবেন এখন সোনা মিয়ার কথা।
বাড়ি ফিরে সোনা মিয়া কোনবা কাম করে
কছিমুদ্দীক ডাকে কথা লাগছে বলিবারে।

৩য় দৃশ্য

(মোড়লের বাড়ি)

মোড়ল : রে কছি – কছি –।

কছি : আজ্ঞে মুই কছিমুদ্দীন হুজুর –।

মোড়ল : শোন – মকিম বুড়া তার বেটিক কিছুতেই মোক দিব্যানায় –। কি করোঁ এলা কও তো –?

কছি : হয় – হুজুর – মুইও তো সেই চিন্তা – করোঁছে –।

মোড়ল : চউপ– তোর মাথাত্ একনাও বুদ্ধি শুদ্ধি নাই –।

কছি : হে – হে – হে – আছে হুজুর – আছে –।

মোড়ল : কি –?

কছি : এখন একটা সহজ বুদ্ধি আছে হুজুর।

মোড়ল : কি বুদ্ধি আছে – কও তো –।

কছি : ঐ মকিম বুড়াক ডাকে আনি – ঘরোত তালা দিয়া থুব্যা নাগবে –। তারপর দেখমেন – ঐ মালা – আপনে আসি হুজুরের পাঁওত পড়োছে –।

www.pathagar.com

মোড়ল : হা – হা – হা – তোর বুদ্ধি বড় খাশা – ।

গায়কের গান : মন মোর হেলিয়া দুলিয়া রে – ।
এই ভাবেতে মোড়ল ভাইরে বুদ্ধি সুদ্ধি করে
আসুন এবার যাই মোরা মকিম বুড়ার ঘরে।
মকিম বুড়া বাড়ির কাছে মইশানার বিল
হরেক রকম পাখি সেথায় করে কিলবিল।
হীরা মতি দুই দোস্ত শিকারের লাগিয়া
মইশানার বিলে ভাইরে গিয়াছে চলিয়া।
সারাদিন পেরেশানি শিকার নাহি পায়
এদিকেতে বেলা ডুবি সন্ধ্যা হয়া যায়।
ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর দুইজন চলিতে না পারে
হীরার তরে মতি কথা লাগছে বলিবারে।

৪র্থ দৃশ্য

হীরা ওহে দোস্তজী – । এ তোমার হইল কি? এনা আইসো তো তাড়াতাড়ি – ।

মতির গান : আমার হস্ত পদ টলমল গো
ও দোস্ত আমি চলিতে না পারি
খেতে দাও দোস্ত দাও দয়া করি ॥
পিপাসাতে কাতর আমি গো
ও দোস্ত আমার বক্ষ ফেটে যায়
মরণ হয় বুঝি তৃষ্ণার জ্বালায় ॥

হীরা : ওহে দোস্তজী – এ তোরা কওছেন কি –? এই নিধুয়া পাথারের মাঝোত কোটে পাইম মুই খাদ্য –?

মতি : শোন শোন প্রাণের দোস্ত গো
ও দোস্ত তুমি খেতে দাও আমায়
তা না হইলে দোস্ত মরিব হেথায়।

হীরা ওহে দোস্তজী – তোরা পাগল হইলেন নাকি –! একনা সবুর করেন –মুই সউগ ব্যাবস্থা করোছোঁ – । ঐ যে দুরোত্ মিঠি মিঠি আলো দেখা যায় – চলেন দোস্ত হামরা সেটে কোনা যায়া খাদ্যের খোঁজ করি – ।

(মকিম বুড়ার বাড়ি)

হীরা : ব্যাহে বাড়িআওলা – বাড়িত্ আছেন ব্যাহে –?

বুড়া : কাঁয় –? কাঁয় ব্যাহে তোরা –? এতি বাড়িত্ আইসো – ।

www.pathagar.com

হীরা : শোন বৃদ্ধ বাবা – মোর দোস্ত খুধার জ্বালায় খুব কাতর হইছে –। দয়া করি যদি কিছু খাবার দেলেন হয় – তা হইলে দোস্ত মোর খায়া বাঁচিল হয় –।

বুড়া মুই গরীব মানুষ বাবা –। তোমাক মুই এলা কি খাবার দেও –। আচ্ছা – বইসো তো – মাও মালা মালা –।

মালা ক্যানে ডাকেন আব্বা –।

বুড়া মাও – এটে – এনা ঝাড়ি ঝুড়ি বিছনা ফেলে দে – আর এনা খাবার যোগাড় করি দে তো মা –। মুই এনা চাউল ডাইলের ব্যবস্থা করোঁ – তোরা থাকেন বাবা মুই আইসোছোঁ –।

বুড়ার প্রস্থান। মালা খাবার দিবে দুই দোস্ত খাবে।

(তিন চার দিন পর)

হীরা : তা হইলে বাবাজী – হামরা এখন চলি যাবার চাই –।

বুড়া : মুই গরিব মানুষ বাবা – তোমাক মুই সম্মান করব্যার পারনু না –।

হীরা : আরে না – হামরা তোমার বাড়িত্ জাগা পাছি – এই উপকার কোনদিন ভুলব্যা নই।

বুড়া : তা হইলে আইসো – বাবা –।

(হীরা মতি দুই দোস্ত বিদায় হয় – মালা দেখে ও কাঁদে)

বুড়া : মাও মালা – তুই থাকিস মা – মুই কাম করব্যার যাওছোঁ –। আর ঐ বকরি মুরগিগুলা এনা দেখিস মা – মুই গেনু।

৫ম দৃশ্য

হীরা : ওহে দোস্তজী –। তোরা ওপাকে চায়া দেখেন কি –?

মতির গান : কি হেরিলাম নয়নে দোস্ত গো
ও দোস্ত আমি ভুলিতে না পারি
কেমনে যাব দোস্ত তাহারে ছাড়ি।
যাব না যাব না দোস্ত গো
ও দোস্ত তুমি যাও না চলিয়া
ঐ কন্যাটিকে করিব বিয়া।

হীরা : ওহে দোস্তজী – এ তোমার হইল কি –? আরে তোরা কি স্বপন দেখোছেন নাকি –?

মতি না দোস্তজী –। ঐ কন্যাকে মুই বিয়াও করিম। তোরা যাও দোস্ত ব্যবস্থা কর।

হীরা : তা হইলে তোরা বিয়াও করমেন –?

মতি : হয় দোস্ত – মুই বিয়াও করিম –।

হীরা : তা হইলে চলেন দুই দোস্ত বুড়ার বাড়িত্ ঘুরি যাই।

www.pathagar.com

৬ষ্ঠ দৃশ্য

(মকিম বুড়ার বাড়ি। কাশতে কাশতে হীরা ও মতির প্রবেশ)

মালা : কাঁয় –? ও তোমরা –?

হীরা : হ। হামরা –।

মালার গান : আবার কেন আসিলেন ফিরিয়া গো
ও বিদেশি আমার কুঠিরে
বল বিদেশি বল সত্য করে।

মতির গান শোন শোন শোন কন্যা গো
ও কন্যা আমি বলি যে তোমায়
ফিরিয়া না দিও গো আমায়।
মন প্রাণ পাগল হইল গো
ও কন্যা তোমার রূপেতে মজিয়া
কোন পরানে যাইব ছাড়িয়া।

মালার গান : কোথায় তোমার নিবাস বিদেশি
ও বিদেশি কেবা পিতামাতা
বল মোরে বল সত্য কথা।

মতির গান : শিব নগরে বাড়ি আমার গো
ও কন্যা আমার নাম মতিয়া
পিতামাতা গিয়াছেন ছাড়িয়া।

মালার গান : তুমি হইলে ধনির দুলাল গো
ও বিদেশি কিবা কথা কও
এবার তোমরা বাড়ি ঘুরিয়া যাও।

মতির গান যাবনা যাবনা কন্যা গো
ও কন্যা হায়রে তোমাকে ছাড়িয়া
তোমায় কন্যা আমি করিব বিয়া॥
(মকিম বুড়ার প্রবেশ)

বুড়া : মাও মালা – মালা –! আইজ আর কাম কাজ হইল না মাও –। ঘুরি আনু –। --- আরে তোরা – তোরা – হে হে হে – তা বাবা এটে কোনা খাড়া হয়া আছেন ক্যান –? আইসো বাবা – বইসো – মাও – এমাক এনা বসপ্যার দেইস নাই – এলাঁও –?

হীরা : বাবাজী – একটা কথা কনু হয় –।

বুড়া : হে হে হে – কন কন – বাবা কন –। কি কবার চাওছেন কন –।

হীরা : তোমার ঐ বেটি কোনা ----।

www.pathagar.com

বুড়া হয় বাবা মোর সংসারোত্ আর কেউ নই –। ঐ ছাওয়া কোনার বয়স যখন তিন –। তখনে অর মাও মরি যায়। ঐ এক্না বেটি আর কেই নাই বাবা –।

হীরা তা তোমার বেটিকোনাক্ দিলে মোর দোস্তের সাথে বিয়াও দিনু হয়।

বুড়া কি কইনেন বাবা – কি কইনেন –? বিয়াও – আরে বাপরে বাপ – ছাঁচা কওছেন – না মজাক করোছেন –?

হীরা : না বাবাজী – মুই ঠিকে মোর দোস্তের সাথে বিয়াও দিম।

বুড়া : এটাতো খুশির কথা, আনন্দের কথা। হে হে হে – মুই দিম – আইজে বিয়াও দিম। তোরা এনা বইসো বাবা –। মুই মানুষ ডাকপার যাঁও – হে হে হে –।

গায়কের গান : ওহো কি আহারে হায়রে হায়
কোনবা কাম করে বুড়া দেরি না করিয়া
মতি আর মালার ভাইরে দিয়া দিল বিয়া।
সুখেতে থাকিল তারা দুই জনে মিলিয়া
সোনা মিয়ার কাছে এবার যাইব চলিয়া।
কছিকে ডাকিয়া মোড়ল কিবা কথা বলে
মন দিয়া সেইসব কথা শুনবেন সকলে।

সপ্তম দৃশ্য
(মোড়লের বাড়ি)

মোড়ল : রে কছি – কছি –।

কছি : আজ্ঞে – মুই কছিমুদ্দীন হুজুর –।

মোড়ল : ঐ একই কথা –।

কছি : তা কি কওছেন হুজুর –।

মোড়ল : তুই সেই মালাক্ আইজো মোর বাড়িত্ আনব্যার পারলু না।

কছি : ধৈর্য ধরেন হুজুর – সবুর করেন – অত ব্যস্ত হইলে কি আর চলে-?

মোড়ল : না – না – তুই আইজে মোর লাঠিয়াল বাহিনিক নিয়া যা। রাইতের আন্দারোত জোর করি নিয়া আসপু ঐ মালাক।

কছি : বেশ হুজুর – সেইটাই হইবে – তোরা এনা চুপ করি নাকোত্ তেল দিয়া ঘুমান –। মুই এনা বাড়িত্ থাকি ঘুরি আইসো

মোড়ল : তুই ফির বাড়ি যাবার চাওছিস –?

কছি : আজ্ঞে – মুই খালি এই যাইম্ – আর আসিম।

www.pathagar.com

মোড়ল যা – তাড়াতাড়ি আসিস – যা – হা – হা – হা – এইবার মালা – যাবু কোনটে –? মোর লাঠিয়াল বাহিনী তোক ধরি আনি মোর হাতের মুঠায় দিবে – হা – হা – হা –।

অষ্টম দৃশ্য
(কছিমুদ্দীর বাড়ি)

কছি : আরে নেদোর মাও – ও ন্যাদোর মাও –।

বউ : তোরা ওংকা করি সারাদিন ন্যাদোর মাও – ন্যাদোর মাও করেন না তো –। বার হইল বিয়াও হবার – আইজো ছইলের মুখ দেখনো না – আর খালি ন্যাদোর মাও কন –। তোমাক শরম নাগে না –।

কছি হে – হে – হে – ন্যাদোর মাও – আর কয়টা দিন খালি ধৈর্য ধরেন।

বউ : আচ্ছা – তোরা আইজ যে খালি বকবকাওছেন – মোড়লের গোড়ত যাইমেন কোনভালা –?

কছি : আরে ন্যাদোর মাও – যাইরে – তোক ছাড়ি ক্যানবা যাবার মোনাওছে না।

মোড়ল : (নেপথ্যে) রে কছি – কছি – কোটেরে কছি –।

কছি : ওরে বাপরে – বাপ – মোড়ল আলছে – এলা কি করোঁ? কোটে নুকাঁও ––? এই যে ন্যাদোর মাও – ও ন্যাদোর মাও

বউ কি হইল ফির –? কি কওছেন মোক –?

কছি মোক এনা তোরা বাঁচান – তোরা এনা মোড়লক্ কন বোলে বাড়িত্ নাই –।

বউ : মুই মিছা কথা কবা পারব্যানাও –।

কছি : না ময়না তোর পাঁও ধরোছোঁ – মোক তোরা বাঁচান –।

মোড়ল : ঐ যে কন –। এনা জোরে কন – মুই ঐ ধানের ডুলিত নুকাওছোঁ–।

বউ : কাঁয় ব্যাহে – হামার দেওয়ানি বাড়িত্ নাই –।

মোড়ল : কছি গেইছে কোটে –?

বউ : ক্যানে তোরায় বোলে কোটেকোনা পটে দেছেন –।

মোড়ল : ও – হ আচ্ছা ঠিক আছে –।

বউ : হইছে এলা বারান – হায় হায়রে – কি পালোয়ান – মোর লোক আইশা দেখি একেবারে ধানের ডুলিত্ –।

কছি হে – হে – হে – তুই – মোক বাঁচালু ময়না – তা ভালোয় হইল –। মোড়লক্ কি কয়া বিদায় দেনেন–।

বউ : কি ফির আরও কয়? যা কবার কইছেন তাকে কছি –।

কছি : কি – কি – কলু – আর একবার কও তো।

বউ : কছি – কছি – যা কবার কইছেন – তাকে কছি –।

কছি : আরে এ শশুরের বেটি কেমন মোর নাও কয় রে –। আঁ – তুই যে মোর জাইত্ কুল সউগ খালু –।

বউ আ – হা – হা – হা – কছি তা কছি একবার কছি –। আর কি কছি –?

গায়কের গান : মধুর লোভে
এবার শোনেন কছি ভাইরে কোনবা কাম করে
তালতলার দিকে সে যে লাগছে দৌড়িবারে।
ইতোপূর্বে মোড়ল শোনেন সেখানে পৌছিয়া
তালতলার পুকুর পাড়ে আছে দাঁড়াইয়া।
মনের হাউসে মালা ভাইরে জলেতে নামিয়া
আপন মনে গোসল করে শোনেন মন দিয়া।
অবাক হইয়া মোড়ল তখন অপলক নয়নে
মত্ত আছে ঐনা কন্যার রূপ সুধা পানে।
গোসল করি কন্যা যখন ডাঙ্গাতে উঠিল
কন্যার সামনে মোড়ল তখন যাইয়া খাড়া হইল।

নবম দৃশ্য
(পুকুর পাড়)

মোড়ল : হা – হা – হা – আইজ আর যাবু কোটে –? কাছে আয় সুন্দরী –।

মালা : না – রাস্তা ছাড়ি দিয়া খাড়া হও মোড়ল –। মুই বাড়ি যাইম্ –।

মোড়ল : হা – হা – হা – রাগ হয়া লাভ নাই –। তোক মুই মনের রানি বানাইম্ –।

মালা সাবধানে কথা কন মোড়ল –। মোর বিয়াও হইছে –। মোর স্বামী আছে –।

মোড়ল : বিয়াও হইছে – তোর ফির স্বামী আছে – হা – হা – হা – । না – তোক মুই বিয়াও করিম্।

মালা : না – রাস্তা ছাড়ি দিয়া খাড়া হন –।

মোড়ল : হা – হা – হা – তোক মুই আইজ কিছুতেই ছাড়ি দেওছোঁ না –। আয় – আয় –।

মালা : ওগো তোরা কে কোটে আছেন – মোক – বাঁচান – বাঁচান –।

মোড়ল : হা – হা – হা – কছি –।

কছি : আজ্ঞে কছিমুদ্দীন –।

মোড়ল : চুপ – বে-আক্কল – নে ঘাড়োত্ তুলি নে –।

মালা বাঁচাও – বাঁচাও –।

(হীরা তীর ধনুক হাতে শিকারের উদ্দেশ্যে ঘুরছিল। মালার চিৎকার সে শুনতে পেল)

হীরা কাঁয় –? কাঁয় ওংকা করি চিকরোছে –? মালা নাকি –? মা–লা –।

মালা ভাই জান –।

হীরা মালা –

(হীরা তীর মারবে। কছিমুদ্দীকে তীর লাগবে। চিৎকার দিয়া কছি জমিনে পড়বে –। মালা ছাড়া পেয়ে হীরার কাছে আসবে –।)

মালা : ভাইজান –।

হীরা : যা মালা – বাড়ি চলি যা – মুই এপাকে দেখোছো –।

(মোড়লের প্রবেশ)

মোড়ল : রে নরাধম – তুই কোন সাহসে মোর একটা মানুষোক্ খুন করলু –?

হীরা যারা নারীর উপর অত্যাচার করে – তামাক্ মারিফেলায় ভাল –।

মোড়ল ওহ ! ঐ সুন্দোরী বোধ হয় তোরে সাথী। বেশ এর পরিণাম কি হইবে চিন্তা করছিস –?

হীরা তুই এটে থাকি যাবু কি না –?

মোড়ল তোর সাহস কমনোয়ায় –? হা – হা – হা –।

হীরা মোড়ল –! তুই এ গাঁয়ের মোড়ল – তা না হইলে –।

মোড়ল কি – কি – কলু হয় –! তা না হইলে কি কলু হয় –?

হীরা : এই তীর দিয়া তোর কলজা বাইর করি ফেলানু হয় –।

মোড়ল হা – হা – হা – পিপড়ার বুঝি পাখা গজাইছে। ঠিক আছে – ক্যাংকা করি পাখা ভাংব্যানাগে - সেটা মোর জানা আছে।

(প্রস্থান)

হীরা : (চিন্তা করিয়া) খুন – খুন – মুই – খুন – কনু – না – না – এটে আর থাকা যাবানায় – মুই পালাওঁ –। (প্রস্থান)

দশম দৃশ্য

(দারোগা, পুলিশ, চৌকিদার, মোড়ল গ্রামবাসি ও মালা। মকিম বুড়ার বাড়ি)

মোড়ল : দারোগা বাবু – আসামি যখন হাতেনাতে ধরা পড়ি গেইছে – তখন দেরি না করি অক্ নিয়া চলেন।

দারোগা : আসামির নাম –।

মোড়ল : কই রে ছেফা – এ্যায় – ছেফা –। শালা চকিদারটা গেল কোটে রে –।

www.pathagar.com

ছেফা	:	এ – এ – এইতো মুই এটে কোনা –।
মোড়ল	:	দে – দে কয়া অর নাম ধাম গুলা কয়া দে –।
ছেফা	:	আজ্ঞে সা – সা – সার –।
দারোগা	:	এই বেটা পরিষ্কার করি কও –।
ছেফা	:	আ – আজ্ঞে – সার – ম ম – মতিয়া –।
দারোগা	:	আচ্ছা – আচ্ছা এই কছিমুদ্দীন কীভাবে খুন হলো –?
ছেফা	:	আ – আজ্ঞে সার –।
মোড়ল	:	চুপ শালা তুই কি জানিস –? দারোগা বাবু ঐল্যা পরে ঠিক করি লেখ্‌মেন –। আগে উয়াক্ নিয়া চলেন।
দারোগা	:	সিপাই –।
সেপাই	:	ইয়েচ স্যার –।
দারোগা	:	আসামিকে বেঁধে নিয়ে চল –।
সেপাই	:	চকিদার – এই বেটা চকিদার – আসামিক বান্দি ফেলাও –।
মালার গান	:	শোনেন শোনেন দারোগা বাবু গো ও বাবু হায়রে বলি তোমার ঠাঁই আমার স্বামীর কোনো অপরাধ নাই। হাতে ধরি পায়ে পড়ি গো ও দারোগা বাবু দয়া কর আমায় স্বামী বিহনে পরান আমার যায়।
দারোগা	:	কান্দাকাটি করে কোন লাভ নাই মা তোমার স্বামীকে আমি ছাড়তে পারব না।
মালার গান	:	আমি যে অভাগী নারী গো ও দারোগা বাবু বাঁচাও আমারে ছেড়ে দাও বাবু আমার পতিরে।
মোড়ল	:	হা – হা – হা – দারোগা বাবু কি দেখোছেন –? চলেন –।
দারোগা	:	আইনের চোখে তোমার স্বামী খুনি –। খুনিকে পুলিশ কখনও ছেড়ে দেয় না –।
মালার গান	:	আমার স্বামী খুনি নহে গো ও দারোগা বাবু ধরি তোমার চরণ এ অভাগীর বাঁচাও জীবন।
মোড়ল	:	বাহ ! বাহ ! দারোগা বাবুর মন বোধ হয় একেবারে গলি গেইছে –। কি ভাবোছেন –? চলেন –।
দারোগা		হ্যাঁ চলেন –। সেপাই আসামিকে নিয়ে এসো আর মোড়ল সাহেব আপনার লোক দ্বারা লাশটাকে মর্গে পঠিয়ে দিন। (মোড়ল, দারোগা, দুইজন লাশ নিয়ে প্রস্থান)

www.pathagar.com

মালার গান জনমের মত চলিয়া যাওছেন গো
ও প্রাণপতি আমারে ছাড়িয়া
অভাগিনী মরিবে কান্দিয়া।

মতি গান : কেন্দোনা কেন্দোনা প্রিয়া গো
ও প্রাণ প্রিয়া কেন্দোনা অমন হায়
তোমার লাগি বক্ষ ফেটে যায়।

মালার গান তোমার সাথে যাব আমি গো
ও প্রাণপতি লইয়া যাও আমায়
তা না হইলে মরিব হেথায়।

মতি গান থাক তুমি পিতার কাছে গো
ও প্রাণপ্রিয়া কি হবে কান্দিয়া
আবার আমি আসিব ফিরিয়া।

: – স্বামী –

: – মালা –

(মতিকে নিয়ে পুলিশের প্রস্থান। ধুলায় লুটিয়ে পড়ে মালার ক্রন্দন)

মালার গান : কি করিব কোথায় যাব গো
ও বিধি আমি না দেখি উপায়
স্বামী ছাড়া বাঁচা বড় দায়।
এসো এসো প্রাণের পিতা গো
ও পিতা তুমি দেখ না আসিয়া
প্রাণ কন্যা তোমার মরে কান্দিয়া।
প্রাণস্বামী চলিয়া গেল গো
ও প্রাণ পিতা দু:খে পরান যায়
এবার আমার হবে কি উপায়।

বুড়া : মাও – মালা – মালা –। আরে তুই – তুই এটে কেনে ওংকা ওংকা করি কান্দোছিস ক্যান মা –? কি হইছে তোর ?

মালা : বাবা – তোমার জামাই্ক পুলিশে ধরি নিয়া গেইছে।

বুড়া : কি –? পুলিশ ধরি নিয়া গেল –! হায় – হায় কি হইল –। মোর কপালোত্ কি হইল –? ও হো – হো – হো এলা মুই কি করোঁ –।

(লোকজন সহ মোড়লের প্রবেশ)

মোড়ল রে মূর্খ বুড়া – এলাওঁ মোর প্রস্তাবোত্ তুই রাজি হয়া যা – তা না হইলে –।

বুড়া মোর যা সর্বনাশ করাবার তা তো করি ফেলাইছেন – আর কি করব্যা চাওছেন –?

www.pathagar.com

মোড়ল তোর জামাই আর কোনোদিন ফিরি আসপ্যানায় – কাজেই তোর বেটিটাক্ মোকে দে – ।

বুড়া মোর জীবন থাকাত্ মুই ও কাম করব্যা পারব্যানাও – । তোরা যাও মোর বাড়ি থাকি – ।

মোড়ল : হা – হা – হা – বুড়া হইলে বুদ্ধি সুদ্ধি হারে যায় – । ঐ তোরা কি চায়া দেখোছেন –? ঐ বুড়াক্ নিয়া যা খুব ভাল করি ধোলাই করবু – যা – ।

মালা : না – না – বাবা – বা-বা – ।

মোড়ল : হা – হা – হা – বাহ ! বাহ ! কি সোন্দর – কি চমৎকার – হা – হা – হা – আয় – আয় সুন্দরী – । তোক মুই আইজ মোর বাড়িত্ নিয়া যাইম্ ।

মালা : তোরা তোরা – না – না – আর আগান না – ।

মোড়ল : হা – হা – হা – তোক মুই আইজ ছাড়ব্যারনাও – সুন্দরী – আইজ বাড়িত্ নিয়া যাইম্ ।

মালা : তোরা বারান – বারান মোর বাড়ি থাকি – বারে যাও – ।

মোড়ল : হুঁ – যাইম্ – কিন্তু তোক ধরি যাইম্ ।

মালা : মোক ছাড়ি দেও – মোক ছাড়ি তোরা – ।

মোড়ল : হা – হা – হা – আইজ আর কেউ আসপ্যানায় – আর কেউ নাই হা – হা – হা – ।

মালা : উহ, আলাহ –! মোক ছাড়ি দে – । মোক বাঁচাও – – বাঁচাও – ।

মোড়ল : চিকরা চিকরি করি লাভ নাই – । আইজ আর তোক ছাড়ি যাবানাও – হা – হা – হা – ।

মালা : উহ ! – আহ, – বাঁচাও – বাঁচাও – ।

(হীরার প্রবেশ)

হীরা : মোড়ল –!

মোড়ল : কাঁয় –! ও তুই – এক পাকে সরি খাড়া হও –– ।

হীরা : তুই এ গাঁয়ের মোড়ল – তা না হইলে তোর টুটি ছিঁড়ি ফেলে দিনু হয় – ।

মোড়ল : চুপ –! চুপ বেয়াদব ! তোর এত বড় সাহস যে, মোর মুখের আগোত্ আশি খাড়া হছিস্ – ।

হীরা : মোড়ল –! মালাক্ তুই ছাড়ি দে – ।

মোড়ল : না – ।

হীরা : অক্ ছাড়ি দে তুই – ।

মোড়ল : না – না রাস্তা ছাড়ি দিয়া খাড়া হও – ।

www.pathagar.com

হীরা কি –? মালাক্ তুই ছাড়ি দিবু না –? তা হইলে – –।

মোড়ল হা – হা – হা – ঐ তোরা কে কোটে আছিস? শয়তানটাক্ ভাল করি শাস্তি দে –।

(মোড়লের লোকজন হীরাক্ টানি নিয়া যায়। মালাকে নিয়ে মোড়লের প্রস্থান)

একাদশ দৃশ্য

(মোড়লের বাড়ি)

মোড়ল এ – এই যে সুন্দরী –। এইটা ঘরোত্ হামার আইজ বাসর হইবে।

মালা এটে মোক কোটে ধরি আইনেন –? মোক ছাড়ি দেও – মুই বাড়ি যাইম্।

মোড়ল : হা – হা – হা – তুই এটে থাকি আর যাবার পারবু না –। তোক মুই বিয়াও করিম্ –।

মালা : না – না – মোর–মোর স্বামী আছে –?

মোড়ল : আঁ – তোর স্বামী আছে –? হা – হা – হা – তোর স্বামী আর আসপ্যানায় –।

মালার গান : হাতে ধরি পায়ে পড়ি গো
ও মোড়ল তুমি ছেড়ে দাও আমায়
স্বামী বিহনে পরান আমার যায়।
স্বামী আমার প্রাণের প্রাণ গো
ও মোড়ল তুমি ছেড়ে দাও আমায়
আমার কেহ নাই এ দুনিয়ায়।

মোড়ল তুই মোর কথাত্ রাজি হয়া যা সুন্দরী – তা না হইলে জোর করি – –।

মালার গান : তুমি আমার পিতার সমান গো
ও মোড়ল তুমি আমায় দাও ছাড়িয়া
পিতা আমার মরিবে কান্দিয়া।
দেশান্তরি হইয়া যাইব গো
ও মোড়ল আমার স্বামীকে লইয়া
ছেড়ে দাও মোরে দয়া করিয়া।

মোড়ল না – না – মুই তোর কোন কথা শুনব্যানাও – মুই আইজে তোক বিয়াও করিম্।

মালা তোমার পাঁও ধরোছো মোড়ল – – মোক কিছুদিন সময় দেও –।

মোড়ল বেশ – তুই ভাবনা চিন্তা করি তিন দিনের মধ্যে মোক জানাবু – হা – হা – হা –।

www.pathagar.com

দ্বাদশ দৃশ্য

(দুইজন লোক হাট থেকে বাড়ি ফিরছে। হীরা হাত পা বাঁধা অবস্থায় রাস্তার ধারে পড়ে আছে।)

১ম লোক : ব্যাহে আয়সুতির বাপ – আইজ হাটোত কি খরচ কম্মেন?

২য় লোক : আইজ ক্যানবা বেজায় গরম উঠছে ব্যাহে – থ্যালথ্যালীর বাপ –।

১ম লোক : ইলিশ মাছ নেমই আইজ –? খুব শস্তা না গেল বুঝি –?

২য় লোক : বাড়িত্ কাঁয়ও নাই – বাড়িআওলি বেটির বাড়িত্ গেইছে –। একলায় আন্দি খাবার – নাগোছে।

১ম লোক : আরে – আরে এটা কাঁয় ব্যাহে –? এটেকোনা পড়ি আছে ক্যান–?

২য় লোক : ঠিকে ব্যাহে –? ইয়ার হইছে কি –?

১ম লোক : আরে তুই কাঁয় ব্যাহে –? তুই কোন গ্রামের লোক –? তোর নাম কি –?

হীরা : মো – মোর – নাও – হীরা –। বাড়ি মোর শিব নগর –।

২য় লোক : এটে কার বাড়িত্ আলছিস্ – আর এই অবস্থায় ক্যান এটেকোনা পড়ি আছিস –?

হীরা মকিম বুড়া মোর সাগাই। আর মোড়লের লোকজন মোক মাইর পিট করিয়া বন্দি থুইছে। তোরা – এনা দয়া করি মোক মকিম বুড়ার বাড়িত্ নিয়া যাও।

১ম লোক এনা ধরো ব্যাহে আয় সুতির বাপ। আহা বেচারা মাইরের চোটে – একেবারে কাবু হয়া গেইছে। তা মোড়লের লোকজন তোমাক মারে ক্যান–?

হীরা : উহ ! – আহ ! কওছোঁ – সউগ খুলি কওছোঁ – হাঁটো বুড়ার বাড়িত্ যাই আগোত্ –। (প্রস্থান)

(মকিম বুড়ার বাড়ি মকিম বুড়া তার আঙ্গিনায় খুব কাতর অবস্থায় পড়ে আছে –।)

বুড়া : মা – মাও – মালা –। এটেকোনা গেলু মাও –। ও – বাবারে – ও মারে। উহ ! – আহ্ ! – আয় মা আশি এক নজর দেখ মা –। তোর বুড়া বাপোক্ মোড়লের লোক কেংকা করি ডাংগাইছে –। ওহ্ – হো – বাবারে – আহ্ – আয় – মা – কোনটে গেলু –? আঁ – আয় – মা – আ – আয় – মা মা-লা – মা – আহ্ –।

হীরা চা – চা – চাচা – তোমাক্ কাঁয় মারি ফেলাইল্ চাচা –।

২য় লোক ওরে বাপরে বাপ বুড়া খুন হইছে – আহারে বুড়াক্ এইংক্যা করি কাঁয় মারি ফেলাইছে।

১ম লোক ঠিক আছে – তোরা এটে থাকেন – মুই মানুষ ডাকে আনো –। তোরাও থাকেন ব্যাহে আয়সুতির বাপ –। (প্রস্থান)

www.pathagar.com

(দারোগা সেপাই, চৌকিদার ও ১ম লোকের প্রবেশ)

দারোগা : এই কি মকিম বুড়ার বাড়ি।

হীরা : হ দারোগা বাবু ভিতরোত্ আইসেন।

দারোগা : আচ্ছা ঠিক আছে –। মৃত ব্যক্তির আসল নাম কি –?

১ম লোক : ওয় – ছেফা – কবার পারিস না –। চৌকিদার হছিস কি বুলি –?

চৌকিদার : আ – আজ্ঞে স্যার – ম – ম – মকিম উদ্দীন –।

দারোগা : (লিখতে লিখতে) মকিম উদ্দীন –। পিতার নাম –।

চৌকিদার : এ – এ – এও – আরে এ – এ – এই মনে হওছে না –।

দারোগা : চউপ হারাম জাদা ! এ – এও – এও কি রে – মূর্খ –। আপনি বলেন ভাই –।

১ম লোক : মকিমের বাপের নাও হইল – প্যান্দুড়া গাছুয়া –।

দারোগা : আপনার নাম –?

১ম লোক : মোর নাও হওছে – ইনাতুলাহ –।

দারোগা : আপনার নাম বলেন –।

২য় লোক : মোর নাও হওছে কপিল উদ্দীন।

দারোগা : আপনার নাম –?

হীরা : মোর নাও হীরা –।

দারোগা : আচ্ছা হীরা সাহেব আপনি মকিম উদ্দীর মৃত্যু সম্পর্কে কি জানেন –?

হীরা মুই কিছুই জানোনা স্যার –। মুই আসি দেখোঁ – মোড়ল জোর করি মালাক নিয়া যাওছে। মুই বাধা দিবার গেছনু তা মোড়লের লোকজন মোক জোর করি ধরি নিয়া যায়া হাত পাঁও বান্দি ডাঙ্গাইছে।

দারোগা বেশ মকিম বুড়ার বেটি মালা এখন কোথায় –? বলতে পারেন –?

হীরা স্যার মালা এখন মোড়লের বাড়িত্ আছে –।

দারোগা বুঝেছি – আপনারা এখন যান –। চৌকিদার – লাশটা নিয়ে যাও –।

ত্রয়োদশ দৃশ্য

(মোড়লের বাড়ি)

(বন্ধ ঘরে মালার গান)

মালার গান : কোথায় রইলে প্রাণপতি গো
ও প্রাণপতি দেখ না আসিয়া
তোমার লাগি প্রাণ যায় চলিয়া।

www.pathagar.com

এখন আমি কি করিব গো
ও বিধি আমায় উপায় দাও বলে
কেমন করিয়া যাইব চলে।

মোড়ল হা – হা – হা – সুন্দরী – কীজন্যে আর কান্দাকাটি করিস –? তোর স্বামী আর আসপ্যানায়।

মালা মোড়ল – তোমার পাঁও ধরোঁ মোড়ল – তোরা মোক ছাড়ি দেও –।

মোড়ল তোক কি মুই ছাড়ি দিবারবুলি আনছুঁ –? মোর কথাত্ তুই রাজি কিনা সেই কথায় কও –।

মালা : হায় – হায় – এলা মুই কি করোঁ –?

মোড়ল : আয় – হা – হা – হা – আয় কাছে আয় –।

মালা : না – না –।

মোড়ল : না –? হা – হা – হা – আইজ আর তোর রেহাই নাই –। ধরা তোক আইজ দিবারে নাগবে –।

মালা : না – না – উহ ! – বাঁচাও – বাঁচাও –।

মোড়ল : হা – হা – হা –।

(মোড়লের বড় বউয়ের প্রবেশ)

বড়বউ : সাবধান মোড়ল – ঐ বেটিছইলোক তোরা ছাড়ি দেও –।

মোড়ল : কাঁয় –? ও –! তুই –? তুই ক্যান এটে মরব্যার আলু –?

মালা : মা – তোমার পাঁও ধরোঁ মা – তোরা মোক বাঁচান –।

বড়বউ : তোর কোনো ভয় নাই মা – মুই বাঁচি থাকাত্ তোর কোনো ক্ষতি করব্যা মুই দিব্যানাও –।

মোড়ল : এটে থাকি সরি যা বড় বউ –।

বড়বউ : না – বেটিছইল হয়া – আর একটা বেটিছইলের ক্ষতি করব্যা মুই দিব্যানাও –।

মোড়ল : তুই – এটে থাকি যাবু কিনা –।

বড়বউ : – না –।

মোড়ল : কি? যাবু কি না –? তা হইলে দেখ বেয়াদব নারী –।

(দরজার আড়ালে কুড়াল ছিল – মোড়ল সেটা হাতে নিয়ে বড় বউয়ের মাথায় জোরে আঘাত করে –।)

বড়বউ : আহ্: উহ: – আলাহ্ – আলাহ্ ! আ–আ–ল্ – (বড় বউ মারা যায়)।

মোড়ল : হা – হা – হা সুন্দরী – তোর জন্যে মুই সউগ করব্যার পারোঁ –। আয় কাছে – আয়–।

মালা : না – না – মোক ছাড়ি দেও – ছাড়ি দেও –।

www.pathagar.com

মোড়ল হা – হা – হা – তোক মুই আইজ কিছুতে ছাড়ি দিব্যানাও –।

মালা না – না – বাঁচাও – বাঁচাও –।

(দারোগার প্রবেশ)

দারোগা : মোড়ল –।

মোড়ল : কাঁয় –? দা–দারোগা বাবু – আ-আপনি –?

দারোগা : চুপ করুন – আপনার সব রহস্য আজ ধরা পড়ে গেছে –। আপনি এখন পুলিশের হেফাজতে –।

মোড়ল : না – না – হে – হে – মানে – হে হে আইসেন ঐ ঘরে – মানে ঐ ঘরে গিয়া বসি –।

দারোগা সেপাই – মোড়লের হাতে হাতকড়া লাগাও –। আর লাশটাকে মর্গে পাঠানোর ব্যবস্থা কর –।

মোড়ল না দা-দারোগা বাবু – মানে – আপনি – আপনি – মানে – মু-মুই তোমাক অনেক টাকা দিম –।

দারোগা টাক –! টাকা দিয়ে আমাকে কেনা যাবে না মোড়ল – সিপাই নিয়ে চল – মালা – এসো আমার সাথে – তোমার স্বামীর খালাসের জন্য আমি নিশ্চয়ই চেষ্টা করব।

গায়কের গান : দারুণ বিধি হায় হায়রে
তার পরে কিছু দিন ভাই গেল যে চলিয়া
মতি মিয়ার বিচারের দিন আসিল ঘনিয়া।
মালা হীরা আদালতে উপস্থিত হইল
গ্রামবাসি সবাই বিচার দেখিতে আসিল।
স্বাক্ষী প্রমাণ নিয়া বিচারক প্রকাশ করে রায়
যত লোক ছিল সেথায় শুনিবারে পায়।
মতি মিয়া বেকসুরে খালাস পাইল
সোনা মিয়া মোড়লের ভাই ফাঁসির হুকুম হইল।

মতি : দোস্তজী –।

হীরা : দোস্তজী – ঐ যে তোমার মালা – (প্রস্থান)।

মতি : মালা – মালা –।

মালা : প্রিয় প্রাণপ্রিয় আমার –।

মতি : এসো এসো প্রাণপ্রিয়া গো

মালা : ও প্রিয় তুমি হৃদয়ের ধন।

উভয়ে : তুমি ছাড়া বাঁচে না পরান।

মালা : তুমি আমার মাথার মণি গো।

মতি : ও প্রাণ প্রিয় তুমি নয়নতারা।

উভয়ে : তুমি ছাড়া হই দিশাহারা –।

সমাপ্ত

www.pathagar.com

৩. রানি চন্দ্রাবতী

রচনায় : মো. সোহরাব আলী

বন্দনা

দয়া করে এসো দয়াল আমার আসরে
সর্বক্ষণে ডাকি তোমারে।
অধিক পিয়ারা যিনি হাবিব খোদার
তাঁহার তরে ছালাম হাজার বার।
বিদ্যাবতী সরস্বতী তাহার স্মরণে
পূজা করিব তাহার চরণে।
পূর্ব পশ্চিম বন্দিয়া লব উত্তর দক্ষিণ
চারি কোন আর আসমান ও জমিন।
তাহার পরে শিক্ষাগুরুর বন্দিব চরণ
বসি আছেন যত শ্রোতাগণ
আজকের পালা চন্দ্রাবতী গাহিব এখন
শ্রোতাবন্ধু শোনেন দিয়া মন।

বাদশা : উজির সাহেব –।

উজির : বলুন জাঁহাপনা –।

বাদশা : মহান প্রতিপালক আমার বিশাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর করেছেন। তথাপি কেন যেন মন আমার অতৃপ্ততায় পরিপূর্ণ।

উজির : মানব মনের আকাংক্ষা অপরিসীম জাঁহাপনা।

বাদশা : আপনি ঠিকই বলেছেন উজির সাহেব। অদ্য নিশিথে নিদ্রাবস্থায় স্বপ্নযোগে যা দর্শন করলাম –।

উজির : কি দর্শন করেছেন জাঁহাপনা –?

বাদশা : দূরে – বহু দূরে –, সাতসমুদ্র তের নদী পার হয়ে এক রাজ্য। স্বপ্নময় রাজ্য বৈরামপুর। এক অপরূপা সুন্দরী রমণী যে রাজ্য করেন শাসন।

উজির : বলেন কি জাঁহাপনা –?

বাদশা : হ্যাঁ – উজির সাহেব। চন্দ্রাবতী –। ঠিক চন্দ্রের মতই তার অপূর্ব রূপ। আজানুলম্বিত ভ্রমরকালো কেশদাম, বাঁশির মত নাসিকার উপরিভাগে কাজলকালো চোখ দু'টি আর ধনুকের মত তার ভ্রূযুগল, স্বল্প বিস্তারিত ললাট, যেন দ্বিতীয়ার উদিত চন্দ্রের অপূর্ব প্রতিফলন, যেন মনমোহিনী হৃদয়হরণকারিণী স্বপ্নরাজ্যের এক যাদুকন্যা।

উজির জাঁহাপনা – আপনি কি উম্মাদ হলেন?

www.pathagar.com

বাদশা না – না – নাহ আমি উম্মাদ। আমি চাই ঐ স্বপ্নের রানি চন্দ্রাবতীকে। আমি – আমি তাকে – আমার মহলের করব বেগম। হা – হা – হা ।

উজির জাহাপনা –। এ – এ আপনি কি বলছেন? আপনার পিতা বাদশা জমশেদ ছিলেন একজন সুশাসক, খোদাভীরু এবং ন্যায়পরায়ন। আপনার বয়স যখন ষোল বৎসর তখন বাদশা জমশেদ আপনার এবং এ রাজ্য পরিচালনার সম্পূর্ণ দায়িত্ব আমার হস্তে অর্পণ করে ইহধাম ত্যাগ করেন। তারপর এ মাশিনপুর রাজ্যের ঐতিহ্যবাহী রাজ মুকুট আপনার শিরে সুশোভিত করে রাজ্য পরিচালনার গুরুদায়িত্ব পাঁচ বৎসর কাল শিক্ষা দান করছি। বংশ গৌরবে গৌরবান্বিত আপনি এখন বাদশা সাজ্জাদ। এ গৌরব আপনি ক্ষুণ্ন করবেন না জাঁহাপনা।

বাদশা : না – না – উজির সাহেব –। আমি চাইনা রাজ্য, চাইনা সিংহাসন, রাজ মুকুট, বাদশাহী গৌরব, আমি কিচ্ছু চাই না। আমি – আমি চাই আমার স্বপ্নের রানিকে।

উজির : জাঁহাপনা – স্বপ্নদর্শনে এ রূপ উম্মাদনা বাতুলতা মাত্র। তার চেয়ে আপনি বলেন তো বিবাহের ব্যবস্থা করি।

বাদশা বিবাহ? হা – হা – হা – উজির সাহেব পিতার তিরোধানের পরমুহূর্ত থেকে আপনাকেই পিতৃতুল্য সমাদর করে আসছি। আমার কামনা বাসনা একমাত্র আপনার উপর নির্ভরশীল।

উজির কিন্তু – অজানা – অচেনা স্বপ্নে দেখা – – –।

বাদশা স্বপ্ন হলেও এযে বাস্তব সত্য উজির সাহেব। আজ যদি আমার পিতা বেঁচে থাকত তাহলে – তাহলে পূর্ণ হতো আমার মন বাসনা।

উজির : বেশ – আপনার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক জাঁহাপনা।

বাদশা : আর বিলম্ব নয় উজির সাহেব। আপনি যাত্রার ব্যবস্থা করুন। – – – কি ভাবছেন উজির সাহেব?

উজির : হ্যাঁ – ভাবছি – –?

বাদশা : হাতি ঘোড়া লায়লস্কর নিয়ে যাত্রা নিস্প্রয়োজন উজির সাহেব –। সপ্তসমুদ্র পাড়ি দিতে আপনি বরং সপ্তডিঙ্গার ব্যবস্থা করুন।

উজির : তাই হবে জাঁহাপনা –।

গায়কের গান : এই কথা বলিয়া গো উজির কোনবা কাম করে রে
আরে ওরে সাজিল রে –।
সপ্তডিঙ্গার মাঝি মালাদেক্ ডাকিয়া আনিল রে॥
সাজ সাজ বাদশার দরবারে হৈচৈ পড়িয়া গেল রে ॥
সপ্তডিঙ্গা সাজিল বাদশার কত রংগে ঢংগে রে ॥

www.pathagar.com

ডিঙ্গাতে চড়িল গো বাদশা আনন্দিত মনে রে ॥
সর্দার মাঝি ছাড়িল ডিঙ্গা ভাসিল সাগরে রে ॥
পূবিয়া বাতাসে সে ডিঙ্গা উজানে চলিল রে ॥
এদিকেতে দয়ার আলাহ্ বেজার হইল রে ॥

বাদশা স্নিগ্ধ, নীল, মুক্ত আকাশ, সম্মুখে অথৈ জলধি পাশে সমুদ্র তটে রূপালি বালুচর কিন্তু একি ! আমি – আমি যে স্তম্ভিত হয়ে যাচ্ছি। বালুকারাশির প্রতিটি কণায় কণায় যেন মিশে আছে তার মুখচ্ছবি। যেন পুবাল সমীরণের কোমল স্পর্শে মৃদু মৃদু দোল খেয়ে আমার হৃদয়ে অংকিত হচ্ছে একটি চিত্র, – একটি মাত্র প্রতিচ্ছবি –, আমার স্বপ্নের রানি – চন্দ্রাবতী – । – উহ্ – আর – আর – কত দূরে – – – : – মাঝি – সর্দার – মাঝি –?

সর্দার মাঝি : আজ্ঞে – জাঁহাপনা – ।

বাদশা : আর কত দূর – কত দিনেইবা সেই বৈরামপুর রাজ্যে পৌছিব?

সর্দার মাঝি : আজ্ঞে জী হুজুর – বাড়ি থাকি বাইর হওয়ার তো আইজ তিন মাস পার হয়া গেল। মুই চিন্তা করি দেখোছোঁ আরও কম করি তের মাস সময় নাগবে।

বাদশা : একি বলছ তুমি সর্দার মাঝি –? জোরে – আরো জোরে বৈঠা মারতে বল সর্দার।

সর্দার মাঝি : জী হুজুর তোরা চুপ করি বসি থাকো মুই ব্যবস্থা করোছোঁ।

সর্দার মাঝির গান : আরে – ও – ও্ মাঝি – – –

হেঁয়ারে – হেঁইয়া – হেঁইয়ারে হেঁইয়া – ।
বৈঠা মার মাঝি জোরে চল
মুখে মুখে শুধু আলাহ্ বল
জোরে টানো মাঝি ঐ সাগরের জল।
অকি ও মাঝি ভাই – –
ঝির ঝির করিয়া বাতাস বয়
মনের কথা কোনা খুলিয়া কয়।
চল চল মাঝি ভাটিয়াল গাহিয়া –
আকাশে চমকায় বিজলি বান
ভয়ে কাঁপে হামার প্রাণ
চল চল জোরে উজান বুলিয়া।

সর্দার মাঝি : হুজুর – হুজুর – ।

বাদশা : কি হলো সর্দার মাঝি?

সর্দার মাঝি : ঈশান কোনো কালো মেঘ ভাসি উঠছে হুজুর – । ভীষণ ঝড়ের লক্ষণ বুঝা যাওছে। ডিঙ্গা কিনারে চাপাই হুজুর।

www.pathagar.com

বাদশা — না – না – সর্দার মাঝি বৃথা বিলম্বে বিলম্বে বিঘ্নের সৃষ্টির প্রয়োজন নেই। জোরে – আরও জোরে-।

সর্দার মাঝি — ঐ দেখেন হুজুর – ঝড় – একেবারে আশি পইল। ডিঙ্গা পইল। ডিঙ্গা কিনারে --।

বাদশা : না – না – কিছুতেই না --।

সর্দার মাঝি : এলাঁও সময় আছে হুজুর –। আপনি ভাবি দেখেন।

বাদশা : বৃথা বাক্য ব্যয়ে সময় অপচয় করনা সর্দার মাঝি – জোরে আরও জোরে –।

সর্দার মাঝি : হুজুর – ঝড়ের ঠেলায় সাগরের পানির ঢেউ উথাল পাথাল করোছে। সাত খানা ডিঙ্গা টলমল করোছে। হুজুর – আর বাঁচার উপায় নাই – হুজুর –।

বাদশা — আঁ – তাই তো – ! রাক্ষুসী ঝড়ের প্রবল তান্ডব লীলা মহা উল্লাসে সমুদ্র বক্ষে নৃত্য করছে ক্ষ্যপা পশুর ন্যায় উত্তাল তরণা আমার সপ্তডিঙ্গার উপর লাফিয়ে পড়ে বিষাক্ত ছোবল হেনে গ্রাস করছে। আ-আ-আমি এখন কি করি? কো-কোথায় যাই – মা-ঝি সর্দার মাঝি – জোরে আরও – জোরে –। না – না নিমেষে অন্ধকার হয়ে এলো – একে – একে ছয় খানা ডিঙ্গা সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত হলো –। আ-আমি – না – না – বাঁচাও – বাঁচাও – বাঁ –।

: একি ! আমি কোথায় – কেন আমি সর্বাঙ্গে তীব্র বিষের নিদারুণ জ্বালা অনুভব করছি? উহ! পদদ্বয় যেন নির্বিকার অসাড় হয়ে গেছে। আমি – আমি চলতে পারছি না কেন? আহঃ চতুর্দিকে কোন কিছুই পরিলক্ষিত হচ্ছে না। কোথায় আমার সপ্ত ডিঙ্গা – কোথায় মাঝি মালা –? আমি কি আমার স্বপ্নের রানির দেশে পৌঁছেছি?

গান : কোথায় আছ স্বপ্নের রানি গো –
দেখা দাও আসিয়া–
ও প্রাণের রানি গো –।
তোমাকে না পাইলে রানি গো –
আমি যাইব মরিয়া – ও প্রাণের – ॥
কোথায় গেলে সর্দার মাঝি গো –
মাঝি আমাকে ছাড়িয়া – ও সর্দার মাঝি গো ।
ক্ষুধার জ্বালায় জ্বলে মরি গো –
আমি চলিতে না পারি –।
এখন আমি কি করিব গো –
আমি না দেখি উপায় গো – ॥
ও দয়ার আলাহ্ গো –
সামনেতে গভীর বন গো –

www.pathagar.com

আমি যাইব কোথায় গো –
ও – – – ।

বাদশা : হ্যাঁ – হ্যাঁ এইতো – এইতো বিশাল আম্রকানন। এরই সুশীতল ঘনছায়ায় উপবেশনে একটি আম ভক্ষণ করে ক্ষুধাতৃষ্ণার নিদারুণ জ্বালা কিঞ্চিৎ প্রশমিত করব। আ–আম – একটি মাত্র আম। – – – এই – পেয়েছি – খাব – – – । কিন্তু – একি – – – ! কোথা থেকে একটা উড়ন্ত পাখি আমার হস্তে ধৃত আমটি ছোবল মেরে নিয়ে গেল – ! কেন –? কেন ওরে নিষ্ঠুর পংখি – আমায় তুমি আমটি খেতে দিলে না? বল – বল – পংখি – কি অপরাধ আমার?

পাখির গান ওরে শোনরে পথিক আমার কথা –
আমি – ছিলাম বাদশার রে বেটা –
বার হইতে হেথা –
আছি আমি পাখি হয়া –
এই গাছে ফল রে খায়া – ।
এখান হইতে যাওরে তুমি
ফল খাইয়া বন্দি রে আমি
ফল খাইলে পেরেশানি
এখান হইতে যাওরে তুমি ॥

বাদশা : একি শোনালে তুমি বনের পাখি? তবে কেমন করে আমি ক্ষুধার জ্বালা নির্বাপিত করব?

পাখি : এ রাজ্য ছেড়ে অন্য রাজ্য চলে যাও। এটা হচ্ছে যাদুর রানির মায়ার রাজ্য। যাদুর রানি জানতে পারলে তোমায় বন্দি করবে।

বাদশা : না – না – আমি – আমি তা হলে পলায়ন করি – পলায়ন করি। দূরে বহু দূরে এসে পৌছেছি। সম্মুখে দিগন্ত বিস্তৃত প্রান্তর। প্রান্তরের মধ্যখানে পরিলক্ষিত হচ্ছে একটি অপূর্ব সুন্দর স্বর্ণকলস। আমি – আমি ঐ স্বর্ণকলসের জল পান করে তৃষ্ণার জ্বালা নিবারণ করব – । – – – আ: তৃপ্তি – পরম তৃপ্তি – অনুভুত হচ্ছে আমার – এই জল পান করে। কিন্তু – একি ! কেন আমার উদর মাঝে সবকিছু ওলোট পালোট করছে? আমার দেহের মাঝে কেন যেন আশ্চর্য সব বৈপ্লবিক লীলা সানন্দে নৃত্য করছে। আমি – আমি – মুহূর্তে কেন এরূপ পরিবর্তন হচ্ছে? হায় – হায় আমি – আমি ময়না পাখিতে রূপান্তরিত হলাম।

চন্দ্রাবতীর গান : রঙ্গমহল মাতিল আজি প্রেমের পাগল সুরে
সেই সুরের নেশায়, কিসের আশায়
আমি একা হায়, প্রাণ বুঝি যায়।

২৩—

www.pathagar.com

সেই মন মাতানো প্রাণ জুড়ানো
মন ভোমরা এলো না কেন ॥

চন্দ্রাবতী : একি ! একি অপরূপ সৌন্দর্যের লীলা আমার সর্ব অঙ্গ থেকে পরিস্ফুটিত হচ্ছে? মনে হচ্ছে যেন কোনো এক অজানা মায়াবী অপ্সরী স্বর্গলোক থেকে নেমে এসে মর্তের মাটিতে তার অপূর্ব প্রাণচাঞ্চল্যকর রূপের কিরণ ছড়িয়ে ভুবন উদ্ভাসিত করছে। না – না – আমি আর আর্শির সম্মুখে দাঁড়িয়ে নিজ মুখ দর্শন করব না।

: এই কে আছিস –?

প্রহরী : আজ্ঞে রানি মা – হুকুম করেন।

চন্দ্রাবতী : মন্ত্রিবর – !

প্রহরী : আজ্ঞে রানি মা – এতো রাইতে – – – ।

চন্দ্রাবতী : যাও বলছি – ।

প্রহরী : আজ্ঞে মুই এলায় যাওছোঁ – ।

চন্দ্রাবতী : হা – হা – হা – সৃষ্টিকর্তার কৃপায় আমি এতো বড় রাজ্যের অধিশ্বরী – । অপর দিকে রূপ যৌবনের শ্রেষ্ঠ অধিকারিণীও বটে। কিন্তু কি আশ্চর্য – অদ্যাবধি একজন সুদর্শন যুবক আমার নয়ন গোচর হলো না। এখন আমি বিয়ে করব কাকে? না – না – যে করেই হোক – একজন সুদর্শন যুবক আমাকে পেতেই হবে।

মন্ত্রী আমায় ডেকে পাঠিয়েছেন রানি মা?

চন্দ্রাবতী হ্যাঁ মন্ত্রিবর – সম্মুখের আসনে উপবেশন করুন।

মন্ত্রী – – – আ–আমায় কিছু বলবেন রানি মা?

চন্দ্রাবতী আমি কেমন যেন অস্বস্থি বোধ করছি। মনে হচ্ছে যেন আমি সর্বাধিক অসহায় এবং একা।

মন্ত্রী : একি বলছেন রানি মা? আমরা সবাই থাকতে – ।

চন্দ্রাবতী : না – না – মন্ত্রিবর – ! হৃদয়ের বীণায় যে সুর বেজে উঠছে –, তা অব্যক্ত।

মন্ত্রী : হুঁ বুঝতে পেরেছি। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন রানি মা। আগামীকাল প্রত্যুষ্যেই আমি বিভিন্ন রাজ্যে ঘটক পাঠিয়ে দেব।

চন্দ্রাবতী : ঘটক পাঠিয়ে মনপুত: পাত্র নির্বাচন সম্ভব নহে – । আপনি বরং – – ।

মন্ত্রী : কি করব আমি – বলুন।

চন্দ্রাবতী : সব রাজ্যের রাজপুতগণকে এক এক করে নিমন্ত্রণ করুন। তারা আমার রংমহলের মায়া কক্ষে একজন করে নিশি যাপন করবে। সেই মায়া কক্ষের মায়া মুকুর আমায় নির্বাচন করে দেবে সুন্দর সুদর্শন রাজপুত।

www.pathagar.com

মন্ত্রী : বেশ – তাই হবে রানি মা।

গায়কের গান : মন পাগেলা হইল যাহার লাগিয়া
যাহার লাগি পাগল আমি
পাব কি তারে খুঁজিয়া –
মন – – – – ॥
ও আপন দোষে সব হারাইলাম রে –
আমি বেড়াই এখন কান্দিয়া –
মন – – – – ॥
ও সাজ্জাদ বাদশা পাখি হইয়া রে –
বেড়ায় দেশ বিদেশে উড়িয়া ॥
ও মনের দু:খে ময়না পাখি রে –
হায়রে মরে শুধু ভাবিয়া –
মন – – – ॥
ও এই ভাবেতে তিনটি রে –
গেল পাখির কাটিয়া
মন – – – ॥
ও তারপরেতে কি ঘটিল রে –
ও ভাই শুনিবেন মন দিয়া –
মন – – – ॥

ফান্দুয়া : আরে কোনটে কোনা গেইনেন? শোন্ছেন – হ –। আরে ও টেপার মাও।

টেপরী : তোরা বিয়ানা উঠি ওংকা করি টেপার মাও – টেপার মাও – করেন না তো –। তোমার জড় বংশোত্ নাই ছইল – আর টেপার মাও কন। বাপরে বাপ – আইজ ১৪/১৫ হইল বিয়া হবা – আইজ পর্য্যন্ত ছইলের মুখ না দেখনো –।

ফান্দুয়া : আলায় না দেলে তা হারা কি করমো কও। তা যাউক – শুন টেপার মাও –।

টেপরী : ফির ঐ কথা কন – ! নাম ধরি ডাকপা পারেন না। আর একবার কইলে কিন্তু হ্যাঁ –।

ফান্দুয়া : আরে – আরে – এই যে – কান ধরছু – আর কবানাও – তা শুনতো টেপরী –।

টেপরী : কি কওছেন – কন তা –।

ফান্দুয়া : হে হে হে টেপরী – মোক এনা পন্তা দেন তো –।

টেপরী : পন্তা খাইমেন 'হ'? কয় সের চাউল কামাই করি আনছেন কাইল্ –?

ফান্দুয়া আরে কাইল্ক্যার কথা বাদ দে। আইজ দেখিস্ এলা –। কাইল যে পখি মোর ফান্দোত্ ধরা পল্ছে –। ময়না পখি – বুঝলু –। একেবারে – এক হাজার টাকা –।

টেপরী : এক হাজার টাকা – !

ফান্দুয়া : হ – হা দেখিস সকালে – ঐ কাচারি পাড়াত্ রথের মেলাত্ ধরি যাইম্। রথযাত্রার বিরাট মেলা। সউগ রাজ্যের রাজা বাদশারা ঐ মেলাত্ আইসে। আর তারা যদি একবার এই পাখি দেখে –? মাইরে ছাড়ব্যা পারব্যানায়। – টেপরী – ও টেপরী – ।

টেপরী : আঁ – এক হাজার – ! স্বামীধন – মোর এখান শাড়ি আনেন –।

ফান্দুয়া : আরে সেটা ফির কবা নাগবে।

টেপরী : আইসো – তা হইলে পন্তা দেঁও।

ময়না পাখি : শোন শোন ফান্দুয়া ভাই গো –
ও ভাই দয়া কর মোরে –
ও ফান্দি ভাই গো – ॥
তুমি আমার ধর্মের ভাই গো –
ও ভাই বাঁচাও আমারে – ॥
ও ফান্দি ভাই গো – ॥

ফান্দুয়া ওটা কাঁয় ব্যাহে? কোন পাকে কান্দাকাটি করিস্। কই? কোন পাকে তো কাকোয় দেখোছোঁ না। চাইরোপাকে ফাঁকা রাস্তা।

ময়না আমি তোমার খাঁচার ময়না গো –
ও ভাই বলছি সত্য করে ও ফান্দু –
কোথায় নিয়ে যাবে আমায় গো –
ও ভাই বলে দাও আমারে – ॥

ফান্দুয়া : কি? কি কলু? তুই মোরে খাঁচার ময়না পাখি। ওরে বাপরে বাপ তুই এতো সুন্দর কথা কবার পারিস? হে – হে – হে – তা হইলে – – তা – হইলে – মেলায় ট্যাকা – ! – শুন – মুই তোক ধরি রথের মেলাত্ যাওছোঁ।

ময়না : আমায় যদি বিক্রি কর গো –
তুমি অনেক টাকা পাবে – ও –
রাজা বাদশা ছাড়া আমায় গো –
তুমি বিক্রি না করিবে – ও –

ফান্দুয়া অনেক ট্যাকা –! হে – হে তা হইলে ঠিক আছে। এই ট্যাকারেতো মোর দরকার।

ময়না : ফান্দি ভাই –। তুমি বাজারে গিয়া চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকবে। আমার মূল্য আমিই প্রকাশ করব।

www.pathagar.com

ফান্দুয়া ঠিক আছে সেইট্যায় হইবে। মুই আর কিছু কবা নাঁও।

চন্দ্রাবতী আশ্চর্য ! শত শত রাজপুত্র আমার রংমহলে আগমনেও কোনো প্রতিচ্ছবি মায়া মুকুটে প্রতিফলিত হলো না। অথচ সাধের ময়না পাখিটিকে যবে ক্রয় করে রাজ দরবারে নিয়ে এসোছি, সেদিন থেকে আমার মায়া মুকুরে উদ্ভাসিত হচ্ছে অদ্ভুত সুন্দর একটি যুবক। যার রূপের কিরণ আমায় করেছে উম্মাদিনী। আমি – আমি তোমাকে চাই যুবক।

গান : কোথায় তুমি থাক যুবক গো
আমায় বল সত্য করে – – ও শোন যুবক গো
কি নাম তোমার মাতা পিতার গো –
যুবক কি নাম তোমার – ও – – ॥
কেমন করে পাব তোমায় গো
বলে দাও আমারে – –
তোমাকে না পাইলে আমি গো –
আমি ত্যাজিব জীবন গো – ॥

মন্ত্রী : রানি মা –?

চন্দ্রাবতী : কে? মন্ত্রিবর। দেখুন – দেখুন মন্ত্রিবর – আমার মায়া মুকুরে কে যেন এক অজানা অপূর্ব সুন্দর যুবক পরিলক্ষিত হচ্ছে।

মন্ত্রী আপনি রাজদরবারে আসুন রানি মা –। রাজপরিষদ আপনার জন্য অপেক্ষা করছে।

চন্দ্রাবতী দরবার – ! দারবার –! যে ছবি দর্শনে আমি বিমুগ্ধ হয়েছি – তাকে আমার চাই।

মন্ত্রী : একি বলছেন রানি মা –? তা হলে – – – না না – যাকে চিনি না জানি না – যার কোনই ঠিকানা পেলাম না – তাকে কীভাবে – ।

চন্দ্রাবতী হা – হা – হা – মন্ত্রিবর – ! আপনি একজন অযোগ্য কর্মচারি বলে প্রমাণিত হলেন। নিশ্চয়ই সে যুবক আমার রাজ্যে প্রবেশ করেছে – নইলে মায়া মুকুরে –।

মন্ত্রী : রানি মা –?

চন্দ্রাবতী : হ্যাঁ মন্ত্রী বর। আপনি তাকে খুঁজে সম্মানে দরবারে নিয়ে আসুন।

মন্ত্রী : বেশ তাই হবে রানি মা।

ময়না পাখির গান :কি হইতে কি হইল গো –
আমার কি হবে উপায় –
ও দয়ার আলাহ্ গো – ॥
কি ভাবেতে মানব হব গো –
আলাহ্ বলে দাও আমায় – ও – ॥

www.pathagar.com

আমার কপালে আলাহ্ গো –
হায়রে এই কি ছিল লেখা – ॥

: একি বিভ্রান্তের বেড়াজালে আবদ্ধ হয়েছি আমি? এই কি সেইরানি চন্দ্রাবতী? স্বপ্নদর্শনে যাকে আমি পাওয়ার উন্মাদনায় ছুটে এসেছি?

তুমিই আমার স্বপ্নের রানি গো –
তোমায় পাইব কেমনে – ॥
ও স্বপ্নের রানি গো – ।
এসো এসো প্রাণের রানি গো –
এসো আমার সামনে – ও – ।

চন্দ্রাবতী : দিবা নিশি অমন করে রোদন কর কেন পাখি?

পাখি : তা – তো জানি না রানি। লুপ্ত মনের অনন্ত পিপাসা চির নির্বাসিত। জ্বলন্ত প্রদ্বীপ শিখায় উজ্জ্বল আলোটুকু চির নির্বাপিত। তাই – রানি – তাই আজ আমার দুটি নয়ন সদা অশ্রুসিক্ত।

চন্দ্রাবতী বাহ্ ! চমৎকার –! এতো সুন্দর কথা বলতে তোমায় কে শিখিয়েছে পাখি?

পাখি আমার দাদু – ।

চন্দ্রাবতী আচ্ছা পাখি – আমার মায়া মুকুরে যে ছবি প্রতিভাত হয় – তা কার ছবি – বলতে পারবে?

পাখি : না দেখে বলা অসম্ভব।

চন্দ্রাবতী : তাহলে চলো তোমায় মায়া কক্ষে নিয়ে যাই।

: এই আমার মায়া কক্ষ, আর এই আমার মায়া মুকুর। এবার বল পাখি - কে এই সুদর্শন যুবকটি? – – – পাখি – বল – বল – পাখি। একি ! তুমি যে স্তম্ভিত হয়ে তাকিয়ে আছ। বলবে না?

পাখি হ্যাঁ – এখান থেকে সাতসমুদ্র তের নদী পার হয়ে এক রাজ্য মাশিমপুর। সেই রাজ্যের অধিপতি বাদশা সাজ্জাদ।

চন্দ্রাবতী : বাদশা সাজ্জাদ? বল পাখি আমি তাকে পাব কি প্রকারে?

পাখি : আমায় মুক্ত করে দিলে বাদশা সাজ্জাদকে আমি এনে দেব।

চন্দ্রাবতী : তুমি পারবে পাখি?

পাখি : হ্যাঁ – পারব।

চন্দ্রাবতী : তবে – যাও। খাঁচার দুয়ার খুলে দিলাম। তুমি এখন মুক্ত পাখি। যাও।

পাখি : বিদায় – রানি – বিদায়।

কথা : ছাড়া পাইয়া পাখি তখন কোন কর্ম করিল
বনের দিকেতে পাখি উড়িয়া চলিল।

www.pathagar.com

এ বনে সে বনে পাখি উড়িয়া বেড়ায়
এই ভাবে মাসের পর চলি যায়।
একদিন এক বিরাট বৃক্ষের ডালেতে বসিয়া
মনের দু:খে বলছে কথা কান্দিয়া কান্দিয়া।

পাখির গান কি অপরাধ করছি আলাহ্ গো –
হায়রে তোমার দরবারে – ও দয়ার আলাহ্
দোষ অপরাধ দয়ার আলাহ্ গো –
তুমি ক্ষমিও আমারে – ও – ॥
আর কত কাল থাকব আমি গো –
আলাহ্ পাখির আকারে। ও –

কথা : বৃক্ষের কোটরে এক দরবেশ ধ্যানে মগ্ন ছিল
পাখির কান্না তাহার কর্ণেতে পৌছিল
ধীরে ধীরে দরবেশ তখন বাহিরে আসিয়া
বলিতেছে কিবা কথা শোনেন মন দিয়া।

দরবেশ : কিরে হতভাগা। রোদন করছিস কেন?

পাখি : সত্যিই আমি হতভাগা। আপনি কে?

দরবেশ : হে – হে – হে আমি আলার ফকির। বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াই – আর তারই গুনগান করি।

পাখি আলার ফকির। বলুন – বলুন ফকির বাবা আমি কি মুক্তি পাব না কোনো দিন?

দরবেশ : অত ব্যস্ত হলি ক্যান? আয় নেমে আয়। হ্যাঁ এইখানে – আমার হাতে এসে বস।

পাখি : বলুন – বলুন ফকির বাবা – – মুক্তি পাব কি উপায়ে?

দরবেশ : হুঁ মুক্তির পথ নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু সে পথ যে বড়ই কঠিন।

পাখি : যতই কঠিন হোক। আমাকে যে সে পথ পার হতেই হবে ফকির বাবা।

দরবেশ : তবে শোন। মায়ারাজ্যের মায়া রানির খোপায় লুক্কায়িত আছে একটি মায়ামণি। সেই মণি অপহরণ করে ধ্বংস করে দিতে পারলেই তুমি মানব রূপ ফিরে পাবে।

পাখি মায়ামণি? ফকির বাবা – বলুন কি উপায়ে তাহা আমি করব অপহরণ।

দরবেশ : শুধু তাই নয়। মায়ামণি ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত মায়ালীলার পরিসমাপ্তি হবে। আর মায়ার ফাঁদে যারা বন্দি হয়ে আছে – তারা সবাই মানব রূপ ফিরে পাবে। পারবে – পারবে তুমি মায়ামণি ছিনিয়ে নিতে?

পাখি : হ্যাঁ ফকির বাবা আমি পারব। শুধু আপনি – আমায় দোয়া করুন।

www.pathagar.com

দরবেশ : সাবাস বেটা। প্রতি শনিবার মায়ারানি দাসীগণসহ সরোবরে স্নান করতে যায়। তুই অতি সন্তর্পণে সরোবরের পাশে ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে থাকবে। রানি যখন মায়ামণি খুলে রেখে সরোবরের জলে স্নানে মত্ত থাকবে ঠিক সেই মুহূর্তে তুই তাহা অপহরণ করে মৃত্তিকায় নিক্ষেপে ভেঙ্গে দিবি।

পাখি : ফকির বাবা। – – বেশ – আমি তাই করব।

দরবেশ : যা ভয় করিস নে।

মন্ত্রী : মহারানি – মহারানি।

মায়ারানি : একি মন্ত্রী –। উন্মাদের ন্যায় চিৎকার করে সমস্ত রাজ দরবার কাঁপিয়ে তুলছেন কেন?

মন্ত্রী : আমি পূর্বেই বলেছিলাম মহারানি আপনার এরূপ আচরণ নিশ্চয়ই রাজ্যের ধ্বংস ডেকে আনবে।

মায়ারানি : আপনি কি ভীত সন্ত্রস্ত্র মন্ত্রিবর?

মন্ত্রী : মহাবিপদের কালো ছায়া রাজ্যময় ছেয়ে পড়েছে। শত শত যুবরাজগণ আপনার মায়াজালে বন্দি পড়ে পশু পাখিতে রূপান্তরিত হয়ে সারা রাজ্যে বিচরণ করছে। তাদের আকুল দীর্ঘশ্বাসে রাজদরবার আজ প্রকম্পিত।

মায়ারানি : হা – হা – হা মন্ত্রিবর। আপনি উন্মাদ বটে। মায়ামণি যতক্ষণ আমার করায়াত্ত, ততক্ষণ কেউ আমার বিন্দুমাত্র ক্ষতি সাধন করতে পারবে না।

মন্ত্রী : তবু – তবুও কেন যেন বিপদের লক্ষণ পাচ্ছি। মায়ামণি যদি কখনও হারিয়ে যায় কিংবা কেহ অপহরণ করে – – – ।

মায়ারানি : অসম্ভব – মন্ত্রিবর। অসম্ভব – এই দেখুন – মায়ামণি সর্বক্ষণ আমার খোঁপায় সুরক্ষিত। একি ! মায়ারানি এরূপ বিবর্ণ পরিলক্ষিত হচ্ছে কেন? কেন ইহার সর্বাঙ্গে বিষাদের কালো ছায়া ? মন্ত্রিবর –

মন্ত্রী : আদেশ করুন মহারানি।

মায়ারানি : শত্রু মন্ত্রিবর শত্রু –। রাজ্যে শত্রু প্রবেশ করেছে। সবাইকে সতর্ক থাকতে বলুন। দরবারের সর্বত্র বন্দি ফাঁদ পেতে রাখুন। শত্রুকে বন্দি করতেই হবে। যা না –।

মন্ত্রী : আপনার আদেশ শিরোধার্য মহারানি। আমি এক্ষুণি সব ব্যবস্থা করছি।

মায়ারানি : আর শুনুন –। রাজ্যে যে সমস্ত যুবরাজ পশুপাখি রূপে বিচরণ করছে তাদের সবাইকে বন্দি করে রাখুন।

মন্ত্রী : বেশ তাই হবে মহারানি।

গায়কের গান : বিধির লিখা না বুঝা যায়রে
হায়রে কি থাকি কি হইবে –

www.pathagar.com

বিধির লিখন –
মায়ারানি চালাক ভারি
হায়রে আর বা কি করিরে –
বিধির লিখন – ॥
ও – – – সারা রাজ্যে মায়ার ফাঁদ ভাই পাতিল নিরবে।
বিধির লিখন এই কি ছিল হায় –
এবার শোনেন ময়না পাখি
ভাইরে কোন কর্ম করিল
বিধির লিখন – ।
আকাশে আকাশে পাখি
ভাই উড়িয়া চলিল
বিধির লিখন – ।
ও মায়ারাজ্যে আসিয়া পাখি প্রবেশ করিল –
বিধির লিখন এই কি ছিল হায়।
চতুর্দিকে মায়ার ফাঁদ পাখি বুঝিতে না পারে
বিধির লিখন – ।
এদিক সেদিক উড়ি বেড়ায়
আর ভাবনা চিন্তা করে
বিধির লিখন – ।
ও – এই ভাবেতে ময়না পাখি ভাই
হায়রে ধরা পড়ে – ।
বিধির লিখন একি ছিল হায়।

কথা : মায়ারানির ফাঁন্দে ময়না বন্দি হইয়া রইল
এইভাবে কিছু দিন গত হইয়া গেল।
একদিন রানির মনে কিবা উদয় হয়।
ময়নাটিরে লইয়া রানি নিজ কক্ষে যায়।
মায়ামণির পরশ দিয়া মানব রূপ দিল
তাহার রূপ দেখি রানি উতলা হইল।
সাজ্জাদের তরে রানি কিবা কথা বলে
মন দিয়া সেই সব কথা শুনবেন সকলে।

মায়ারানি : আশ্চর্য রূপ যৌবন তোমার। তোমায় দর্শনে আমি কিছুতেই স্থির থাকতে পারছিনা যুবক। তোমার পরিচয় কি?

সাজ্জাদ : আমার পরিচয় নাই বা জানলেন রানি – শুধু জেনে রাখুন – আমি আপনার বন্দি।

মায়ারানি : হা – হা – হা তোমাকে ভীষণ রাগান্বিত পরিলক্ষিত হচ্ছে। তুমি – তুমি আমায় পরিতৃপ্ত কর যুবক।

www.pathagar.com

সাজ্জাদ : রানি – একি বলছেন আপনি?

মায়ারানি : আমি ঠিকই বলছি যুবক। তোমার বলিষ্ঠ বাহু দ্বারা আমায় আলিঙ্গন করে আমার দৈহিক ক্ষুধার তৃপ্তি দান কর। আমার অতৃপ্ত হৃদয়ের কামনা, বাসনার চির পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে দাও।

সাজ্জাদ : না – না আমি পারব না। আমায় – আমায় আপনি ক্ষমা করুন রানি।

মায়ারানি : ক্ষমা – ? হা – হা – হা আমায় অতৃপ্ত রেখে এক পদও অগ্রসর হতে পারবে না যুবক। – এসো – কাছে এসো।

সাজ্জাদ : না – না না – আ – আমি – – – ।

মায়ারানি : হা – হা – হা তোমার অস্বাভাবিক স্পর্ধায় আমি স্তম্ভিত। আমার প্রস্তাবে অসম্মতি জ্ঞাপন, একবার পরিণাম ভেবে দেখেছ যুবক?

সাজ্জাদ পরিণাম যাই হোক। আপনার এ জঘন্য প্রস্তাবকে আমি – মনে প্রাণে ঘৃণা করছি রানি।

মায়ারানি : কি? দু:সাহস বটে। – – – এ্যায় কে আছিস?

প্রহরী : হ – হ – রানি মা – মুই একলায় আছু।

মায়ারানি : শৃংখলিত কর এই চরিত্রহীন যুবককে। এ আমার সতীত্ব নাশের প্রচেষ্টা করছিল।

প্রহরী হে – হে মুই এক এলায় বান্দি ফেলাওছোঁ।

মায়ারানি আগামীকাল প্রত্যুষে প্রকাশ্য রাজ দরবারে বিষাক্ত তীর নিক্ষেপে একে হত্যা করবে। যাও – নিয়ে যাও।

প্রহরী : অইস – এলা – ক্যানে? হাঁট তোক শশুর বাড়িত্ থুইয়া আইসোঁ। – আয় – মোর পাছে পাছে আয়। এই এটে আন্দার ঘরোত্ থাক পড়ি।

সাজ্জাদের গান : এতো দু:খ দয়ার আলাহ্ গো
আমার আরতো প্রাণে সহে না –
ও দয়াল আলাহ্ গো – ।
কোথায় রইলে স্বপ্নের রানি গো
হায়রে আরতো দেখা হবে না।
নিশি প্রভাত হইলে পার গো –
আমার আরতো জীবন রবে না – ।
এ বিপদে কেহ নাই গো –
আমায় কেবা দিবে সান্ত্বনা – ।

প্রহরী আরে ঐংক্যা কান্দাকাটি করবু সারা রাইত্। হাঁট তোক রানি মা ডাকাওছে।

সাজ্জাদ : প্রহরী – তুমি আমায় হত্যাই কর। আমি রানির কাছে যাব না।

www.pathagar.com

প্রহরী : তা – মুই কি করিম্। মোক নিয়া যাবার পটে দেলে –। হাঁট তাড়াতাড়ি হাঁট।

সাজ্জাদ : ঠিক আছে – চল –।

প্রহরী : আরে তোর তক্‌দীর ভাল –। বুঝলু? নাতে এতো রাইতে রানি মা তোক ডাকায়? – আয় – এ এইটা ঘরোত যা –। রানিমা এই যে চেংড়াটাক মুই একেবারে ধরি আলছুঁ।

মায়ারানি : উত্তম –। তুমি এখন যাও প্রহরী।

প্রহরী : আজ্ঞে মুই যাওছোঁ – রানি মা।

মায়ারানি : তোমার সঙ্গ লাভের প্রত্যাশায় এই গভীর নিশিথে আমার শয়নকক্ষে তোমায় নিয়ে এসেছি। বল – যুবক তুমি আমার প্রস্তাবে সম্মত কিনা?

সাজ্জাদ : আপনি আমায় মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন, সেই দণ্ডই আমার একান্ত কাম্য।

মায়ারানি : শেষবারের মত আর একবার ভেবে দেখ যুবক। সীমা ছাড়িও না। – – – কি কথা বলছ না কেন।

সাজ্জাদ : আপনার – আপনার প্রস্তাবে আমি সম্মত রানি।

মায়ারানি : হা – হা – হা আমি জানতাম। তুমি সম্মত না হয়ে পার না। তাহলে এসো –, তোমার নিবিড় আলিঙ্গনের তরঙ্গে নিজেকে ভাসিয়ে দেই।

সাজ্জাদ : হ্যাঁ – তবে –।

মায়ারানি : আর কি যুবক –? বল – বল তোমার আর কি বলার আছে ?

সাজ্জাদ : তবে আমায় কিছুদিন সময় দিতে হবে।

মায়ারানি : সময় –? কতদিন।

সাজ্জাদ : এক সপ্তাহ।

মায়ারানি : এক সপ্তাহ ! বেশ – তাই হবে যুবক। তুমি এখন আমার প্রমোদ কুটিরে অবস্থান করবে এবং সেখানে তুমি অবাধে বিচরণ করবে। প্রহরী –, এই যুবককে প্রমোদ কুটিরে নিয়ে যাও।

চন্দ্রাবতী : এক এক করে তিনটি বৎসর কেটে গেল। কিন্তু ময়না পাখি আজও ফিরে এলো না কেন? আমি এখন কি করি?

গান : আর কত কাল থাকব আমি গো –
হায়রে আশার পথ চাইয়া –।
ও দারুন বিধি গো –।
প্রাণপ্রিয়কে কেমনে পাব গো –
বিধি উপায় দাও বলিয়া – ৷৷
তারে যাদি না পাই আমি গো –

www.pathagar.com

বিধি যাইব মরিয়া – ॥ ও দারুণ –
হায় বিদেশে কোথায় আছ গো –
হায়রে দেখা দাও আসিয়া – । ও দারুণ –

মন্ত্রী : রানি মা – ।

চন্দ্রাবতী : কে ? মন্ত্রিবর – আপনি আবার কেন আমার রংমহলে প্রবেশ করেছেন?

মন্ত্রী : তাইবলে দরবার পরিত্যাগ করে দিবানিশি রংমহলের মায়া কক্ষে সর্বক্ষণ চিন্তায় মগ্ন থাকা কি ঠিক হচ্ছে রানি মা? দাসীরা আহারাদি নিয়ে এসে ফিরে যায়। স্নান কেশবিন্যাস সব কিছুই তো বর্জন করে উন্মাদিনী সেজেছেন।

চন্দ্রাবতী : হা – হা – হা মন্ত্রিবর আপনারা শুধু আমার প্রদত্ত বেতনই ভোগ করতে জানেন। হৃদয়ে প্রজ্জ্বলিত অগ্নির তীব্রতা বুঝতে জানেন না।

মন্ত্রী : কিন্তু একটা পাখির কথায় বিশ্বাস করে – – কোথাকার কোন বাদশা –, যাকে চিনি না জানি না তার জন্য – – ।

চন্দ্রাবতী : চুপ – করুন – । এ পাখি যে সে পাখি নয় মন্ত্রিবর।

মন্ত্রী : একটা – কথা বলব রানিমা?

চন্দ্রাবতী : বলুন – ।

মন্ত্রী : এ ভাবে চিন্তায় মগ্ন থাকলে দু'এক দিনের মধ্যেই আপনার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটবে। তাই বলছিলাম চলুন নগর পরিভ্রমণে যাই।

চন্দ্রাবতী : আপনি ঠিকই বলেছেন মন্ত্রিবর। অদ্যই যাত্রার আয়োজন করুন।

কথা : রথে চড়িয়া রানি যাত্রা করিল,
এক দিন দুই দিন তিন দিন চলি গেল।
হঠাৎ এক বড়দিঘি নজরে পড়িল,
মন্ত্রী কে ডাকিয়া রানি বলিতে লাগিল।

চন্দ্রাবতী : মন্ত্রিবর – ।

মন্ত্রী : বলুন রানিমা – ।

চন্দ্রাবতী : আমি যে কিছুই স্থির করতে পারছিনা মন্ত্রিবর। এ কোন স্থানে আমরা আগমন করেছি।

মন্ত্রী : রানিমা - । আমরা নিজ রাজ্য ছেড়ে মধুপুর রাজ্যে প্রবেশ করেছি। এই বিরাট সরোবরটি চাপড়া দীঘি নামে প্রসিদ্ধ।

চন্দ্রাবতী চলুন মন্ত্রিবর – সরোবরের ঐ পাড়ে।

মন্ত্রী হ্যাঁ রানিমা ঐ পাড়ে ঐ অর্ধ ভগ্ন অট্টালিকাটি সম্রাট আলদাদ খানের আরাম কুটির। আর ঐ যে দেখুন দক্ষিণে শালবৃক্ষের কানন মাঝে তাঁর বাস ভবন। বংশধরগণ বেঁচে আছেন বটে, কিন্তু আত্মকলহে ধ্বংস হয়ে গেছেন।

www.pathagar.com

চন্দ্রাবতী : দেখুন দেখুন মন্ত্রিবর – কে যেন গেরুয়াবসনধারী এ দিকেই এগিয়ে আসছে। কে –? কে – তুমি বাবা? পরিচয় দাও।

দরবেশ আমি আল্লার ফকির। বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াই আর তাঁরই গুনগান করি।

চন্দ্রাবতী আল্লার ফকির ! শুনেছি আল্লার ফকির সব জানে। আচ্ছা ফকির বাবা – – – ।

দরবেশ হুঁ – কি চাস মা তুই?

চন্দ্রাবতী ফকির বাবা –। আমার মায়ামুকুরে যাকে দর্শন করেছি আমি তাকেই চাই।

দরবেশ : হুঁ পাবি –। মায়ারাজ্যে গমন কর। মায়ারানি তাকে বন্দি করেছে।

চন্দ্রাবতী : বন্দি করেছে? হায় হায় বল বল ফকির বাবা এখন কি হবে?

দরবেশ : কোনো চিন্তা করিসনে মা –। মায়ারাজ্যে গেলেই তাকে তুই পাবি।

চন্দ্রাবতী : ফকির বাবা –।

দরবেশ : যা দেরী করিসনে।

কথা : মায়ারাজ্যের দিকে চন্দ্রাবতী রওয়ানা হইল
এখানকার কথা ভাই এখানেই রহিল।
প্রমোদ কুটিরে সাজ্জাদ ভাই চিন্তা করি মরে
কিভাবেতে মায়ামনি হস্তগত করে –।
ফুল বাগানে ঘেরা কুটির বড়ই সুন্দর
সামনেতে আছে এক বিরাট সরোবর।
শনিবার আসিলে পরে রানি তখন,
স্নান করিবার তরে সেথায় করিল গমন।
সব খুলে রানি যখন জলেতে নামিল
কুটির হইতে সাজ্জাদ ভাই দেখিয়া ফেলিল।
চুপি চুপি আসিয়া সে কোন বা কাম করে,
মায়ামণি হাতে নিয়া লাগছে বলিবারে।

সাজ্জাদ হা – হা – হা – এখন যাবে কোথায় মায়ারানি। তোমার মায়ার দম্ভ আমি চুর্ণ বিচুর্ণ করে দেব।

মায়ারানি না – না – আ–আমায় মেরোনা। আমায় ছেড়ে দাও। আ–আমায় ক্ষমা কর।

সাজ্জাদ ক্ষমা –? তোমার ঐ বিষাক্ত ছোবলে বন্দি হয়ে শত শত যুবরাজ আজ জীবজন্তু রূপে বিচরণ করছে। আমার হস্তে তুমি আর মুক্তি পাবে না রানি। আজ তোমার পতন সুনিশ্চিত।

মায়ারানি তোমার দুটি পায়ে পড়ি বিদেশি। আ–আমায় – – –।

www.pathagar.com

সাজ্জাদ — না না – । এই দেখ – তোমার মায়ামণি আমি মৃত্তিকায় নিক্ষেপে দ্বিখণ্ডিত করছি।

মায়ারানি — – না – না – – – না – – ।

সাজ্জাদ — হা – হা – হা – কি আশ্চর্য ! নিমেষের মধ্যে একি বৈপবিক পরিবর্তন ঘটে গেল। সমস্ত রাজ্যটা যেন নতুন রঙ্গে উদ্ভাসিত হলো? শত শত যুবরাজগণ জীবন ফিরে পেয়ে আনন্দ কোলাহলে মেতে উঠলো। আমি – আমি আর স্থির থাকতে পারছিনা দরবারের দিকে গমন করি –।

কে ? কে ঐ রথে আরোহন করে দরবারের দিকে এগিয়ে আসছে? – চন্দ্রা – চন্দ্রাবতী –।

চন্দ্রাবতী : একি ? সেই অপরূপ সুন্দর মুখচ্ছবি। যা – মায়া – মুকুরে দর্শন করেছিলাম। তুমি – তুমি কি সেই বাদশা সাজ্জাদ?

সাজ্জাদের গান :
এসো এসো প্রাণ প্রিয়া গো –
কন্যা এসো আমার হৃদয়ে – ॥
ও প্রাণ প্রিয়া গো –।

চন্দ্রাবতীর গান :
তুমি আমার প্রাণের দোসর গো –
প্রিয় জীবনের সাথী –
ও প্রাণ প্রিয় গো – ॥

সমাপ্ত

৪. মালির পুত্র

পালাকার : স্বদেশ কুমার বর্মন

মূল : ও কি ভাই রে ....

দোহার : বেশ বেশ

প্রথমে বন্দনা করি সৃষ্টি কর্তার নাম
তার পরে বন্দনা করি যত শ্রোতাগণ
আদি গুরু পিতা মাতা আরো জেষ্ঠ্য ভাই
সবার চরণে আমি প্রণাম জানাই।
আইসো মাতা স্বরস্বতী রথে করিয়া ভর
যই যোগারে নামিয়া আয় মা মোর সভার ভিতর।
পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ চারি কোন বন্দিয়া
'মালির পুত্র' পালাগান শুনেন মন দিয়া।
মধুপুরের রাজা ছিল বিচিত্র রায় নাম

www.pathagar.com

ধনে জনে সুখে রাখে স্বয়ং ভগবান
তাহার ঘরে একটি কন্যা বাসন্তী রানি নাম
রূপে গুনে নাই তুলনা পূর্ণিমার চাঁন
রাজ সভায় মহা রাজা কি বা কথা কয়
মন দিয়া সেই সব কথা শুনিবেন সবায়।

রাজা শোন সভাসদগণ, আমার একমাত্র মেয়ে বাসন্তী ১৮ বৎসর পূর্ণ হলো। তাই এবারের জন্মদিন খুব সুন্দর ভাবে পালিত করার জন্য তিন দিনের আনন্দ উৎসব ও খাওয়া দাওয়ার ধুম ধাম করতে চাই। মন্ত্রীবর এর ব্যবস্থা করুন।

মন্ত্রী : আমি তাই করব মহারাজ। আপনি কোন চিন্তা করবেন না। সেনাপতি মহাশয় আপনি আমাকে সাহায্য করুন।

সেনাপতি : তাই করব মন্ত্রী মহাশয়। আগামী কাল আমি সব তৈরি করব।

রাজা : জন্ম দিনের আনন্দ উৎসবে ভায়ার রাজাকে নিমন্ত্রণ করেছি এবং বাসন্তীর বিয়ের জন্য তার ছেলের প্রস্তাব রেখেছি।

মূল : ও কি ভাইরে................

দোহার : বেশ বেশ.................

মহারাজের বাড়িতে ধুমধাম পরি গেল সারা
প্রজাগণের দেখ বাবা কান হইলো খাড়া
ভায়ার হাটে বসত করে মদন বাবু নাম
তাহার ঘরে একটি পুত্র আছে বর্তমান
বিজয় রাখিলো নাম তার সংসার মাঝে
লেখা পড়া নিয়ে খুশি মানুষের মাছে
চারিদিকে ঢোল ঢোল চিৎকার পরিল
বিজয় বাবু দেখ এবার আসিয়া দাড়াইলো

ঢুলি : ঢোল ঢোল ঢোল শোন শোন দেশবাসি

বিজয় : তারপর কি হলো ভাই বলেন এখন

ঢুলি : রাজ কন্যা বাসন্তীর জন্মদিন উপলক্ষে তিনদিন ব্যাপি আনন্দ উৎসব হবে সেই খানে আমি বল্টু করি নিমন্ত্রন।
শোনেন ভাইরে দেশবাসি শোনেন সর্বজন।

বিজয় মা মা আমি রাজার বাড়িতে যাব। রাজকন্যার জন্মদিনের উৎসব দেখতে।

বিজবালা : শুনচেন হ্যাঁ, বাপই রাজ বাড়িতে যাবার চায়।

মদন : বাপই এলা বড় হইচে রাজা বাড়ি যাবার চায় যাউক।

বিজবালা : মোক ভয় লাগে তোমরা কারো সাথে পাঠে দ্যাও।

www.pathagar.com

মদন : খাবার দিত মুই একনা বেড়ানি বেড়ে আইসং। বিজয় আয় বাবা ভাত খায়া যা।

বিজয় : বাবা তোমরা

মদন : মুই মাষ্টারের বাড়িতে যাইম। তুই তাড়াতাড়ি বাড়িত আসিস। দেরি হইলে তোর মাও চিন্তা করবে।

বিজবালা : বাবা তুই হামার একমাত্র ধন। বেটা বেটি বড় হইলে বাবা মায়ের কত চিন্তা।

মদন : মোর কথা বেটা পড়াশুনা করে কোন চিন্তা নাই।

মূল : রাজ বাড়িত দেখ আনন্দের ধুমধাম পড়িল।
কিছুক্ষণ পর বিজয় উপস্থিত হইলো।
আরো নতুন পিরিতির কত মজা
পিরিতি তিলের খাজা খাইতে কত মজা
যেমন ডারকা মাছের চটচটি আর ইলিশ মাছের ভাজা
রাজকন্যার জন্মদিনের কাজ শুরু হয়া গেল
বিজয় বাবু রাজকন্যার রূপে পাগল হইলো
গান অনুষ্ঠান শুরু হইলো সেই সভা মাঝে
মহারাজা দেখ বাবা কিবা কথা বলে

রাজা : শোনেন প্রজা বৃন্দ রাজ লক্ষ্মী বাসন্তী বালার জন্মদিনের কাজ শেষ। এখন বিভিন্ন জায়গা হতে আসা প্রজারা গানের উৎসব করবে।

বাসন্তী : বাবা আমি গান শুনবো। এই গান মাঝে পাবো প্রজাদের সুখ আর দু:খ।

রাজা ঠিক আছে মা। শোন মন্ত্রিবর চলে এস আমার সাথে সেনাপতি চিত্র সেন আপনি শৃংখলার দায়িত্ব পালন করবেন।

সেনাপতি : আমি তাই করবো মহারাজ। এবার কে গান গাবেন তার নাম।

স্মৃতি : আমি, আমার নাম স্মৃতি রানি...
গান:
মনের হাউসে না করং সাজ
বন্ধুয়া নাই মোর ঘরে।

সেনাপতি : এবার কে গান গাবে তার নাম।

বিজয় : আমি, নাম বিজয় চন্দ্র রায়।
গান:
মনের দু:খ কারবা আগে কওং ·
বুঝে না অবুঝ মন
১. এই জগৎ এ গরীব মানুষ
আছেন যত জন দুঃখ শুনেন দিয়া মন

www.pathagar.com

বুঝিবার না পানু ভাইরে
পিরিতি কি ধন।

২. কেউ বুঝে না মনের কথা
তোমার আগত কও
দু:খে ফাটে মোর পড়ান
মনের দু:খ উঠলে মনত ভাউয়াইয়া গান কও
মোর কপালত না হইবে পিরিতি দরশন
ও মোর বুঝে না অবুঝ মন।

বাসন্তী : শোন যুবক ফুল বাগানে এস তোমার সাথে আমার অনেক কথা আছে।

বিজয় : চল কন্যা কিন্তু আমি আপনার সাথে ....

বাসন্তী : তোমার গানে আমি মুগ্ধ। তুমি এত ভাল গান করতে পারো, আমি তোমাকে ভালবাসি।

বিজয় : আপনি রাজ কন্যা আর আমি গরিবের সন্তান।

বাসন্তী : ভালোবাসা গরিব আর ধনী বুঝে না। আমার কথা শোন
গান:
কোন গ্রামে বাড়ি যুবক
কোন গ্রামে ঘর
কি নাম তোমার মাতা পিতা হে
ও যুবক কি নাম তোমার।

বিজয় : ভায়ার হাটে বাড়ী আমার
বিজয় মোর নাম।
পিতা আমার মদন বাবু
মাতা বিজ বালা নাম।

বাসন্তী : ভাল বাসা করবো যুবক
আমি তোমার সাথে
তুমি আমার আমি তোমার
যুবক বলিলাম তোমারে।

বিজয় : আমি যে, গরিবের ছেলে
রাজ কন্যা তুমি
তোমার সাথে ভালবাসা
ও কন্যা দু:খ পাবো আমি

বাসন্তী প্রেমের আগুন জ্বলে দ্বিগুণ
রাজ কন্যার প্রাণে
এসে বন্ধু জুরাও মোর অন্তরে

www.pathagar.com

ও বন্ধু ভাল বাসার টানে।

বিজয় — কথা দাও মোর প্রানে কন্যা
হাতে হাত রাখিয়া
সত্য করো প্রাণে কন্যা হে
তোমারে না জাইবো ভুলিয়া।

পাট — শোন কন্যা ভালবাসায় জরিয়ে এই অভাগার জীবন নষ্ট করবেন না।

বাসন্তী : বাবাকে বলে রাজ বাড়িতে একটা চাকুরির ব্যবস্থা করবো। মালি হয়ে ফুল বাগানে আসবে, অনেক কথা কবো।

বিজয় : আসি কন্যা তোমাকে ভুলিতে পারিবো না আমি।

বাসন্তী : ভালবাসা ভোলা যায় না- জেনে রেখো তুমি।

মূল : **পয়ার**
আই মোর দিন যায় ভাবিতে আসিবার
কথা প্রানে বন্ধু বৈশাক দিনতে।
ওরে বৈশাকের বসন্ত কালে গাছে পাতানরে
ওরে গোয়াল পারিয়া গারে শুরে মনটা না রয় ঘরে
রাজ কন্যার ভালবাসা ভুলিতে না পারে-
মায়ের বিজয় বাবু সব কথা বলে
ছেলের কথায় মা জননী করে হায় রে হয়-
রাজ কন্যার সাথে ভালবাসা কেমন করি হয়-
মদন বাবু বিজ বালা কত কথা বলে-
মনো দিয়া শ্রোতাগণ শুনিবেন সকলে-

মদন : বিজবালা বাপই চারদিন থাকি কলেজত যায় না। উয়ার বন্ধু জামাল কইলে-

বিজবালা — কি যে হইচে ঝিম নাগি বসি থাকে- বিজয়, বিজয় কতো বাবা তোর কি হইচে।

বিজয় — মা রাজ কন্যা আমার গান শুনে পাগল। আমাকে চাকরি দিতে চাইচে মা।

বিজবালা : বাব ভাল মেয়ে দেখি তোর বিয়াও দেও-

বিজয় : মা একটা চাকুরির জন্যে মানুষ কত কি করে। মা রাজ বাড়ীতে যাও নিশেধ করো না মা।

মদন : কইরে বিজবালা বাপই ভাত খাইচে।

বিজবালা : যা বাবা চল ভাত খা- তোর বাপ- হাট থাকি মলা মাছ আনচে।

মদন : ফাগুনার বেটি ম্যাষ্টিক পাশ করছে, তেল কালা বাপই দেখি আসির কইম।

www.pathagar.com

বিজয় আমি এখন বিয়া করবো না মা- ।

মূল **পয়ার**

এদিকারো কথা গুলো রইলো ভালে ভালে।
মহারাজার কিছু কথা শুনিবেন সকলে-
চেংরা বন্ধুয়ারে তোমাক দেখি মন ধুক ধুক করে-
একেতো অবোলা নারী পায়েতে দিশনে বেরী
ক্যামনে যাও তোর কাছে রে- তোমাক দেখি-
রাজা রানি দুই জনে আছেন বসিয়া-
মেয়ের বিয়ার কথা বলেন হাসিয়া হাসিয়া-॥
হেন কালে রাজ কন্যা আসিল সেইখানে-
কিবা কথা বলে কন্যা পিতামাতার সনে-

রাজা : মহা রানি আমাদের একমাত্র মেয়ে বাসন্তি এখন বিয়ের উপযুক্ত হয়েছে। তাকে বিয়ে দেওয়ার জন্য ভাল পাত্রের সন্ধান করা দরকার। না কি বল রানি

রানি মহারাজ মেয়ে উপযুক্ত হলে তাঁকে বিবাহ দেওয়া একান্ত প্রয়োজন। তাড়াতাড়ি করে বিবাহের ব্যবস্থা করল ঐ মামনি এদিকে আছে।

বাসন্তি মা মা মাগো বাবা শোন বাবা-আমার একজন মালির প্রয়োজন। রোজ রোজ ফুল তুলবে আর মালা গাঁথবে। তোমাদের গলায় পরিয়ে দিবো কতো মজা হবে।

রানি : মহারাজ একটি মাত্র মেয়ে তার ভালমন্দ দেখার দায়িত্ব আমাদের। তাই বলছিলাম- । বাসন্তি কথাটা-

রাজা : মালি কেন মা তুমি যাহা চাইবে তাই এনে দিবো-

বাসন্তি : শোন বাবা বিজয় মদন কাকার ছেলে- । কাল থেকে ও আসবে- ।

রাজা : মদন বাবু আমাদের পুরাতন মালি। খুব ভাল ছিল- । ঠিক আছে মা-

বিক্রম : বাসন্তি চল কোথাও থেকে বেড়িয়ে আসি।

বাসন্তি : তোমার সঙ্গে আমি আর বেড়াতে যাব না।

বিক্রম : কি বলছো কদিন পরেই তো তোমাকে বিয়ে করে ঘরে তুলবো।

বাসন্তি : আমি তোমাকে কখনো বিয়ে করবো না। কারণ আমি বিজয়কে ভালবাসি। বিয়ে করতে হলে ওকেই করবো।

বিক্রম : বা-বা রাজকন্যা সামান্য একজন, মালির সাথে তোমার ভালবাসা, তাহলে এতোদিন আমার সাথে মিথ্যা প্রেমের অভিনয় করে এসেছ।

www.pathagar.com

বাসন্তি ভালবাসা জোর করে ছিনিয়ে নেওয়া যায় না বিক্রম সেন। তোমার কাছে যে ভালবাসা আছে তাহা স্বার্থপর- আর পুজিপত্তি লোভ-

বিক্রম : রাজকন্যা তুমি আমাকে কি ভাবো?

বাসন্তি : একজন স্বার্থপর প্রেমিক।

বিক্রম : তোমার পিতার কাছে আমি নালিশ করবো আর যে ভাবে হোক বিজয়কে আমি শেষ করবো- করবোই।

বিজয় খবরদার বিক্রম সেন আর একটি কথা বললে তোর জীব টেনে ছিরে ফেলবো।

বিক্রম : তবে আয়রে শয়তান- (যুদ্ধ)।

বিজয় : বাসন্তি আমার সাথে অস্ত্র ধর।

বাসন্তি : এই দেখ বিক্রম সেন-

বিক্রম : আঃ আঃ মরে গেলাম। তোমাকে ছাড়বো না।

বিজয় : রাজকন্যা এখন কি হবে আমার-

বাসন্তি : সব আমি সামলাবো- এসো আমার সাথে।

মূল : **পয়ার**

ওমোর প্রাণের বন্ধু ধন একনা কথা শুনিয়া যান
তোমার জন্য রাখিচং বন্ধু এ ভরা যৌবন-॥
পাত্র মিত্র নিয়া রাজা আছেন বসিয়া
হেন কালে বিক্রম সেন আসিল চলিয়া-
মহারাজের কাছে বাবা কত কথা বলে-।
মনোদিয়া শ্রোতাগণ শুনিবেন সকলে-।

রাজা : মন্ত্রি বর আমার একমাত্র মেয়ে মা বাসন্তি এখন বড় হয়েছে। তার বিবাহের জন্য মহারাজ ধিরাজ পুত্র দেখে ভাল পাত্রের খোজ করুন। ভাল পাত্রের হাতে মেয়েকে তুলে দিতে পারলে, আমি সুখি হব- ।

বিক্রম : আমার প্রণাম গ্রহন করুন। ঐ মালির পুত্র?

রাজা : ক্যানো মালির পুত্রের কি হয়েছে।

বিক্রম : মালির পুত্র আর রাজলক্ষী দুইজন দুইজনকে ভাল বাসে মহারাজ।

রাজা : সেনাপতিপুত্র মুখ সামলে কথা বলবে। মিথ্যা প্রমাণিত হলে তোমার মৃত্যু হবে-। জান?

বিক্রম : জানি মহারাজ কিন্তু আমার কথা সব সত্য-।

রাজা : প্রহরী রাজলক্ষী বাসন্তিকে ডাকো-।

প্রহরি : রাজলক্ষী দরবারে হাজির।

বাসন্তি : আমায় কেন ডেকেছেন বাবা?

www.pathagar.com

রাজা বল রাজলক্ষী মালির পুত্রের সাথে তোমার কি সম্পর্ক?

বাসন্তি আমি বিজয়কে ভালবাসি বাবা-।

রাজা বাসন্তি একবার ভেবে দেখেছ কোথায় কার সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছো-।

বাসন্তি কেন বাবা আপনি তো বলেছেন, মানুষকে ভালবাসা পাপ নয়, বিজয় শিক্ষিত যুবক।

রাজা : প্রহরী নিয়ে যাও বাসন্তিকে রাজবন্দী করে রেখ-। আজ থেকে কোথাও যাইতে পারবে না।

বাসন্তি : বাবা বাবা আমি-

রাজা : রাজ বংশের কলংকিনি। প্রহরী মালির পুত্রকে ধরে নিয়ে এসো-আমি তাকে হত্যা করবো।

মূল : (পয়ার)

গান:

আমি ভাবছিলাম কি এই হালে দিন যাবেরে
সুজন নাইয়া পার করো দুখিনী রাধারে।
তুমিতো সুজন নাইয়া আমিতো গোয়ালের মাইয়ারে
আমায় নষ্ট করল দধির ভান্ড ছুইয়ারে সুজন নাইয়া
রাজ কন্যা দেখ বাবা কাঁন্দে বন্দি ঘরে
বিজয় বাবু দেখ বাবা কি ঘটনা ঘটে-
মহারাজা লোক পাঠাইল বিজয় বাবুর কাছে-
ধরিয়া আনিল বিজয় মহারাজের পাশে।

পুলিশ : বিজয় বাবু বাড়িতে আচেন।

বিজয় : হ্যাঁ, আমি বাড়িতে আছি। আসুন, বসুন।

পুলিশ : রাজ কন্যাকে ভালবাসার দায়ে আপনাকে বন্দি করা হলো। এ নিয়ে চলো।

মদন : বাবা তোমরা উয়াক ছাড়ি দেও বাবা- আর কোনদিন এই রাজীত যাবার নয় বাবা।

পুলিশ : আপনাদের যা বলার মহারাজের কাছে বলুন।

বিজয় : তোমরা আমার জন্য কোন চিন্তা করেন না বাবা। আমি ফিরে আসবো।

বিজবালা : ও বাবা বিজয় তুই হামাক ছাড়ি যাইসনা বাবা।

মদন : বিজ বাবা আর কোনদিন বিজয় ফিরি আসিবার নয়। রাজ কন্যাক ভালবাসার দায়ে বিজয়-এর মৃত্যু হইবে।

বিজবালা : চল মহারাজের কাছে যাই ক্ষমা চাই, মহারাজ খুব দয়ালু।

www.pathagar.com

মদন চল চল বিজবালা ভগবান মোর বিজয়ক তোমরা ফিরি দাও বাবা ফিরি দাও।

মূল গুরু ওও...

পয়ার

গুরু বিনে ভবনদীকে করিবে পার হায়রে
গুরু মোর গোঁসাইয়ো- ও এক গুরু মোর দে হামাকে
বিজয় বাবু দেখ বাবা ধরি নিয়া গেল-।
মহারাজের বিচার কার্জ শুরু হযা গেল।
পাত্র মিত্র নিয়ে রাজা আছেন বসিয়া-।
কিভাবে করিবে বিচার শোনেন মন দিয়া

রাজা : শোন বিজয় রাজ কন্যাকে তুমি ভালবাস।

বিজয় : হ্যাঁ মহারাজ, রাজকন্যাকে আমি ভালবাসি। তাই রাজ কন্যাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করা হোক।

রাজা : বল মা, বাসন্তি বিপব সেনের অভিযোগ সত্য?

বাসন্তি : হ্যাঁ বাবা মালির পুত্র বিজয়কে আমি ভালবাসি এবং আমার অনুরোধ দুইজনকে একই শাস্তি দেওয়ার জন্য।

রাজা : শোন মা, রাজকন্যা আমার অবর্তমানে তুমি এই বিশাল রাজ্যের মহারানি। তোমার জন্য কত রাজাধিরাজের পুত্র পথ চেয়ে বসে আছে।

বাসন্তি : বিজয়কে ছাড়া আমি বাঁচবো না বাবা।

রাজা : চুপ করো শয়তানি। ওকে ভিতরে নিয়ে যাও।

বাসন্তি : শোন বাবা বিজয়ের যদি কোন ক্ষতি হয়, তাহলে জানবে সেটা আমার হবে।

রাজা : মালির পুত্র। রাজকন্যাকে ভালবাসার অপরাধে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দেওয়া হলো।

মদন মহারাজের পায়ে পরি। বিজয়ের জীবন ভিক্ষা যাই।

বিবেক (গান)

ওরে মানুষ কাঁন্দ কেন দয়ালেরে ডাক-।
রাজা হয়ে অন্যায় করে শাস্তি পাবে তার-।
নিজের মেয়ের হয় না বিচার, বিচার হলো কার
ওরে মানুষ কাঁন্দ কেন দয়ালেরে ডাক-।

মূল : ও হো হো .... মোর বাবা ধনরে.......

দোহার : আচ্ছা বেশ বল মোর সোঁনার চাঁন্দরে-।

বিজয় বাবুর পিতা মাতার কাঁন্দন হয় সারা
মরনের কথা শোনে বিজয় হইল আত্মহারা-।

www.pathagar.com

পিতা মাতার কাছে বিজয় বিদায় যে নিল- ।
তার পরে কি ঘটিল শোনেন ভাই সকলে- ।
বিধাতায় করিলরে আমায় হইলাম
হইলাম মৃত্যুর পথ যাত্রি- ।

বিজয় : বাবা মা এই দু:খ আমার ভাগ্যের লেখা- আশির্বাদ করো মা বাবা সর্গে জাইতে পারি- ।

মদন : বাবা তুই ক্যানে রাজকন্যাকে ভালবাসির গেলু- ।

বিজবালা : বাবা বিজয় তুই মোর বুকত আয় বাবা- । ঠাকুর, বিজয়ক রক্ষা করো- ।

বিজয় : (গান)
বিদায় দাও মোর প্রাণ-পিতা ।
বিদায় দাও জননী মাতা ।
পরপারে বাবা-যাবো যে চলিয়ারে ।
কোথায় আছো রাজ কন্যা
দেখা দেও মোর হেথায় আসিয়া
তোমার জন্য মরণ হইল যে মোর ।
বাব-মা- বাব-মা- মাগো ।

দারোয়ান : তোমরা সবাই চলে যাও কাল সকালে এসে লাশ নিয়ে যাবে । আজ রাতে হবে বিজয় বাবুর বলিদান ।

মূল : কারাগারে বন্দি বিজয় করে হায়রে হায় ।
আজকার ভোরে হবে মৃত্যু জানবে সবায় ।
রাজকন্যা গভীর রাইতে সুযোগ যে পাইয়া ।
কারাগারে গেল বাবা শোনেন মন দিয়া ।
রাজকন্যা বিজয় বাবু কান্দিতে লাগিল ।
মনোদিয়া শোতাগণ শুনিবেন সকলে ।

বাসন্তি : শোন বন্ধু আমার জন্য তোমার এই দশা ।

বিজয় : তা কোনদিন নয় । কন্যা সব আমার ভাগ্য । আজ আমার মৃত্যু তারপর তারপরও তোমাকে ভালবাসতে পেরে আমি ধন্য । এই লোকে তোমাকে না পেলেও পরলোকে যেন পাই ।

বিজয় : (গান)
প্রাণের কন্যারে...
তোমার সাথে আর হবে না দেখা ।
কোথায় রইল পিতামাতা ।
কোথায় থাকবে আমার ভালবাসা ।
এই জীবন আমার গেল যে বিফলে ।

বাসন্তি : (গান)

www.pathagar.com

ও কি মোর প্রাণের বন্ধু
কোথায় যাবে আমাকে ছাড়িয়া
মরণের পরপারে...
তোমার আমার মিলন হবে।
যাব আমি তোমার ঐ না সাথে।
বন্ধু-ওগো-বন্ধু।

পাট : চল আমরা এখান থেকে পালিয়ে যাই।

বিজয় : তাতে প্রেমের কলংক হবে। জীবনে কলংকের চেয়ে মরণ ভাল।

বাসন্তি : স্বর্গ হতে এসেছে এই প্রেম মানুষ হয়ে মানুষকে ভালবাসার জন্য সবাই ঘুমিয়ে পরেছে এবার চল।

বিজয় : তাই চল কন্যা মরতে হলে এক সাথে মরবো।

মূল : ওরে রাখে হরি মারে কে, রাখলে মারা বিষম দায়-
বিধির নৌকা শুকান দিয়া যায়-
রাজকন্যা বিজয় বাবু করলো পলায়ন-
চারদিকে হইচই পরিল তখন-
মহারাজ দেখ বাবা খবর পাইল-
সবাইকে ডাকেয়া কথা বলিতে লাগিল।

মহারাজ মন্ত্রীবর মালির পুত্র বিজয়, রাজকন্যাকে কিভাবে পালিয়ে নিয়ে গেল।

মন্ত্রী : আমি বুঝতে পাচ্ছিনা মহারাজ এতো করা পাহারা থাকার পরও মালির পুত্র পালিয়ে গেল। নিশ্চয় রাজকন্যার ষড়যন্ত্র ছিল।

রানি মহারাজ একটি মাত্র কন্যা আমার ওকে ছাড়া আমি বাঁচবো না। মহারাজ বাসন্তিকে আমার কাছে এনে দাও-

মন্ত্রী বিপদে ধৈর্য হারা হবেন না রানি মা- সেনাপতি যে ভাবে হোক রাজ কন্যাকে খুঁজে নিয়ে এসো।

সেনাপতি : আমি আগে জানতাম এমন কিছু একটা হবে।

রাজা : তাহলে আমাকে বললে না ক্যানো।

সেনাপতি : একটা কথা বলবো মহারাজ আপনার পূর্বের কথা মতো- আমার ছেলে বিক্রম সেনের সাথে রাজ কন্যার বিয়ে হবে।

রাজা স্তব্ধ হও সেনাপতি! আগে রাজকন্যাকে খুঁজে নিয়ে এসো, তার পর অন্য কথা।

সেনাপতি সেই সুযোগ আর কোন দিন পাবেন না মহারাজ।
এ কে আছো মহারাজকে বন্দি করো-
আজ থেকে আমি এই রাজ্যের রাজা-।

মূল ও কি ভাই রে...
রাজা রানিকে দেখ বাবা বন্দি যে করিল
সেনাপতি দেখ এবার মহারাজ হইল

www.pathagar.com

মহারানি কাঁন্দে বাবা রাজ্য যায় ভাসিয়া
সেনাপতি রাজা হইল কি বলে বচন।
মনোদিয়া শ্রোতাগণ শুনিবেন সকলে।

সেনাপতি মন্ত্রিবর আজ থেকে এই রাজ্যের রাজা আমি। আর প্রধান সেনাপতি বিক্রম সেন।

বিক্রম : প্রণাম তব চরণে মহারাজ।

সেনাপতি : বিক্রম সেন রাজ কন্যাকে খুজে নিয়ে এসো-। এইটা তোমার প্রথম কাজ। রাজকন্যা এলে তার সাথে হবে তোমার বিয়ে- হাঃ হাঃ...

বিক্রম : আমি তাই করবো পিতা। আমায় আশির্বাদ করুন।

সেনাপতি : এখন কোথায় পালাবে মালির পুত্র। তোমার মাংস কুকুরকে খাওয়াবে বিক্রম সেন।

বিবেক ওরে রাজা কথা শোন তুই
ধ্বংস হবি
আসায় আসায় দিন যাবে তোর
বলিলাম আমি-
যার রাজ্য তাক ফিরে দিয়ে-
চলে যা তুই আপন ঘরে-
সত্যের জয় হবে বলিলাম আমি-।

সেনাপতি : দূর হ পাগল আমি কারো কথা শুনবো না আমার সিদ্ধান্তই সঠিক। চলে যা আমার সামন থেকে।

মূল : এদিকারো কথাগুলো রইল ভালে ভালে-।
বিজয় বাসন্তি দুঃখের কথা শুনিয়া নেও সকলে-
জংলি রাজের কাছে গিয়া আশ্রয় নিয়ে-
জঙ্গলী রাজের রাজ্য বাবা পাহার তুলি দেশে-
জঙ্গলী রাজে কাছে বিজয় কতো কথা বলে-।
মনো দিয়া শ্রোতাগণ শুনিবেন সকলে-।

বিজয় : বাবা জঙ্গলী রাজ আমাদেরকে একটু আশ্রয় দিন বাবা। আমার সাথে আছে রাজকন্যা বাসন্তি।

জঙ্গলী : তু তু হামারে বাপ বলে ডাকলি। হামারা জঙ্গলী আছিরে বাপ

বাসন্তি : বাবা আমি ভায়ার রাজ্যের রাজকন্যা, রাজা বিচিত্র আমার পিতা আমরা দুইজন দুইজনকে ভালবেসে বিয়ে করি।

জঙ্গলী : কি তুমি মহারাজা বিচিত্র সেনের কন্যা তোহারা পিতা হামারা বন্ধু আছে শিকার করতে একে এক বিপদে পরে হামি তাঁকে উদ্ধার করি।

বাসন্তি সে এখন কারাগারে বন্দি শয়তান সেনাপতি এখন রাজা আপনার সৈন্য সামন্ত নিয়ে মহারাজকে বাঁচান বাবা-

www.pathagar.com

জঙ্গলী রে বাগুরা এদেরকে ভিতরে নিয়ে যা- খাওয়ার ব্যবস্থা করো।
বাগুয়া তাই করবো ওস্তাদ এছোরে খাও দাও করো
মূল (পয়ার)
ও রে নিজের চেয়ে পর ভাল
পর মানুষ আপন হয়-
পরের উপকার করো সবাই।

মূল : কিছুদিন দেখ বিজয় সেইখানে থাকিল-।
জঙ্গলী সাথে বিজয় দল গঠন করিল-।
যার যা আছে হাতিয়া পাতি তৈয়ার হইল।
সবাইকে ডাকিয়া জঙ্গলী বলিতে লাগিল।

জঙ্গলী : এ তোমরা সবাই শোন আমরা এ্যাখানে ভায়ার রাজ্য আক্রমণ করবো। বাগুয়া তীর ধনু লাটি শোটা সব নিয়ে সবাই চলো।

বাগুয়া : তাই হবে ওস্তাদ সৈন্যগণ তারাতারি চল।

মূল : ও হোঃ সৈন্য সামন্ত নিয়ে জঙ্গলী ভায়ার রাজ্যে এলো
সেনাপতিকে জঙ্গলী রাজ ডাকিতে লাগিল।

জঙ্গলী : আয়রে শয়তান সেনাপতি দেখি তোহারা বাহুতে কত শক্তি আছে। বল মহারাজ কোথায়-

সেনাপতি : বিক্রম সেন আক্রমণ করো মেরে ফেলো সবাইকে।

বিক্রম : চারিদিক থেকে তির ধনু আক্রমণ পিতা আমি আর পারি না ধর ধর মার মার।

বিজয় : মর মর শয়তানে তুঁই আমার প্রধান শত্রু।

বাসন্তি : বেড়িয়ে আয়রে সেনাপতি আমি নীজেই তোকে মারব।

সেনাপতি : এসো রাজকন্যা হাঃ আঃ আঃ (পতন)

বাসন্তি : সবাই মহারাজের কাছে চল জেলের তালা ভাংগো-

মহারাজ : মা বাসন্তি তুই বেচে আছিস এসো মা বসো এই সিংহাসনে আজ থেকে ভায়ার রাজ্যে মহারানি বাসন্তি; এসো বাবা বিজয় তোমার জয় হলো এসো জঙ্গলীরাজ আমার বুকে এসো আমার, সবাই বল সত্যের জয়।

মূল : এই পর্যন্ত দিলাম ক্ষ্যান্ত আমার পালাগান।
ভুলত্রুটি মাপ করিবেন যতো শ্রোতাগণ।
মুসলমানকে জানাই ছালাম হিন্দুকে প্রণাম-।
আশির্বাদ করবে তোমরা গাইতে পারি গান॥

তথ্যদাতা : লোকশিল্পী স্বদেশ কুমার বর্মন, বাবা : কৃষ্টকান্ত বর্মন, মা : মোহনীময়ী, বয়সঃ ৪৬, শিক্ষা : অষ্টমশ্রেণী, ধর্ম : সনাতন, পেশাঃ ব্যবসা, জাতি/বর্ণঃ ক্ষত্রিয়, গ্রাম : ছদরা তালুক, থানা : কাউনিয়া, ডাকঃ ভায়ার হাট, উপজেলাঃ কাউনিয়া, জেলা : রংপুর।

www.pathagar.com

৫. গোলাপির সংসার
রচনায় : সুশীল চন্দ্র বর্মন

গোলাপির সংসার (সার কথা)

গোলাপি একজন সাধারণ ঘরের সন্তান। পাওটানা হাটের পূর্বদিকে পাইনালের ঘাটের উপরে বাড়ি। সে হাই স্কুলে লেখাপড়া করে। শিবদেব চরের চন্দন নামে এক ছেলের সংগে তার ভালবাসা হয়। নদীর ঘাটে স্নান করে আসতে বাড়ুগুন্ডা গোলাপিকে আক্রমণ করে। পরে চন্দন তাকে রক্ষা করে। পরে তাদের বিবাহ হয়। কিছুদিন পর চন্দনের বাবা যৌতুকের দাবি করে। তারপর গোলাপিকে পিতার কথায় মারধর করে এবং পিতার বাড়ি পাঠিয়ে দেয়। গোলাপি চেয়ারম্যানের সহযোগিতায় গ্রাম আদালতে বিচার চায়। পরে বিচারে সবার ভুল সংশোধন হয় এবং চন্দন ও তার বাবা সবার কাছে ক্ষমা চায়। শেষে চেয়ারম্যান গোলাপির কাছে শুনে সবার সচেতনতা দেখে মীমাংসা করে। আবার ফিরিয়ে এলো গোলাপির সংসার।

পুরুষ চরিত্রে	**নারী চরিত্রে**
রাঁখাল বাবু	অঞ্জলী রানি
দেব বর্মণ	কণিকা
নরেণ শীল	মিষ্টি রানি
বিষ্ণু বাবু	স্মৃতিরানি মহন্ত
চণ্ডিরাম মহন্ত	
ও শুশিল বাবু	

মূল : ও কি ভাইরে...

দোহার : বেশ বাবা বেশ...

মূল : প্রথমে বন্দনা করি...

দোহার : ওই প্রভু নিরাঞ্জন

মূল : তারপরে বন্দনা করি

দোহার : যত দেবগণ।
(পয়ার)
ও কি ওরে মানুষের দেহা
এ জীবনের নাই ভরসা
কখন চেতন কখন হয়রে মরা (৷)

মূল : আরে ও-ও-ও-ও দারুন বিধিরে

দোহার : আচ্ছা বেশ-বেশ বল যাদুরে।

মূল : (গান)
আদ্য গুরু পিতা-মাতা, আরো জেষ্ঠ ভাই (আরে ও হো)

www.pathagar.com

তার চেয়ে অধিক গুরু ভজিলেতো পাই (আরে ও হো)
পূর্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণ চার কোন বন্দিয়া
শ্রতাগণের চরণ বন্দি আসরে আসিয়া
ছাড়িলাম বন্দনার পালায় দিলাম মন
গোলাপির সংসার পালাগান শোনেন সর্বজন।

মূল : (কথায়)
ও হো...পাওটানার পূর্ব পার্শ্বে।

দোহার : ওই আছে পাইনালেরো ঘাট।

মূল : ঘাটের উপরে বাড়ি।

দোহার : ওইনা নামে জগন্নাথ।

মূল : ছেলে-মেয়ে নিয়া জগন্নাথ সুখে দিন কাটায়

দোহার : অল্প জমি জগন্নাথের কামাই করি খায়।

মূল : স্ত্রীকে ডাকেয়া জগন্নাথ কিবা কথা কয়।

দোহার : মন দিয়া শ্রতাগণ শুনিবেন সগায়।

জগন্নাথ : গোলাপির মাও (২) কোনটে গেইনেন একনা কথা শুনি যাও ক্যানে।

স্ত্রী : তোমার খাওয়া হইল, এলা কামাইত যাইবেন, ক্যানেতে ফির ডাকির নাকছেন।

জগন্নাথ : গোলাপির মাও, মাইওটা প্রাইফেট পড়ি আইলে বাড়িতে গাও ধুইয়া স্কুল যাবার কইস। তিস্তাত যাবার দরকার নাই। নদীর পাড় ভুট্টার আবাদে একেবারে বন-জঙ্গল হয়া গেইছে। গরীব মানুষ হামরা হাটি গেইতে দোষ।

স্ত্রী : তোমরা যাওতো, বাড়ির চিন্তা তোমাক করা নাগিবার নায়।

দোহার : চল দেওরা যাই কান্দির বান্নি অটো গাড়িত চড়িয়া
বসমো এলা গাওখান ঘেসিয়া।
জগন্নাথের কথা ভাইরে এইখানে রাখিয়া (মরি হায়রে হায়)
গোলাপিরো দুই চার কথা শোনেন মন দিয়া।
(পয়ার)
গোলাপিরো রূপের কথা বলা নাইরে যায়
রূপ দেখিয়া গ্রামের মানুষ করে হায়রে হায়।
চল দেওড়া...
যৌবন ঢোলে পূবাল বাসাত রাখা নাহি যায়,
এহেন যৌবন জ্বালা কি করে উপায়

মূল : (কথায়)
প্রাইফেট পড়ি দেখ গোলাপি।

দোহার : এই বাড়িতে আসিলো
মূল : মায়ের কাছে দেখো গোলাপি
দোহার : এই বলিতে লাগিলো
গোলাপি : মা-মা ভাত হইচে। মুই এলা গাও ধুইয়া আইসোং
মাও : তোর নদীত যাবার দরকার নাই। তোর বাপ মানা করছে। বাড়িতে গাও ধো।
গোলাপি মা মুই খালি নদীত গাও ধুইম আর আসিম একনা দেরিও করির নাং।
মূল : ও হো...
দোহার : বেশ-বাবা-বেশ
মূল : নদীর ঘাটত যায়া গোলাপি
দোহার : ঐ স্নান যে করে।
মূল : চন্দন বাবু গোলাপিক দেখি বাবা
দোহার : এই ভাওয়াইয়া গান ধরে।
গোলাপি : এত সুন্দর ভাওয়াইয়া গান তুই কবার পাইস চন্দন দা।
চন্দন : গোলাপি মুই মেলা দিন থাকি ভাওয়াইয়া গান কং। তুই আইজ শিনি শুনলু।
গোলাপি : তোর ভাওয়াইয়া গান শুনিয়া মুই একবারে পাগলা হয়া গেনুং চন্দন দা।

(গান)

কাল চেঙ্গেরারে কি মায়ায় ভোলালু চেঙ্গেরা নানীরো প্রাণে
তিস্তা নদীর চিকনরে বালা, তুই চেঙ্গেরা মোর গলার মালারে

গোলাপি : চন্দন দা মুই একনা তোক কথা কবার চাও।
চন্দন : কি কথা গোলাপি?
গোলাপি : মুই না তোক ভালবাসোং চন্দন দা।
চন্দন : ছিঃ ছিঃ গোলাপি, ওগ্‌লা কতা কইস না। গ্রামের মানুষ জানলে মুখ পুড়ি ছাড়খার হইবে।

(গান)

গোলাপি প্রেম কি মানে সকাল-দুপুর চায় যে ভালবাসা
তোমার ঘর বাধিবো এই তো মোর আশা (২)
চন্দন : রূপ দেখিয়া হইলাম পাগল মনে নাহি মানে
প্রতিদিন এসো কন্যা এই না নদীর ঘাটে গো (২)
গোলাপি : তোমার স্মৃতি মনে উঠে অনেক দিন হতে
দুপুর রাইতে চম্‌কি উঠি দেখি স্বপনেতে (২)
চন্দন : কথা দিলাম ও সুন্দরি দাও ভালবাসা
ওসমান ঘটক পাঠে দিয়া কাজ করিবো পাকা (২)

www.pathagar.com

গোলাপি : চন্দন দা মুই এলা যাও।
চন্দন : যা গোলাপি কাইল ফির ঘাটত আসিছ।
মূল : বাবা এতি কি হইলো
দোহার : কন্‌না গুরু; গোলাপি আর চন্দন প্রেম সাগরে একেবারে হাবুডুবু
মূল : (গান)
স্নান করিয়া দেখ গোলাপি বাড়ি বুলিয়া যায়...
বাড়ু নামে এক গুন্ডা সামনে দাঁড়ায়...
বাড়ু : গোলাপি কোন্‌টে গেছলু তুই?
গোলাপি : নদীত গেছনুং গাও ধুবার।
বাড়ু : থো! তোর ওগ্‌লা গাও ধোয়া; চন্দন ভ্যায় কখন থাকি তুই গল্প করির নাকছিস, মুই ভুট্টা বাড়িত থাকি সউগে দেখছোং।
গোলাপি : মুই গল্প করোং আর যাই করোং তোর কি রে বাড়ু?
বাড়ু : আর মুই যে একবছর থাকি তোর পাছোত ঘুরির নাক্‌ছোং, মোর কথা গাওতে নাগাইস না। এলা কি করবু কত?
গোলাপি কি কলু? তোর মতো একটা ফাচেক চেংড়াক মুই ভালবাসিম। এলা তুই ঘাটা ছাড়বু না জুতার ডাং খাবু?
বাড়ু : হু হু... হা-হা। জুতা দিয়া ডাঙ্গাবু- হু হু-হা হা-। আইজ কোন শালা তোক রক্ষা করে তাকে মুই দেখিম।
গোলাপি : হাত ছাড়ি দেরে বাড়ু! না হইলে মুই চিক্‌ড়িয়া তোর বিপদ ঘটাইম।
বাড়ু : কি? মোর বিপদ হইবে? হু হু-হা-হা কোন শালা মোর বিপদ ঘটায়? আসুক ক্যানে। হু হু-হা-হা
গোলাপি চন্দন দা (৩) মোক বাঁচাও চন্দন দা।
চন্দন কি? এটা তো গোলাপির গালা শোনোং। ঠিক কোন বিপদ হইচে। গোলাপি মুই আসির নাকচোং (২)
এ শালা বাড়ু ছাড়িদে গোলাপির হাত। নাতে তোর জান একেবারে শেষ করি ফেলাইম।
বাড়ু : কি কলু? মোকে শেষ করবু হু হু হা-হা? তবে আয়রে শালা।
চন্দন : আয়রে শালা...
বাড়ু : আ-ও-ছাড়িদে ভাই চন্দন
চন্দন : মর শালা।
বাড়ু : ভাই চন্দন তুই এলা মোক মাফ করি দে ভাই।
চন্দন : যা শালা। আর কারো সাথে যদি কোন দিন খারাপ ব্যবহার করিস, তাইলে তোর জাহান থাকপার নায় কয়া দিনুং। গোলাপি চল্‌ তোক একনা আগে দিয়া আইসোং।

www.pathagar.com

মূল : (গান)
নদীর নাম কচুয়া, মাছ মারে মাচুয়া সই মুই নারী
দিছং ছেকাপড়া। চতুর দিয়া বাঁশবাড়ি কাপর ধোয়
শখিন ছেড়ি, হাত তুলিয়া বন্ধুক দেয় ইশারা।

মূল ও হো ...ও... দারুণ বিধিরে।

দোয়ার আচ্ছা বেশ বল জাদু রে।
কি করিবে চন্দন এখন বিলম নাহি করে...
ঘটকের বাড়ির দিকে লাগছে যাহিবাড়ে। উপনিত
হইল গিয়া শিবদেবের চড়ে, উচমান ঘটকক
ডাকিয়া কথা লাগছে বলিবাড়ে।

চন্দন : দাদু, ও দাদু

ঘটক : আরে, কায় রে, ডাকিন নাগছেন -চন্দন-? আয় আয় বাড়ির ভিতর আয়। বইশেক তা।

চন্দন : দাদু মোর বইসার সময় নাই।

ঘটক : তা কি মনে করি আসলু ভাই।

চন্দন : দাদু- ঐ পাইনালের ঘাটের জগন্নাথের বেটি গোলাপি আছে না, তাক মুই ভালবাসং যেভাবে হউক এ বিয়া হওয়া নাগবে দাদু। এজন্য মুই তোমার কাছে আসনু।

ঘটক আরে কইস কি রে দাদু ভাই, মোর দাদা ঘটকালি করছে ঘোড়াত চড়ি, বাব ঘটকালি করছে সাইকেলোত চড়ি, মুই ঘটকালি করোং হাটি হাটি। এই কাম যদি মুই করি দিবার না পাও তাহলে দেশত মুক দেখপার নাও। মুই এলায় যাবার নাকচং জগন্নাথের বাড়ি।

মূল : ও হো ...ও ...

দোহার : বেশ বাবা বেশ।

মূল : কি করিবে দেখ ঘটক।

দোহার : ঐ কইনার বাড়ি যায়।

মূল : কইনার বাপকে ডাকিয়া এখন।

দোহার : ঐ বিয়ার কথা কয়।

ঘটক : আরে ব্যাহে জগন্নাথ, বাড়িত আছেন না, নাই ব্যাহে।

জগন্নাথ : কায় ব্যাহে, উচমান চাচা। কি মনে করি আসলেন ব্যায়।

ঘটক : জগন্নাথ, মুই আসনু তোর বেটি ঐ গোলাপি কোনা আছে না, তারে বিয়ার সমন্ধ নিয়া। হে-হে...। তোমার গোলাপিও যেমন চেংড়া কোনাও তেমন। দশজোড়ার এক জোড়া।

জগন্নাথ : কোনটে চাচা সেই চেংড়ার বাড়ি?

www.pathagar.com

ঘটক	:	আরে ব্যাহে জগন্নাথ। ঐ যে শিবদেবের চড়ের ভোলার বেটা চন্দন।
জগন্নাথ	:	তোমার কথা শুনিয়া মোর সউক পাশে পছন্দ হইল। এলা ঐ চেংড়া ধড়ির গেইলে টাকা বেন আলা কত চায়।
ঘটক		আরে কত চায় চাউক। তুই শিকার করি যাবু। আর হাজার দ'শেক টাকা জোগার করেক মুই বিয়াও পড়ে দেওং।
জগন্নাথ	:	ঠিক আছে চাচা।
ঘটক	:	মুই এলা গেনু চেংড়ার বাড়ি। তুই বিয়ার জোগার করেক।
মূল	:	(গান) ভাইরে ভাই চতুর দিকে হাটের শোড় হাতে পয়সা নাই রে মোর। কি দিয়া করিব সাঁদের হাট। হাট মধ্যে হইল চৌধুরানি, লবণ, কেরোসিন, প্রচুর নালী। এইসব হাট ভাই হামার জাগাতে। ভাইরে-ভাই- পাওটানা হাটের এমন ঠাট ঘর তুলেছে যাতে জাত, ফকিরের হাটটা গেল ভাঙ্গিয়া, তালের হাট দেখতে ধুয়া, ভোনাথত বেচায় গুয়া, বুক করে ভাই পীরগাছার হাটে। কি করিবে ঘটক এবার চেংড়ার বাড়ি যায়। চন্দনের বাবার সাথে বিয়ার কথা কয়। ৬০ হাজার টাকায় বিয়া ঠিক যে হইলো... শ্রাবণ মাসের ২৭ তারিখ বিয়ার দিন নিলো...
মূল	:	ও হো...হো
দোহার	:	বেশ বাবা বেশ
মূল	:	৬০ হাজার টাকায় বিয়া
দোহার	:	এই ঠিক যে হইলো
মূল	:	শ্রাবণের ২৭ তারিখ
দোহার	:	বিয়ার দিন নিলো। আরে ক্যায় কোন্টে গেইলেন ব্যাহে? আরে হামার চন্দনের বিয়াও ঠিক হইলো। বিয়ার বাড়ি এক গানে-গীদে ভরেয়া দেও ব্যাহে গীদালির বেটিরঘর। (গীদ) শ্বশুর দেশে যান চান্দরে ও চান্দ আইসেনো সকালেরে বৈদেশিয়া হইলেন চান্দ রে, পরার বেটিক পায়া চান্দ রে, আরে ও চান্দ না থাকেন

www.pathagar.com

		ভুলিয়ারে।-ঐ
		টিভি পাইমেন সাইকেল পাইমেন রে, ও চান্দ কন্যা পাইমেন দানেরে। -ঐ
দোহার		কায় কোন্টে গেইনেন ব্যাহে। বর আসিল। বর যাত্রিক আগে নাস্তা দেও, তারপরে ভাতের ব্যবস্থা কর।
ঘটক	:	ও ব্যাহে তাওয়াই বিয়ার লগ্ন বয়া যায়, তারাতারি তোমার বেটিক দান করি দাও।
মূল		ও হো...
দোহার		বেশ বাবা বেশ...
মূল		(গান) বিবাহ করিয়া চন্দন বাড়িতে আসিলো... এক দুই করিয়া কয়েক মাস গত হয়া গেল চন্দনের বাবা এবার কিবা কথা কয় মনো দিয়া শ্রতাগণ শুনিবেন সগায়।
ভোলা	:	চন্দন (২)
চন্দন	:	কেনে বাবা মোক ডাকির নাকছেন।
ভোলা	:	এক-দুই করি নগদ এক বছর গত হয়া যায়। তোর শ্বশুর টাকাও দেয় না, মোর সাথে দেখাও করে না। বউমাক "ক" আইজে যেন তার বাপের বাড়ি থাকি টাকা আনি দেয়। না হইলে তোমাক দোন-জনাকে বাড়ি থাকি বাইর করি দেইম।
চন্দন		ঠিক আছে বাবা, মুই এলায় গোলাপিক পাটে দিবার নাক্চোং গোলাপি (২) এঁয় কোনটে গেইছে রে যখনে আইসোং তখনে দেখং এঁয় বাড়িত থাকে না।
গোলাপি		ক্যানে চিক্রিবার নাক্ছেন। তোমার খড়ি আছে, মুই পাতা শাম্টিবার গেছনুং। ভাত আন্দিম এলা কি দিয়া।
চন্দন	:	টানাও তোর পাতা। তোর বাপের কাছে যে ৫০ হাজার টাকা পাওয়া যায়। আইজে যায়া নিয়া আইসেক, না হইলে হামাক বাড়ি থাকি চলি যাওয়া নাগ্বে।
গোলাপি	:	মুই বাপের বাড়ি যাবারো পাবার নাং, টাকাও আনি দিবার পাবার নাং, জানেনা মোর বাপ গরিব।
চন্দন	:	টাকা না দিবে, তা দিবার চাইচে ক্যা। বেড়াও আইজে বাড়িত থাকি।
গোলাপি	:	মুই এই বাড়ি থাকি এক পাও তুলবার নাং।
চন্দন	:	কি? যাবার নাইস? তোক আইজ ডাঙ্গে মারিম। মর হারামজাদি।
গোলাপি	:	আ-মোক মারেন না। তোমার হাত-পাও ধরি কং উ-আ-ও বাবাও মোক মারচে বাবাও।

www.pathagar.com

(গান)

ও কি পতি ধন ক্যানে মারেন মোক যৌতকের কারণে
অল্প বয়সে করিছেন বিয়া ভালবাসার কথা কয়া
(ওকি) পতিধন কোনটে গেল তোমার মধুর-মধুর কথারে
১০ মাস হইলো করিচেন বিয়া, না করিনুং সুখ সংসার দিয়ারে
(ওকি) পতিধন কিবা দু:খ বিধি আছে মোর কপালে

চন্দন : মুই তোর কথায় শুনার চাং না। বেড়াও এলায় বাড়ি থাকি।

গোলাপি : মুই গেনুং। মোক আর ডাঙ্গান না।

চন্দন : যা। যদি টাকা ছাড়া এই বাড়িত আসিস তোর ঠ্যাঙ্গের রগ কাটি দেইম। কয়া দিনুং। হ্যাঁ

মূল ও বিধাতা হায় রে হায় বিধি এই ছিল কপালে
মাইরের চোটে দেখ গোলাপি কান্দিতে লাগিলো।
বাপের বাড়ি বুলি গোলাপি যাইতে লাগিলো।
উপনিত হইলো গিয়া বাপেরো বাড়িতে।
স্বামীর কাহিনী কথা লাগছে বলিবারে।

গোলাপি : বাবা (২)

জগন্নাথ : কায় মা গোলাপি! তুই একলায় ক্যানে মা জামাই কই?

গোলাপি : বাবা! তোমরা ওউগ্‌লা কথা কন। মোক আগে বিষ আনি দেও, মুই খেয়া মরোং। কারো মাথার বোঝা হয়া থাকির চাং না।

জগন্নাথ : কি হইচে মা। তুই কান্দিস ক্যান।

গোলাপি : বাবা, ১০ হাজার টাকা দিচেন। আরো ৫০ হাজার টাকার জন্যে তোমার জামাই ডাঙ্গাইতে ডাঙ্গাইতে মোক বাড়ি থাকি বের করি দিছে। আর কইছে টাকা ছাড়া গেইলে মোর ঠ্যাঙ্গের রগ কাটি দিবে।

জগন্নাথ হায় ভগবান! (কান্না) হা....আ.....

মুই এলা কি করোং। বাড়ি ভিটা মোর ৫ শতক মাটি কি বেচেয়া এলা ৫০ হাজার টাকা দেও। (কান্না- আ-আ-আ) মোর মাথার বোঝা মোর মাথাতে আসি চাপিল (কান্না- আ-আ-আ) মুই এলা কার কাছে যাও।

গোলাপি বাবা। তোমরা একনা চেয়ারম্যানের বাড়ি যাও বাবা। যদি চেয়ারম্যান কোন বুদ্ধি করি এটা মীমাংসা করি দিবার পারে তা হইলে তো সংসার হইবে। না হইলে মুই বিষ খায়া মরিম।

জগন্নাথ : (গান)
কপাল ভাংগিলোরে বিধি এ ভরা যৌবনেরে
কি আগুন লাগিলোরে চেংগর বয়সে

আসা করে ঘর বাধিলাম বসত করার আসে
সে ঘর ভাংগিয়ারে গেলে পুবাল বাতাসে
কপাল ভাংগিলোরে বিধি এ ভরা যৌবনেরে।
(গান)
সুখ দু:খ কপালের লেখা মুছলেখা পায়...
যার কপালে যা লিখা আছে অদুল হবার নয়
কি করিবে জগন্নাথ চেয়ারম্যানের বাড়ি যায়
চেয়ারম্যানকে ডাকেয়া এবার সব খুলিয়া কয়।

জগন্নাথ : চেয়ারম্যান চাচা বাড়িত আছেন নাকি?

চেয়ারম্যান : কে, জগন্নাথ? তা কি মনে করি আসলে বাবা?

জগন্নাথ : দশ মাস হইলো মোর বেটির বিয়াও দিচম শিবদেবের চরের ভোলার বেটা চন্দনক দিয়া। বিয়ার সময় যৌতকের কোন আলাপ হয় নাই। তাও মুই ঘটকের কথায় দশ হাজার টাকা দিচম। আরো ৫০ হাজার টাকার জন্যে মোর বেটিটাক ডাংগে ডুংগে মোর বাড়িত পাটে দিচে। আরো কইচে টাকা ছাড়া আসলে ঠেংগের রগ কাটি দেইম।

চেয়ারম্যান : যখন যৌতকের দাবি করেছে আমাকে বললে না কেন।

জগন্নাথ : চাচা সেই জন্যেতো মুই তোমার কাছে আসনু।

চেয়ারম্যান : যৌতক নেওয়া ও দেওয়া উভয়ে অপরাধ এবং যৌতকের কারণে তোমার মেয়েকে নির্যাতন করেছে এর সাজা যানে? আচ্ছা তোমার মেয়ের বিবাহ রেজিষ্টারি করেছো।

জগন্নাথ না চাচা রেজিষ্টারি ফেজেষ্টারী মুই উগলা কিছু বোঝমনা আর কোন নেকা নেকি করোম নাই।

চেয়ারম্যান : শোন জগন্নাথ হিন্দু আইনে বিবাহ রেজিষ্টারি করা বাধ্যতামূলক নয় কিন্তু মুসলিম আইনে ইহা বাধ্যতামূলক। মুসলিম আইনে বিবাহ রেজিষ্টারি না করিলে এই বিবাহ মূল্যহীন।

জগন্নাথ : চাচা তোমরা মোর এইটা বিচার করি দেও (কান্না) অতিফির বেটিটা বিষ খায়া মরির চাবা নাগচে। তার আগত মুই গালাত ফাঁসি দিয়া মরিম। (কান্না)

চেয়ারম্যান : আচ্ছা যখন তোমার মেয়ের বিবাহ দিয়াছো তখন তার বয়স কত ছিল।

জগন্নাথ : চাচা, মুই উগলা কবার পাবান্নাম।

চেয়ারম্যান : সেই জন্যে তা ইউনিয়ন পরিষদ হইতে জন্ম নিবন্ধন কাগজ সংগ্রহ করিতে হয়। এবং ঐ কাগজ দেখে ১৮ বছর বয়সের নিচে কোন মেয়ে এবং ২১ বছর বয়সের নিচে কোন ছেলে বিবাহ দিলে ছেলে

www.pathagar.com

এবং মেয়ের অভিভাবক বাল্য বিবাহের আইনত অপরাধ করে। জগন্নাথ শোন আগামী ২৯/০৮/১২ইং তারিখে তোমার মেয়েকে নিয়ে দশ ঘটিকার সময় ইউনিয়ন পরিষদে আসবে। গ্রাম্য আদালত আইনে সেখানে বিচার হবে। আর চকিদার দ্বারা তোমার জামাইর বাড়িতে কাগজ পাঠাবো।

জগন্নাথ ঠিক আছে চাচা তোমার কথায় মুই পালন করিম। আর ভুল করবার নাং।

মূল : (গান)

২১ বছরের ছেলের বিয়াও ১৮ কম মেয়ে নয়
এর কম হইলে বাল্য বিয়া তারে কয়।
এই দিককার কথা ভাইরে রইলো ভালে ভালে মরি...
চন্দনের বাপের কথা শুনি নেও সকলে
ছেলে মেয়ের বিয়াও দিবেন রেজিষ্টারি করা চাই নইলে
কি করিবে চন্দনের বাবা ভাবিতে লাগিলো... মরি...
চন্দনকে ডাকেয়া কথা বলিতে লাগিলো
২১ বছরে...

ভোলা চন্দন তোর বউ যাবার আইজ কতদিন হয় গেল। এ পর্যন্ত টাকা আইলে না। হয় তুই মোক টাকা আনিদে না হয় বাড়ি থাকি নামি যা। কয়া দিনু।

চন্দন : টাকা! তোমার বাড়ি-ভিটা বেচেয়া আটে না আটে তাকে দেখ। তোমার বুদ্ধি ধরিয়া বুঝি এবার সউগে হারাইনো। এই যে, খোকা চকিদার কাগজ দিয়া গেইছে। আগামী ২৯ তারিখে কাউন্সিল অফিসোত গ্রাম্য আদালতের মাধ্যমে হামার বিচার হইবে।

ভোলা কি কলু? হামার বিচার করবে? ঠিক আছে জগন্নাথের বেটি কেমন করি বিচার করে দেখা যাইবে।

মূল (ধুয়া)

নারী পুরুষের অধিকার সবাই মোরা দিবো ভাই
মোদের দেশের মান বাড়বে তাই
পিতা-পুত্র দোনজনে কি কর্ম করিলো
তারিখ মতো কাউন্সিলতে যাইতে লাগিলো
নারী পুরুষের...
উপনিত হইলো গিয়া কাউন্সিল মাজারে মরি...
কাউন্সিলের সভাপতি বিচার শুরু করে
নারী পুরুষের অধিকার সবাই মোরা দিবো
ভাই মোদের দেশের মান বারবে তাই

www.pathagar.com

উপস্থাপক আজকের এই গ্রাম্য আদালতের সভাপতিকে বিচার কার্য শুরু করার জন্য বিশেষ ভাবে অনুরোধ করা হল।

চেয়ারম্যান : গোলাপি কি তোমার অভিযোগ বল দেখি?

গোলাপি : যৌতকের কারণে আমার স্বামী চন্দন বিভিন্নভাবে নির্যাতন করে।

চেয়ারম্যান : চন্দন গোলাপি যা বললো তা কি সত্য?

চন্দন : হ্যাঁ সত্য।

চেয়ারম্যান : চন্দন তুমি বাল্য বিবাহ করেছো ইহা অপরাধ। তারপর যৌতক নেওয়াও অপরাধ এবং যৌতকের কারণে গোলাপিকে যে তুমি নির্যাতন করেছো ইহাও অপরাধ। এসব অপরাধে তুমি অপরাধি।

চন্দন চেয়ারম্যান দাদু, মোক এতদিন এইগলা কথা কায়ও কয় নাই। (কান্না) আইজ মুই সউগে বুঝনুং। আইজ থাকি মুই হামার চরের যত যুবক চেংড়া আছে এইগলা সমন্ধে বুঝাইম। মুই নিজেও আর ভুল করবার নাং। মানুষকেও ভুল কইরবার দিবার নাং। মোক তোমরা সবায় মাফ করি দাও। মুই গোলাপিক নিয়া সংসার করি খাইম।

ভোলা চেয়ারম্যান চাচা, মুইও এলা থাকি বুঝবার পানুং। এই মোরে কারণে বউমা নির্যাতিত। মোর মত কোন অভিভাবক যেন ভুল না করে। মোক তোমরা মাফ করি দাও।

চেয়ারম্যান : গোলাপি তোমার কি অভিমত।

গোলাপি : এতক্ষণ থাকি মুই সউগে শুননোং। সউগে বুঝনুং। নারী পুরুষ সমান অধিকার। এলা মুই উয়ার সংসার করবার পাং না পাং।

চন্দন : না গোলাপি ও কথা কইসে না। মোক এলা তুই মাফ করি যে। চল এলা হামরা বাড়ি যাই।

জগন্নাথ : যা মা গোলাপি এবার তুই যা। উয়ার পরে যদি কোন অন্যায়-অত্যাচার করে, তাহলে হামরা কেচ করি দেমো। আর মোর মত ভুল তোমরা কায়ও করেন না। (কান্না) ব্যাহে কায়ো অল্প বয়সোত বেটা-বেটিব বিয়া দেন না। ডিমান নেনোনা দেনোনা। বিয়র সময় বিয়া কোনা রেজিষ্টারী করেন। না হইলে মোরে মতো কান্দা নাগবে ব্যাহে মোরে মতো কান্দা নাগবে।

ভোলা : এতক্ষণ ধরি অনেক কিছু সুনিয়া মোর ভুল সউগ ভাংগি গেইল। আইজ থাকি সংসার বেটা আর বউয়ের হাতত তুলি দিনু, বউমা লক্ষী, বউমা সতী।

চেয়ারম্যান : ভোলা এতো কিছু অন্যায় অত্যাচার সয্য করার পরেও যেগোলাপি স্বামীর সংসার করতে সম্মত হইছে তাই এই সংসারের নাম গোলাপির সংসার।

www.pathagar.com

মূল এই পর্যন্ত দিলাম খান্ত ভাই মোদের
পালাগান মরি হায়রে হায়...
ভুলত্রুতি হইলে পরে করিবেন মার্জন
রেডিও নিয়া বসিয়া আছেন
যত শ্রোতাগণ মরি হায়রে হায়...
মুসলমানকে জানাই ছালাম
হিন্দুকে প্রণাম, মরি হায়রে হায়...

সমাপ্ত

৬. পালাগান রংগীলা মইশাল
রচনায় : রমেশ চন্দ্র বর্মন

রংগীলা মইশাল (সার কথা)

রহমতের চরে কালু গোদা নামে এক মইশাল বাস করত। সে তিস্তার পারে বাতান দিয়া মহিষ চড়াত। একদিন নদীতে ভেসে যাওয়া মৃত প্রায় রঙ্গিলা নামে একটি ছেলেকে মইসা বাতানে এনে চিকিৎসা করে ভাল করে তার নিজস্ব মইষ বাতানে রেখে দেয়। এদিক মধ্যে বাদশা মেম্বারের মেয়ে ফুলমতি ছাগল চড়াতে ঐ নদীর পাড়ে যায়। তাদের পরিচয়ের মাধ্যমে প্রণয় ঘটে। এ খবর শুনে বাদশা মেম্বার লোকজন সহ তাকে মারপিট করে নদী পার করে দেয়। কিছুদিন পর মেম্বারের মরণ ব্যাধি আক্রমণ করে। অনেক চিকিৎসার পর এক কবিরাজ এসে ৭টি মইষের দুধের দ্বারা ঔষধ তৈরির কথা বলে। কোথাও মইষের দুধ না পেয়ে অবশেষে নদী ওপারে ঐ রঙ্গিলা মইষালের কাছ থেকে দুধ এনে ঔষধ তৈরি করে মেম্বার ভাল হয়। পরে রঙ্গিলাকে ডেকে নিয়ে এনে বিয়ে পড়িয়ে দেয়।

মূল : ও কি ভাইরে...
দোহর : বেশ বেশ...
প্রথমে বন্দনা করি দয়াল গুরুধন,
তার দয়ায় এইনা সুন্দর ভুবনে আসিলাম।
তোমার নাম লইলাম হে গুরুধন আসরে বসিয়া। ২
মোর সভা ছাড়িয়া যদি অন্যের সভা যাইস, ২
আর কারো কিড়া না দেঁও ধর্মের মাতা খাইস। ২
অধম বলিয়া যদি পার না করিবে ২
পতিত পাবন নামে তোমার কলংক রহিবে। ২

মূল : ও কি ভাইরে...
দোহার : বেশ বেশ...
এত সব বন্দনার গান মোর রইল ভালে ভালে,

www.pathagar.com

রঙ্গিলা মইশাল পালা মোদের শুনিবেন সকলে।
ভোলানাথের পূর্ব পাশ্যে রহমতের চরে
কালু গোদা নামে এক মইশাল বসত করে।
বিশাল ছিল মইশের পাল তার তিস্তা নদীর পারে
নদীর উপর দিয়া বাতান মইশালী সে করে।
একদিন দেখ কি ঘটিল ঐ না নদীর পারে,
মন দিয়া শ্রোতাগন শুনিবেন সকলে।

কালু : এ মরা ভাসি গেলরে মরা-২। অতিগান বাপুরে মরা ভাসি গেল।

আবুল : কোটেরে মরা- আরে হয় তো রে। মরা মরা গেল রে মরা -- দেখি যাও বাহে মরা গেল বাহে মরা।

কালু : এ আবুল নামতো রে-- দেখতো বাচি আছে বুঝি?

আবুল : কালু ভাই আইসোতো দেখি-নামোতো- বাচি আছে বুঝি?

কালু : নাম নাম এ আছেরে আছে বাছি আছে।

আবুল : হয়রে কালু ভাই বাছি আছে-ধর ধর ধরিস---

কালু : ধরিস-২ উঠুক-২। হ্যাঃ হ্যাঃ বাপরে বাপ হ্যাঃ হ্যাঃ

আবুল : এ আছেরে আছে এ কান ফোকাও- কান ফোকাও

কালু : ফু ফু ফু ফু জীব জীব জীব জীব হ্যাঃ হ্যাঃ হ্যাঃ

আবুল : কালু ভাই এ তারাতারি দৌড়াও- ওঝা আনেক ২।

মূল : ওকি ভাইরে...

দোহার : বেশ বেশ...
কালু গেল জেলা নামে বিনদ বাবুর কাছে
কালু সহ আসিল ওঝা রোগী দেখিবারে
রোগী দেখিয়া ওঝা কিবা কথা কয়
মনদিয়া সে সব কথা শুনিবেন সবায়

কালু : ওঝা বাবু ভালো করি দেখতো ছাওয়াটা বাচি আছে না নাই যন্তর নাগে দিয়া দেখ-ভাল করি দেখ।

ওঝা : আছেরে আছে বাচি আছে- তবে

কালু : তবে কি ওঝা বাবু?

ওঝা : ছাওয়াটা মোটামুটি কাবু আছে। এই যে ইনজেকশন দিলাম না। কিছুক্ষনের মধ্যে জ্ঞান ফিরবে। তবে রুগিটার এক মাস থুব ধক্কেল যাইবে। তার জন্যে ওকে ভাল খাওয়াতে হবে।

কালু : ভাল হইবে তো ওঝা বাবু?

ওঝা : হ্যা হ্যা ভালতো হবে সন্দেহ নাই। এর এক মাস বিশ্রামে থাকতে হবে। বুঝছেন?

www.pathagar.com

আবুল এক মাস কেনে দরকার হইলে তিন মাস পুষমো না কি কন কালু ভাই?

কালু এ মুই টাকাক ভয় করং রে- না হয় উয়ার পাছত পাঁচটা মইশের টাকা যাইবে। তুই মোক কি মনে করিস?

ধুয়া এবার মাজিলরে
হাড়িয়া কালিয়া শেখে
ঈশাণ কোণেতে রে মেঘ সাজিলরে। ২
আর মনোযোগের সহিত ওঝা ভালো ওষধ দিয়া
ধীরে ধীরে রঙ্গিলাকে তুলিল সারিয়া।
আর এক দিন কালু মাইশাও কিবা কথা কয়
মন দিয়া শ্রেতাগন শুনবেন সবায়।

কালু : আচ্ছা বাপই তোর নাম কি?

রঙ্গিলা : মোর নাম রঙ্গিলা...

কালু : আচ্ছ তুই কেমন করি এদন হলু?

রঙ্গিলা : মুই মামার বাড়ী যাবার ধরছিনু- নদী পার হইতে হঠাৎ নৌকা খান উলটি গেল- তার পর কিছু কবার পাও না।

কালু যাক তুই এলা ভালো হয়া গেলু তোর বাড়ী যাওয়া দরকার। তা তুই আরো কয়টা দিন থাক। না কি কইস?

রঙ্গিলা : বড় বা মুই তোমার এটে থাকিম- মুই আর বাড়ী যাবার নং।

কালু : বাবারে তুই তো থাকপার চাইস। তোর বাপ মাও আছে না।

রঙ্গিলা : না বড় বা মুই বড় কপাল পোড়া- এই দুনিয়াত মোর কাইও নাই।

কালু : থাকপার চাইস থাক- মোরও তো বেটা পুত্র নাই- জমি জমাও নাই-মোর খালি এই দেখিস মইশ কয়টা।

রঙ্গিলা : বড় বা তোমরা যদি কন- মুই তোমার মইশ চড়েয়ায় যাইম। মোক আর কিছুই দেওয়া নাগবার নয়।

কালু বাপই তুই যদি থাকিস তাহলে তো মোর ভালয় হয়। তোর কাম এই মইশ চড়া আর খাওয়া। তা বাপই মুই কালকা একনা দেশের বাড়ী গেনু হয়, তুই এই মইশেরপালটা ভাল করি দেখিস।

ধুয়া ওরে কালা আইসো বইসো মোর কদমের তলে।২
তুই কালা মোর আলারে ভোলা---
তুই কালা মোর গলার মালারে ২
তুই কালা মোর বিছিনার দোশর সাথী। ঐ
আর তোর কালার পিরিতির আশে---
বাপ ভাই ছাড়িইং দেশেরে
দুধের ছাওয়া মুই আইশংরে পোশানী দিয়া। ঐ

মূল ও কি ভাইরে...

www.pathagar.com

দোহার : বেশ বেশ...
রঙ্গিলা মইশাল দেব মহিষের পাল নিয়া
মনের আনন্দে চলে নদীর পার দিয়া।
রহমতের চরে যায়া ধুরা পাতাইলে
কি ঘটিল মন দিয়া শুনিবেন সকলে।

ফুলমতি : ক্যা রেই হাসিনা--- কোটে গেলু রেই তুই?

হাসিনা : আপা আসির নাগছং কি হইছে হইছে কও শুনং

ফুলমতি : হাটেক তো ঘাটের পারত যাই

হাসিনা : কেনে ঘাটের পারত কি?

ফুলমতি : যাও ছাগলগুলা ঘাটের পারত ছাড়ি দিয়া আসছে। মোক একনা দেখি আসির কইছে ছাগলও দেখি বেরেও আসি।

হাসিনা : আপা তাহলে মুইয়ো হামার ছাগল গুলা ধরি যাওং

ফুলমতি : চলেক মুই অনেক দিন থাকি ঘাটের পার যাওনা ঐ যে- ঐ দেখা যায়- হামার ছাগল গুলা।

হাসিনা : হয় রেই নদীর পারত না খুব ঘাস- কায় জানে মুই জানলে প্রতি দিনে ছাগল ধরি আসনু হয়।

ফুলমতি : হ্যা রেই কাইল থাকি আসমো।

হাসিনা : আচ্ছা ঠিক আছে- ক্যা রেই ওটা রেই কার মইশের পাল? দেখ দেখ বিশাল মইশের পাল।

ফুলমতি : ক্যা রেই হাসিন হামার কেনবা ছাগল কম দেখং

হাসিনা : কেনে তোমার কয়টা রেই ছাগল

ফুলমতি : হামার রেই ১০টা ছাগল এটে না দেখং ৭টা ছাগল। আর তিনটা ছাগল কোটে গেল। হই উকটাও মাও শুনলে এলা ডাঙ্গাইবে।

হাসিনা ঐ যে রেই ঐ দেখ মইশের পালত ঢোকছে ওরে মাও ওটে কায় যাইবে মুই না যাইম ভাই একে ডিশে মারি ফেলাইবে।

ফুলমতি : ধেত্ চুপ করি থাক আয় দেখিস এলা- এ মইশাল- এ মইশাল।

রঙ্গিলা : কেনে কি হইছে ক্যা ডাকান...

ফুলমতি : ভাই দয়া করি হামার ছাগল গুলা দিয়া যাও ভাই

রঙ্গিলা : এত ঠ্যাকাত নাই পড়, যার ছাগল তায় আসি নিগাইবে।

ফুলমতি : ভাই তোমার দোহাই নাগে, দয়া করি দিয়া যাও

রঙ্গিলা : (গান)
কি নাম তোমার মাতা পিতার
কি নাম হয় তোমার

www.pathagar.com

		কোন গেরামে বাড়ি তোমার কোন গেরামে ঘর।
ফুলমতি	:	(গান) পিতার নামটি বাদশা মেম্বার ফুলমতি মোর নাম রহমতের চর হামার বাড়ি ফুলমতি মোর নাম কি নাম তোমার মাতা পিতা কি নাম তোমার কোন গেরামে বাড়ি তোমার কোন গেরামে ঘর।
রঙ্গিলা		পিতার নামটি নছের মামুদ রঙ্গিলা মোর নাম মইশ বাতানে থাকং কন্যা চড়াও মইশের পাল রে।
কথা	:	ফুলমতি এগলা তোমারে ছাগল? এই নেও
ফুলমতি	:	দেও -থাক- ফির দেখা হইবে।
ধুয়া	:	ওরে পিরীতি কাঠালের আঠা নাগলে জোড়া খুলে না চেংরা ছাড়া চেংরি বাচে না। আর ছাগল ধরিয়া ফুলমতি বাড়িতে আসিল রাইতের মধ্যো হাসিনার সঙ্গে কি যুক্তি করিল। আর পরের দিন সকালে দুইজন ছাগলের দল নিয়া নদীর পারে দুজনাতে গেল হাজির হয়া।
হাসিনা	:	দেখ রেই আপা মইশালের কাম দেখ। মইশের পিঠিত চরি মনের আনন্দে দেওরা ডাঙ্গে গান কবার নাগছে।
ফুলমতি	:	থাকিস মুইও ওমার সতে গান ধরিম-দেখিস এলা (গান) ওকি মইশালরে--- ঘাটের উপরে দিয়া বাতান মইশালী সুরে দেওরা ভাঙ্গল প্রান কান্দে মোর তোর ভাওয়াইয়া গানে রে ।২ ওকি মাইশালরে---- আন নহলায় আইসং ঘাটে বুক ফোটে মোর মুখ না ফুটে কেমন করি কং মুই শরম শরম নাগেরে। ২
রঙ্গিলা	:	(গান)

www.pathagar.com

ও কি কন্যারে
ছাগল চরেবার আইসেন ঘাটে তোমাক দেখি মোর
মনটা কান্দে মনের দঃখ কন্যা কেমনে বুঝাং তোকেরে।

ফুলমতি : ওকি মইশালরে...
আম নারিকেল পান সুপারি ঐটায় মইশাল- হামার বাড়ী
দুধ দই ধরি আইসেন হামার বাড়ীরে। ২

রঙ্গিলা ফুলমতি তুই যা- মুই বৈশাখ মাস করি যাইম। তোমরাও আম কাটল পাকলে মোরও সাতটা মইশের গাই নামবে মুই সেই দুধ দৈ ধরি তোমার বাড়ী যাইম।

ফুলমতি : যাইমেনতো ফির বা না যান?

রঙ্গিলা : যইম যাইম তুই যা-

ফুলমতি : রঙ্গিলা তোমাক ছাড়ি মোর মনটা যায়ে না-

রঙ্গিলা : কেনে মুই তো যাবার চানু, তুই মোক বিশ্বাস করিস না-

ফুলমতি : (গান)
মইশ বাতানের চেংরা রে
মনটা কাড়িয়া নিলরে--
ওরে ছাড়িয়া যায়ারে মুই থাকিম কেমন করিরে...

রঙ্গিলা : (গান)
ও প্রানের কন্যা কি কথা শুনাইলেনরে
ওরে বুঝিবার না পানু মুই তোমার মনের ভাবরে

ফুলমতি (গান)
না দেখিলে তোমার মুখ
কামে কাজে মোর না হয় সুখরে
ওরে সুতিলে নিন্দ হইতে মুই ওঠং জাগিয়ারে

রঙ্গিলা : ফুলমতি বিশ্বাস কর মই অবশ্য অবশ্যই যাইম....

ফুলমতি : রঙ্গিলা যইমেন তো --দেখিম এলা যদি না যান, মুই ফির আসিম কয়া দিনু সেটা, মুই গেনু।

মূল : ওকি ভাইরে...

দোহার : বেশ বেশ...
রঙ্গিলাকে ছাড়িয়া কন্যা রওনা করিল
ধীরে ধীরে সোনার কন্যা বাড়ীতে আসিল।
হাসিনাকে ডাকেয়া কথা কহিতে লাগিল
কথা শুনিয়া হাসিনা বানু কি কথা বলিল

হাসিনা : ক্যা আপা তুই কি মইশালক এক বারে কথা দিছিস

www.pathagar.com

ফুলমতি হ্যা হ্যা মুই একে বারে পাকা কথা দিছং

হাসিনা আচ্ছা কত শনং উয়ার বোলে
বাড়ী ঘড় জমা জমি কিছুই নাই তোক বিয়া করি
তোক নিয়া কোটে থাকপে-

ফুলমতি মুই বাড়ী ঘর জমা জমি কি করং। অয় যদি গাছের তলত থাকে মুইও অটে থাকিম। মোর অত শত দেখপার কি আছে?

হাসিনা আপা তুই এলাও ভাল করি বুঝ- এলাও সময় আছে, দিন ফুরাই নাই। এমন কাম করিস না -কোন দিনও না যায় রাইতও না পোয়ায়।

ফুলমতি : হাসিনা তুই শুন -মোর বুঝ শেষ হইছে মোক আর বুঝা নাগবার নয়। মুই আজ রাইতে মইশালের
কাছত একেবারে চলি যাইম আর ঘুড়ি আসির নাও-

ধুয়া : আর এই কথা শুনিয়া হাসিনা কি কর্ম করিল
ফুল মতির বাবার কাছে কহিতে লাগিল।
আর কথা শুনিয়া বাদশা মেম্বার কি বা কথা কয়
মন দিয়া শ্রোতাগণ শুনিবেন সবায়

মেম্বার : কোন ঠাকার মইশাল-- তার নাম কি বাড়ি কোটে থাকে কোটে। ওয়ার এত বড় সাহস অয় বাদশা
মেম্বরের বেটিক বিয়া করবার চায়? কয় কি বাহে

হাসিনা : আরে মইশাল যেমন তেমন তোমার বেটিয়ে পাগলা হয়া গেইছে। আইজে রাইতত যায় না কি?

মেম্বার : কোটেরে কাচালু- এ কাচালু

কাচালু : নেম্বার মোকে ডাকাইলেন- হয় নাকি

মেম্বার : এ এত্তি আয়- শুন ঐ ছমির জমির রহিম করিম জামাল কালাম ওমাক সবাকে ডাকবু ওমাক কবু আজ রাইতে কালুর মইশ বাতান ভাঙ্গিয়া ঝোন ছাড়খার করি দেয় আর ঐ রঙ্গিলা মইশালক মারি ফেল ঝোন নদীত ভাসে দেয়- বুঝছিস?

কাচালু ঠিক আছে মুই যাবার নাগছং, মুই এলায় যাও-কোটেরে নাইটাল পার্টির ঘর আইসো রে---

মাস্তান পার্টি : এ ধর এ মার মার মার ধর ধর মার মার এ ধরে ধর মাররে মাররে।

রঙ্গিলা : আউগান বাবারে আউগান মোক মারছে বাবারে মোক আর মারেন না বাবা তোমার হাত পাও ধরং

মাস্তান পার্টি : মাররে মার মার।

www.pathagar.com

রঙ্গিলা বাবা তোমার হাত পাও ধরং মোক আর না মারেন বাবা তোমার হাত পাও ধরং মোর জীবনটা ভিক্ষা দেও বাবা তোমরা মোর জীবনটা ভিক্ষা দেও।

মাস্তান এ শুন যদি জীবনে বাচপার চাইস তাহলে মইশের পাল ধরি রাইততে নদী পার হয়া চলি যা। না হইলে মেম্বারের হুকুম-তোক মারিয়া নদীত ভাসে দিমো।

রঙ্গিলা হ্যা ভাই মুই মুই এলায় যাবার নাগছং ২।

মূল ওকি ভাইরে...

দোহার বেশ বেশ...

মাইর খায়া রঙ্গিলা মইশাল কি কর্ম করিল
কান্দিতে কান্দিতে মইশাল নদী পার হইল।
ঐ পারেতে যায়া মইশাল নদীর কিনারে
ধুরা ফেলেয়া বান্দিল বাসা মইশের বাতানে।
ঐ দিক মধ্যে কি ঘটিল মেম্বারের বাড়িতে
মন দিয়া সে সব কথা শুনিবেন সকলে।

মেম্বারের স্ত্রী : তোমরা কেমন মানুষ। তোমরা হুকুম দিয়া মানুষের ছাওয়াটাক মারি ফেলেয়া নদীত্ ভাসে দিনেন-- এগলা তোমার ধর্ম-। মানুষ মারবার জন্যে- তোমাক ভোট দিয়া মেম্বার বানাইছে।

মোম্বার এ চুপ করি থাক-মুই একজন মেম্বার মানুষ। জনগনের প্রতিনিধি -মোর একটা সমাজ আছে মোর মান সনমান আছে। আর মোরে বেটি একজন মইশালের গলাত মালা পড়াইবে। এইটা কথা কলু আর মুই তাকে মানি নেইম ভাবছিস?

মেম্বারের স্ত্রী : হ্যা হ্যা তোমার দেখেন ঐ মইশালের অভিশাপে তোমরা পংগু হয়া যাইমেন। বিছানাত্ পড়ি যাইমেন কথাটা মনে থোন।

মেম্বার ছকিনা তুই মোর বিয়ার স্ত্রী হয়া এত বড় অভিশাপ দিলু এইটা তুই ঠিক করলু?

ধুয়া : ও কি ওরে মানুষের দেহা- এ জীবনের নাইরে আশা কখন চেতন কখন হয়রে মরা। ২

আর এদিক মধ্যে ফুলমতি এ খবর জানিল
রঙ্গিলার কথা শুনিয়া কান্দিতে লাগিল।
এক দিন দেখ ফুলমতি নদীর পারে গেল
মইশ বাতানে রঙ্গিলাকে খুজিতে লাগিল
নদীর পারে এক জনারে জিজ্ঞাসা করিল
ফুলমতি কে বিস্তারিয়া কহিতে লাগিল।

www.pathagar.com

রহিম		কাল রাইতে বাদশা মেম্বরের লোক জন আসি মইশ বাতান ভাঙ্গি দিছে আর রঙ্গিলাক ডাঙ্গাইতে ডাঙ্গাইতে মইশের পাল সুদ্যায় নদী পার করি দিছে।

ফুলমতি : আচ্ছা, মইশাল কোনটে আছে তোমরা কবার পান

রহিম : হ্যা হ্যা পাং, অয় নদীর ওপারে গাবরার চরে যায়া আছে তার বর্তমানে অয় খুব কাবু এ আছ।

ফুলমতি : রঙ্গিলা আজ মোরে জন্যে তোর এ দশা হইল।

(গান)
দুর হতে দেখং তোরেরে...
ও মোর প্রাণ সখা- ও তুই সদায় হাটিস মোর
আগ দোর দিয়ারে ও মোর প্রাণ সখা। ২
বাপ ও মাও মোর নিদয়া হইছে রে কবারে না দেয় কথা
ও মোক বন্দিনী করিছে- ও মুই দেখং খিরকি দিয়ারে
ও মোর প্রাণ সখা...
ও কি ভগবান নারীর কপালে এত দু:খ লেখা।

মূল : ওকি ভাইরে

দোহার : বেশ বেশ ...
এইদিক কারো কথা গুলা বাবারে রইল ভালে ভালে
বাদশা মেম্বারের কথা শুনিবেন সকলে।
রঙ্গিলার মৃত্যুর কথায় আকুল হইল
সেই চিন্তাতে ধীরে ধীরে অসুস্থ হইল।
ঝাড়া ফুকা কবিরাজী চিকিৎসা ডাক্তার
কোন মতে না হইল মেম্বার রোগ মুক্তি।
উলিপুর হইতে এক কবিরাজ আসিল
মেম্বারকে দেখিয়া কথা কহিতে লাগিল।

কবিরাজ : ভাবিসাব মেম্বার সাবের তো বহুত জটিল ব্যাধি ধরিয়াছে। অনেক কঠিন ব্যাধি।

মেম্বারের স্ত্রী : কবিরাজ সাহেব- তাহলে কি মেম্বার ভার হবার নয়

কবিরাজ : ভাল হইবেক না কেনো, একশবার ভাল হইবেন

মেম্বারের স্ত্রী : কবিরাজ সাহেব, কি করা নাগবে? কত টাকা নাগবে?

কবিরাজ : ভাবি সাব টাকা পয়সার কথা পরে হইবেক, আগে চিকিৎসা

মেম্বারের স্ত্রী : কি কি দরকার কন আগত- হামরা আনি দেই

কবিরাজ : শুনেন ভাবি সাব
সপ্ত মইশের দুগ্ধ করিয়া দোহন
তিনদিন লাগিবে করিতে মন্থন।

www.pathagar.com

পনিরে বটিকা করিয়া গঠন-
সপ্ত দিনে সপ্ত বটিকা করিবে সেবন।
তা হইলে হইতে পারে রোগের মোচন।

মূল ও কি ভাইরে...

দোহার বেশ বেশ...
চারিদিকে লোক পাঠাইলো মইশের দুধের বাদে
পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ মুরে একে একে।
কোথাও না পাইল দুগ্ধ হয়রান পেরেশানী
ডুকরিয়া ডুকরিয়া কান্দে মেম্বারের বৌ রানি।

মেম্বারের স্ত্রী : ওরে আলাহ্-রে - মইশের দুধের বাদে রে আলাহ্

দোহার : ও গুরু- আরে ও গুরু

মূল : তোমার আবার কি হইল রে বাবা?

দোহার : মেম্বারের বউ কেনবা কান্দে বাহে- ওমার বুঝি খুব সুখ হইচে নোয়ায়

মূল আরে বাবা সুখ হইলে কায়ও কান্দে বাহে? শুনিশ নাই মেম্বার খুব অসুস্থ্য। ৭ টা মইশের দুধ নাগে- তাক এলা ওমরা কোটে পায়।

দোহার : গুরু তোমরা ওমাক কয়া আইসো- রঙ্গিলা মইশাকক তাড়ে দেউক। আজ রঙ্গিলা থাকলে কামত নাগিল না হয়।

ধুয়া ওরে আলার মাইর দুনিয়ার বাইর
আলাহ্ ছাড়া জানে কায়
ওরে কার অছিলায় কাক বাচাইবে তাঁয়।
আর রঙ্গিলা মইশালের কথা জানিত হাসিনা
মেম্বারের বউকে কথা কহিল ভাঙ্গিয়া।
আর এই কথা শুনিয়া ছকিনা লোক পাঠাইল
কথা শুনিয়া রঙ্গিলা দোহন করিল।
আর দুধ নিয়া আসিয়া তখন কবিরাজকে দিল
ঔষধী বানাইয়া কবিরাজ মেম্বারকে খাওয়াইল
আর ধীরে ধীরে বাদশা মেম্বার সারিয়া উঠিল
স্ত্রীকে ডাকিয়া কথা কহিতে লাগিল।

মেম্বার : ছকিনা- ছকিনা

ছকিনা : কেনে ডাকান? কিছু কইমেন?

মেম্বার : মুই তো এলা মোটামুটি আলাহ্র রহমতে সুস্থ্য, তা তুই মোর জন্যে যা করলু- এটা মুই জীবনে ভুলবার পাবার নং ছকিনা জীবনে ভুলবার পাবার নং। তা মুই আলাহ্র কাছত নিয়ত করছং বাড়ির আগের বড় ভুঁই খান তোর নামে দিবার চাও।

ছকিনা না এটা মোর পাওনা নোয়ায়

মেম্বার এটা কার পাওনা।

ছকিনা তোমরা যে মইশালক মারি ফেলার হুকুম দেছনেন, সেই মইশালের পাওনা। কারণ সারা দুনিয়া খুজিয়া মইশের দুধ পাই নাই। শ্যাষে ঐ রঙ্গিলা মইশাল শোনা মাত্র সাত মইশের দুধ পাটে দিছে- যার কারণে আইজ তোমরা বাচি আছেন।

মেম্বার : কি কইস- মইশাল বাচি আছে- কোনটে আছে ছকিনা, তুই ক শুনং। ২

হায় আলাহ্ মুই এত বড় ভুল করছং।

ছকিনা : নদী ওপারে ঐ গাবরার চরত

মেম্বার : ছকিনা মুই বড় ভুল করছং-২। তুই লোক পাঠাও রঙ্গিলাক আনেক আইজে বিয়া জুড়েক ছকিনা আর দেরি করিস না-২।

মূল ও কি ভাইরে...

দোহার বেশ বেশ...

(গীত)

বালীর বাড়ির আঙ্গিনাতে চার গাছি মারোয়া সাজাইছে।
ঐনা মারোয়ার তলেরে ফুলমতি বসিয়া কান্দেরে।
ঝমকে ঝমকে বাইজনরে তালে তালে গীদালী নাচে রে
বরুর সতে ওটা কায় বসিছে হাটুর উপর ধুটি পিন্দিছে
বরুর পাছত ওটা কায় বসিছে, শোড় চড়া ডাওয়াইর মত
ঐনা ভোলা নাথের হাটতে শোড়ের পালটা খুইয়া আসছে
বলীর পাছে ওটা কায় বসিছে ভোলানাথের বাসনার বেটারে

মূল : ও কি ভাইরে...

দোহার : বেশ বেশ...

এই পাশত পালা মোদের ছাড়ান দিয়া যাই
ভুল ত্রুটি হইলে পরে মাফ করিবেন ভাই।

৭. গীতি নক্সা

রচনায় : ছগির উদ্দিন বয়াতি

'মহিষাসুর মর্দিনী'

দুর্গা-পূজা বাঙালি হিন্দুদের জীবনে একটি তাৎপর্যপূর্ণ ধর্মীয় সর্ববৃহৎ উৎসব। দেবী দুর্গা আমাদের মানব জীবন থেকে দুর্গতি নাশ করে বলে এ দেবীতে দুর্গতিনাশিনী দেবী বলা হয়। দেবী দুর্গা কৈলাশ থেকে বছরে তিন তিন বার তিন নামে আবির্ভূত হন। শরৎকালে শারদীয় দুর্গা, বসন্তে বাসন্তী দুর্গা এবং হেমন্তে কাত্যায়ণী দুর্গা-এ ধরণীতে

www.pathagar.com

আগমন করেন। শরৎকালের দুর্গোৎসবকে অকাল বোধন বলে। ত্রেতা যুগে শ্রীরাম চন্দ্র রাবণকে সংহার করে সীতা দেবীকে উদ্ধারের জন্য যে দুর্গা-পূজার আয়োজন করেছিলেন, এ দুর্গা-পূজায় শারদীয় দুর্গোৎসব হিসেবে খ্যাত।

প্রতিবছর বাঙালি জীবনে শরৎ আসে সারদা মায়ের আগমনী বার্তা নিয়ে। বাংলার চিত্ত লোকে আলোকিত করে মা আবির্ভূত হন, বাংলার পর্ণ কুটিরে। বাংলার মন্দির মণ্ডপ মুখরিত হয় পূজা উৎসবের ঔজ্জ্বল্যে। মাতৃ-বন্দনায় ভক্তরা নিজেদের সঁপে দেয় মায়ের চরণ তলে। মাতৃ করুণায় অভিসিঞ্চিত হয় ভক্ত হৃদয়, ধ্বনিত হয় দেবী দুর্গার জয় ধ্বনি।

(১)

কৈলাশ থেকে মা যে এল অনেক দিনের পরে
অশুভকে নাশ করে মা ভক্তের মঙ্গল করে ॥

ত্রেতা যুগে রামচন্দ্র করল অকাল পুজা
সেই থেকে মা জগৎ জুরে শারদ দশভূজা ॥
বিপদে মা মহামায়া খড়্গ হাতে ধরে ॥

শরৎকালে শারদ মাতা চৈত্রে বাসন্তি
স্বর্গে করে অসুর নিধন জগতে শান্তি ॥
মঙ্গল আলোয় ভরিয়ে দেয়া মা ভক্তের আধার ঘরে ॥

দেবী দুর্গা সকল দেবদেবীর সমন্বিতা পরমাশক্তি। অসুর দমনে যিনি চণ্ডি, শরণাগতদের কাছে তিনিই সাক্ষাত লক্ষ্মী স্বরূপিনী, সিদ্ধি প্রদায়িণী জগন্ময়ী মা। ব্রহ্মাকে রক্ষা করার জন্য জীবের দুর্গতি হরণ করার নিমিত্তে দুর্গা রূপ ধারণ করে আবির্ভূত হন বলে তিনি দুর্গা। জীব ও জগতের কল্যাণের জন্য জগৎময়ী যে রূপ ধারণ করার প্রয়োজন মনে করেন, সেই রূপই তিনি ধারণ করেন।

(২)

তুমি মহাশক্তি মহামায়া দয়ময়ী জননী,
তুমি মা দুর্গা তুমি শারদীয়া তুমি যে অসুর নাশিনী ॥

এক হাতে মা বিনাশ কর,
আর এক হাতে শঙ্খ ধর,
অসুর নাশিতে জগৎ গড়িতে ডাকলে আস মা ত্রিনয়নী ॥

জগৎ মাঝে তুমি শংকরী
জীবের কল্যাণে মঙ্গলধারী,
অশুভ নাশিতে আধার ঘুঁচাতে চারিদিকে শুনি শঙ্খ ধ্বনি ॥

দেবী দুর্গা কিভাবে দুর্গতিনাশিনী, মহিষাসুর মর্দিনী হলেন সেই মহামায়া দেবী দুর্গার ইতিহাস ও ঐতিহ্য অনেক পুরনো। পুরাকালে রম্ভাসুর নামে এক অসুর ছিল। তার পুত্র

www.pathagar.com

মহিষাসুর ছিল অসুরদের রাজা। মহিষাসুর ব্রহ্মার ভক্ত ছিলেন। অমরত্ব বর লাভের আশায় ব্রহ্মার কঠোর তপস্যা করতেন মহিষাসুর। তপস্যারত অবস্থায় একদিন ব্রহ্মা এসে মহিষাসুর এর কাছে হাজির হলেন, বললেন "মহিষাসুর তুমি কি চাও?" মহিষাসুর উত্তরে বললেন, "প্রভু আমি অমরত্ব লাভ করতে চাই।" তখন ব্রহ্মা বললেন, "না না মহিষাসুর। এই বর তুমি চেওনা। এই বর শুধু দেবতাগণ লাভ করতে পারে। কোনো অসুর নয়।"

এভাবে কয়েকবার রাজ্য হারা দেবগণ একত্র হলেন। তারপর তাঁরা ব্রহ্মাকে অগ্রগামী করে মহাদেব ও বিষ্ণুর নিকট গিয়ে উপস্থিত হলেন। সকলের উপস্থিতিতে অসুরদের অত্যাচারের কাহিনী বর্ণিত হলো। সে কাহিনী শুনে মহাদেব ও বিষ্ণু ক্রোধে জ্বলে উঠলেন। ব্রহ্মা ও অন্যান্য দেবতা হলেন ভীষণ ক্রুদ্ধ। সেই রোষে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব ও অন্যান্য দেবতার শরীর থেকে আগুনের মত তেজ বের হতে লাগল। এই তেজো রশ্মি একত্র হয়ে একটি বিশাল আলোর পুঞ্জে পরিণত হল। এই আলোক পুঞ্জ থেকে আবির্ভূত হলেন এক নারী দেবী মূর্তি, দেবী দুর্গা। দেবতাগণ জপ করতে লাগলেন।

(৩.)

জাগো জাগো দূর্গতি নাশিনী
অসুর নাশিতে জাগো দশভূজা রূপিনী ॥

স্বর্গ করেছে হরণ দানব অধিপতি
দেবতাগণ দুহাত তুলে জানায় প্রণতি ॥
অসুর নিধনে জাগো মহিষাসুর মর্দিনী ॥

ধর্ম সংস্থাপনে কর স্বর্গ উদ্ধার,
অশুভকে নাশ কর মহাশক্তি মূলা ধর ॥
জীবের কল্যাণে জাগো দয়াময়া জননী ॥

মহামায়া দেবীর মূর্তির অঙ্গ-প্রতঙ্গে তাঁদের তেজ চিহ্ন দেখে দেবতারা খুবই আনন্দিত হলেন। শিবের তেজ দেবীর মুখ, বিষ্ণুর তেজে তার বাহু সমূহ, যমের তেজে তাঁর কেশপাশ, ইন্দ্রের তেজে তাঁর শরীরের মধ্যভাগ, ব্রহ্মার তেজে তাঁর ত্রিনেত্র প্রভৃতি উৎপন্ন হলো।

পরবর্তীকালে দেবগণ নিজ নিজ অস্ত্র থেকে আর একটি করে অস্ত্র সৃষ্টি করে মহামায়ার হাতে দিলেন। শিব তাঁর কালান্তর ত্রিশুল, বিষ্ণু তার অমোঘচক্র, বরুণ তাঁর ভীমনাদ শঙ্খ, অগ্নি তাঁর অব্যর্থ শক্তি, বায়ু তাঁর ত্রিবিক বিজয়ী ধনু এবং বাণপূর্ণ দুইটি অক্ষয় তুনীর, ইন্দ্র তাঁর দুর্নিবার বজ্র, যম তাঁর সর্বজয়ী কালদণ্ড, সূর্য তাঁর সুতীক্ষ্ণ তেজোরশ্মি, বিশ্বকর্মা তাঁর খরশান কুঠার ও অভেদ্য বর্ম এবং হিমালয় বাহন স্বরূপ তাঁর কালানল সুদৃশ্য সিংহ দিলেন। অন্যান্য দেবগণও তাঁদের অমোঘ অস্ত্রাদি দান করলেন।

www.pathagar.com

দিব্য অস্ত্রে সজ্জিত দেবী দুর্গা মুহুর্মুহু অট্টহাস্য করলেন। স্বর্গ-মর্ত্য, পাতাল কম্পিত হয়ে ওঠল। দেবতারা আনন্দে সেই সিংহ বাহিনীর জয়ধ্বনি করতে লাগলেন (জয় মা দুর্গা জয় মা দুর্গা), আর মুনিগণ ভক্তি ভরে দেবীর স্তব করতে লাগলেন-

যা দেবী সর্ব্বভুতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা
নমস্তস্যৈ: নমস্তস্যৈ: নমো নম: ॥
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা
নমস্তস্যৈ: নমস্তস্যৈ: নমো নম: ॥

৪.

নম: নম: দুর্গা মা নম নারায়নি
অশুর বিনাশে মাগো তুমি শক্তি সনাতনী ॥
দশ হাতে শাণিত কৃপাণ সিংহ করে বাহন
মহিশাষুর নাশ করিলে, ধর্ম করলে স্থাপন,
দেবতাগণ ফিরে পেল স্বর্গচ্যুত ধরণী ॥
জগতের মাতা তুমি অগতির গতি,
তোমার চরণে মাগো, জানাই শত প্রণতি ॥
অশুভ নাশিতে তুমি রুক্তাম্বর ধারিনী ॥

এরপর অসুর সেনাপতি ও অসুররা দেবীকে আক্রমণের জন্য ছুটে গেলেন। দূর থেকে দেখতে পেল এক অপূর্ব রমণী মূর্তি অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে অট্টহাস্য করছেন। অসুর সেনাপতি চিক্ষুর ও চামর জিজ্ঞেস করলেন, "ওরে সুন্দরী রমণী তুমি কে?" দুর্গা অট্টহাসি দিয়ে বললেন, "আমি দুর্গা আমি দুর্গতি নাশিনী। তোমাদের মৃত্যুর দূত। এখানেই তোমাদের মৃত্যুর ঘণ্টা বাজবে। আর সে জন্যই আমার আগমন।" তারপর অসুর সেনাপতি যুদ্ধে লিপ্ত হলেন, শুরু হলো যুদ্ধ। চিক্ষু ও চামর দেবীর দিকে ছুটে এলেন। দেবী নিমিষে চিক্ষুর বাণ প্রতিহত করে তীর ধনুকের ছিলা দিলেন কেটে। চিক্ষু ঢাল-তলোয়ার নিয়ে ছুটে এলেন দেবীর দিকে। তারপর দেবীর শুলঘাতে নিহত হলেন অসুর সেনাপতি। এভাবে অন্যান্য অসুররাও নিহত হলেন।

অসুর রাজ মহিষাসুর চিক্ষুর ও চামরের নিহত হবার খবর পেয়ে নিজেই যুদ্ধে যাবার প্রস্তুতি নিলেন। তার সৈন্যদের আদেশ দিলেন যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য। কিন্তু বাঁধ সাধলেন তাঁর স্ত্রী। কিন্তু মহিষাসুর কিছুতেই বাধা মানলেন না। বাধা উপেক্ষা করে যুদ্ধে লিপ্ত হলেন। দুর্গা দুর্গা করে চিৎকার করলেন তখন দেবী দুর্গা এসে হাজির হলেন, বললেন, "এ দেখ পাষণ্ড। আমিই দুর্গা। তোর মৃত্যুর দূত।" মহিষাসুর অট্টহাসি দিয়ে বললেন, "কী তুমি দুর্গা! এই অপরূপ সুন্দর কায়া নিয়ে তুমি এখানে কেন সুন্দরী। তুমি চলে এস আমার সঙ্গে। আমার ঘরনি হয়ে থাকবে।" দেবী দুর্গা প্রতি উত্তরে বললেন "ওরে দুরাচার মূর্খ, পাষণ্ড অসুর। এখনও সময় আছে নিজেকে সংযত কর। নইলে তোর মৃত্যুর ঘণ্টা বাজবে।"

www.pathagar.com

এরপর শুরু হলো দেবীর সঙ্গে যুদ্ধ। মহিষাসুর ক্ষণে ক্ষণে বিভিন্নরূপ ধারণ করে দেবীর দিকে অগ্রসর হলেন। তারপর এক ভীষণ আকৃতির মহিষ রূপ ধারণ করে মহিষাসুর। দেবী দুর্গা খড়গের এক প্রচণ্ড আঘাতে মহিষাসুর রূপী অসুরের মস্তক তাঁর দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করলেন। এতে মহিষের দেহ থেকে মহিষাসুর বের হলে দেবী দুর্গা শূল বিদ্ধ করে বধ করলেন মহিষাসুরকে। দেবতাগণ তখন আনন্দে মেতে উঠলেন। স্বর্গরাজ্য অসুরমুক্ত হলো। পুষ্প বৃষ্টি হতে লাগলো স্বর্গরাজ্যে। সমবেতভাবে দেবতাগণ দেবী স্তুতি করতে লাগলেন। দেবীর জয় গানে চারিদিকে মুখরিত হতে লাগল।

৫.

জীবের কল্যাণে মাগো তুমি মহামায়া,
দুর্গতি নাশ করে মা ভক্তেরে দাও ছায়া ॥
এলে তুমি জগৎ মাঝে
শঙ্খ বাজে ডংকা বাজে ॥
ঘরে ঘরে মঙ্গল আলোয় ভরে যায় মা তোমার কায়া ॥
বছর ঘুরে এস মা তুমি
রক্ষা কর আঁধার ভূমি ॥
আশীষ পেতে এই মিনতি তুমি মাতা করো দয়া ॥

সেই থেকে দেবী দুর্গা হলে মহিষাসুর মর্দিনী। মাতৃরূপিনী জগৎ মাঝে। হিন্দু সম্প্রদায় তাই অশুভ দমনে মায়ের প্রার্থনা করেন। সুন্দর পৃথিবী গড়তে কল্যাণের জন্য পূজা করেন মায়ের। তাই মায়ের নিকট প্রার্থনা শক্তিরূপী মহামায়া, জগৎময়ী, আনন্দময়ী, অসুর নাশিনী, মা যেন অশুভ দূর করে জগতের কল্যাণ করেন।

৬.

সর্বমঙ্গল মঙ্গল্যে শিবে সবার্থ সাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণী নমোহস্ততে ॥

খ. লোকনৃত্য

সাধারণভাবে হিন্দু বা মুসলিমসমাজে আমোদপ্রমোদ বা ধর্মীয় অনুষ্ঠানে নাচের পরিবেশনা দেখা যায়। এই এলাকায় বাউল নাচ, মহররম উৎসবের লাঠিনৃত্য, জারি নাচ, কুশান ও দোতরা পালার ছোক্‌রা নাচ, কীর্তন নাচ হতে দেখা যায়। হিন্দু সমাজে লৌকিক সংস্কার বা ব্রতমূলক নাচের প্রচলন রয়েছে।

১. কালীনাচ

কালী পূজার সময় হলে হিন্দু সমাজে এই নাচের পরিবেশনা দেখা যায়।

www.pathagar.com

কালীনাচ

পূজার অর্থ সংগ্রহের জন্য কালী প্রতিমার মতো মুখোশ, নরমুণ্ডের প্রতিকৃতি ও খড়গ নিয়ে বাড়ি বাড়ি নেচে 'মাগুন' বা দক্ষিণা নেয়া হয়। এভাবে ধান, চাল, অর্থ মাগুনের জন্য রংপুর অঞ্চলে এর নাম 'কালী মংগা' (<কালীমাঙা)।

তথ্যদাতাঃ ট্যাপরা রায়, বয়স– ৩৫, শিক্ষা– ২য় শ্রেণি, পেশা– দিনমজুর, পিতা– বরক রায়, গ্রাম– বৈরাগীপাড়া, পোস্ট– ইকরচালী।

২. হুদুমদেও নাচ

অনাবৃষ্টি দীর্ঘায়িত হলে রাজবংশী গ্রামগুলোতে হুদুমদেও নৃত্য এবং গান পরিবেশিত হয়। বৃষ্টির আরাধনা এর মূল বিষয়। উঠানে কৃত্রিমভাবে একটি ক্ষেত ও ধান রোপনের দৃশ্য তৈরি করা হয়। নাচ ও গানের তালে চাষ, মই, রোপণের দৃশ্য দেখানো হয়। তবে এই নাচ ও গানে শুধুমাত্র মহিলারাই অংশগ্রহণ করেন। পুরুষের শ্রবণ ও দর্শন নিষিদ্ধ।

তথ্যদাতাঃ লিপি রানি রায়, বয়স– ৩১, পেশা– শিক্ষকতা, স্বামী– দেবদুলাল রায়, গ্রাম– রহিমপুর, পোস্ট– বুড়িরহাট।

৩. কারাম নৃত্য

বদরগঞ্জ উপজেলার লোহানীপাড়া ইউনিয়নে আদিবাসী গ্রামসমূহে কারাম উৎসব ও নৃত্য দেখা যায়। ভাদ্রমাসের শুক্লপক্ষের একাদশীতে শুরু হলেও পূর্ণিমার দিন পর্যন্ত এই উৎসব চলে। উৎসবে কারাম গাছের একটি শাখা নিয়ে এসে বাড়ির উঠানে পুতে দেয়া হয়। সাথে পালন করা হয় শস্যের অঙ্কুরোদগম বিষয়ক কিছু সংস্কার। লৌকিক

www.pathagar.com

কিছু আচারের মাধ্যমে ঐ কারাম বরণ করে নেয়ার সময় নাচ ও গান হয়। ধামসা, ঝাঁঝ, আড়বাঁশি নাচ ও গানে ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্র।

তথ্যদাতাঃ দেবেন হেমরম, বয়স- ২১, পিতা- দারোগা হেমরম, পেশা- ছাত্র, গ্রাম- শিমূলঝুড়ি, পোস্ট- লোহানীপাড়া।

৪. ছোকরা বা ছুকরিনাচ

সাধারণত পালাটিয়া গানে ছোকরা বা ছুকরি নাচ দেখা যায়। নারী বেশে সজ্জিত পুরুষ কিছু মনোরঞ্জনকারী স্থূলভাষার গানের সাথে এই নাচ দেখায়। নয়নজলী, পুষ্পমালা, কিরণশরী, চাকাই শরী প্রভৃতি পালাটিয়া গান পরিবেশনায় একটি উল্লেখযোগ্য আনন্দবর্ধনকারী অংশ ছোকরা নাচ।

তথ্যদাতাঃ সনেকা রানি, বয়স- ৪৩, শিক্ষা- নাই, পেশা- গৃহিনী, স্বামী- গদাধর, গ্রাম- কোচপাড়া, পোস্ট- ট্যাঙ্গেরহাট।

www.pathagar.com

লোকক্রীড়া

যুগে যুগে সুস্থদেহ ও মন গঠনের জন্য খেলাধুলার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। ফলে বিভিন্ন দেশের প্রকৃতি, পরিবেশ, মানুষের মন-মানস প্রভৃতির সাথে সম্পর্ক রেখে প্রচলিত হয়েছে নানাবিধ খেলাধুলার। আমাদের বাংলাদেশও পিছিয়ে নেই। গ্রাম প্রধান এ দেশটিতে অধিকাংশ খেলাধুলাই গ্রাম পর্যায়ে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। গ্রামীণ মানুষের পরিশ্রম শেষে বিনোদনের প্রয়োজন। তাই মানুষ নিজস্ব প্রয়োজনে লোকক্রীড়া সৃষ্টি করেছে। লোকক্রীড়ার মধ্যে মনের আনন্দ, সুস্থতা ও অবসর সময় কাটায়। তাই গ্রাম্য মানুষের লোকক্রীড়া প্রাঙ্গণ বিনোদনের তীর্থভূমি। বিভিন্ন উপজেলার লোকক্রীড়ার বিবরণ দেয়া হলোঃ

রংপুর সদর উপজেলার লোকক্রীড়াকে দুইভাগে বিভক্ত করা যায়। এক, শ্রম সাপেক্ষ দুই, শ্রমহীন। শ্রমসাপেক্ষ খেলা যেমন– হা-ডু-ডু, বউছি, গোল্লাছুট, দাড়িয়াবান্দা, চেংটু-পেন্টি, নৈবাড়ী, ধাপপুবাড়ী, সাধুবাড়ী ইত্যাদি। এইসব খেলা কর্মহীন সময়ে পরিশ্রমী যুবকেরা খেলে থাকে। শ্রমহীন খেলা মূলত অলস প্রকৃতি ও বয়ঃবৃদ্ধ লোকেরা খেলে থাকেন। শ্রমহীন খেলাগুলো হলো- বাঘবন্দি, নয় পাইত, ছয় পাইত, চকরচল ইত্যাদি।

গংগাচড়া উপজেলায় পাওয়া যায় হা-ডু-ডু, বউছি, গোল্লাছুট, দাড়িয়াবান্দা, চেংটু-পেন্টি, নৈবাড়ী, ধাপপু ইত্যাদি। শ্রমহীন খেলার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে– বাঘবন্দি, নয় পাইত, ছয়পাইত, চকরচাল (বুদ্ধিবল), খুঁই বাড়ি ইত্যাদি।

তারাগঞ্জ উপজেলায় খেলাকেন্দ্রিক মেলা বা উৎসব অনুষ্ঠানগুলো বিলুপ্তপ্রায়। স্কুল কলেজের বার্ষিক ক্রীড়া আয়োজনের মধ্যেই সবকিছু সীমাবদ্ধ। তবে প্রথমিক বা মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থী বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে বা বাড়িতে নানান ছড়া কেটে খেলাধুলায় মগ্ন থাকে। শিশু-কিশোরদের মধ্যে ক্রিকেটের প্রতি আগ্রহ থাকলেও ছড়া নির্ভর খেলা যেমন এক্কাদোক্কা, বউছি প্রভৃতি এখনও প্রচলিত আছে। টাকুর লাফ ও বাঘবকরি জনপ্রিয় খেলাগুলোর মধ্যে অন্যতম।

রংপুর জেলার অন্যান্য অঞ্চলের খেলার মতো বদরগঞ্জ উপজেলার খেলায় সাদৃশ্য রয়েছে। তবে খেলাকেন্দ্রিক কোনো মেলার অস্তিত্ব নেই। খেলার সাথে ছড়ার প্রয়োগে বৈচিত্র্য রয়েছে। ফুটবল, ক্রিকেট প্রভৃতি জনপ্রিয় খেলা ঘরের পাশে স্কুল পড়ুয়াদের এবং বয়স্কদের কাজের ফাঁকে অনেক খেলায় মগ্ন থাকতে দেখা যায়। তন্মধ্যে নানা শ্রেণির বয়স্কদের ১৬ গুটি কিংবা ৩২ গুটির খেলা জনপ্রিয়।

মিঠাপুকুর উপজেলার লোকক্রীড়ার মধ্যে দাড়িয়াবান্দা, হা-ডু-ডু, লাঠি খেলা, ইকরি-মিকরি, ডাং-চেঙ্গি, কিতকিত, বৌচি, কানামাছি, ডাব্বা-ডাব্বা, গোল্লাছুট, বরফ-পানি ইত্যাদি।

www.pathagar.com

ডাংচেঙ্গী, গোল্লাছুট, মারবেল, কিতকিত, বৌতোলা, গাদন, হা-ডু-ডু, ইকরি মিকরি, পাঁচগুটি, চকচকালু, বৌচি, ডুমডুমাডুম, ডাব্বা ডাব্বা, আড়ুবাড়ু, ইচিং বিচিং, ঝুরগুট্টি, হাড়িভাঙ্গা, কুমর খেলা, পলাংটি, দড়ি ঝাপ্পা, কানামাছি ইত্যাদি।

লাঠিখেলা, কাবাডি, হাডুডু, দাড়িয়াবান্দা, মোরগযুদ্ধ, বৌছি, গোল্লাছুট, আইসক্রিম, বৌ চোর, ওপ্যানটি বাইচকোপ, ইচিং বিচিং, ছোটফুল-বড় ফুল, মার্বেল খেলা, বাঘ-বকরি, বারপাইত, ডাংগুলি, সাঁতার খেলা সহ বিভিন্ন লোকখেলা কাউনিয়া উপজেলার ছেলেমেয়েরা খেলে থাকে।

পীরগাছা উপজেলা এর ব্যতিক্রম নয়। এখানে কাবাডি, হা-ডু-ডু, দাড়িয়াবান্দা, মোরগযুদ্ধ, বৌছি, গোল্লাছুট, আইসক্রিম, বৌ চোর, ওপ্যানটি বাইচকোপ, ইচিং বিচিং, ছোটফুল-বড় ফুল, মার্বেল খেলা , রুমাল চুরি, বাঘ বকরি, পিঠের উপর লাফ দেয়া সহ বিভিন্ন লোকখেলা এখানকার ছেলেমেয়েরা খেলে থাকে। এছাড়া এখানে মহরমের সময় লাঠি খেলা হয়।

নিম্নে কয়েকটি লোকক্রীড়ার বিবরণ দেয়া হলো :

১. কিতকিত বাড়ি

গ্রাম্য মেয়েরা এই লোকক্রীড়ার সংগে যুক্ত। এই খেলা দু'জন অথবা দল বেঁধে খেলা যায়। চারটি চতুর্ভূজ আকৃতি ঘরের সাথে একটি বড় বৃত্ত আকৃতির গোলঘর এবং এর সাথে নিঃশ্বাস নেওয়ার জন্য ছোট দম ঘর থাকে।

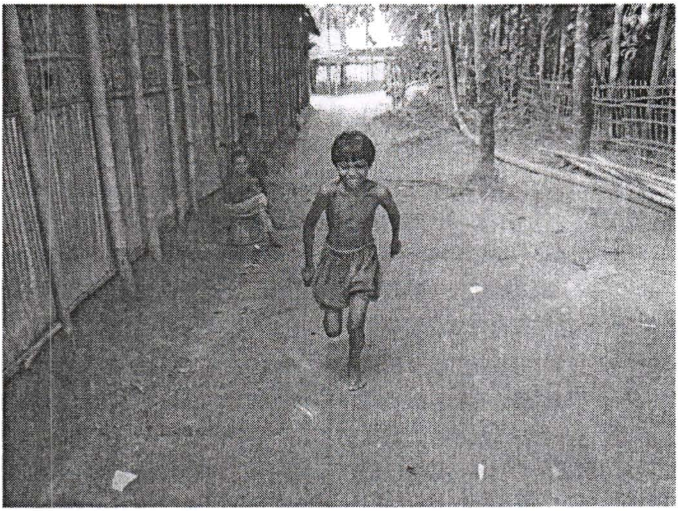

কিতকিত বাড়ি খেলার একটি দৃশ্য

প্রথমে একজন খেলোয়ার মাটির খোলা জাতীয় গুটি নিয়ে প্রথম ঘরের মধ্যে রাখে। তারপর একপা মাটি থেকে শুন্যে তুলে অন্য পায়ের সাহায্যে কিতকিত শব্দ

www.pathagar.com

করে গুটিকে বৃত্তের ঘরে নিয়ে যেতে হয় এবং ছোট দম ঘরে নিঃশ্বাস ফেলতে হয়। তারপর আবার গুটিটি বৃত্ত ঘর থেকে কিত কিত শব্দ করে গুটিকে বিপরীত দিক দিয়ে ঘর থেকে বের করে দিতে হয়। এভাবে একবার করলে একটি ঘর পাকা হয়। খেলার মাঝে যদি গুটি ঘরের কোন দাগের উপর পড়ে তাহলে উক্ত খেলোয়াড়ের খেলা সমাপ্তি হয় এবং বিপক্ষ খেলোয়াড় বা দল খেলায় অংশগ্রহণ করে। এভাবে গ্রামের মেয়েরা তাঁদের অবসর সময় কাটায়।

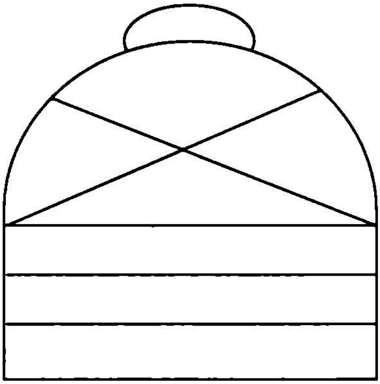

কিতকিত বাড়ি খেলার ছক।

২. চকরচাল (বুদ্ধিবল)

এই খেলার প্রতিযোগী মূলত দু'জন। প্রত্যেকের কাছে ৩৬ টি করে গুটি থাকে। বাঘবন্দি ও ষোল ঘুঁটি খেলার মত এটি নয়। গুটিগুলো নিজের কাছে থাকে কিন্তু নির্দিষ্ট পয়েন্টে বসানো থাকে না। খেলোয়াড়গণ একটি একটি করে গুটি গুলো বসান। হাতের গুটি শেষ না হওয়া পর্যন্ত ছকের ঘুঁটি সামনের দিকে চলিতে পারবে না কিন্তু প্রতিযোগীর গুটি লাফ দিয়ে চালের সুযোগ আসলে এক বা একাধিক গুটি মারতে পারবে। গাতের গুটিগুলো নির্দিষ্ট স্থানে বসিয়ে শেষ করতে হবে। তারপর সামনে ও পিছনে চাল দিয়ে গুটি মেরে একপক্ষের ঘর শূন্য অথবা তার চালের গতিরোধ করতে পারলে খেলার জয়-পরাজয় নির্ধারণ হয়। এটি বুদ্ধিপ্রধান খেলা বলেই এর নাম বুদ্ধিবল খেলা। এছাড়াও এই খেলার চতুর্দিকে চাল থাকায় এর অপর নাম চকর চাল। এই খেলায় অনেক নিয়মরীতি, ধৈর্য, সতর্কতা এবং কৌশলের সংগে খেলতে হয়। অন্যান্য খেলার চেয়ে এখানে অনেক সময় লাগে। সময় সাপেক্ষে এ খেলাটি অবসর যাপনের অন্যতম উপায়। অনেকে মনে করেন এটি মোগল-পাঠানদের খেলা। যুদ্ধবিদ্যা কৌশলের মতোই এ খেলার ধরন। যুদ্ধ বিদ্যার ছায়াতেই এই খেলাটি উদ্ভাবিত হয়েছে।

www.pathagar.com

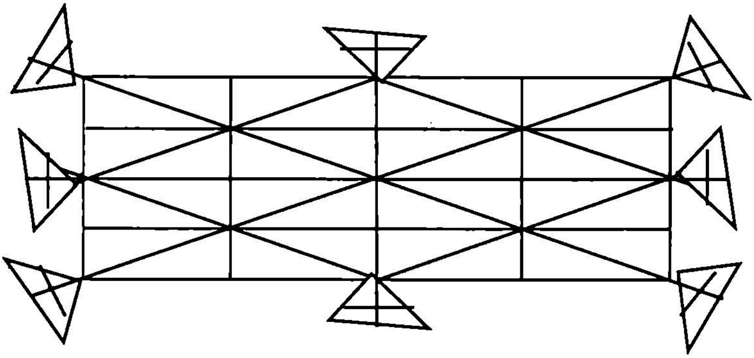

চকরচাল (বুদ্ধিবল) এর ছক

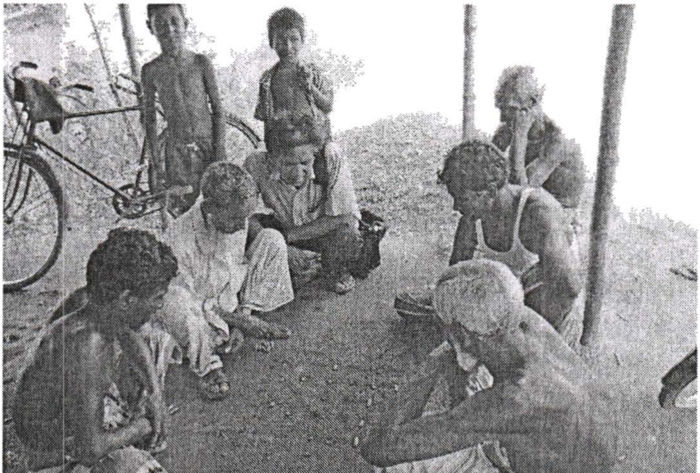

চকরচল খেলায় মগ্ন গ্রামবাসী

৩. খুঁই বাড়ি

খুঁই বাড়ি খেলা রংপুর জেলার গংগাচড়া অঞ্চলের গ্রাম অঞ্চলে অবসর যাপনের খেলা। এ খেলায় ছয় + ছয় = বারটি গর্ত থাকে। প্রতিটি গর্তের মধ্যে পাঁচটি করে গুটি থাকে। গুটি গুলো মূলত হতে হবে বক্‌রি বা ছাগলের বিষ্ঠা। এছাড়াও নিমগাছের ফল দ্বারা এ খেলা হবে। প্রথমে একপক্ষ একটি গর্তের গুটি গুলোন প্রতি গর্তে একটি একটি করে ফেলবে। শেষ হয়ে গেলে তখন সামনের গর্ত থেকে আবার গুটি গুলো তুলে

www.pathagar.com

আবার সামানের গর্তে ফেলতে হবে। এক পর্যায়ে একটি ঘর ফাঁকা হলে ধাপ্পু দিয়ে পরের ঘরের গুটি তুলতে হয়। একাধিক গর্ত ফাঁকা থাকলে তার খেলা শেষ। এভাবে চলতে থাকলে এক পর্যায়ে গর্তের গুটি শেষ হয়ে যায় অথবা এক বা দুইটি গুটি থাকলে তা মাঝ খানের ছোট গর্তে রাখতে হয়। যার নাম মানত ঘর। এভাবে চলতে চলতে একসময় দেখা যায় এক পক্ষ গুটি প্রায় নিঃশেষ। তখন খেলার জন্য নিজের কয়েকটি গুটি সঞ্চয় এবং মানত ঘর থেকে গুটি নিয়ে খেলা চালাতে পারে। যদি এ অবস্থায় তার সমস্ত গুটি খোয়া যায় তাহলে প্রতিপক্ষকে পরাজিত হিসেবে ধরে নিতে হবে।

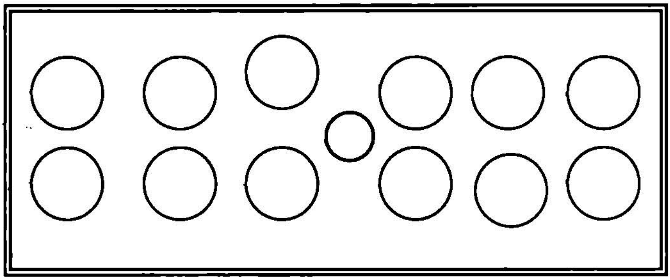

খুঁই বাড়ি খেলার ছক

৪. বাঘ-বকরি খেলা

দুজন মুখোমুখি বসে মাটিতে বা টেবিলে ছক কেটে সহজেই খেলা যায়। দেড় বা দুহাত দৈর্ঘ্য এবং এক হাত প্রস্থ বা সুবিধামত পরিসর দেখে ছক কেটে নেয়া যেতে পারে। বাঘ ১টি ও বকরি নামক গুটি সংখ্যা ৭। এই সংখ্যায় খেলাটি বেশি প্রচলিত তবে বকরি সংখ্যা বেশি নিয়ে বড় ছকে খেলা যায়। একজনের কাছে চালনার জন্য থাকে বাঘ। অন্যজনের কাছে থাকবে বকরি (ছাগল) নামক গুটি। বাঘ ছাগলকে খাওয়ার সুযোগ খুঁজবে। আর বকরি (ছাগল) নামক গুটিগুলো সুকৌশলে বাঘকে চালনা বা দৌড়ানোর পথ বন্ধ করার চেষ্টায় থাকবে। প্রতিটি গুটি একটি করে সম্মুখ ঘরে এগুবে। তবে যাবার ঘরটি খালি থাকতে হবে। বকরি সবসময় এক ঘর করে চলবে। কিন্তু বাঘ অন্যসময় এক ঘর এগুলেও বকরিকে খাওয়ার সময় একঘর লাফ দিয়ে ২য় ঘরে যাবে মাঝখানের ছাগলকে খেয়ে অর্থাৎ গুটিটি তুলে নেবে। বকরির পরের ঘরটি অবশ্যই খালি থাকতে হবে, সেখানে বাঘ বসবে। প্রতিপক্ষ সাবধানতা অবলম্বন করবে যেন দ্বিতীয় ঘর খালি পড়ে না থাকে। বকরি গুটিগুলো খাবারে পরিণত হলে বাঘ জিতবে। বাঘের চাল দেয়ার মত ফাঁকা সামনে কোনো একটি ঘর না পেলে বাঘ পরাজিত হবে। দক্ষতার জন্য খেলাটি জনপ্রিয়। গুটি সনাক্তকরণের জন্য বাঘ একাই এক রকমের এবং বকরি নামক সব গুটি একই আকৃতির বা রঙের হবে। অঞ্চল ভেদে গুটির পরিমাণ ও ছকের আকৃতির বিস্তৃতি ঘটে।

www.pathagar.com

১ টি বাঘ ও ৭ টি বকরি নিয়ে খেলার ছক

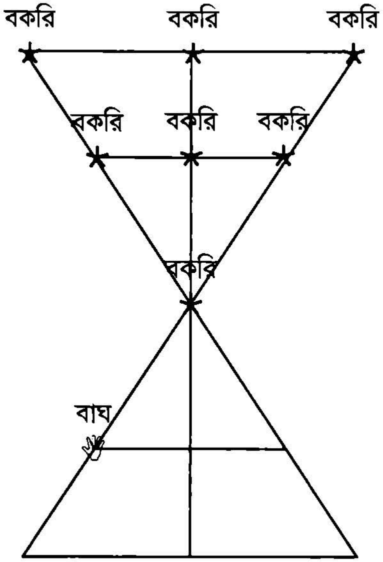

৫. চোর-পুলিশ-চকিদার

চার জনের খেলা এটি। তাসের ধরনে চার টুকরো কাগজে চারটি পদবি লেখা হয়। চোর, পুলিশ, চৌকিদার ও রাজা লেখার পর চারজনের খেলা শুরু হয়। এমনভাবে চারটি টুকরো মুড়ে নেয়া হয় যেন সহজে খুলে না যায়।

একজন চারটি টুকরো একত্রে মুঠো করে ছুঁড়ে দেয়। প্রত্যেকে একটি করে টুকরো তুলে নিয়ে নিজের পাওয়া পদবি গোপনীয়তার সাথে খুলে দেখে নেয়। যার হাতে 'পুলিশ' নামক টুকরো সে স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজের পরিচয় দিবে এবং বাকিদের মধ্যে কে চৌকিদার রয়েছে তা চিহ্নিত করার চেষ্টা করবে। চৌকিদার চিনতে ভুল হলে পুলিশের এক নম্বর পাওয়ার সুযোগ নষ্ট হল।

এবার যে চৌকিদার সে নিজের টুকরো মেলে ধরবে এবং যে চোর তাকে সনাক্তকরণের কাজটিতে চেষ্টা করবে। সে যদি চোর লেখা কাগজের ধারণকারী চিনতে পারে তাহলে এক পয়েন্ট তার হবে। চিহ্নিত ব্যক্তির হাতের কাগজের টুকরোটি প্রদর্শিত হবে। মিলে গেলে পয়েন্ট পাবে অন্যথায় ১ পয়েন্ট নষ্ট হবে। রাজা আবার কাগজের টুকরো সযত্নে মুড়িয়ে নতুন করে ছেড়ে দেয়ার উদ্যোগ নেয়। প্রশাসনিক কাঠামোর একটি আভাস খেলাটিতে ফুটে ওঠে।

www.pathagar.com

৬. টাকুর লাফ

সাধারণত শৈশব-কৈশোর বয়সের ছেলেমেয়েরা এ খেলাটিতে অংশগ্রহণ করে থাকে। খেলাটিতে একপক্ষের দুজন মুখোমুখি পা ছড়িয়ে বসে। যারা 'চোর' নামে পরিচিত। প্রতিপক্ষে ৪ বা ৫ জন যারা 'সাধু' নামে পরিচিত তারা লাফানোর প্রস্তুতি নিবে। ছড়ানো একজনের পায়ের পাতার উপর অন্যজন পা তুলবে। এরপর দু'জনের হাতের আঙুল (টাকুর) মেলে ধরা হয় উচ্চতা বাড়ানোর জন্য। প্রতিপক্ষের 'সাধু' ১ জন করে লাফ দিয়ে তা পার হওয়ার চেষ্টা করবে। যদি লাফ দিতে গিয়ে চোরদের আঙুলে শরীর স্পর্শ হয় তবে সেই খেলোয়াড় মারা পড়বে এবং আর লাফাতে পারবে না। এভাবে দু'জন হলে তারা 'চোর' পরিচয় হয়ে প্রতিপক্ষের মত পা ও টাকুর মেলে ধরবে। এভাবে দীর্ঘক্ষণ খেল্যাটি চলতে থাকে।

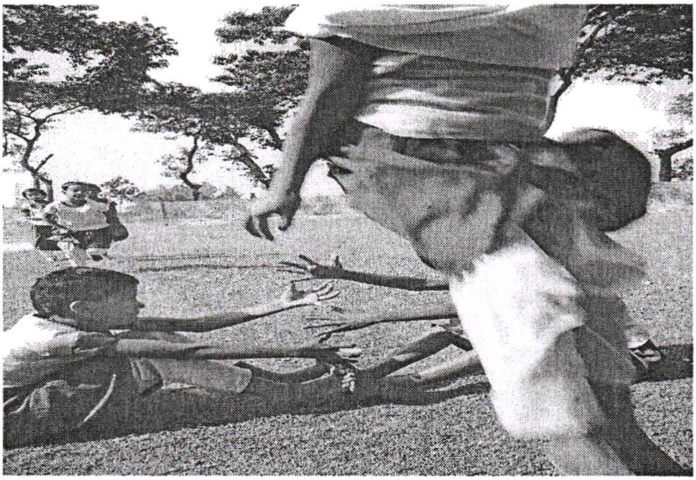

টাকুর লাফ

৭. চক্কর চাইল

এ খেলা ২জন ব্যক্তির মধ্যে খেলা যায়। মাটিতে ঘর কেটে এ খেলা হয়ে থাকে। খেলায় ৩২/৩৮টি গুটি লাগবে। কাঠিগুলো ইচ্ছা মতো ১টি করে ঘরের মধ্যে বসাতে হবে। গুটি বসার ব্যতিক্রম অনুযায়ী গুটি খাওয়া যাবে। এভাবে গুটি বসা শেষ হলে চাইল শুরু হবে। খেলোয়াড় একটি করে গুটি চালবে এবং এখানেও চালের ব্যতিক্রম অনুযায়ী অপর ব্যক্তির গুটি খাবে। গুটিগুলো খাওয়ার ক্ষেত্রে একসাথে সুযোগ অনুযায়ী ১টি বা ২টি বা ৩টি বা ততোধিক খাওয়া যেতে পারে। তবে গুটি খাওয়ার সময় প্রতিপক্ষের ১টি গুটির অবস্থানের পরের ঘরটি ফাঁকা থাকতে হবে। গুটি চালার সময় ১ ঘর করে এগুবে বা পিছাবে। এই ভাবে যে যার আগে গুটি খেয়ে শেষ করতে পারবে সেই জয়ী হবে।

www.pathagar.com

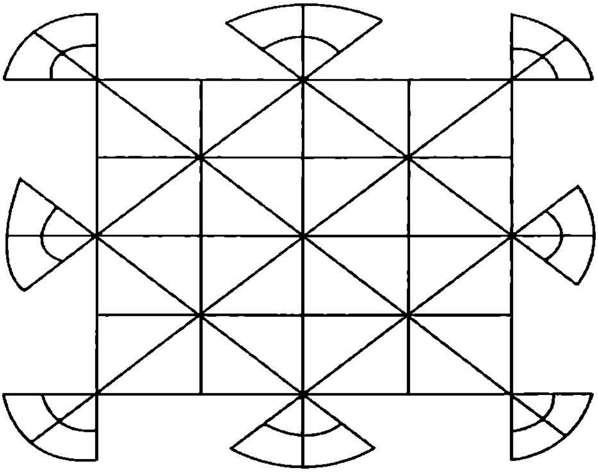

চক্কর চাইল খেলার ছক

৮. ঝাইল বাড়ি

ঝাইল বাড়ি ৮/১০ জন মিলে খেলা যায়। এই খেলায় একটি মাটির গর্ত করা হয়। ৮/১০ জনের মধ্যে একজন গর্তটি পাহারা দেবে।

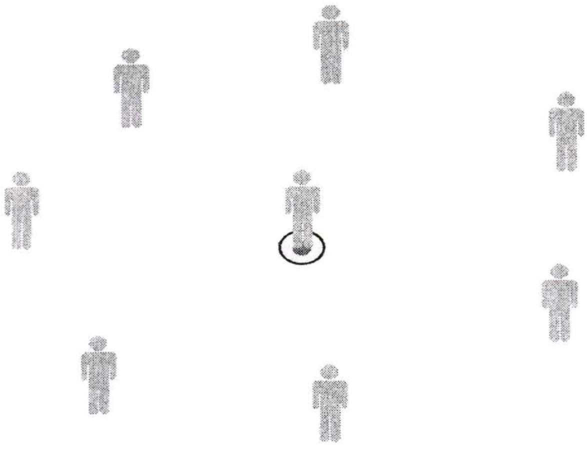

ঝাইল বাড়ি খেলার ছক

www.pathagar.com

বাকি সব খেলোয়াড় গর্তের একটু দূরে চারপাশে দাঁড়িয়ে থাকবে। যে গর্ত পাহারা দিবে সে সব সময় লক্ষ করবে গর্তের মধ্যে বিপক্ষ দলের কেউ যেন হাত দিতে না পারে। বাকি সব খেলোয়াড় চেষ্টায় থাকবে পাহারাদারকে ফাঁকি দিয়ে কীভাবে গর্তে হাত দেওয়া যাবে। গর্তে হাত দিতে পারলে ১টি করে ঝাইল হবে। যদি ঝাইল দেওয়ার আগে গর্তের পাহারাদার তাকে ছুঁইয়ে ফেলে তাহলে ঐ ব্যক্তি গর্ত পাহারা দিবে। গর্ত পাহারাদারকে খেলার ভাষায় 'চুন্নি' বলে। এই ভাবে এক এক করে ঝাইল হবে আর ঝাইল দিতে না পারলে 'চুন্নি' হবে।

৯. বৌছি

শিশু কিশোরদের কাছে খুব প্রিয়। পক্ষ ও বিপক্ষ দলে ৪ জন থাকলেই খেলাটি জমে ওঠে। দুটি বৃত্তের ধরনে ঘর কাটা হয়। প্রথম ঘরটি থেকে অপরটি ১৫/২০ হাত দূরে থাকে। একটি ঘরের নাম 'বউয়ের ঘর' অন্যটি 'খেলোয়াড়ের ঘর'। বউয়ের ঘরের একজন 'বউ' বসে থাকে। অনেকক্ষণ সুযোগের অপেক্ষায় বসে থাকতে হয় বলে তাকে 'বুড়ি' বলে। প্রতিপক্ষের খোলোয়াড় বউকে কড়া নজরদাড়িতে রাখে যেন সে খেলোয়াড়ের ঘরে না যায়। যাওয়ার পথে বিপক্ষ দলের কেউ ছুঁয়ে দিলে সে বউ মরে যাবে এবং অন্য দল খেলার মূল ভূমিকায় যাবে। বউ যেন নিরাপদে ছুটে আসতে পারে এজন্য তার রাস্তা থেকে প্রতিপক্ষকে তাড়িয়ে নেয়ার জন্য নিঃশ্বাস না ভেঙে অর্থাৎ এক নিঃশ্বাসে 'ছি' শব্দ তুলে প্রতিপক্ষকে তাড়িয়ে বেড়ানো হয়। কাজটি করবার জন্য খেলোয়াড় ঘরের একজন করে 'ছি' শব্দ তুলে বেড়িয়ে পরে। তাড়ানোর সময় বউ ঘরের পাহারারত প্রতিপক্ষের কাউকে ছুঁতে পারলে সে 'মারা' যায়। 'মারা' যাওয়া খেলোয়াড় খেলা থেকে বাদ পড়ে এবং পুনরায় খেলাটি আরম্ভ না হওয়া পর্যন্ত তার কোনো ভূমিকা থাকে না। প্রতিপক্ষের 'মারা' যাওয়া খেলোয়াড় বেশি হলে বউয়ের বা বুড়ির মূল ঘরে ছুটে আসতে সুবিধা হয়। খেলাটি এক নিশ্বাসে 'ছি' বলার পরিবর্তে ছোট ছোট ছড়ার প্রয়োগও দেখা যায়। এটি একটি সতর্কতামূলক খেলা। প্রাচীনকালের বিবাহরীতির ছাপও রয়েছে বলে অনেকে মনে করেন।

১০. পাইত খেলা

এ খেলায় ২জন ব্যাক্তির দরকার হয়। প্রথমে মাটিতে ঘর কাটতে হয়। একজন করে ব্যক্তির ৯টি করে কাঠি বা গুটি থাকে। গুটি গুলো হাতে থাকবে। ১টি করে গুটি একজন করে ঘরে বসাবে। গুটি বসাতে যদি কোন ব্যক্তি একই সারিতে ৩টি গুটি বসাতে পারে তাহলে মুখে 'পাইত' শব্দ করবে এবং অপরপক্ষের ১টি গুটি তুলবে। উঠানো গুটি মাঠের বাইরে রাখবে। গুটি তোলার সময় গুটির এমন অবস্থান দেখে তুলবে যেন তার তিনটি গুটির একসারি মেলাতে অসুবিধা হয়। এভাবে যে আগে বিপক্ষের গুটিগুলো তুলে নিতে পারবে সে জয়ী বলে ঘোষণা হবে।

www.pathagar.com

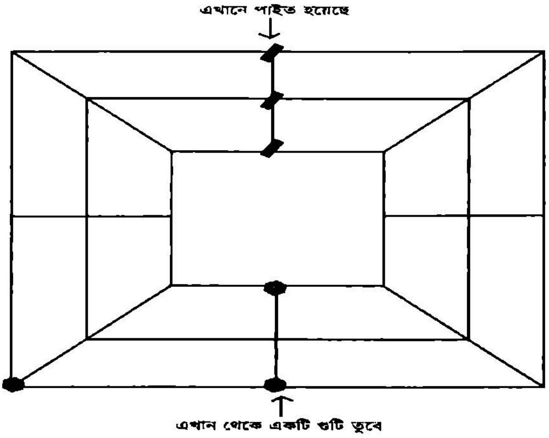

পাইত খেলার ছক

১১. চিলবাড়ি

মাটিতে একটি ১৫/২০ ফুট সাইজের বৃত্তের মত গোলাকার ঘর থাকবে। ঘরের ভিতরে ৮/১০ জন খেলোয়াড় থাকবে। বাহিরে ২ জন খেলোয়াড় "চিল" নামে পরিচিত থাকবে। চিলের কাজ ঘরের ভিতরের খেলোয়াড়কে টেনে ছকের বাহিরে আনা। ভিতরের খেলোয়াড়ের কাজ সাবধানে থাকা এবং চিলকে ধরা। চিলকে ধরতে না পারলে সে সবগুলোকে বাহিরে আনবে এবং জয়ী হবে। আর যদি কোনো কারণে ধরা পড়ে যায়, ভিতরের খেলোয়াড় তাকে আছাড় এবং তাকে ১ সের পরিমাণ বা ইচ্ছেমতো মাছ দিতে বলবে। সে মাছ দিতে চাবে না। মাছ দিলে সে হেরে যাবে। এভাবে চিল এবং খেলোয়াড়ের মধ্যে মাছ দেওয়া, না দেওয়া চলবে যতক্ষণ পর্যন্ত কেউ হার না মানে। শারীরিকভাবে হেনস্থা বা সামর্থ্য পরীক্ষার জন্য খেলাটি প্রচলিত।

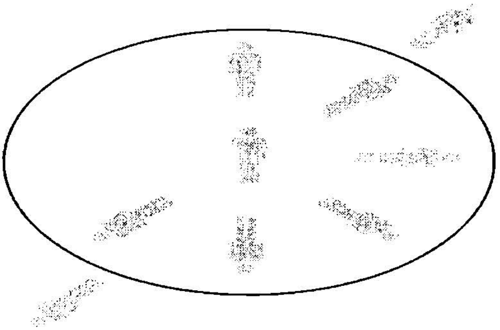

চিলবাড়ি খেলার ছক

www.pathagar.com

১২. পিঠের উপর লাফ

পিঠের উপর লাফ দেয়া খেলাটিতে একজন উপুড় হয়ে দু'হাত দিয়ে পা'ছুঁয়ে মাথা নিচু করে পিঠ উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকে। অন্যরা এর উপর দিয়ে লাফিয়ে যায়। যে পড়ে যায় বা লাফাতে পারে না, তাকে আবার অনুরূপ মাথা নিচু করে,পিঠ উঁচু করে থাকতে হয়।

পিঠের উপর লাফ দেয়া খেলার চিত্র -

পিঠের উপর লাফ

১৩. ছোটফুল বড় ফুল

এই খেলাতে একটি বড় বৃত্তের একটু দূরে চার ধারে ছোট ছোট চারটি বৃত্ত আঁতে হয়। ছোট বৃত্ত গুলিতে কয়েকজন ছেলেমেয়ে থাকে, মাঝের বৃত্তে শুধু একজন থাকে যে তার বৃত্তের সীমানা থেকে অন্যদের ধরার চেষ্টা করে। কেউ ধরা পড়লে সে আবার মাঝের বৃত্থে এসে অন্যদের ধরার চেষ্টা করে।

ছোটফুল বড়ফুল খেলা

www.pathagar.com

তথ্যসহায়ক

১. দাতা : আলমিনা, পিতা- আনারুল হক, তৃতীয় শ্রেণি, বয়স-৮, গ্রাম-পূর্ব মন্থনা, পোস্ট-হাজীরহাট, সদর, রংপুর। কিতকিত বাড়ি।

২. শিক্ষার্থী ও তথ্যতাদাঃ আফছুরা, পিতা– আনছারুল, বয়স–৪+, গ্রাম– দিলালপুর। তমা, পিতা– আবু তাহের, বয়স– ৪+, গ্রাম– কুর্শা দর্জিপাড়া। টাকুর লাফ

৩. দাতাঃ রবীন বস, পিতা– দ্বিজেন্দ্রনাথ রায়, বয়স– ৪৫, পেশা– গরুর কবিরাজ, গ্রাম– মেনানগর, পোস্ট– ডাংগীর হাট। চক্কর চাইল

৪. দাতাঃ বিকাশ চন্দ্র রায়, বয়স- ৩১, পিতা– বিধুরঞ্জন রায়, শিক্ষা– উচ্চমাধ্যমিক, পেশা– চিকিৎসা, গ্রাম– মেনানগর, ডাক– ডাংগীর হাট। ঝাইল বাড়ি

৫. বৌছি, পাইত খেলার তথ্যদাতাঃ অশোক কুমার রায়, বয়স– ৩৫, শিক্ষা– বি.এস.সি, পেশা– শিক্ষকতা, গ্রাম– দিলালপুর, পোস্ট– দিলালপুর।

৬. দাতাঃ মো. সাখাওয়াত হোসেন, বয়স– ৩০, পিতা– মোঃ আজিজুর রহমান, শিক্ষা– এম.এস.এস. পেশা– মুদ্রণ শিল্প, মহল্লা– থানা পাড়া। চিলবাড়ি।

www.pathagar.com

লোকপেশাজীবী গ্রুপ

রংপুর সদর উপজেলায় লোকপেশাজীবী গ্রুপের মধ্যে মুচি, ধুনকর, রাজমিস্ত্রি, ধাঙ্গর, নাপিত, দর্জি, কামার ও তাঁতি ইত্যাদি পেশাজীবী লোকের সন্ধান পাওয়া যায়। গরুর গাড়ির দেশ রংপুরে অনেক ছৈয়াল পেশাজীবী লোক পাওয়া যেত। কালের বিবর্তনে আধুনিকতার ছোঁয়ায় গ্রামের বধূরা ছই জাতীয় গরুর গাড়িতে ওঠে না। তাই ছৈয়াল পেশাজীবী মানুষ এ পেশা ছেড়ে দিয়ে অন্য পেশায় আত্মনিয়োগ করেছে।

জেলার অন্যান্য উপজেলার মত তারাগঞ্জ উপজেলায় গরুর গাড়ির প্রচলন থাকায় চাকা তৈরির কারখানা গড়ে ওঠে। সেগুলোর এখন অস্তিত্ব বিলুপ্ত প্রায়।

বদরগঞ্জ উপজেলায় অন্যান্য উপজেলার মতো এখানে বিভিন্ন পেশাজীবী গ্রুপের সন্ধান পাওয়া যায়। পেশাজীবী গ্রুপের মধ্যে কামার ও তাঁতি, রাজমিস্ত্রি, মুচি, নাপিত, দর্জি ইত্যাদির সন্ধান পাওয়া যায়। কালের বিবর্তনে এবং আধুনিকতার ছোঁয়ায় সেই ঐতিহ্যবাহী গরুর গাড়ির ব্যবহার বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

কাউনিয়া উপজেলার অধিকাংশ মানুষই অল্পশিক্ষিত। সহজ সরল। নিরাভরণ জীবন যাপনে অভ্যস্ত। এখানে কৃষিজীবী মানুষের সংখ্যাই বেশি। দিনমজুর, মুচি, মিস্ত্রি, রাজমিস্ত্রি, নাপিত, দর্জি, কামার, কুমার ইত্যাদি পেশাজীবী এখানে রয়েছে।

পীরগাছা উপজেলার অধিকাংশ মানুষ সহজ, সরল ও অল্পশিক্ষিত এবং অধিকাংশ মানুষই আদি বাসিন্দা এবং কৃষিজীবী, শ্রমিক ও দিন মজুর। এছাড়া মুচি, মিস্ত্রি, রাজমিস্ত্রি, নাপিত, দর্জি, কামার, কুমার ইত্যাদি পেশাজীবী মানুষ এখানে রয়েছে।

তবে পীরগাছা উপজেলা সদর অফিস থেকে ৫০/৬০ মাইল পূর্ব কোণে অবস্থিত তাম্ভুর পুর কুমার পাড়ায় কয়েকটি পরিবারে নান্দনিক মৃৎশিল্পের চর্চা রয়েছে যা উল্লেখ করার মত।

১. কামার

গংগাচড়া উপজেলার প্রতিটি গ্রামীণ হাটে হাটে বিশেষ করে আলমবিদিতর ইউনিয়নের শয়রাবাড়ি হাটে কামার- জয়দেব মহন্ত, বয়স-৩৮, পিতা-তিলকচরণ মহন্ত, গ্রাম-পুঁটিমাড়ি, বেতগারী, গংগাচড়া, রংপুর। তিনি জানান যে, কাঁচা লোহা ভাতির সাহায্যে কয়লায় আগুন ধরানো হয়। তাতে কাঁচা লোহা আগুনে নরম করে হাতুড়ির সাহয্যে পিটিয়ে কৃষিকাজের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী যেমন- দা, কোদাল, ছুরি, পাশুন, লাঙ্গলের ফলা ইত্যাদি সামগ্রী তৈরী করা হয়।

www.pathagar.com

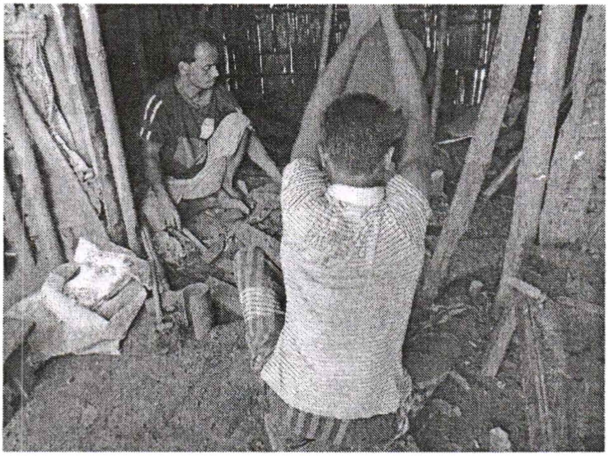

জয়দেব ও তার দোকান

২. কুমার

মাটির তৈজস জিনিসপত্র তৈরির পাশাপাশি বাড়ির সৌন্দর্য বৃদ্ধিকরণে দৃষ্টিনন্দন জিনিস পত্র তৈরি করে ছদরা তালুক গ্রামের, কুমার পাড়ার দীনেশ চন্দ্র পালসহ অনেকেই বাপ দাদার হাত ধরে বংশপরম্পরায় এই পেশা এবং মৃৎশিল্পের ঐতিহ্যকে ধরে রেখেছে।

মৃৎশিল্প

তথ্যদাতা : শ্রী খগেন পাল, বাবার নাম : শ্রী প্রসন্ন পাল, মাতা : স্বরদিনী পাল, বয়স : ৫৫, পড়ালেখা : নেই, পেশা : কুমার, ডাক : তাম্ভুরপুর, গ্রাম : পাল পাড়া (কুমার পাড়া), উপজেলা : পীরগাছা, রংপুর।

www.pathagar.com

৩. হারমোনিয়াম মিস্ত্রি

বেতগাড়ী ইউনিয়নের পশ্চিম প্রান্তে একজন হারমোনিয়াম শিল্পীর সাক্ষাত পাই। তিনি বংশপরম্পরায় এই শিল্পের সাথে যুক্ত। তার নাম চন্দন কুমার সরকার, বয়স-৩৫। দেশ বিভাগের পর অর্থাৎ ৪৭ এর পর থেকে ডা. কামাক্ষ্যা চরণ সরকার এই শিল্পের সাথে যুক্ত ছিলেন। তার মৃত্যুর পর পুত্র নরেণ চন্দ্র সরকার, বয়স-৬২ এই শিল্পের কাজ করতেন। কিন্তু তারা এ পেশা ছেড়ে দেয়ার পর নাতি চন্দন কুমার সরকার এ পেশার সাথে জড়িত। তিনি সুনিপুণ ভাবে হারমোনিয়াম তৈরি করছেন। এছাড়াও তিনি ঢোল, খোল ও দোতরা তৈরি করতে পারদর্শী। তৈরিকৃত বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে হারমোনিয়াম বেশি বিক্রি হয়। হারমোনিয়াম বিক্রি হয় একাডেমি ও জাত শিল্পীদের কাছে। দোতরা মাঝে মাঝে বিক্রি হয়।

চন্দন কুমার সরকার ও তার দোকান।

এ অঞ্চলে ভাওয়াইয়া গান ও শিল্পীদের কদর বেশি তাই তারা দোতরা কেনে। পূজা-পার্বণের জন্য খোল, ঢাক, ঢোল, তবলা ও তবলচি ক্রয় করার জন্য গ্রাহকরা আসে।

৪. চাকা মিস্ত্রি

জেলার অন্যান্য উপজেলার মত তারাগঞ্জ উপজেলায় গরুর গাড়ির প্রচলন থাকায় চাকা তৈরির কারখানা গড়ে ওঠে। সেগুলোর এখন অস্তিত্ব বিলুপ্ত প্রায়। তবে এখন পর্যন্ত একজন চাকা মিস্ত্রি পারিবারিকভাবে এ শিল্পের সাথে নিয়োজিত রয়েছেন। উল্লেখ্য, পরিবারটি বংশ পরম্পরায় নৌকা ও চাকা তৈরিতে নিয়োজিত। চাকা মিস্ত্রির নাম অনিল চন্দ্র রায়, বয়স–৬০, পিতা–বাটাই মিস্ত্রি, গ্রাম–বরাতী কামারপাড়া, পোস্ট– ইকরচালী, তারাগঞ্জ।

www.pathagar.com

৫. ছৈয়াল

গরুর গাড়ির বিশেষ অংশ 'ছৈ'। এর নির্মাতা হিসেবে সুপরিচিত ছৈয়াল মো. আজিজার রহমান ওরফে পুসু। বয়স– ৪৫, শিক্ষা– ৫ম শ্রেণি, পিতা– আব্দুর রাজ্জাক, গ্রাম– তেলিপাড়া, পোস্ট– ডাংগীরহাট। তিনি জানান, একটি সুদৃশ্য 'ছৈ' বানাতে লাগে ১০টি মাকলা বাঁশ, লোহার তার আধা পোয়া, তারকাটা ০১ পোয়া। ০৮ জনের শ্রম সহ প্রায় দুই হাজার টাকার মত ব্যয় হয়। বর্তমানে 'ছৈ' এর অর্ডার না পাওয়ায় তিনি ছাপরবন্দি হিসেবে এবং বাঁশের কারুকার্যময় ছাঁদ তৈরিতে ব্যস্ত।

৬. পায়রা খোপ কারিগর

কারিগরের নাম আব্দুল সামাদ, বয়স– ৬০, পিতা– জহুর মামুদ, গ্রাম– নুনাতিপাড়া, পোস্ট– ডাংগীরহাট। তিনি জানান, পারিবারিকভাবে তারা ছিলেন 'ছৈয়াল' অর্থাৎ 'ছৈ' বানানোর মিস্ত্রি। কিন্তু 'ছৈ' এর ব্যবসায় ভাটা পড়ায় বর্তমানে জীবিকা নির্বাহের তাগিদে পায়বা খোপ তৈরি এবং বিক্রির ব্যবসায় জড়িয়ে পড়েন।

পায়রা খোপ ও তার কারিগর

৭. শাঁখারি

বদরগঞ্জ উপজেলা সদরে ব্যক্তিগত উদ্যোগে গড়ে উঠেছে শাঁখা শিল্পের কারখানা। শিল্পী নারায়ণ চন্দ্র দাস খুলনা থেকে শ'হিসেবে (১০০টি করে) শঙ্খ কিনে এনে মেশিনের সাহায্যে কেটে শাখা তৈরি করেন। এটি তার পারিবারিক পেশা। একজোড়া শাঁখা ২০০ থেকে ৫০০ টাকা পর্যন্ত বিক্রি করেন। এলাকায় তিনি 'শাঁখারী' হিসেবে পরিচিত। পূর্ণ নাম ও ঠিকানা- নারায়ণ চন্দ্র দাস শাঁখারি, বয়স– ২৮, পিতা– শিবচরণ দাস, গোত্র– আলিম্বরণ গোত্র, থানাপাড়া।

www.pathagar.com

শাঁখারি নারায়ণ চন্দ্র দাস

৮. চর্মকার

বদরগঞ্জ উপজেলার চামড়া যুক্ত বাদ্যযন্ত্র খোল, তবলা, ঢাক, ঢোল, বাংলাঢোল প্রভৃতি তৈরিতে সুপরিচিত একটি নাম রতন চন্দ্র দাস। তিনি নিজেই মাটির বা কাঠের অংশগুলো কাঠমিস্ত্রির কাছ থেকে সংগ্রহ করেন। গরু, ছাগলের চামড়া কিনে লবণ, চুন দিয়ে পরিষ্কার ও রোদে শুকিয়ে ব্যবহার উপযোগী করেন।

উপকরণ : দোয়াল (চামড়ার দড়ি), রং, লোহার গুড়া এবং ভাত। বাদ্যযন্ত্র অনুযায়ী উপকরণসমূহ নিজের হাতে তৈরি ও বিক্রি করেন। তার পূর্ণ নাম ও ঠিকানা- রতন চন্দ্র দাস, বয়স- ৫০, পিতা- রাজেন্দ্র চন্দ্র দাস, শিক্ষা- নিরক্ষর, পেশা- পৈতৃকসূত্রে প্রাপ্য, গোত্র- কাশ্যপ, থানাপাড়া।

৯. যুগী

স্থানীয়ভাবে তাদের বসবাসের গ্রামকে যুগীটারি বলা হয়। তাদের প্রধান পেশা চুন তৈরি। ঝিনুক পুড়িয়ে তারা চুন তৈরি করে। একাজে নিয়োজিতদের স্থানীয়ভাবে যুগী বলা হয়। হাঁড়িতে পুরে গ্রামে গ্রামে ঘুরে তা ফেরি করে বিক্রি করে। বদরগঞ্জ উপজেলার নাটারাম যুগীটারি, চুন শিল্পের জন্য বিখ্যাত। উল্লেখ্য যে, শাস্ত্রীয় ও নৃতাত্ত্বিক ব্যাখ্যায় যোগী সম্প্রদায়ের সমৃদ্ধ ইতিহাস ও ঐতিহ্য বহুল আলোচিত।

www.pathagar.com

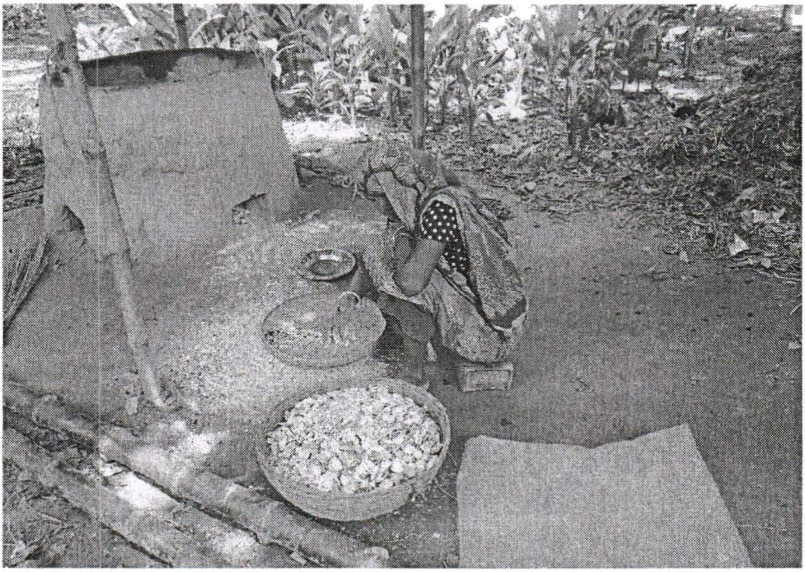

চুনশিল্পী স্বপ্না দেবনাথ

তথ্যদাতা : স্বপ্না দেবনাথ, বয়স- ৩০, স্বামী- অনন্ত দেবনাথ, পেশা– চুন তৈরি, গ্রাম– নাটারাম যুগীটারি, পোস্ট- নাটারাম।

www.pathagar.com

লোকচিকিৎসা ও তন্ত্রমন্ত্র

ক. লোকচিকিৎসা

সুস্থ সবল থাকার আকাঙ্ক্ষায় মানুষ তার আপন অভিজ্ঞতার আলোয় রচনা করেছে চিকিৎসা পদ্ধতি। অতি প্রিয় জাদুবিশ্বাস সম্বলিত আচার, সপ্রাণবাদী ভাবনা, মন্ত্র-তন্ত্রের প্রয়োগ প্রভৃতি বিশ্বাস সংস্কার নিয়ে ঐতিহ্যনির্ভর সেই চিকিৎসা 'লোকচিকিৎসা' নামে সুপরিচিত। লোকসমাজে সুদূর প্রাচীনকাল থেকে বিভিন্ন রোগ-বালাই নিরাময়, বিপদ-আপদ, শত্রুর নির্যাতন, অতিপ্রাকৃত শক্তির হাত থেকে জীবন ও সম্পদ রক্ষা করার জন্য ভেষজ উপাদান তথা কবিরাজি বিদ্যা ও মন্ত্র ব্যবহার করতো। যা এখনো এখানকার লোক সমাজে প্রচলিত আছে।

বদরগঞ্জ অঞ্চলে লোকচিকিৎসার ব্যাপক বিস্তৃতি দেখা যায়। নৈমিত্তিক জীবনে অনেক প্রকার দুঃখ কষ্ট থেকে নিস্তার পাবার উদ্দেশ্যে অনেক সময় এ অঞ্চলের মানুষ মন্ত্রজ্ঞ ব্যক্তির সহযোগিতা কামনা করেছে। তার লোকচিকিৎসকদের সহায়তায় ঝাঁড় ফুকের পাশে লতাগুল্ম, দেশীয় নানা শ্রেণির ভেষজ উদ্ভিদের সহায়তায় প্রস্তুতকৃত ঔষধপত্র ব্যবহার করে।

১. কবিরাজ ও লোকচিকিৎসক

কবিরাজ মো. মমেজ্জল

কবিরাজ মো. মমেজ্জল, বয়স– ৫০, পিতা– লাল মিয়া, গ্রাম– মধ্যপাড়া, ওসমানপুর। গাছ গাছড়ার সাহায্যে তার উদ্ভাবিত 'নখের কুনির ঔষধ' বদরগঞ্জ এলাকায় জনপ্রিয়। বদরগঞ্জ বাজারে লাল মিয়া রাস্তার ধারে বসে বিক্রি করেন। নখ পেকে যাওয়া, মরে যাওয়া, নখের কুনি বসা প্রভৃতি রোগের জন্য চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়।

কবিরাজ মো. মমেজ্জল

www.pathagar.com

কবিরাজ রোজিফা খাতুন

কবিরাজ রোজিফা খাতুন, বয়স– ৫০, স্বামী: আব্দুস ছালাম, গ্রাম– রহমতপুর, বদরগঞ্জ। তিনি জ্বীন পরীর মাধ্যমে চিকিৎসার জন্য সুপরিচিত। বাচ্চার অবিরত কান্না, জন্ডিস, বন্ধ্যাত্ম, বাড়িবন্ধ, ঘরবন্ধ, বহুমূত্র, বদহজম, আমাশয় প্রভৃতি রোগের চিকিৎসা করেন। ঝাঁড়-ফুকের সাথে তাবিজ, পানিপড়া দেয়া হয়।

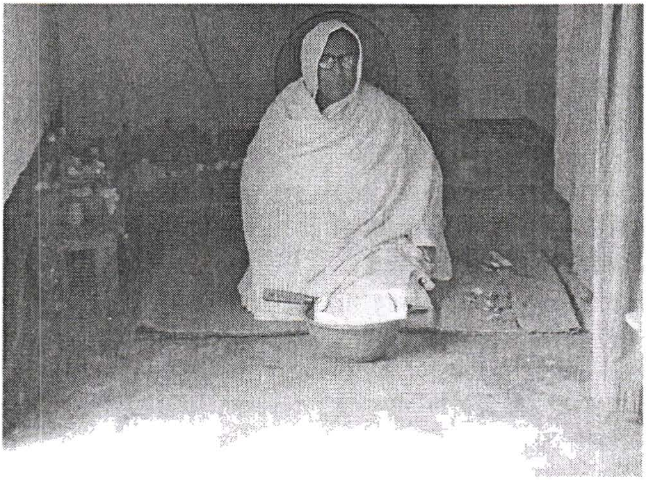

কবিরাজ রোজিফা খাতুন

কবিরাজ মো. ইসমাইল হোসেন

কবিরাজ মো. ইসমাইল হোসেন, সাবেক সুপার, বাংলার হাট মদিনাতুল উলুম দাখিল মাদ্রাসা, রহমতপুর, বদরগঞ্জ। সাক্ষাৎকারে তিনি জানান, দোয়া, তদ্বিরাত, তাবিজ প্রভৃতির মাধ্যমে চিকিৎসা করেন। বন্ধ্যা, প্যারালাইসিস, স্নায়ুরোগ, জ্বীনভূত তাড়ানো, বাড়িবন্ধ, ঘরবন্ধ প্রভৃতির জন্য প্রচুর রোগীর সমাগম ঘটে। নিজ বাড়ির উঠানে তার চেম্বার। নতুন আয়না কিনে আয়নার ফ্রেমে বাঁধা ছবি থাকলে বের করে দিতে হবে। তারপর উক্ত দোয়া কয়েকবার পড়ে আয়নার মধ্যে ফুঁ দিবে। আয়না কাগজে মুড়ে তুলা রাশির লোককে দেখালে তিনি হারানো গরু, সোনা, রূপা, টাকা-পয়সা, মোবাইলসেট ও অন্যান্য হারানো দ্রব্যের সন্ধান ছবির মতো ভেসে উঠতে দেখবেন।

লোকচিকিৎসক আব্দুল মজিদ

আবু তাহের মুহাম্মদ আব্দুল মজিদ প্রামাণিক, বয়স- ৪৬, পিতা- মৃত মছির উদ্দিন প্রামাণিক, গ্রাম-হাড়িয়ারকুটি প্রামানিক পাড়া, পোস্ট-ডাংগীরহাট। তারাগঞ্জ উপজেলায় লোকচিকিৎসকদের মধ্যে অধিক জনপ্রিয়। তিনি ১৯৮৮ সাল থেকে এ পেশায় জড়িয়ে পড়েন। সাক্ষাৎকারে জানান, যে সমস্ত সমস্যার সমাধান দেন তা হলো বন্ধ্যাত্ব, প্যারালাইসিস, লিউকুরিয়া, শ্বাস-কাশ, হাঁপানি, বীর্যদোষ, প্রতিবন্ধী প্রভৃতি।

www.pathagar.com

চিকিৎসার উপকরণঃ তাবিজ, পানিপড়া, তেলপড়া, চিনিপড়া এবং তদবিরাত।

হাদিয়া– খুশিমত।

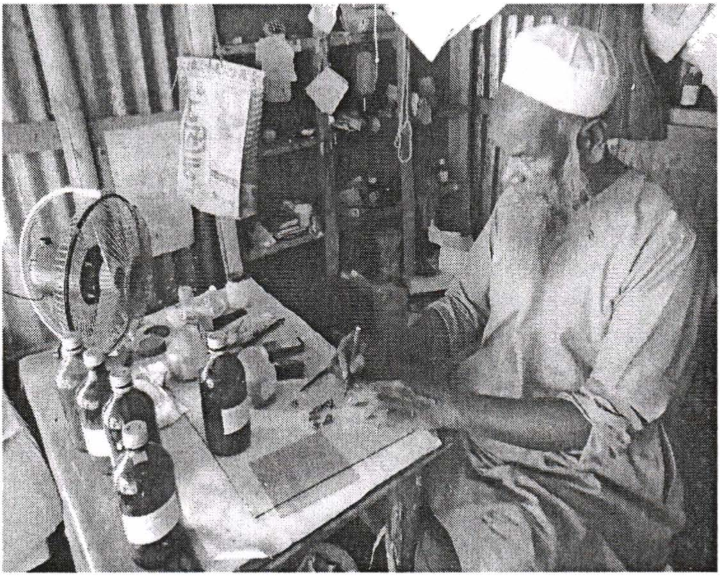

কবিরাজ মো. ইসমাইল হোসেন

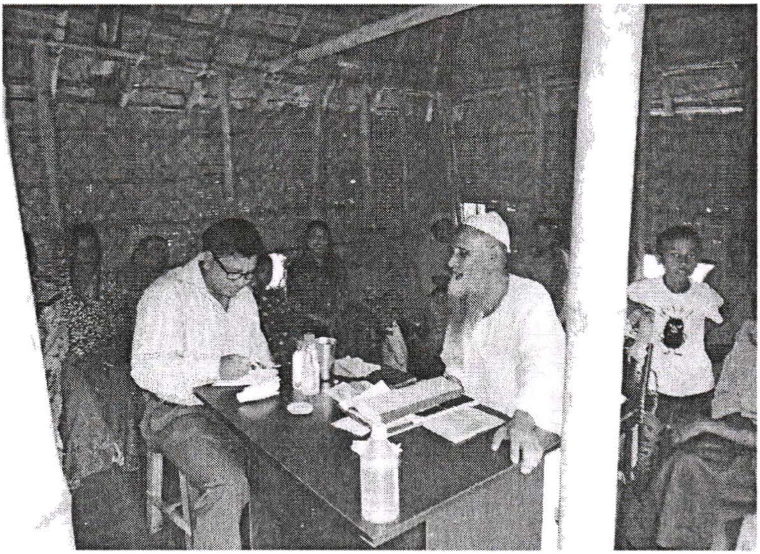

আবু তাহের মুহাম্মদ আব্দুল মজিদ প্রামাণিক (ডানে)

www.pathagar.com

লোকচিকিৎসায় এখানকার মানুষ বিভিন্ন গাছ গাছালির রস ব্যবহার করে

১. বহুমূত্র রোগে নিম পাতার রস নিয়ম করে খেলে এ রোগ ভাল হয়। বহু মূত্র রোগে করলার রস করে খাওয়ানো হয়।

২. জণ্ডিস হলে নিয়ম করে অড়হর ডালের পাতার রস নিয়ম করে খেলে জণ্ডিস ভাল হয়।

৩. কাশিতে জ্যৈষ্ঠ মধু খেলে অথবা আদার রসে মধু মিশিয়ে হালকা গরম করে খেলে কাশি ভাল হয়। সর্দি কাশিতে কাঁচা হলুদের রস করে তাতে মধু মিশিয়ে খায়। অথবা তুলসি পাতা বেটে মধু দিয়ে খেলে কাশি ভাল হয়।

৪. পুদিনার পাতার রস খেলে গ্যাস্ট্রিক রোগী ভাল হয়।

৫. পেটে জ্বালা পোড়া হলে থানকুনির পাতার রস খেলে জ্বালা পোড়া কমে।

৬. দেহের কোন জায়গা পুড়ে গেলে, থানকুনি পাতা বেটে প্রলেপ দেয়, এতে জ্বালা কমে। থানকুনির পাতা না পাওয়া গেলে নারিকেল তেল ব্যবহার করে।

৭. চোখ উঠলে ফিটকেরি দেয়া পানি দিয়ে চোখ ধোয়।

৮. কোনো জায়গা কেটে গেলে দূর্বাঘাস কচলিয়ে থুথু দিয়ে কাটা জায়গায় চেপে ধরে।

৯. হাতে পায়ের আঙলের মাঝে ঘা হলে তুত লাগিয়ে দিলে ভাল হয়। এ ক্ষেত্রে হলুদের গুড়াও ব্যবহার করা হয়।

খ. তন্ত্রমন্ত্র

মন্ত্রোচ্চারণ ও ঝাঁড় ফুক, তাবিজ কবচ ব্যবহার, জাদুবিশ্বাস সম্বলিত আচার প্রভৃতির যোগে লোকচিকিৎসার প্রচলন এই উপজেলার সর্বত্র রয়েছে। গাছ গাছড়ার শিকড় বাকড়, ফুল ফল ইত্যাদির সাথে রোগীর রাশিচক্রের ব্যবহার, অপদেবতার হাত থেকে বাঁচার জন্য মন্ত্রোচ্চারণ, গুণিনদের তুক্‌তাক জনপ্রিয় ব্যবস্থা। আধুনিক চিকিৎসার সুযোগ অপ্রতুল না হলেও লোকচিকিৎসকদের ব্যাপক উপস্থিতি সহজেই চোখে পড়ে। আবার দোয়া ও দাওয়া অর্থাৎ লোকচিকিৎসক একই সাথে দোয়া অর্থাৎ ঝাঁড় ফুক এবং দাওয়া অর্থাৎ নিজের প্রস্তুতকৃত ঔষধ প্রদান করেন।

লোকচিকিৎসা লোকবিশ্বাসের একটি অংশ। কোনো বিজ্ঞানভিত্তিক বিষয় নয়। লোকচিকিৎসায় বস্তুর গুণগত প্রভাব পড়ে কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁর লক্ষণ থাকে না। লোকচিকিৎসা সাধারণত কবিরাজি, তুক্‌তাক ও যাদুবিদ্যার ভিত্তিমূল। লোকচিকিৎসার উদাহরণ দেওয়া হলো :

সাপকাটা বিষ ঝাড়ার মন্ত্র

১. একখানি পুকুরে চারিখানি ঘাট
তাতে উর্জিল পদ্মপাত
পদ্মের পাতে জন্ম নিলো পদ্ম কুমারি
বাপমায়ে নাম রাখে জয় বিষহরি
হর বিষহর নিজ ঝড়ে ঝড়

www.pathagar.com

ফল্লার সর্পকাটা বিষ
মাটিতে পড়ে মর
এই মন্ত্র হেলবু ঠেলবু দোহাই
আট নাগো পদ্মবতী মাতা খাবু
দোহাই তোর ধর্ম।

২. ধেনু লইয়া গেল কানু, যমুনার কুলে,
যমুনার ফুল দেখে কৃষ্ণচন্দ্র জলে দিল ঝাঁপ
কালী নদীর সাপের বিষ, কাল বাঁচে না আর
সুবল চতুর ছিল
তাই চলে গেল বলাই দাদার কাছে।
কি করো দাদা কি করো দাদা ধ্যানেতে বসিয়া
তোমার কৃষ্ণ কালীদায়ে পড়েছে ঢলিয়া।
ধ্যান দেখিয়া মন করিল স্থির
তখন চলিয়া আইলো গরুর হেনাবীর
গরুরের পাখায় ছিল বল
পাখসাটে তুলে নিল কালীনির জল
কালীনি তোরে আমি জানি
কালীর স্মরণে বিষ হয়ে গেলপানি
হ্যাট ছাড়ি বিষ।
উযান ধাবু দোহাই
আট্টনাগ পদ্মাবতীর মাথা খাবু
দোহাই তোর ধর্মের।

৩. কাশা কাশা বাটিতে জন্ম
দেবদেবী জানিতে মর্ম
যে সাপে কাটিছে তার
পিঠির বিষের মধ্যে ধর
নইলে শিব শিবানীর মাথা চিবিয়া খাবু
দোহাই গুরু শ্রী হিরিং ফু।

৪. ইয়া হাইও, ইয়া কাইয়ুমো, ইয়া আখিদুন নাফছি, আল্লাহুম আলিওল আজিম।
নারকুন বারদাও, আরাদু এহি কায়দা, ফাজায়েল না হোমোল আক ছাড়িনা।

৫. ওস্তাদ ঝাড়েন গো ঝাড়েন গো কাল সাপের বিষ
ওস্তাদ ঝাড়েন গো ঝাড়েন গো মেনি সাপের বিষ
বিষ আছিল মাথাত, তায় নামিল কপালোত।
ওস্তাদ ঝাড়েন গো ঝাড়েন গো মেনি সাপের বিষ
বিষ আছিল কপালোত, তায় নামিল গলাত।
ওস্তাদ ঝাড়েন গো ঝাড়েন গো মেনি সাপের বিষ

www.pathagar.com

বিষ আছিল গলাত, তায় নামিল বুকোত।
ওস্তাদ ঝাড়েন গো ঝাড়েন গো মেনি সাপের বিষ
বিষ আছিল বুকোত, তায় নামিল কোমরোত।
ওস্তাদ ঝাড়েন গো ঝাড়েন গো মেনি সাপের বিষ
বিষ আছিল কোমরোত, তায় নামিল হাঁটুত।
ওস্তাদ ঝাড়েন গো ঝাড়েন গো মেনি সাপের বিষ
বিষ আছিল হাঁটুত, তায় নামিল পায়োঁত।
ওস্তাদ ঝাড়েন গো ঝাড়েন গো মেনি সাপের বিষ
বিষ আছিল পায়োঁত তায় নামিল মাটিত।
ওস্তাদ ঝাড়েন গো ঝাড়েন গো মেনি সাপের বিষ।

৬. কাঁহা কাঁহা কালিয়ে, কাঁহা যাইস পালিয়ে
তোর বিষ মারিম সাপটে, যা বিষ পাতালে
নাই বিষ, নাই বিষ, বিষ হরির আগ্যে।

৭. ধুলিপড়া
ধুল ধুল বক্ষ্ম ধুল
শিবের পদের ধুল
শশ্মানের ধুল
মাসানের ধুল
এই ধুল পড়া হেলবু, ঠেলবু
দোহাই লাগে
শিবের মাথায় দুই পাঁও মুছবু
দোহাই ধর্মের ফু।

শিংগী মাছের কাঁটা বিঁধলে বিষ ঝাড়ার মন্ত্র

১. শিংগী শিংগী চুচড়া মুড়ি,
কোন্টে পালু বিষের হাড়ি
বিষের হাড়ি না পায়া
শিংগি বেড়ায় দাপেয়া
ওরে শিংগি হাড়িয়া
বিষ যা ছাড়িয়া।

২. শিংগী বিঙ্গি চোখের মুড়ি
কাটে পালু তুই বিষের হাড়ি
মুই তোক বেছাং আইলের ওপরোত
বিষের হাঁড়ি পায়া
শিংগী গেলু পালেয়া

আগোত যায় গরু পাছোত যায় শিষ
ঝাড়িয়া ঝুড়িয়া নামাও কেছুয়া
শিংগীর বিষ।

মাথার ব্যথা সারানোর তেল পড়া মন্ত্র

দোহাই দোহাই দোহাই এলাহির
আর যে দোহাই সেই হযরত নবির
মাথা ধরা শীঘ্র দূর হও (রোগির নাম)
দোহাই দিয়া বলিতেছি এলাহি রবের।

আমাশয় রোগ ভাল করার পানিপড়ার মন্ত্র

গঙ্গাসাগর তিরপানি,
একধারে পড়ে জানি
সেই আনে সেই খায়
(‘রোগির নাম) হাগামুতা প্যাটফুলা পালায়।

প্রসূতি মায়ের মৃত সন্তান যাতে না হয়

প্রসূতি মায়ের মৃত সন্তান যাতে না হয় তা রোধে মন্ত্রটি জাফরান দিয়ে এক ধরনের লতা জাতীয় গাছের নরম পাতা যা ভূর্জ গাছ নামে পরিচিত, সেই ভূর্জ পাতায় জাফরান দিয়ে লিখে তামার খোলে ভরে দিয়ে গর্ভধারী মায়ের গলায় কিংবা হাতে বেঁধে রাখলে মরা সন্তান হবে না।

আমীর হামজার দোহাইরে বাপ, মারিস না আর বাও
সিন্নি দেমো, পাইসা দেমো, জিন্দা ছাওয়াল দেও,
ইয়া আলীর দোহাই তোমার (গর্ভধারী মায়ের নাম) পানে চাও,
জেন্দা ছাওয়া দিয়া তারে কর ছাওয়ার মাও।

বাসলি রোগ ঝাড়ার মন্ত্র

কালী কালী মহাকালী
ভদ্রকালী কপালিনী শিবদুর্গা
পদ্মাবতীর দোহাই লাগে
কামরুক্কা দেবীর নামটি ধরিয়া
পদ্মাদেবী আসিল চলিয়া
এই ঝাড়াতে যদি না যাইস
ভাতার পুতের মাথা খাইস
মালা মন্ত্রর শুরু করিলাম
দোহাই দিলাম তেত্রিশ কোটি দেবতার।

বাসলি রোগে শরীর মালিশ করবার তেলপড়ার মন্ত্র

১. রামচন্দ্র রামচন্দ্র নামটি ধরিয়া
বীর হনুমানকে সঙ্গে লইয়া

www.pathagar.com

তেলপড়া মন্ত্র শুরু করিলাম
তোমার নামটি ধরিয়া
ভাই লক্ষণকে সঙ্গে লইয়া
মা সীতাকে সঙ্গে লইয়া
এই মন্ত্রের সারমর্ম কামে লাগাবে
দোহাই তোর ফু ।

২. পদ্মাবতী পদ্মাবতী নামটি ধরিয়া
পূর্ব-পশ্চিম উত্তর-দক্ষিণ
যেখানে থাকিস না কেন বসিয়া
আমার ডাক শোনা মাত্রই আশিবু চলিয়া
আমার ডাকে যদি সাড়া না দিবু
তেত্রিশ কোটি দেবতার মাথা খাবু
দোহাই নাগ পদ্মার
দোহাই নাগ পদ্মার ফু ।

চিত্রঃ বাসলি রোগ ঝাড়ার

ঘুমে চমকে ওঠা রোগের মন্ত্র

কালি কালি মহা কালি
এসো মা কালি
বইসো মা ডালে
(রোগির অসুবিধার কথা মনে মনে বলে) তারপর

www.pathagar.com

জপাং গতি গড়াং অনেস্বর
ফেলোচিত নারী ছাড় ছাড়
কোন ভূত পেততানির আছড় ছাড়
ধোহাই ভোজ রাজার।
ভূত পেততানি না ছাড়িবু
মা কালির মাথা খাবু
পিতা মাথার মাথা খাবু
দোহাই শিবের।

দুগ্ধবতী মায়ের স্তন ফুলে যাওয়া ব্যথা থেকে আরোগ্য লাভের মন্ত্র

শিমুল গাছত ওকশার বাসা
ছাড় থনকু ছাড় প্রিয় বাসা
কার আগত
দুর্গার আগত।

চোখ ওঠা রোগ থেকে আরোগ্য লাভের মন্ত্র

নদীর ঘাটোত যেই জাহ্নবী খাইল
সেইকালে চক্ষু রোগ তাহার জন্মাইল
বেদনায় কাতর সীতা করেনো ক্রন্দন
রামচন্দ্র বেদনা তার করেন নিবারণ।
কার আগত?
কাউরের কামাখ্যা মায়ের আগত।

গোড় জাগা মন্ত্র (মুসলমান শাস্ত্র মতে)

রুহু ফানা রুহু দামা
জাগরে রুহু জাগ জাগিয়া
না জাগিলু আল্লা নবীর নাম।

গোড় জাগা মন্ত্র (হিন্দুশাস্ত্র মতে)

জঙ্গলে জঙ্গলে বসেয়া রাম কাটে সুজ
লক্ষণ কয় ঝড় সাত ভূত কায়
কার ভুতের হাড় গোড় ভেঙ্গে
করনু চুরমার তোকে
কনু রাম লক্ষণ কি করিস বৈশ্য
ফল্লার মরলে ভুত পিছান
দানা দৈত্য জীন পরীধর
সইস কার আজ্ঞা শ্রী
রামের আজ্ঞা।

www.pathagar.com

টোটকা চিকিৎসা

টোটকা চিকিৎসা লোকজ চিকিৎসার মূল দিক। এতে বিজ্ঞানভিত্তিক কোনো বিষয় নেই। এর মূল উৎস যাদু বিদ্যা। এ চিকিৎসায় বস্তুর গুণ ধর্মের প্রভাব থাকে কিন্তু তার লক্ষণ প্রস্ফুটিত হয় না। কবিরাজি চিকিৎসার মতো এতে গাছ-গাছড়ার ব্যবহার আছে কিন্তু লেপ্য বা সেব্য নয়, শুধমাত্র তাবিজ-মাধুলির ন্যায় টোটকা ঔষধ অঙ্গ-প্রতঙ্গ ধারণ করা হয়।

মানবদেহে কোনো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ব্যথা হলে টোটকা চিকিৎসার মাধ্যমে বেদনার উপশম হয়। যেমন দাঁতের ব্যথা হলে ডালিম গাছের শিকড় কানের সাথে ঝুলিয়ে বেঁধে দেওয়া হয়। এতে দাঁতের ব্যথা উপশম হয়। হাতের কব্জিতে ব্যথা হলে এক গাছি কাল সুতা এক নিশ্বাসে এঁটে বেঁধে দেওয়া হয়। সুতা বাঁধার ফলে শিরা উপশিরায় রক্ত বাধাগ্রহের ফলে রক্ত নিয়ন্ত্রিত হয়। ফলে ব্যথা উপশম হয়। এখানে সংস্কারটা হচ্ছে কালো সুতার ক্ষেত্রে কিন্তু অন্য রঙের সুতা ব্যবহার করলে এর উপকার হয় না বলে বিশ্বাস আছে মানুষের মধ্যে। চোখ অতিরিক্ত লাল হলে অথবা রমজানি উঠলে ওকড়া গাছের ছোয়া অথবা দুই থেকে তিন বছরের ছেলের লিঙ্গ স্পর্শ করালে চোখের রোগ ভাল হয়। হাতে-পায়ে অথবা বসনহীন মানব দেহে কোন জায়গায় ঘাঁ-পাচড়া হলে তা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য হুকার বাসি পানি ও ঘুঁটার ছাই একত্রে মিশিয়ে এক গোছা চুল দিয়ে ওই ঘাঁ সকাল বেলা মুছে দিতে হয়। এছাড়াও মানুষ যাতে মন্ত্রবাণ ছুঁড়তে না পারে সেজন্য হাতে ও পায়ে চুল পেছিয়ে কড়ি দিয়ে পড়তে হয়।

অনেক টোটকা চিকিৎসায় ঔষধের ব্যবহার নেই, কেবলমাত্র লৌকিক ক্রিয়ার মাধ্যমে উপশম পাওয়া যায়। কুকুর কামড়ালে রোগীকে তৎক্ষণাৎ সাতটি মাটিয়া কুয়া (পাইপ বেষ্টিত কুয়া নয়) দেখাতে হয়। রাতে শোয়ার কারণে ঘাড়ে ব্যথা হলে ব্যবহৃত বালিশ রোদে দিতে হয়। অনেক লৌকিক ক্রিয়ার মাধ্যমে টোটকা চিকিৎসা করা হয়।

পোড়া ঘাঁয়ে তেল পড়ার মন্ত্র

পোড়া ঘাঁয়ে তেল পড়া
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহোবর তিন নিয়ে একত্তর
সত্বঃ রজঃ তমঃ শুনে ব্রহ্মা মহত্তর
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব বলেন মোরা সব জানি
পোড়া ঘাঁয়ে তেল পড়া
অমুকের (রোগীর নাম) অঙ্গে ফুসে হবে পানি
কার আজ্ঞে
কাউয়ের কামিক্ষ্যে মায়ের আজ্ঞে
কার আজ্ঞে
হাড়ির ঘি চণ্ডির আগে।

www.pathagar.com

এই মন্ত্র শনিবার সকালে এক নিঃশ্বাসে বলে পোড়া ঘাঁয়ে তিনবার ফুঁ দিলে ঘাঁ সেরে যাবে বলে বিশ্বাস।

ঘা-ভারা জ্বরের ঝাড়ন মন্ত্র

কার জ্বর তুই কার কাছোত ঘর
কার তরে করিস তুই
ওমার (রোগীর নাম) গায়োত ভর
চন্দন হাটের ঝি আমি
বিভীষণের দাসি
পারিস কি থাকতে ওমার (রোগীর নাম)
গাঁয়োত ভর করি তুমি
লঙ্কা হতে আছুং মুই
ওমার (রোগীর নাম) ঠেলা
পালাও যা শীঘ্র ঘটিতলা
বেশিক্ষণ থাকে তুমি ভালুকের অঙ্গে
জলিয়া মরুক সে নানা রঙ্গে ভঙ্গে
যা জ্বর অমুকের গা হতে
যা শীঘ্র যা
ভুলে না করিস কভু অমকেজর গায়ে ঘাঁ
কার আজ্ঞে
কামিক্ষ্যে মায়ের আজ্ঞে
কার আজ্ঞে
হাড়ির ঝি চণ্ডির আগে

মন্ত্রগুলো তিনবার পড়ে রোগীর গায়ে ফুঁ দিলে রোগ জ্বর ভাল হয়ে যায়।

গা বন্ধকরা বা গা ঝাড়ান

শান শান শান
আদ্যে শান বাদ্যে শান খুর শান ব্রহ্মা শান
এ শান করে, আগুনক কাটে পানিক চোষে
দুষমনের বুকে বইসে
অমুকের শরীরের দেওদোষী
লাগান মাশান কাটে হনুমান
ক্লীং কৃষ্ণ স্বাহা।

গা বন্ধকরা বা গা ঝাড়া

হুং হুং শুং শুং গুং গুং
উল্টিল[১]

www.pathagar.com

ছত্রিশ কোটি কথা বাণ ছান কাটিয়া ছিড়িয়া জোয়াল বান
কাটিয়া গুইয়া বান্দিয়া বসুমতি কাঁপে
অমুকের শরীরে দেওদোষী
লাগান ঝাপান কাটে হনুমান
ক্লীং কৃষ্ণ সহায়।

১. *স্ত্রী যোনি*

শিংগী মাছের বিষ ঝাড়ন মন্ত্র

আংগার বোঝা পাংগার বোঝা
মুই হনু পার্বতী রাজা
কড়িয়া ধানের ন্যাংরা শীষ
ঝাড়িয়া নামাও কেচুয়া শিংগির বিষ।

মিলন মন্ত্র

হারামণি ফাড়ামণি
আকারে আল্লা মহামুনি
মহামুনি বলন্ত
অমুকের সাথে মিলন করি দেমোক
বিস্‌মিল্লাহ বিস্‌মিল্লাহ।

গরুর গা ঝাড়া

শিবের লিঙ্গের উপর পানে তলাইছে বাও
আশি হাজার পির পয়গম্বরের মাথাত মুছিবু তুই পাও।
চন্দ্র সূর্য নড়ে চড়ে
(পশুর নাম) গাও থাকি যা সরে।

মন্ত্রটি তিনবার বলে জলকষা খাওয়াতে হবে। জলকষা মন্ত্রটি গুপ্ত রাখা জরুরি বিধায় মন্ত্রজ্ঞ দেননি।

গরুর পেটফাঁপা ঝাড়া

মিনা তা মিনা [১]
জরা মিনা ট্যাপা মিনা হিপা মিনা
১৮ প্রকার মিনা
হেটত নামবু দোহাই নাগে
না হলে সৃষ্টি কর্তার মাথাত দুইপা মুছিবু।

১. মিনা অর্থঃ বিষ, পেট ফাঁপা জাতীয় ১৮ রকমের অসুখ।

www.pathagar.com

প্যারালাইসিস চিকিৎসার গা ঝাড়া মন্ত্র

দোহাই ধর্মের দোহাই ধর্মের
ওট হীরা ছাড় গাও
ধর্ম তোর বাপ মাও
ত্রিশ কোটি দেবগন দিয়া গেলবর
যা যা ধর্মের ঘর
ধর্মে পাতিল শান
পৃথিবী না সয় টান।
কেমন করে না জানি
না জানি হীরা ব্যাটা কোন দিকে চলে
এক শান দুই শান তিন শান হইল
চতুর্থ শানেরভালা ধর্ম কারা ছিল
চাঁদ কাপে সূর্য কাপে তিন কোন পৃথিবী কাপে
হীরা শানে মোর অমুকের দোষ দোষী
নাগানি ঝাপানি চমকোন ঝমকোন
পুরিয়া কইরলাম ছারখার।
দোহাই ধর্মের, ইয়া আলী।

প্যারালাইসিস রোগীর শরীর বন্ধের মন্ত্র

১. আরাইল কুরসি
দোয়াবান কোরআন
ভিতর বাহির এক দরিআন।

২. সরিষা সরিষা ভুত চলো
পিচাশ চলো ডাকনি ডুকনি চলো
আকাশ বান্দো, পাতাল বান্দো, ত্রিশ কোটি দেবতা বান্দো
শ্মশান মশান বান্দো বড় বড় বৃক্ষ বান্দো।

৩. শিব শিব মহা শিব
শিবের আসন বাসন বন্দো
ত্রিশ কোটি দেবতা বন্দো
শিবের আসন বাসন ধরে দিলাম টান
শিব বলে প্রাণ হারাইলাম, শিব বলেগো হরি।
আল্লা হরি নামে কোনো প্রভেদ নাই
যে নামে ডাকবো তোমায় সারা দাও আসিয়া।

www.pathagar.com

তথ্যসহায়ক

১. দাতা : ওঝা শ্রী সচিন চন্দ্র সরকার, বাবার নাম : দেবেন্দ্রনাথ সরকার, মাতা : ননীবালা সরকার, বয়স : ৫০, শিক্ষা : নাই, পেশা : কৃষি, ডাক : ভায়ার হাট, গ্রাম : বিশ্বনাথ , উপজেলা : কাউনিয়া, রংপুর। মন্ত্রঃ ১-৩।

২. দাতা : অভিরন, স্বামী : মতি, পেশা : কবিরাজী, শিক্ষা : সাক্ষরজ্ঞান, বয়স : ৭০, গ্রামঃ বিদ্যাপাড়া, থানাঃ হারা গাছ, উপজেলা : কাউনিয়া, রংপুর। মন্ত্রঃ ৪-৭।

৩. দাতাঃ শ্যামল চন্দ্র বর্মণ, বাবার নাম : প্রসন্ন চন্দ্র বর্মণ, মাতা : বিনোদিনী, বয়সঃ ৪০, পড়ালেখা : এইচ.এস.সি, পেশা ঃ কবিরাজি, ডাক : পাওটানা, গ্রাম : বামন পাড়া, উপজেলা : পীরগাছা, রংপুর। মন্ত্র ৮-১০।

৪. দাতা : কবিরাজ বিপ্লব, বাবার নাম : উপেন্দ্রনাথ, মাতা : সিতা, বয়স : ৩৮, পড়ালেখাঃ নবম শ্রেণি, পেশা : কবিরাজি, গ্রাম : সোনারায় , উপজেলা : পীরগাছা, জেলাঃ রংপুর। মন্ত্রঃ ১১-১৭।

৫. ১৮-১৯নং মন্ত্রের তথ্যদাতা : তোতা মিয়া, পিতা- লুৎফর, বয়স-৪৮, হরিদেবপুর, সদর, রংপুর।

৬. ২০ নং মন্ত্রের তথ্যদাতা : শ্রী যতীন্দ্র দেবনাথ, যোগীপাড়া, মমিনপুর, রংপুর।

৭. ২২-২৩ নং মন্ত্রের তথ্যদাতাঃ মাখন লাল, পিতা- তরণী কান্ত রায়, বয়স-৩৫, জোত কাচারী, আলদাদপুর, বেতগাড়ী, গংগাচড়া, রংপুর।

৮. ২৪-২৭ নং মন্ত্রের তথ্যদাতা : সুধীর চন্দ্র রায়, বয়স- ৭০, পেশা- কৃষি, পিতা- মৃত বীরেন্দ্র চন্দ্র রায়, গ্রাম- ঘনিরামপুর (হাড়িকাটা), পোস্ট- তারাগঞ্জ।

৯. ২৮-২৯ নং মন্ত্র দাতা ও গো চিকিৎসকঃ সদানন্দ রায় (বিষাদু কবিরাজ), বয়স- ৬৩, পিতা- ধর্ম নারায়ণ বর্মন (কবিরাজ), গ্রাম- দক্ষিণ হাজিপুর (বাছুর বান্দা), পোস্ট- ইকরচালী। তিনি মন্ত্র ও ভেষজ ওষুধ প্রয়োজনবোধে একই সাথে প্রয়োগ করেন।

১০. ৩০নং মন্ত্র দাতাঃ বীরেন চন্দ্র রায়, বয়স- ৭২, পিতা- মৃত জ্ঞানদা বর্মন, গ্রাম- বাছুরবান্দা, পোস্ট- ইকরচালি। তিনি গা ঝাড়া, প্যারালাইসিস, বন্ধ্যাত্ব প্রভৃতিতে তিনি জনপ্রিয় কবিরাজ। মন্ত্র ও ঔষধি একই সঙ্গে প্রয়োগ করেন।

১১. ৩১-৩৩ নং মন্ত্র দাতা ও চিকিৎসকঃ কবিরাজ মোঃ মজিবর রহমান, বয়স- ৭০, পেশা- কৃষি ও কবিরাজী, গ্রাম- সয়ার হাজীর হাট, পোস্ট- সয়ার।

www.pathagar.com

ধাঁধা

ধাঁধা লোকসংস্কৃতির একটি অন্যতম শাখা। ধাঁধার মধ্যে তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাব থাকে। ধাঁধা পরিবেশিত হয় অবসর সময়ে উপস্থিত লোকজনের মধ্যে অথবা বিবাহ উৎসব বা অনুষ্ঠানে। ধাঁধার প্রধান বৈশিষ্ট্য সংক্ষিপ্ততা এবং অন্তর্নিহিত অর্থ বিদ্যমান।

ধাঁধা বুদ্ধিবৃত্তিকে ত্বরান্বিত করে এবং জানার আগ্রহ বাড়িয়ে দেয়। ধাঁধা পরিবেশিত হয় হেঁয়ালির মাধ্যমে তাই একে হেঁয়ালিও বলা হয়। রংপুর অঞ্চলে শ্লোক বা ছিল্‌কা বলেও পরিচিত।

১. বাঁচিলে এক মরিলে দুই
কাজ কাম করে তুলিয়া থুই।
উত্তরঃ ঝিনুক।

২. রাজার বাড়ির দামড়া
তরলে তরলে চামড়া।
উত্তরঃ কলাগাছ।

৩. বন থাকি বেরাইল ভূত,
ভূত কয় তোর পাতত মৃতিম।
উত্তরঃ লেবু।

৪. একখান জিনিসের চাইরখ্যান ঠ্যাং
সউগ মিলিয়া একখ্যান রঙ।
উত্তরঃ পান, চুন, খয়ের, সুপারি।

৫. হাত নাই পাও নাই,
ফির চোখ মুখও নাই, তারপরেও তায় চলে,
পুকুরত ফ্যালে দিলে মাছে ধরি খায়।
উত্তরঃ কেঁচো।

৬. উপরত চাঁন, নিচতও চাঁন,
মাঝতথাকি বেড়ায় সাপ।
উত্তরঃ জিহ্বা।

৭. চামড়া আছে, বোটা নাই
উত্তরঃ ডিম।

৮. বন থাকি বাইর হয় ওঁঝা
পাছাত লাঠি, মাথাত টুপি।
উত্তরঃ আনারস।

www.pathagar.com

৯. চ্যাংড়াকালে খুবই ঝাল, অসও না থাকে
বুড়াকালে অসে ভরা মাইনষার মুখত থাকে।
উত্তর: পান।

১০. কালা কচু পানিতে ভাসে
হার নাই, গোস্ত আছে।
উত্তর: জোঁক।

১১. ইটা গুড় গুড় ভিটাত বাড়ি,
কোন জিনিষের তলোত দাড়ি।
উত্তর: পেঁয়াজ।

তথ্যদাতা : মো. মমিনুল ইসলাম, পিতা- মো. নুরুজ্জামান চৌধুরী, বয়স-২৮, পেশা-চাকুরী, ধাপ পাশারী পাড়া, সদর, রংপুর।

১২. ভাংলে একখান,
না ভাংলে দুইখান।
উত্তর: জমির আইল।

১৩. আজব এক জিনিস দ্যাখি আনু হাটত
আট পাও দুই হাটুয়া, ল্যাজখান তার পিটত।
উত্তর: দাঁড়িপাল্লা।

১৪. বছর আইসে, মাসতে খায়,
দিনত খায় না, রাইতত খায়।
উত্তর: রোজা।

১৫. শুর দিয়া কাজ করে,
করে পরের উপকার, তবুও
খায় খালি লাথি।
উত্তর: ঢেঁকি।

১৬. মাথার মুকুট গোল, পেটত তার হাত-পাও।
উত্তর: শামুক।

১৭. মাথাতে আগুনগিরি, প্যাটতে সাগর,
তবুও বুড়া ব্যাটা চুমা খায়, করে আদর।
উত্তর: হুক্কা।

১৮. দুই পাশত ঘন কালা, মাঝখানত লাল
ভাতার আছে যতদিন দেওয়া নাগবে ততদিন।
উত্তর: সিথির সিঁদুর।

১৯. বাঁচি থাকতে ডাকায় না, মরলে ডাকায়
ভালর জন্যে কায়ও ঘরত আনি থয়।
উত্তর: শঙ্খ।

www.pathagar.com

২০. মা কয়া চিক্কর দেয়, পাওত ঢুকলে কাটা,
উল্টি গ্যাইলে সগায় খুশি, নাম কি তার কনতো বাহে।
উত্তর: টাকা।

২১. আগত ফল, পরে ফুল,
কোন ফল জলদি কনতো বাহে এটা কি?
উত্তর: লাউ/কুমড়া।

২২. তিনজনে ধরে, একজনে করি
ফ্যানা তুলি ছাড়ে।
উত্তর: চুলা।

২৩. নিজের হাতত মাইনষাক খাওয়ায়,
ভুলেও নিজে না খায়।
উত্তর: চামুচ।

২৪. দুই ঠ্যাং ফাঁক করি, মাঝতে দিনু ভরি
নিজের কামকোনা সারিয়া, দিনু বাহে মুই ছাড়িয়া।
উত্তর: যাঁতা।

২৫. আজার ব্যাটা হাটত যায়, একশোটা তবন গাঁয়ত দিয়া।
উত্তর: বাঁধাকপি।

তথ্যদাতা : মো. ফরীদুল কবির (রুবেল), পিতা- মৃত কবির আহমেদ, বয়স-৪৫, পেশা- চাকুরী, ধাপ পাশারী পাড়া, সদর, রংপুর।

২৬. হায় হায় হায়
ছোট্টতে কাপড় পেন্দে (পরিধান করে)
বড় হলে খসে তোয়
উত্তর: বাঁশের গাঁজা।

২৭. জলে চলে, ছোয় না পানি
তায় কোন প্রাণী।
উত্তর: জোনাকি পোকা

২৮. বনের মধ্যে কালো হরিণ
থাকে কালো জঙ্গলে
দশ আঙ্গুলে ধরিয়া আনি
দুই আঙ্গুলে মারে।
উত্তর: উকুন।

২৯. খস খসিয়া বাল (চুল)
মাঝত ভাটা
তার নাম কি?
উত্তর: গম।

www.pathagar.com

৩০. হাত আছে পাঁও নাই
নাই তাঁর মাথা
ওল্টি ফেলে ডুবি দিলো
এ কেমন কথা
উত্তর: পাঞ্জাবি।

৩১. ছেপ দিলে আরায়
পুকটির গোরত ও যেয়া আড়ায়
চেংড়া মাইন্‌ষের একবার
বুড়া মাইন্‌ষের তিনবার।
উত্তর: সুঁই সুতা।

৩২. চোখ দিয়া খায়
মুখ দিয়া হাগে
ওই জিনিস কোন কামোত নাগে
উত্তর: টারকি।

৩৩. বাহে ফকিরের ব্যাটা আচ্ছা
তোমার টিকা দিয়া বেড়াইলো বাচ্চা
মুখ দিয়া বেড়াইছে ছাও
কথা প্রশ্নের উত্তর দিয়া
ভিক্ষা নিয়া যাও।
উত্তর: কলার গাছ।

৩৪. চিকচিকা ভূঁই নিকা
তিন টিকা ছয় চৌকা
উত্তর: হাল।

৩৫. হাত নাই পাঁও নাই
দেশে দেশে ঘোরে
অভাবে পড়িলে
অনাহারে মরে।
উত্তর: টাকা।

তথ্যদাতা : রমজান আলী, পিতা- মৃত ওমর আলী, বয়স-৫০, পেশা- ফেরিওয়ালা, কিশমত শেরপুর, বেতগাড়ী, গংগাচড়া।

৩৬. তুমি থাক ডালে
আমি থাকি খালে
দু'জনের দেখা হবে
মরণের কালে।
উত্তর: মাছ ও মরিচ। (রান্না করার সময়)

www.pathagar.com

৩৭. ছোট ছোট ছেয়ে মেয়ে
রান্না ঘরে থাকে
আগুনের তাপ পেলে
লাফিয়ে মরে।
উত্তর: খই।

৩৮. উত্তর হতে আইলো আমিন
বসিলো ধ্যানে
টিকরা দিয়া বাঁশ ঢুকিলো
বাইর করবেন কেমনে।
উত্তর: পোয়াল পুঁজ।

৩৯. ঘ্যাঁও ঘ্যাঁও ঘ্যাঁও
উপুর পাকে টিকরা করি
হাগে কোন দেও।
উত্তর: কেঁচো।

৪০. নি হাড্ডি নিনা যায়- কেঁচো
নাক ছেচড়ে যায়- হাতি
এ কথা কইছে যায়
ছয় মাস আগোত মরছে তায়
উত্তর: গরুর চামড়া।

৪১. উত্তর হতে আইলো আমিন
প্যাট কাটা তার
নেংগুর যাবিন।
উত্তর: চিংড়ি মাছ।

৪২. যাকে মুই আনতে গেনু
তাকে দেখে পালে আনু
তায় যখন চলি গেল
তাকে আবার নিয়া আনু।
উত্তর: বৃষ্টির পানি।

৪৩. অজংগো ঠাঙ্গার মধ্যে
গাছ সারি সারি
তার তলে মহিমা সুন্দরী
তাকে কত ভালবাসে
হাট বাজারে নিয়ে যেয়ে
বেদড়ে ধরে থাকে।
উত্তর: পান।

www.pathagar.com

৪৪. নরো বড়ো থড়ো
ওখান থেকে উঠে গেল
হাত দশ বারো
ওখান থেকে উঠে কয়
এ কাজ করবো না আর
শুভংকরের ফাঁকি
ছত্রিশোর তিনশো গেলে
কত থাকে বাকি।
উত্তরঃ ৩৬ ব্যঞ্জন বর্ণের তিন 'শ' বাদ দিলে থাকে তেত্রিশ বর্ণ।

তথ্যদাতা : শ্রী গনেশচন্দ্র মহন্ত, পিতা- মৃত জগীনচন্দ্র মহন্ত, বয়স-৩৫, পেশা- ময়রা, পাকুড়িয়া শরীফ, বড়বিল, গংগাচড়া।

৪৫. একটা গাছোত তিনটা নারিকেল
পারোরে বাপু খাই
ওরাও দুই বাপুত
আমরাও দুই বাপুত
সমান সমান য্যান পাই।

৪৬. এই ঘরে এক ঝাঁক পাখি
ওই ঘরে এক ঝাঁক পাখি
আইসোরে সমান হই
এখন কোন ঘরে
কয় পাখি, বলোতে দেখি?

৪৭. ছেলেঃ ধান ঝাড়ো ধান ঝাড়ো
ধানে দিয়া মন
আমি যে হাট যাই
কি কি আনিবার কন।
মেয়েঃ নারুয়া হেমলার পাত
আর আনবেন হাত্তির দাঁত।

৪৮. তলে কাঠরি কুটুরি
উপরে নোয়ার ডাংগ
এই সিলকা ভাংগি দিয়া
খান বাটার পান।

৪৯. গড়গড়ে আহার করে
খাড়া হইলে প্যাট ভরে।
উত্তরঃ টাকু রাশ।
(দড়ি তৈরি করার বিশেষ যন্ত্র)

www.pathagar.com

৫০. এক গ্লাসে দুই রকম পানি
এই সিলকার মানে দিতে না পারলে
তার দুলা আমি।
উত্তর: ডিম।

৫১. দিনে বেলা দেখিয়া আনু
আনলাম পাকা ধান মাঠে
রাতের বেলা কাটিলাম
দোষ নাই তাতে।

৫২. কড়ি দিয়ে কিনবো দই
দই আলা মোর কিসের সই।

৫৩. দুই ঠ্যাং মেলেয়া
মাঝত দিনু ভরেয়া
যখন করিল কাটাস্
কাম হইলো মোর সাটাস।
উত্তর: সস্তা।

৫৪. হিম হিম সারা গায়ে ছিম
তাত তলোত বাচ্চা
তার তলোত ডিম।
উত্তর: কাঁঠাল।

৫৫. এক খেরে
ঘরটা ঘোরে।
উত্তর: কুপি।

৫৬. দুই চক্র
মধ্যেতে হ্যাং হ্যাং
দশ পাং তিন মাথা
সামনে না খায়
পিছনোত খায় চুমা।
উত্তর: চালক সহ গরু গাড়ি।

৫৭. গোল গাল কালা চেহারা
মধ্যতে নাল টুক টুক নাল
দুই হাত দিয়া ধরি
ন্যাল ন্যাল কোনা দেইল ঢুকি
এমন করন করে
সর্ব অঙ্গে নড়ে।
উত্তর: সাইকেল টিউব ও মেশিন।

তথ্যদাতা : শ্রী তরণীচন্দ্র রায়, পিতা- তাবক বর্মন, বয়স-৩৫, পেশা- কৃষি, পুটিমারী, বেতগাড়ি, গংগাচড়া।

www.pathagar.com

৫৮. অফুটা ফুটিল বাহে
ফুটাটা নিগাল ঘরে
এসে দেইস না বাড়িত দেইস
টুবা করি জবাব কর।
উত্তরঃ শিমুল ফুল।

৫৯. ঢলিতে মলিতে হয় নাল
চৌচালাকির মাঝত খাল
ঢুকি দিলে তোর ভাল মোর ভাল।

৬০. এক বুড়া নদীর পারত ঘর
বুড়া বেটি যেয়া কয় কেলে
মোগে আগত কর।
বুড়া বেটা ঢুকি দিয়া
মারিল এক ঠেলা
বুড়া বেটি বলে
ভাল হইল এলা।
উত্তরঃ নৌকা পাড়াপাড়ের সময় নাবিক।

৬১. কেট কেটের কেট
বাপে আনলো মারি
ছোঁয়ায় করলো প্যাট।
উত্তরঃ টেপা মাছ।

৬২. চার পাঁও ষোল হাটু
ডাংগায় জাল ফ্যালাইছে নিচেটু
মাছ না উঠি, উঠে পানি
ডাংগাত বসি দোমাদুমি।
উত্তরঃ মাকড়সা।

৬৩. জলে চলে না ছোয় পানি
তায় কোন প্রাণী।
উত্তরঃ জোনাকি।

৬৪. উলকুচি নামাত দোলকুচি
তার নামাত কেউ
তার নামাত দ্যালদ্যালা খান
বুঝেন কি কেউ?
উত্তরঃ বড় মাটি আলু।

৬৫. চৌক ছোট শরম বেশী
হাটে ধীরে ধীরে

www.pathagar.com

দুই চার জন নাং তার
পাছে পাছে ফিরে।
উত্তরঃ হাতি।

তথ্যদাতা : ভোলা, পিতা- ছমির উদ্দিন, বয়স-৫৮, মৌলভীপাড়া, পুটিমারী, বেতগাড়ি, গংগাচড়া।

নিম্নে কয়েকটি ধাঁধা তুলে ধরা হলো :

৬৬. দেখে এলাম তারাগঞ্জের হাটে
এক ছেলে দুই মায়ের পেটে।
-খিল আঁটানো।

৬৭. কাটলে মোটা হয়।
-গর্ত

৬৮. একনা বুড়ি হাট যায়
সারা গায়ে চিমটি খায়।
-লাউ।

৬৯. আকাশ থেকে আইলো পাখি শন্ শন্ করিয়া
মরা পাখি ধান খায় কট্ কট্ করিয়া।
-ঢেঁকি।

৭০. বাঘের মত লাফ দেয়, কুকুর হয়ে বসে
পানিতে ছেড়ে দিলে সোলা হয়ে ভাসে।
-ব্যাঙ।

৭১. তিন অক্ষরে নাম তার সবার ঘরে আছে
সামনের অক্ষর বাদ দিলে খাইতে মজা লাগে।
-বিছানা।

৭২. দেখিতে গোল পা, পেটের মধ্যে হাত পা
চলে কিন্তু নড়ে না কি জিনিস তা বলনা।
-ঘড়ি।

৭৩. বোটা নাই তবু নাম তার ফল।
-গণিতের ফল।

৭৪. টানিতে ঝকমক দাড়াইলে পাহাড়
লাখে লাখে জীব মারে নাকরে আহার।
–জাল।

তথ্যদাতাঃ ক্ষিতিশ চন্দ্র রায়, বয়স– ৮০, শিক্ষা– ৫ম শ্রেণি, পেশা– কৃষি, পিতা– মহেশ চন্দ্র রায়, গ্রাম– দৌলতপুর, পোস্ট– তারাগঞ্জ।

www.pathagar.com

৭৫. ইর গেনুং বীর গেনুং
গেনুং বীরের হাট
এ্যাকে শুলকি দেকি আসনুং
ষোল সারি দাঁত।
–ভুট্টা।

৭৬. আসিল বসন্ত কাল
গাও হইল নালে নাল,
নাল কাপড় খসি পইল
বোটা বুড়া আটকি গেইল।
কাপ্পাস কামরাঙা
ফাটি হইল ডাংডাংগা।
–শিমুলের ফুল ও ফল।

৭৭. আগাল করে ঝিকি মিকি
গোড়োত ধরে বাদা
এই কিচ্ছা ভাঙি না দিলে
গুষ্টি সুদ্দা গাধা।
–আদা।

৭৮. চ্যাংড়ায় খাইলে কান্দিয়া যায়,
যুবক খাইলে ইতি উতি চায়,
বুড়ায় খাইলে করে হায় হায়।
-আছাড়।

৭৯. টিপের ভর সয়না, আছাড় দিলে কিছুই হয় না।
-ভাত।

৮০. আকাশ থেকে পড়ল বুড়ি কাথা কম্বল নিয়ে
ভাসতে ভাসতে যায় বুড়ি সোনাই ডাঙা দিয়ে।
-তাল।

৮১. তাকের উপর তাক, তার উপর বসে আছে লাল বাবুর বাপ।
-হুকা।

৮২. জলে জন্ম জলে বাস জলেতে ছেড়ে দিলে সর্বনাশ।
-লবণ।

৮৩. কউস মাকড়া, মধ্যে ব্যাকড়া, তার নাম কই, কয়া দিবার নই।
-খই।

৮৪. খাইলত্ ধরনুং আছড়ে ফেলানুং।
–সর্দি।

তথ্যদাতা: নির্মল চন্দ্র রায়, বয়স– ২৫, পেশা– কৃষি, পিতা– মৃত সুরেন্দ নাথ রায়, গ্রাম– দরগাপাড়া, পোস্ট– শ্যামগঞ্জ।

www.pathagar.com

৮৫. ছোট ছাওয়া একবার
বুড়ার ঘর গ্যাদের ম্যাদের
না পায় ছ্যাল্লেবার।
–সূঁচে সুতা পরানো।

৮৬. দুই বীরের চৌদ্দ পা।
-কাঁকড়া।

৮৭. লাউ না খেলে কি হয়।
-বস।

৮৮. টানলে খাটো হয়।
-সিগারেট।

৮৯. আমি থাকি খালে-বিলে, তুমি থাক ডালে
তবুও দেখা হবে মরণের কালে।
-মাছ ও মরিচ।

৯০. এক বুড়ির তিন মাথা,
খায় শুধু লতা পাতা।
-চুলা।

৯১. তুরুত্ তুরুত্ নাচে
তোমার বাড়িত্ আছে।
–ঝাঁটা।

৯২. না কাটলে দু'খানা, কাটলে একখানা।
-জমির আইল।

৯৩. আকাশ থেকে পড়িল বুড়ি
বুড়ি গেল আবোর বাড়ি
আবো বলে ধর ধর
উঠে করে ফর ফর।
–তেলের পিঠা।

৯৪. গাছ নয় মাথায় কাঁটা,
ফল ধরে তার বিচি ফাটা।
–খেঁজুর গাছ।

৯৫. রাজার বাড়ির মেনা গাই,
পুকুর বিলে পানি খাই।
–বড়শি।

৯৬. কালা কুচকুচ জলত্ ভাসে,
এক্‌না হাড্ডি নাই মাংস আছে।
–জোঁক।

www.pathagar.com

৯৭. চারপায়ে বইসে
আটপাসে আইসে।
–পালকি।

৯৮. এ্যাক্‌না বুড়ার প্যাটত্ ত্যাল,
ঐক্‌না বুড়ার মাথা নাল।
–কুপি।

৯৯. এত্তকোনা চ্যাংড়া
বড় বড় গাছত্ নাগায় ন্যাংরা।
–মাকড়সা।

১০০. একে রকম দুই ভাই
একে নাম ধরে
মাথার উপর দুকনা শিং
নাটার পাটার করে।
–খড়ম।

তথ্যদাতাঃ অক্ষয় চন্দ্র রায়, বয়স– ৫৫, পেশা– কৃষি, পিতা– যজ্ঞেশ্বর রায়, গ্রাম– দরগাপাড়, পোস্ট– শ্যামগঞ্জ।

১০১. ইরকিচি বিরকিচি
নই চোচা নাই বিচি।
–লবণ।

১০২. আকাশ থাকি পড়িল ঢ্যাপ
ঢ্যাপ কয় মোর প্যাট কাট।
–সুপারি।

১০৩. ইটা কুরকুর ভিটাত বাড়ি
এ্যাকনা জিনিস দেকি আসনুং
জিবায় হইছে দাড়ি।
–শামুক।

১০৪. মামার বাড়ি গেনুং
মামী দিলে এক ডোগা দই
খাবারে না পানুং।
–চুন।

১০৫. আই আই আই
বাচ্চাকালে কাপড়া পরে
বড় হইলে নাই।
–বাঁশ।

www.pathagar.com

১০৬. গেনুং দৌড়ি আসনুং ধীরে
আইলের মাথাত্ পস্তা থুইয়া
নামং নদীর তীরে।
–মলত্যাগ।

১০৭. তলোত কুটুরির ফুটা
উপরোত নোয়ার ছান
এই কিচ্ছা ভাঙ্গি দিতে নাগিবে
গুয়াদান।
–তালা।

১০৮. ইচ্ছা হইলে পর পুরুষোক দেই
তোমার হামার বাড়ির মানুষ
তোমাক ফির না দেই।
–ঘোমটা।

১০৯. হাতির দাত,
কদমের পাত,
যায় না ভাঙির পারে তায় গাধার জাত।
–মুলা।

তথ্যদাতা: কালীপদ রায়, বয়স– ৫৭, পিতা– অমৃতচরন রায়, গ্রাম– শ্যামগঞ্জ, পোস্ট– শ্যামগঞ্জ।

শব্দের মারপ্যাঁচে বিভ্রমকারী প্রশ্ন সাজাবার এবং প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করবার জন্য ধাঁধার প্রয়োগ বদররগঞ্জ অঞ্চলটিতে হয়ে থাকে। শত কর্মব্যস্ততার মাঝেও হাস্যরস সৃষ্টির জন্য কখনোবা সন্ধ্যার আড্ডায় এগুলোর প্রয়োগ দেখা যায়। রংপুর জেলার অন্যান্য এলাকার মতো বদরগঞ্জেও এগুলোকে 'ছিল্কা' বলা হয়।

১১০. চার মাথা এক মুখ জীবনে একবার খায়
মানুষের মাথা নিয়া গড়া গড়ি যায়।
-বালিশ।

১১১. রাতে আসে রাতে যায়, চোরও তো নয়।
বাশির সুরে গান গায়, কৃষ্ণও তো সে নয়।
-মশা।

১১২. গাটুম গুটুম মধ্যে কাটুম।
-সুপারি।

১১৩. আল্লাহর কি কুদরত লাঠির ভিতর শরবত।
-ইক্ষু।

www.pathagar.com

১১৪. কাইচা, কোদাল বাইশ খান
চোরে নিগাইল তিন খান
হাতে থাকিল কয়খান?
-শূন্য।

১১৫. এক গাছে এক ফল, পাকি হইছে টলমল।
-আনারস।

১১৬. ইত্তি গেনুং উত্তি গেনুং, গেনুং মরার ঘাট
এক্‌না গাছত্‌ দেকি আসনুং ফলের উপর পাত।
-আনারস।

১১৭. তিন কোনায় বসি আছে তিনভাই ঠেপনি।
-চুলা।

১১৮. হেঁট কলসী উপরে দণ্ড, পাতা হয় তার খণ্ড খণ্ড
যদি হয় কুল হাজার টাকার মূল।
-ওল।

১১৯. চাইরো পাকে নোয়ার ব্যাড়া
কেমন করি যাইম্‌ কামারপাড়া।
-কবর।

১২০. ত্যাল কুচকুচ পাতা, ফলের উপর কাটা,
পাকিলে হয় মধুর মতন বীচি হয় গোটা।
-কাঁঠাল।

১২১. হাসতে হাসতে যায় নারী পরপুরুষের কাছে,
নিবার কালে কান্দাকাটি মইদ্যে গেলে হাসে।
-চুরিপরা।

১২২. দুই কোনা জাম্বুরার গাছ
নাই টোকাইতে পড়ে রস।
-চোখ।

১২৩. গাছ কাটং গাছালি কাটং, গাছের কাটিনু মাঞ্জা
শত শত চোট দেও, তাও না যায় কাটা।
-ছায়া।

১২৪. সারা ঘরে এক পই
একিনা কিচ্ছা ভাঙ্গি দিলে তুই মোর বাপই।
-ছাতা।

তথ্যদাতাঃ মো. মনজুরুল ইসলাম, বয়স- ১৮, পিতা- মো. আঃ হাই সরকার, গ্রাম- মৌয়াগাছ (সরকার পাড়া), পোস্ট- বুড়িরপুকুরহাট, উপজেলা- বদরগঞ্জ।

www.pathagar.com

১২৫. কাটিলে বাঁচে, না কাটিলে মরে।
-নবজাতকের নাভি।

১২৬. যোগী নয়, সন্ন্যাসী নয়, মাথায় হুতাশন
ছেলে নয়, পেলে নয়, ডাকে ঘনঘন।
চোর নয় ডাকাত নয় বর্শা মারে বুকে
কন্যা নয় পুত্র নয় চুমা খায় মুখে।
-হুক্কা।

১২৭. ইড়িং বিড়িং তিড়িং ভাই
চোখ দুটা তার মাথা নাই।
-কাকড়া।

১২৮. লম্বা সাদা শরীর তার মাথায় টিকি হয়
টিকিতে আগুন দিলে দেহ হয় ক্ষয়।
-মোমবাতি।

১২৯. চিতর করি ফ্যালে, উপুড় করি মারে
এমন করা করে গয়না শুদ্ধ নড়ে।
-শিল নোড়ার কাজ করা।

১৩০. মামার মা মারা গেলে রয় কি?
-মা।

১৩১. কোন চিল ওড়ে না।
-আঁচিল।

১৩২. শুড় দিয়ে করি কাজ, নই আমি হাতি,
পরের জন্য খেটে মরি, তবু খাই লাথি।
-ঢেঁকি।

তথ্যদাতাঃ মো. মিজানুর রহমান মণ্ডল, বয়স- ৪০, প্রভাষক, বাংলা বিভাগ, লালদীঘি পীরপাল ডিগ্রী কলেজ, উপজেলা-বদরগঞ্জ।

১৩৩. এক কুড়ি বার ভাই একই ঘরে থাকে
সব ভাইয়ের একই নাম, একই নামে ডাকে।
-দাঁত।

১৩৪. হাড্ডির ভিতর গোশ্ত যার, খুলির উপর চাম।
লোক ভুলানি স্বভাব তার, জগৎ জোড়া নাম।
-হুকা।

১৩৫. ছাওয়ার প্যাট গুড় গুড় করে
ছাওয়ার প্যাট্ত আগুন জ্বলে।
-হুকা।

১৩৬. এক মুঠা সিন্ডার কাটি,
কায়ও আগায় কায়ও ভাটি।
-হাট।

১৩৭. বাঁশের আগালত বেড়াইল হাতি,
সোনা ঝলমল রূপার ছাতি।
-সূর্য।

১৩৮. এক না বুড়ি হাট যায়,
হামাক দেকি কপাট দেয়।
-শামুক।

১৩৯. আকাশত ঘর পাতালোত দুয়ার,
তার ছৈলের নাম রাজ কুমার।
তার নাম হইল উই
এই শোলোক ভাঙ্গি দিতে নাগবে দুই।
-বাতাস।

১৪০. ইত্তি গেনু উত্তি গেনু গেনু গঞ্জের হাট,
একনা বুড়ি দেকি আসনু চৌদ্দ কোনা দাঁত।
-ব্যাদা।

তথ্যদাতা : মোঃ মনজুরুল আলম পাইকাড়, বয়স-১৮, পিতা-মোঃ আব্দুল মালেক, গ্রাম-দিলালপুর সাতার পাড়া, পোস্ট-দিলালপুর, উপজেলা- বদরগঞ্জ।

১৪১. টি. টি. টি.
ন্যাঙুর দিয়া জল খায়
তার নাম কি?
-কুপি।

১৪২. হাট যায়ছেন তোমরা
পাইসা দিছি হামরা
হামার বাদে কিনিয়া আনেন
এক থোকা চামড়া।
-পেঁয়াজ।

১৪৩. সউগ জিনিস পার হয়
নদীর গোড়ত থামি যায়।
-রাস্তা।

১৪৪. এমন একটা শক্ত জিনিস
বুজ দিয়া চলে,
চাঁদ নয় সূর্য নয় দিনে আইতে জলে।
-নৌকা।

www.pathagar.com

১৪৫. 'নারি' নাম আকাশে থাকি
নহিত কামিনী
আকাশেতে গঙ্গাবন্দি হইল যে ক্যামনি?
-নারিকেল।

১৪৬. দ্যাহার কি হাল
এ্যাকনা ঘরত দুইটা খাল।
-নাক।

১৪৭. চিত চিত পাখনা,
নাগেয়া দিলে একবার, সারাজীবন ছাড়ে না।
-নামকরণ।

১৪৮. চাইরটা সরা উপুড় করা,
তার ভেতর মধু ভরা।
–গাভীর দুধের বাঁট।

১৪৯. হাড় হাড্ডি কিছুই নাই
জল, ডাংগায় বাসা
দিনে রাইতে মানুষ খোঁজে
পায়ে ধরবার আশা।
–জোঁক।

১৫০. দুই তক্তার নাও
ষোল দাঁড়ে বাও।
এ্যামন সুন্দর নাও
শুকনা দিয়া যাও।
–মই।

১৫১. ঘুরতে ঘুরতে প্যাট হয়।
–দড়ি পাকানোর টার্কেস।

১৫২. খাইলে খাড়া থাকে,
না খাইলে গড়িয়া পড়ে।
–বস্তা।

তথ্যদাতা : মো. আসিফ ইকবাল, বয়স–১৯, পিতা–মোঃ সিরাজুল ইসলাম, গ্রাম–খিয়ার পাড়া, পোস্ট–লালদীঘি, উপজেলা-বদরগঞ্জ।

১৫৩. এ্যাটে গারনুং গাছ গাছালি
অমপুর[১] গেইল ঠ্যাক্
ঘুঘু পাকি[২] গান গায়
ঘন ঘন ডাক।
–হুঁকো।
টীকা : ১. রংপুর, ২. পাখি।

www.pathagar.com

১৫৪. এ্যাকনা জিনিস ভাল্
ক্যাল্টাইলে১ ফাক্সা গোন্ধায়
খাবার সময় ভাল্।
–মজা সুপারি।
টীকা : ১. ছাল তুলে নিলে

১৫৫. একনা গাছত তিনটা ফল
পাড়তো বাপু খাই
তোমরা দুই বাপোত্ হামরা দুই বাপোত্
সমান সমান যেন পাই।
–পিতা, পুত্র, পৌত্র।

তথ্যদাতা : মোছাঃ জেমি আক্তার, পিতা–মো. জাহিদুল ইসলাম, গ্রাম– রাধানগর ব্রহ্মত্তর পাড়া, পোস্ট– রাধানগর, উপজেলা-বদরগঞ্জ।

১৫৬. ছোট্টত নেংগুড় বড়ত বাড়িয়ে
উত্তরঃ ব্যাঙ।

১৫৭. এক হাতি তিন মাথা
খায় হাতি জঙ্গলের পাতা।
উত্তরঃ চুলা।

১৫৮. একটু আনা বুড়ি
বিয়ানা উঠে মাতাত তিন গুড়ি
উত্তরঃ গরু বান্ধা খোটা।

তথ্যদাতা : সীমি, স্বামীর নামঃ শহিদুল ইসলাম, বয়সঃ ৪২ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ এস.এস.সি, পেশাঃ গৃহিণী, বৈরাতির হাট, মিঠাপুকুর।

১৫৯. ইচকি নাচে বিচকি নাচে
শুকান ডালে ঘুঘু নাচে
ফিরি আসি দ্যাকো মরি আছে
উত্তরঃ খই।

১৬০. হাত নাই পা নাই
যায় শল শলায়
গায়ে তার চামড়া নাই
খায় ছত্রিশ জাতে
উত্তরঃ পানি।

১৬১. এক হাতি তিন মাতা
খায় হাতি জংগলের পাতা
উত্তরঃ চুলা।

www.pathagar.com

১৬২. আল্লার কী কইফত
নাটির মইদ্যে শরপত
উত্তরঃ কুইশ্যাল/আখ।

১৬৩. ইল শুকাল বিল শুকাল
গাছের আগালোত পানি আটকাল
উত্তরঃ ডাব।

১৬৪. দিলে খায় না, না দিলে খায়
উত্তরঃ গরুর মুখের টোপা।

তথ্যদাতা : ফজিলা খাতুন, বাবা-আজিজুল হক, বয়স- ১৬, শিক্ষাগত যোগ্যতা- নবম শ্রেণি, গ্রাম- গ্যাড়া বেড়, পোঃ পীরগঞ্জ, থানা- পীরগঞ্জ, জেলা-রংপুর।

১৬৫. অন্দির ফন্দি বিনি ফান্দে
বগিলা বন্দি আইড় মাছে
আইড় মাছটি কাইল খাব
যাই মারলি তাই আজ
৬ মাস হল নাই
উত্তরঃ মরা গরু ও বক।

১৬৬. গাই গাভীন বাছুর প্যাটত
বেচতি নিয়া গ্যাল চত্রা হাটত
উত্তর-মরিচ।

১৬৭. কোন সে পালোয়ান
নাকে বসে ধরে কান?
উত্তরঃ চশমা।

তথ্যদাতা : শাহজালাল, বাবার নাম মোঃ ইউনুস আলী, বয়সঃ ১৫, শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ ৮ম শ্রেণি, গ্রামঃ গাড়াবেড়, পোঃ পীরগঞ্জ, জেলা-রংপুর

১৬৮. পরার সময় কান্নাকাটি
পরলে পরে হাসি খুশি
উত্তরঃ চুরি।

১৬৯. দেওয়ার সময় লাল হয়
বাহির করলে কাল হয়।
উত্তরঃ পোড়া খড়ি।

১৭০. পি. পি. পি
নেংগুড় দি পানি খায়
তার নাম কী?
উত্তরঃ ল্যাম্প বাতি।

www.pathagar.com

১৭১. সবার বাড়িত আছে
খুড়ুত খুড়ুত নাচে
উত্তর: ঝাড়ু।

১৭২. লাল বুড়ি হাটত যায়
গালে মুখে চড় খায়
উত্তর: পাইল্যা/হাঁড়ি।

তথ্যদাতা : নাসিমা আক্তার, বাবার নাম: এনতাজ আলী, বয়স: ১৯ বছর, শিক্ষাগত যেগ্যতা: দ্বাদশ শ্রেণি, গ্রাম: গাড়াবেড়, থানা: পীরগঞ্জ, জেলা-রংপুর

১৭৩. এত্তু এনা মামা
গায়ে তার অনেক জামা।
উত্তর : পিঁয়াজ।

১৭৪. আড়াত থাকি বারাল টিয়া
লাল টুপিটা মাথায় দিয়া।
উত্তর: কলার থোড়।

১৭৫. সবুজ রঙের ছুড়ি হয়
ঘাড়োত করি হাটোত যায়
গালো মুকোত চিমটি খায়
উত্তর: লাউ।

১৭৬. এত্তু এনা বুড়ি
বিয়ানা উটি মাতাত খায় গুড়ি
উত্তর: গরু বান্দা খুঁটি।

তথ্যদাতা : লিমা, পিতা: নুরুল ইসলাম, শিক্ষাগত যোগ্যতা- ৮ম শ্রেণি, বয়স: ১৪ বছর, গ্রাম: গাড়াবেড়, পো: পীরগঞ্জ, থানা: পীরগঞ্জ, জেলা-রংপুর

১৭৭. গাছের নাম চক্রবর্তী
পাতার নাম রসিয়া
গাছের ফল গাছে থাকে
বোটা যায় খসিয়া
উত্তর: ওল কচু।

১৭৮. চুক চুক পাতা
ঠলটাত হইল কাঁটা
খাইতে মধুর মত মিষ্টি
খায়া গোটা ফ্যালা দ্যায়

www.pathagar.com

পাছত আবার তুলি খায়
উত্তরঃ কাঁঠাল।

তথ্যদাতা : সিদ্দিকুল ইসলাম, বাবাঃ মোঃ আহম্মেদ আলী, বয়সঃ ৪০ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ ৮ম শ্রেণী, গ্রামঃ গাড়াবেড়, পোষ্টঃ পীরগঞ্জ, ইউনিয়নঃ ৮ নং রায়পুর, উপজেলাঃ পীরগঞ্জ, জেলা-রংপুর

১৭৯. খেদালে তার শোতে
না খেদালে হাটে,
উত্তর : শামুক।

তথ্যদাতা : মোঃ শাহজাহান, বাবার নামঃ সহির উদ্দিন, বয়সঃ ৩৫, শিক্ষাগত যোগ্যতা নিরক্ষর, পেশা : কৃষি, গ্রামঃ গাড়াবেড়, পোঃ-পীরগঞ্জ, থানা- পীরগঞ্জ, জেলা-রংপুর

১৮০. 'সারাদিন গইড় পাড়ে
খাড়া হলি প্যাট ভরে।
উত্তরঃ সুতার টাকরুস।

তথ্যদাতা : এন তাজ আলী, বাবার নাম : তোফাজ্জল হোসেন, ১৮০, বয়সঃ ৫৫, পেশাঃ কৃষি, শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ স্বাক্ষর জ্ঞান, গ্রামঃ গাড়াবেড়, পোষ্টঃ পীরগঞ্জ, ইউনিয়নঃ ৮ নং রায়পুর, উপজেলাঃ পীরগঞ্জ, জেলা-রংপুর

১৮১. লাল গাই সব যায়
পানি খেলে মারা যায়।
উত্তরঃ আগুন।

১৮২. তিন অক্ষরে নাম তার
থাকে বহু দূরে
প্রথম অক্ষর বাদ দিলে থাকে নদীর তীরে-
উত্তরঃ আকাশ।

১৮৩. হাত আছে তার পা নাই
মাথা আছে তার পেট নাই।
উত্তরঃশার্ট।

১৮৪. ঢেউয়ের ওপর ঢেউ
মাঝখানেতে বসি আছে লাট সাহেবের বউ।
উত্তরঃ কচুরী পানা।

১৮৫. এমন কোন জিনিস ভাই
ঢেউ আছে তার পানি নাই।
উত্তরঃ টিন।

তথ্যদাতা : সীমা, বাবার নামঃ বাদশা মোন্ডল, বয়সঃ ১২, শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ ৬ষ্ঠ শ্রেণি, গ্রামঃ তুলারাম মজিদপুর, পোঃ পীর গঞ্জ, থানাঃ পীরগঞ্জ, জেলা-রংপুর

www.pathagar.com

১৮১. তিন অক্ষরে নাম তার জলে বাস করে
প্রথম অক্ষর বাদ দিলে
মিষ্টি মিষ্টি লাগে।
উত্তর- মাগুর/গুড়।

১৮২. জামাই আইল রাগ করি
শাওড়ি দিল ফাক করি
উত্তরঃ গুয়া / সুপারি

১৮৩. কাটলি বড় হয়
না কাটলি ওঙ্কায় থাকে
উত্তর- পুকুর

১৮৪. এক হাত দড়ি
না গোছাতে পারি
উত্তর- রাস্তা।

১৮৫. বাঁশের তলোত পয়সা ঘোরে
টুনটুনি আসি ঠোকর মারে
উত্তর- গু।

১৮৬. মুই দৌড়ি গেনু দৌড়ি আনু
উত্তর- চোখ।

তথ্যদাতা : সাগর, বাবার নাম- কাশেম মোন্ডল, বয়স- ০৮, দ্বিতীয় শ্রেণি, গ্রাম- তুলারামজিদ, পোষ্টঃ পীরগঞ্জ, উপজেলাঃ পীরগঞ্জ

১৮৭. একটু এ্যানা খুঁটি
ধান ধরে তার কুটি কুটি।
উত্তর-ভ্যাট / শাপলা।

১৮৮. আমার একটি বাগান আছে
সাবাইকে ঢুকতে দেব
আবার কাউকে ঢুকতে দেব না-
উত্তর-গরু।

১৮৯. উপরেও ধরে নীচেও ধরে
উত্তর- পোড়া আলু।

১৯০. অনেক বড় একটা গোল
তার মই দে আছে আরো একটা ছোট গোল।
উত্তর- পলের পুজ/খড়ের পালা।

১৯১. তুমি যতই সুন্দরী হওনা কেন
আমার কাছে আসতেই হবে

www.pathagar.com

ন্যাংটা হয়া বসতেই হবে।
উত্তর- পায়খানা।

তথ্যদাতা : দুলাল সরকার, বাবার নাম- মোঃ আঃ হামিদ সরকার, বয়স- ১২, শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ ৪র্থ শ্রেণি, গ্রাম- তুলারাম মজিদপুর, পোস্টঃ পীরগঞ্জ, উপজেলাঃ পীরগঞ্জ, জেলা- রংপুর।

১৯২. একটু এ্যানা খুটি
ধান ধরে তার কুটি কুটি
উত্তর-ভ্যাট / শাপলা

১৯৩. আমার একটি বাগান আছে
সাবাইকে ঢুকতে দেব
আবার কাউকে ঢুকতে দেব না-
উত্তর-গরু

১৯৪. উপরেও ধরে নীচেও ধরে
উত্তর- পুড়া আলু

১৯৫. অনেক বড় একটা গোল
তার মই দে আছে আরো একটা ছোট গোল
উত্তর- পলের পুজ/খড়ের পালা

১৯৬. তুমি যতই সুন্দরী হওনা কেন
আমার কাছে আসতেই হবে
ন্যাংটা হয়া বসতেই হবে।
উত্তর- পায়খানা

তথ্যদাতা : আলাল সরকার, বাবার নাম- মোঃ আঃ হামিদ সরকার , বয়স- ১০, শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ ৩য় শ্রেণি, গ্রাম- তুলারাম মজিদপুর, পোস্টঃ পীরগঞ্জ, উপজেলাঃ পীরগঞ্জ

১৯৭. কান্দির ওপর কান্দি
এইখান কিচ্ছা ভাঙি দিবার না পারলে
মোর আশি বছরের বান্দি।
উত্তর-কলা।

১৯৮. কুচির ওপর কুচি
এইখান কিচ্ছা ভাঙি দিবার না পারলে
তোর চোদ্দ গোষ্ঠী মুচি।
উত্তর-চুয়া।

১৯৯. এক গাছে তিনটা নারিকেল,
পারতো বাপু খাঁও
তোমরাও দুই ব্যাটা

www.pathagar.com

হামরাও দুই বাপ ব্যাটা
একটা করি যেন পাওঁ।
উত্তর-বাপ ব্যাটা তিনজন।

২০০. পি, পি, পি
লেঙুর দিয়ে পানি খায়
তার নাম কি ?
উত্তর- কুপি।

২০১. হাটে কুর কুর ছাটে মাটি
ছয় চোখ তিনটা পুটকি ।
উত্তর-হালুয়া একজন ও হালের বলদ বা গরু দুইটা।

২০২. হাসের মত ভাসে।
কুত্তার মত বসে
ছোট বেলায় লেজ
বড় হইলে খসে।
উত্তর-ব্যাঙ।

২০৩. দিবার বেলায় কুচি মুচি
ঢুকি দিলে খুশি।
উত্তর-চুড়ি।

২০৪. এক রুয়া দুই চাল
ব্যাত দিয়া বান্দে চিরকাল।
উত্তর-কলারপাতা

২০৫. এ্যাত কাঁটার ভিতর ব্যাত কাঁটা
তাঁর ভিতর সাহেবের ব্যাটা।
উত্তর-কাঁঠালের রোয়া।

২০৬. জল কুমকুম পানিত ভাসে
হাড্ডি নাই তার মাংশ আছে।
উত্তর- জোঁক।

২০৭. চারপাশে চারটা খুঁটা
মাঝখানে আছে ভিটা
সেই ভিটার পানি খেতে এত মিঠা।
উত্তর- গাইয়ের দুধ।

তথ্যদাতা : শারমিন আক্তার, বাবা : মোঃ শাহাজাহান, মা : মিনা বেগম, পেশা : ছাত্রী, বয়স : ১৫, গ্রাম : মীরগঞ্জ, উপজেলা : কাউনিয়া।

www.pathagar.com

২০৮. আন্দার ঘরে বাঁন্দর নাচে, না না করলে আরো নাচে।
উত্তর-জিহবা।

২০৯. উপর থাকি পইল তেলের পিঠা হইল।
উত্তর-গোবর।

২১০. ইটা খেতত পানি নাই, গাছের আগালোত পানি।
উত্তর-ডাব।

২১১. একগাছে এক ফল, পাকি আছে ভলভল।
উত্তর-আনারস।

২১২. তাকে দিয়া তাকে আন্দিছি, তাকে পাড়ি বইসো
এই কিচ্ছার মানে দিয়া ভাত খাবার আইসো।
উত্তর-পাট শাক ও পাট দিয়ে তৈরি পাটি।

২১৩. দাও, কুড়াইল, বাইশখান। চোরে নিয়া গ্যালো তিনখান।
আর কয়টা থাকে ?
উত্তর-একটাও না।

২১৪. ছোট্ট একনা ডিগী, ইচলাতে ভর্তি ।
উত্তর-জাম্বুরা।

২১৫. ওঠেক বুড়া মুই বইসোং।
উত্তর-ঘরের পই।

২১৬. হা আছে তোর হু নাই, মাথা আছে তোর মগজ নাই
কায় জানে তুই, তোর জন্যে উপাস থাক মুই।
উত্তর-সাপের করুশ।

২১৭. সকাল বেলা দেখি আইলাম গোয়ালির মাঠে
ছয় মাথা, কুড়ি পাও,
ষোল পায়ে হাটে।
উত্তর-চৌকা মই।

তথ্যদাতা : ফারজানা আক্তার, বাবা : কাজী নজমুল হোসেন, মা : শেফালী বেগম, পেশাঃ ছাত্রী বয়স : ১৫, গ্রাম : গোড়াই, ডাক : মীরবাগ, উপজেলা : কাউনিয়া।

২১৮. বাঁচি থাকলে একান, মরলে দুকান
কামকাজ করি টাটিত থোন।
উত্তর-শিপি।

২১৯. উঠিতে জটং পটং বসিতে পাহাড়
লক্ষ জীব মারে না করে আহার।
উত্তর-জাল।

www.pathagar.com

২২০. নদীর পাড়ত বাঁধনু গাই
টুপুর টুপুর ছেকবার যাই।
উত্তর-মাছ ধরার ডারকি।

২২১. চারকোনা বোতল উপর করা
তাতে আছে মধু ভরা।
উত্তর-গাভির ওলান

২২২. আল্লার কি কুদরত
নাটির ভিতরত শরবত।
উত্তর-আখ।

২২৩. যাক বিলি গেনু
তাক দেখি ছাড়ি আনু।
উত্তর-বৃষ্টি দেখে পানি আনতে গিয়ে ফিরে আসা।

২২৪. একনা বুড়ি খই খায়
মোক দেখি দুয়ার দেয়।
উত্তর-শামুক।

২২৫. একনা বুড়ি হাটত যায়
হাটত যায় আ থাপর খায়।
উত্তর-মাটির হাঁড়ি।

২২৬. আড়া হাতি বেড়াইল টিয়া
সোনার টুপুর মাথাত দিয়া।
উত্তর-কলার মোচা।

তথ্যদাতা : মমেনা, স্বামী : ওছিমুদ্দী, বাবা : এসহাক, মা : টুল্লিবেওয়া, পেশা : গৃহিনী, বয়স : ৭০, শিক্ষা : সাক্ষরজ্ঞান, গ্রাম : বিদ্যাপাড়া, ডাক : হারাগাছ, উপজেলা : কাউনিয়া।

২২৭. বত্রিশটা তেঁতুল গাছ, একটা পাতা,
ও আন্দারী রাইত পিছলার ঘাটা।
উত্তর-দাঁত ও জিহবা।

২২৮. বসিতে ঝটং পটং, শুতিতে পাহাড়
লক্ষ লক্ষ জীব মারে, না করে আহার।
উত্তর-জাল।

২২৯. নদীর পাড়ত পোড়া খুটা
তাতে শালা এত মিটা।
উত্তর-মৌচাক।

২২৯. ঝালুম ঝুলুম নাচে
তোমার বাড়িত কি আছে ?
উত্তর-খড়ের গাদা।

www.pathagar.com

২৩০. পাত খস খস, ফল নোদা
এটা ভাঙিবার যায় না পায়
তায় হইল বোদা।
উত্তর-কুমড়া।

২৩১. বাঁশের টোপা থাকি বেড়াইল টিয়া
সোনার টুপি মাথাত দিয়া।
উত্তর-কলার মোচা।

২৩২. ইড় পেনু, বীর গেনু, গেনু টোপার হাট
দেখি আনু ওটে ফলের ওপরোত পাত।
উত্তর-আনারস।

২৩৩. জঙ্গল বাড়ি থাকি বেড়াইল সাপ,
নেংগুর ধরি দিনু পাক।
উত্তর-সর্দি।

২৩৪. ইড় কিছি, বীর কিছি
নাই চোচা, নাই বিচি।
উত্তর-লবণ।

২৩৫. এক ভাই নগরত, এক ভাই সাগরত
তিন জনে পড়িল এক পাগারত।
উত্তর-পান, চুন, সুপারি।

২৩৬. মাটির তলকার বুড়ি
কাপড় পড়ে ছয় কুড়ি
তাও বুড়ি সুন্দরী।
উত্তর-রসুন।

২৩৭. একনা বুড়ি খই খায়
মোক দেখলে দুয়ার দ্যায়।
উত্তর-শামুক।

২৩৮. চাইর পাকে নোয়ার আইল
তাতে কেমনে পানি যাইল।
উত্তর-নারিকেল।

২৩৯. এক হাত্তির তিন মাথা
চল হাত্তি কোলকাতা।
উত্তর-চুলার তিন মাথা।

২৪০. রাজার বেটি হাট যাই, কি কি আনবার কন ?
নদীর আনবেন কাটাকুটা,
হাতির আনবেন দাঁত,

www.pathagar.com

দিঘলার গাছের গোটা,
লতা গাছের পাতা,
বড় হাতির কান।
উত্তর-মাছ, মুলা, সুপারি, পান, তামাকের পাতা।

২৪১. রাজার দড়ি, ভেজাবার পাওঁ,
শুকপার পাওঁ না।
উত্তর-জিহবা।

২৪২. ধুম ঘর এক পই,
কিসের ডেরা কবার নই ।
উত্তর-ছাতি।

২৪৩. পাঁচ মাথা, দশ ঠ্যাং,
মাথায় তুলে রাখে,
ওয়াক্ত ছাড়া নামাজ পড়ে আল্লাহ কবুল করে।
উত্তর-মুর্দা।

২৪৪. হাত খুড়, পাও খুড় হলুদ বরণ গাও,
এমন কামড় কামড়ালু মোক,
টোপরা হইল গাও।
উত্তর-মৌমাছি।

২৪৫. সবুজ বুড়ি হাটত যায়
হাটত যায়া চিমটি খায়।
উত্তর-লাউ।

তথ্যদাতা : শান্তনা খানম, বাবা : আব্দুস সাত্তার, মা : আছমা বেগম, পেশা : ছাত্রী, বয়স : ১৬, গ্রাম : ছোট কল্যাণী, ডাক : বড়দরগা, উপজেলা : পীরগাছা।

www.pathagar.com

প্রবাদ-প্রবচন

রংপুর অঞ্চলে বিশেষ করে রংপুর সদর উপজেলায় লোক সাহিত্যের নানা শাখা-প্রশাখা রয়েছে। এর মধ্যে প্রবাদ-প্রবচন উল্লেখযোগ্য। বয়স্ক ও অভিজ্ঞ লোকের মুখ দিয়েই সাধারণত প্রবচনগুলো প্রকাশ পায়। গ্রাম্য মহিলারা যখন রাগ করেন তখনই অধিক মাত্রায় প্রবচন উচ্চারণ করে প্রতিপক্ষকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মানসিক যন্ত্রণা দেয়ার চেষ্টা করেন। রংপুর জেলার গ্রামাঞ্চলের কতিপয় প্রবাদ প্রবচন নিম্নে তুলে ধরা হলো :

১. কোনবা কালে খাইছে ঘিউ ভাত
আইজ ঘিউঘিউ গোন্দায় হাত।
উত্তরঃ অতীতের সুখ স্মৃতিচারণ করতে একথা বলা হয়।

২. খাওয়ার আগত, মাইরের পাছত।
উত্তরঃ অবস্থানুসারে কাজ করতে হয়, তাহলে দুঃখ কম হয়।

৩. গাঁয়ের লোকে পোছে না,
ড্যামাকোতে বাঁচে না।
উত্তরঃ গ্রামের লোক মানে না, নিজে নিজে অহংকার করে।

৪. চৌকৎ নাই পানি
মিছায় নাক টানি।
উত্তরঃ কুম্ভিরাশ্রু।

তথ্যদাতাঃ মতিউর রহমান বসনিয়া, বয়স-৭০, পেশা-ডাক্তারী, রাধাবল্লভ, সদর, রংপুর।

৫. ছাওয়াআলীক ছাওয়ায় না হাবসায়
কোলাত ধরি কান্দে,
চুলআলীক চুল না হাবসায়,
মনের সুখে বান্দে।
উত্তরঃ যার যত আছে, সে আরো বেশি চায়।

৬. ঝোক যায়া রাতি
ওইদ চেয়া ছাতি।
উত্তরঃ সময়ের কাজ সময়ে করতে হয়।

৭. আদা খাইবে যায়, ঝাল বুঝবে তায়।
উত্তরঃ কর্মেই ফল পাবে।

৮. ওমরা আন্দে ওমরা খায়,
মোক দেখলে চোখ গোড্ডায়।
উত্তরঃ কেউ অন্যের ভাল চায় না।

www.pathagar.com

৯. ঘরের কথা না কই পরোক,
কইলে যায় সাত ঘরোত।
উত্তরঃ নিজের কথা অন্যকে বলতে নেই, বললে তা ছড়িয়ে পড়ে।

১০. ঘাটাত গেইলে পোড়ায় মন,
বাড়িত গেইলে ঠন্ঠন্।
উত্তরঃ পথে দেখা হলে মিষ্টি কথা, কিন্তু বাড়িতে গেলে সমাদর নেই।

১১. ঘাটাত পানু কামার
দাও বানে দ্যাও হামার।
উত্তরঃ সাক্ষাতেই মানুষকে কোনো কাজ চাপিয়ে দেয়া।

১২. গোশ্তো খাইলে পোস্ত বাড়ে,
ঘি খাইলে বাড়ে বল,
দুধ খাইলে মান বাড়ে,
শাকে কাটে মল।
উত্তরঃ আমিষে স্বাস্থ্য বাড়ে আর শাক-সব্জি সুস্থ রাখে।

১৩. বউ হইলো ডোপের কাপড়,
ডোপোত বান্দা থাকে,
তার দিকত ক্যানে,
পরপুরুষে দেখে।
উত্তরঃ নিজের ঘরের বউকে আগলিয়ে রাখতে হয়।

১৪. দুঃখে বেড়াইছে হোল,
মাইনষে কয় পাগল।
উত্তরঃ নিজের দুঃখ-কষ্ট অপরকে বোঝানো যায় না।

১৫. ঘ্যাগীকশেন পোছে না,
ঘ্যাগী পালকী ছাড়া নড়ে না।
উত্তরঃ অসামঞ্জস্য আকাঙ্খা।

তথ্যদাতা : সুনীল সরকার, রংপুর, সদর।

গংগাচড়া উপজেলার প্রবাদ-প্রবচন

১৬. কপালত নাই ঘি
ঠক ঠকাইলে হইবে কি।
উত্তরঃ অদৃষ্টে না থাকলে, শত চেষ্টা করেও লাভ নেই।

১৭. পেট কান্দচে ভোকে
তামশা দ্যাখে নোকে।
উত্তরঃ দুরাবস্থায় পড়লে সবাই সুযোগ খোঁজে।

www.pathagar.com

১৮. কপালে আছে হাড়
কি করবে দাদা চকিদার।
উত্তর: অদৃষ্টে পরাজয় থাকলে কারও কিছু করার থাকে না।

১৯. এক সয়ে নায়ে
আর এক সয় মায়ে।
উত্তরঃ মা এবং স্বামী ছাড়া আর কেউ ভরণ-পোষণ এর দায়িত্ব নেয় না।

২০. আছে গরু না বয় হাল
তার দুঃখ সর্বকাল।
উত্তরঃ অলসদের দুঃখ সবসময়ই থাকে।

তথ্যদাতা: জয়দেব, পিতা- তিলকচরণ মহন্ত, বয়স-৪৫, পুটিমারী, বেতগাড়ী, গংগাচড়া।

২১. বারো হাত বাঙ্গির
তের হাত বিচি।
উত্তরঃ ছোটো মানুষের বড় বড় কাজ।

২২. ধান কাটলে নাড়া
নিন আসলে মরা।
উত্তরঃ চূড়ান্ত পরিণতি।

২৩. ভাত দেয়ার ভাতার নাই
কিল মারবার গোসাই।
উত্তরঃ উপকারী গাছের ছাল থাকে না।

২৪. চুল নাই মূল নাই
কেশরী নাম।
উত্তরঃ কাজে নাই, শুধু নাম সর্বস্ব।

২৫. এক গরু না পায় পাথার
এক বেটি না পায় ভাতার।
উত্তর : এক গরু ও এক মেয়ে থাকলে ভাগ্যে কষ্ট বেশি হয়।

তথ্যদাতা : শ্রী জ্যাতিষ চন্দ্র মহন্ত, বয়স-৭২, পেশা- শিক্ষকতা, শয়ড়া বাড়ি, আলমবিদিতর, গংগাচড়া।

২৬. তিন মোল্লা য্যাটে
মুরগী মরে স্যাটে।
উত্তরঃ তিনজন হলেই ঝামেলা বাঁধে।

২৭. চাউল নাই ডুলিত
ফকির কান্দে খুলিত।
উত্তরঃ অর্থ বিত্ত নেই কিন্তু অহংকারী।

www.pathagar.com

২৮. নদীর পানি ঘোলায় ভাল
জাতের মেয়ে কালোয় ভাল।
উত্তরঃ বর্ণ নয় গুণেই আসল পরিচয়।

২৯. মাও নাই যার, ভাত নাই তার।
উত্তরঃ এ দুনিয়ায় মা'ই সব কিছুর উর্ধ্বে।

৩০. খাবার আগোত, মাইরের পাছোত।
উত্তরঃ সুযোগ বুঝে কাজ করা।

৩১. সারো হুজুর, মাও
হাটত যাইবে।
উত্তরঃ অপ্রকাশের চেয়ে প্রকাশই শ্রেয়।

৩২. হাগার চেয়ে প্যারপেরি বেশি।
উত্তরঃ কাজের থেকে কথা বেশি।

৩৩. আগে হাল যে পাকে যায়
পাছা হাল সে পাকে যায়।
উত্তরঃ বড়দের দেখে ছোটরা শেখে।

৩৪. প্যাটে খাইলে পিঠে সয়।
উত্তরঃ যথাযথ মূল্যায়ন পেলে যে কোনো কষ্টই ছোটো মনে হয়।

তথ্যদাতা : আব্দুল লতিফ, পিতা- মৃত তমিজ উদ্দিন, বয়স-৭০, দীঘলটারী, তালুক হাবু, গজঘন্টা, গংগাচড়া।

৩৫. চামড়া কুত্তার বাঘা নাম।
উত্তরঃ কাজে নয়, নামে বড়।

৩৬. পেন্দোনোত নাই ত্যানা
ভাসুরে বাজায় ব্যানা।
উত্তরঃ সামর্থ্য নেই কিন্তু শখ বেশি।

৩৭. শাক খাওয়ার ভূঁই নাই
অমপুরের দেওয়ান।
উত্তরঃ হৃতসর্বস্ব ব্যক্তির মিথ্যা আস্ফালন।

৩৮. শ্বশুর বাড়ি মধুর হাঁড়ি
তিনদিন বাদ ঝাটার বাড়ি।
উত্তরঃ কোনো কিছু অতিরিক্ত'ই ভাল নয়।

৩৯. সাজলে গুঁজলে নারী
ঝাড়লে মুছলে বাড়ি।
উত্তরঃ পরিষ্কার করলে যে কোনো জিনিষ ভাল দেখায়।

www.pathagar.com

৪০. ভাত নাই পেটোত
বগলার শোসরি।
উত্তরঃ হৃতসর্বস্ব ব্যক্তির মিথ্যা আস্ফালন।

৪১. বারো হাত বাঙ্গির
তের হাত বিচি।
উত্তরঃ যোগ্যতরের চেয়ে অযোগ্যের বড়াই বেশি।

৪২. যে মোর চেহারা
তার নাম বলে ফির পেয়ারা।
উত্তরঃ হৃতসর্বস্ব ব্যক্তির মিথ্যা আস্ফালন।

৪৩. যে মোর বকরি
তার ওলান যায় ধেত্‌রি।
উত্তরঃ হৃতসর্বস্ব ব্যক্তির মিথ্যা আস্ফালন।

তথ্যদাতা : লিয়াকত আলী, পিতা- মৃত মোশাররফ হোসেন, বয়স-৫৮,রাজবল্লভ, বেতগাড়ী, গংগাচড়া।

স্বল্পকথায় অধিক অর্থব্যঞ্জনার তাগিদ থেকে তারাগঞ্জ উপজেলার লোকমুখে প্রবাদ-প্রবচনের ব্যাপক ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। তুলনামূলক বেশি বয়সের মানুষের মুখে এগুলোর ব্যবহার যেমন অধিক তেমনি অপেক্ষাকৃত উঠতি বয়সের মুখে এগুলোর ব্যবহার অত্যন্ত কম।

৪৪. বাপে না জানে নাউয়ালি কাম
ব্যাটায় ধরে হোত্‌লাই খান
–অপরিপক্কতা বোঝাতে মন্তব্যটি করা হয়।

৪৫. কাশতে যখন পাদং
ই কি আর বাচোং।
–শারীরিক ভাবে বিশেষ অসুস্থতা বোঝায়।

৪৬. তিন মুন্সি য্যাটে
রগি না মরে স্যাটে।
–একাধিক ব্যক্তির অংশগ্রহণে মতের জটিলতা বা বিঘ্ন ঘটা।

৪৭. ঝগড়ি মাইয়া ঝগড়া না পায়,
শমলার গাছত্‌ পাইছ্‌লা চুলকায়।
–কলহপরায়ণতা।

৪৮. তোরও য্যামন কতা,
মারও বিষায় মাথা।
–যুক্তিহীন কথার বিস্তার।

www.pathagar.com

৪৯. থাকার ঘর তা মশারি নাই,
টঁকির ঘরত চান্দোয়া।
–অপ্রয়োজনীয় বিষয়ে আড়ম্বর করা।

৫০. দিনে মুন্সী আইতে চোর,
নামাজ পড়ে জোড় বেজোড়।
–চারিত্রিক কপটতার লক্ষণ।

৫১. ঠোঁটে মুখে খই,
তাও কয় কই কই।
-না বোঝা বা না দেখার ভান করা।

৫২. নটকো বাড়ি দিয়া সটকো,
পাটাবাড়ি দিয়া গিরিত।
–দ্রুত সরে পরা প্রসঙ্গে।

৫৩. নেওয়ার সময় ধরং গালা,
দেওয়ার দিন তুই মোর শালা।
–অকৃতজ্ঞ ব্যক্তির আচরণ।

৫৪. নাউয়া দেখলে নগুল বাড়ে।
–সুবিধাবাদী চরিত্র প্রসঙ্গে।

তথ্যদাতা: যুগল চন্দ্র সরকার, বয়স: ৩২, শিক্ষা: ৫ম শ্রেণি, পেশা: কৃষি, পিতা: দ্বিজেন্দ্র নাথ সরকার, গ্রাম: রহিমপুর, পোস্ট: বুড়িরহাট, তারাগঞ্জ উপজেলা।

৫৫. ছাওয়ায় চিনে বাপ,
মনে চিনে পাপ।
–অন্যায় কাজে বিবেকের দংশন।

৫৬. নিজের চ্যাট
বাপত বড় যখন খুশি তখন নাড়।
–পরনির্ভরতার বিপরীতে নিজস্ব অর্জন ও ব্যবহারে স্বাধীনতা।

৫৭. বানিয়ার কাছে দুনিয়ার কথা।
–চতুর ব্যবসায়ীর কথার ফাঁদ।

৫৮. পাইসা নাই ঝুলিত্,
বান্দর নাচাই খুলিত্।
–অক্ষমতা।

৫৯. মানুষের বুড়া,
কাগজের গুড়া।
–অভিজ্ঞতার মূল্যায়ন।

www.pathagar.com

৬০. যার ব্যাটার বিয়া,
তায় না পায় গুয়া।
–মূল চরিত্রের প্রতি অমনোযোগ।

৬১. যদি করি পরের আশ,
নিত্য থাকি উপবাস।
–পরনির্ভরতার কুফল।

৬২. দূরে গেলে পোড়ে মন,
কাছে এলে ঠনঠন।
–লোক দেখানো ভালোবাসা।

৬৩. মরে না পাপী মরে গোয়ার।
-অতি জেদের মন্দ পরিণাম।

৬৪. যম, জামাই, ভাগিনা এ তিন নয় আপনা।
-তিন নিকটাত্মীয়ের লিপ্সা।

৬৫. রতনে রতন চেনে শুয়োরে চেনে কচু।
-রুচি অনুযায়ী দক্ষতা নিরূপণ।

৬৬. পরের পিঠা খাইতে মিঠা।
-অপরের দ্রব্যে লোভ।

৬৭. সোনারের ঠুকুর ঠুকুর,
কামারের এক ডাং।
-দক্ষতার প্রাধান্য।

৬৮. ঘাটাত পাইল কামার,
দাও বানে দাও হামার।
-দর্শনে প্রয়োজনীয়তার বৃদ্ধি।

তথ্যদাতাঃ সাবু সরকার, বয়সঃ ৩০, পেশাঃ ভ্যানচালক, পিতাঃ বিলাই সরকার, গ্রামঃ তেলিপাড়, পোস্টঃ ডাংগীরহাট, তারাগঞ্জ উপজেলা।

৬৯. আটিয়া কলা কলা নয়,
বিচি খসখস করে,
পর পুরুষটাক পুরুষ না কং নিদানকালে ছাড়ে।
-স্বামী ছাড়া পরপুরুষ বিপদকালে সহায়তা করে না।

৭০. উঠপার না পায় বুড়ি,
খালি দাতের করমরি।
-অসাড় আস্ফালন।

www.pathagar.com

৭১. যার না হয় বিয়ার রাতি,
তার কি হয় আশিন কাতি।
-সময়মতো না হলে সুসম্পন্ন হয় না।

৭২. আগনা ভাবিনু পাছনা ভাবিনু,
বড়র সাথে করিনু মেলা
আদর না পানু ঠোঁটও কেলটানু,
বসিয়া কান্দোং এলা।
-নিজের অবস্থান সম্পর্কে ধারণা না থাকার পরিণতি।

৭৩. কি হাসিস ময়না ফোকর ফোকর,
একো দিন যাইবে একো বছর।
-অন্যের দুঃখে আনন্দকারী ব্যক্তির জীবনেও দুঃখ আসে।

৭৪. মুই মরোং মাই মাই করি,
মাই মরে মোর নাং নাং করি।
-মেয়ের বিশেষ প্রবণতা বোঝাতে।

৭৫. তোর চিমটি মোর চিমটি,
তাতে নাগে আমটি আমটি।
-লেনদেনে ভারসাম্য।

৭৬. ঝরে বক মরে,
ফকিরের ক্যারামতি বাড়ে।
-ভণ্ডলোকের বাহাদুরি।

৭৭. হাগার চেয়ে ড্যারডেরি বেশি।
-কাজের চেয়ে শোরগোল বেশি।

৭৮. যার শিল নোরা,
তারই ভাঙ্গি দাঁতের গোড়া।
-উপকারীর অপকার করা।

তথ্যদাতা: ডাঃ হরিপদ রায়, বয়স: ২৮, শিক্ষা: বি.এ. পিতা: বগরাকান্ত রায়, গ্রাম: শ্যামগঞ্জ, পোস্ট: শ্যামগঞ্জ, তারাগঞ্জ উপজেলা।

৭৯. মোর বেটার বিয়া মুই না পাও গুয়া।
-প্রকৃত ব্যক্তির অমর্যাদা।

৮০. নদীর জল ঘোলা ভাল,
জাতের নারী কালো ভাল।
-শ্রেণি বিশেষের উপযোগিতা।

৮১. বিয়ার বেয়াল্লিশ কথা।
-বিশেষ কার্যের অনিবার্য জটিলতা জ্ঞাপক।

www.pathagar.com

৮২. পুক্‌টিত নাই চামড়া,
দুধ দিয়া খায় আমড়া।
-অযথা আড়ম্বর।

৮৩. আপন চেয়ে পর ভাল,
পরের চেয়ে বন ভাল।
-নিকটাত্মীয়দের সম্পর্কের জটিলতা বা সম্পর্কহীনতা বোঝানো।

৮৪. নদী নাই দেইকতে নাংটা।
-গুরুত্ব না বুঝেই ব্যবস্থা গ্রহণে অতি উৎসাহ।

৮৫. মার সয় মাসির সয় না।
-বিশেষ তৎপরতা দেখলে বলা যায়।

৮৬. গাছেরও খায় তলারও কুড়ায়।
-সুবিধাবাদীর বৈশিষ্ট্য।

৮৭. গরম ট্যাংগা আর ঠান্ডা দুধ,
তাকে খায় আহাম্মকের পুত।
–ভোজনে নিষেধ।

৮৮. যার কোচৎ আছে কড়ি
তার গোড়ত সাজি আইসে পর নারী।
–অর্থের গুরুত্ব।

৮৯. তোক কামড়াইছে বাঘে
মোক্‌কি ছোয়া লাগে?
–স্বার্থপরতা।

তথ্যদাতাঃ আবুতালেব সরকার ভুট্টু, বয়সঃ ৩৫, শিক্ষাঃ ৫ম শ্রেণি, পেশাঃ কৃষি, পিতাঃ খাকসার সরকার, গ্রামঃ তেলিপাড়া, পোস্টঃ ডাংগীরহাট, তারাগঞ্জ উপজেলা।

৯০. ভাদোর মাসিয়া ধান
শ্বশুর বাড়ির দান।
–সঠিক কৃষিকাজে সফলতা আসা।

৯১. যারে করে দুখ
তায় দ্যাকে টাকা কড়ির মুখ।
–স্বামী-স্ত্রীর পরিশ্রমে স্বচ্ছলতা আসে।

৯২. মাকু খাইতে শালের আংরা
মাইয়া করিতো কমর ডাংরা।
–ভালো নারীর শারীরিক গঠন।

৯৩. মাও আন্দিল নাউ
মুখত্‌ নাগে কাটাউ কাটাউ।

www.pathagar.com

মাইয়া আন্দিল কদু
খাইতে নাগে মদু।
–স্ত্রীর প্রতি দুর্বলতা।

৯৪. ফুটানিত বাইগন ভাজে
একান বাইগন তার কাঁচায় থাকে।
–বাকপটু ও কাজে অদক্ষতা।

৯৫. ইছলা মাছের পিছলা দাড়ি ইলশা মাছের ত্যাল
ভাল ভাল মাইয়াগুলার কাপড় ফ্যাল ফ্যাল।
–আধুনিকার প্রতি বিদ্রূপ।

৯৬. অন্টির ফুল খন্টির ফুল ফুটিয়া আছে বনে,
পরার মাইয়া শাপলা ফুল ফুটিয়া আছে মনে।
–পরকীয়া সম্পর্কে।

৯৭. কাজও শ্যালশ্যালা
ভাতও একব্যালা
–শ্রম ও মজুরির সম্পর্ক।

৯৮. ঘরোত নই মোর আলোধান
দাওয়াত দিবার বড় টান।
–সামর্থের অভাব সত্ত্বেও উৎসবের ইচ্ছা পোষণ।

৯৯. চ্যাংরাক না দেখাই ঘুঘুর ভাসা
মাইয়াক না কই বিশ্বাসের কথা।
–সাবধানতা অবলম্বন।

১০০. জাত গুণে পাত
কইল্ল্যা আড়াই হাত।
–বিশেষ শ্রেণির শ্রেষ্ঠত্ব।

১০১. পাপের ধন গাঙে না খায়।
–অবৈধ উপায়ে অর্জিত সম্পদের মন্দ পরিণাম।

তথ্যদাতা: গোবিন্দ চন্দ্র রায়, বয়স: ২০, পেশা: ছাত্র, শিক্ষা: উচ্চ মাধ্যমিক, পিতা: মানিক সাধু, গ্রাম: সাধুপাড়া, পোস্ট: ভীমপুর, তারাগঞ্জ উপজেলা।

বদরগঞ্জ এলাকায় এগুলোর বহুল প্রচলন দেখা যায়। প্রবাদ-প্রবচনগুলো সাধারণত দুই চরণ পর্যন্ত ব্যাপ্তি পেয়েছে। অঞ্চলটির মানুষের সামাজিক, ব্যবহারিক স্থান ও অভিজ্ঞতার ফসলের ধারক এই প্রবাদ।

১০২. আগের দিন নাইরে কাউয়া
ভাড় ধরি হাগে নাউয়া।
–অতি সতর্কতা বিষয়ে বলা হয়ে থাকে।

www.pathagar.com

১০৩. কাঁঠাল চোরের মুখত আটা।
—অপরাধের আলামত থাকা।

১০৪. খায় দায় বিলায়, তাকে হরি মিলায়।
—অতিরিক্ত অর্থবিত্ত দানকার্যে ব্যবহারে উৎসাহ দেয়া।

১০৫. ছিঁড়িবার তাগত নাই মুরগির বাল,
নামখান থুইছে শেখ জামাল।
—নাম সর্বস্ব অক্ষম ব্যক্তি বোঝাতে ব্যবহৃত।

১০৬. পাইছলাত নাই ত্যানা,
মুখদি বাজায় ব্যাণা।
—বাক্‌পটু কিন্তু কার্যে অক্ষম ব্যক্তি বোঝায়।

১০৭. তিনকাল থাকি বেইশ্যা,
এককাল করি তপস্যা।
—শেষ বয়সে চরিত্র ভালো করার প্রতি মনোযোগ দেয়া।

১০৮. ভালো দইয়ের মইদ্যত খাল,
ভালোকইনার মাও ভাল।
—যোগ্য মায়ের প্রয়োজনীয়তা।

১০৯. দুধ নষ্ট গরুর চেনায়
পুরুষ নষ্ট হাটে
বউ নষ্ট ঘন নাইওর
মেয়ে নষ্ট ঘাটে।
—নষ্ট প্রকৃতির কার্যকারণ খোঁজা।

১১০. চোরের নাই ধরম,
গিদালের নাই শরম।
—চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বোঝাতে।

১১১. নয়ালি বামন নয়ালি গোসাঁই,
মন্ত্রে লবডঙ্কা, ভাবের শেষ নাই।
—অপরিপক্ক ব্যক্তির বাহ্যিক আড়ম্বর ও অন্তঃসারশূন্যতা।

১১২. নাক টিপলে দুধ ব্যাড়ায়।
—অপরিণত অবস্থা প্রসঙ্গে।

১১৩. নামে গগন ফাটে,
হাড়ি কুত্তায় চাটে।
—নামসর্বস্বতা বোঝায়।

১১৪. ডিগির নাম তালপুকুর,
ঘটি ডোবে না।
—নামসর্বস্বতা।

www.pathagar.com

১১৫. পরের পিঠা,
খাইতে মিঠা।
–অন্যের দ্রব্যে আগ্রহ।

১১৬. নিলজ্জক ডেনডারা দেয়,
নিলজ্জ কয়মোক্ বিয়াও দ্যায়।
–বেহায়া চরিত্রের বৈশিষ্ট্য।

১১৭. বাড়িত্ নাই কোনো,
পুক্‌টিত মাখে ছোনো।
–নিঃস্ব ব্যক্তির আড়ম্বরপূর্ণ আচরণ।

১১৮. আলেঝালে কাটালু দিন,
এইভাবে আর খাবু কয়দিন।
–অলস ব্যক্তির অন্ধকার ভবিষ্যৎ।

১১৯. যাঁয় যাইবে গয়া,
তায় না বেড়ায় কয়া।
–কাজের লোকের মৌন স্বভাব।

তথ্যদাতাঃ মো. মিজানুর রহমান মণ্ডল, বয়স– ৪০, প্রভাষক, বাংলা বিভাগ, লালদিঘি পীরপাল ডিগ্রী কলেজ। বদরগঞ্জ উপজেলা।

১২০. হ্যাসকারির গু নাংটি চুয়ে পড়ে।
–অলসতার কুফল।

১২১. খাসলত্ না যায় ধুলে,
এল্লোট না যায় মলে।
–আচরণ সহজে পাল্টায় না।

১২২. আগা হাল যেদি যায় পাছা হাল সেদি যায়।
–অনুকরণ।

১২৩. হাজার বকনা,
এক লেখনা।
–লেখন কাজের গুরুত্ব।

১২৪. কৃপণের ধন পিঁপড়ায় খায় না।
–সঞ্চিত সম্পদের ব্যবহার সুষ্ঠু না হওয়া।

১২৫. আন্ধার ঘরের সাপ সবখানে।
–সর্বত্র বিপদ।

১২৬. দুপুরি সাগাই হুতাসন।
–অসময়ে বিরক্তি উৎপাদন।

www.pathagar.com

১২৭. কপালের নাম গড়িয়া,
দুধ খাওয়ার গাই কিননু,
তাও হইল মোর আড়িয়া।
–ভাগ্যের ফল অনিবার্য।

১২৮. কিসে আর কিসে,
ধানে আর তুষে।
–তুলনার্থে।

১২৯. ঘেগিক পুছে না,
ঘেগি খাট ছাড়া নড়ে না।
–নিজের মূল্য না বোঝা।

১৩০. ঝগড়ি না পায় ঝগড়ার ছল,
টানিয়া ধরে বাতাসের আগাল।
–কলহপ্রিয় ব্যক্তি বোঝাতে।

১৩১. কি যাইস তুই সোনার গাঁও,
মুই শনি তোর আগত যাও।
–কপালের লিখন যেন অনিবার্য।

১৩২. দেখনে কা ডালডোল,
ভিতরাত মাকাল ফল।
–অন্তঃসারশূন্য।

১৩৩. টাকায় করে কাম
হয় মর্দের নাম।
–অর্থের বিনিময়ে সুনাম অর্জন।

তথ্যদাতা: মোছা. জেমি আক্তার, পিতা: মো. জাহিদুল ইসলাম, গ্রাম: রাধানগর ব্রহ্মত্তর পাড়া, পোস্ট: রাধানগর, বদরগঞ্জ উপজেলা।

১৩৪. শকুনের শাওয়ে গরু মরে না।
–অনিষ্টকারীর অযথা অভিশাপ।

১৩৫. পানিত পাদি ভুতক চমকায়।
–দক্ষ লোকের কাছে কৌশল ফলানের চেষ্টা।

১৩৬. ঘটি ডোবেনা,
নামে পদ্ম পুকুর।
–বাইরের ঠাঁট।

১৩৭. সারি খাড়া হন,
মাও মোর হাটত্ যায়।
–পর্দাহীনের মুখে ধর্মের দোহাই।

www.pathagar.com

১৩৮. চাইলন হয়া খলাইক্ নিন্দে।
–একই চরিত্রের হয়েও অপরকে নিন্দা করা।

১৩৯. খাজনায় জমির মজা,
বাজনায় বিয়ের মজা।
–আনন্দ বৃদ্ধির সহায়।

১৪০. মার বোন মাসি, কাদার তলে ঠাসি।
বাপের বোন পিসি, দুধ ভাত দিয়া পুষি।
–পিতৃকূলের বিশ্বস্ততা বোঝানো।

১৪১. শাকের মধ্যে পুঁই,
মাছের মধ্যে রুই।
–রুই মাছের শ্রেষ্ঠত্ব।

১৪২. শীতের মধ্যে কম্বল,
ঝোলের মধ্যে অম্বল।
–অম্বলের উপকারিতা।

১৪৩. হাগিয়া ছোঁচে না,
করে একাদশীর উপাস।
–চরিত্রহীনের সাধুসাজা।

১৪৪. সউগ মাছে গু খায়,
নাড়িয়া মাছের নাম হয়।
–উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে বিশেষ ব্যক্তিকে অভিযুক্ত করা।

১৪৫. আরে ও ছওয়ার মাও,
অবেলায় না ধোয়াইস গাও।
–নিষেধ বোঝাতে।

১৪৬. সৎ পথ ধর্মের ছাতি
আনধার আইতে মিলায় সাথী।
ধর্মের মূল্যায়ন।

১৪৭. আছে গরু না বয় হাল
তার দুঃখ সর্বকাল।
–অলসতার পরিণাম।

১৪৮. কু-পংখির ঘরের ভাসা
কু-মানষির শ্বশুর বাড়িত্ বাসা।
–ঘরজামাইয়ের প্রতি।

www.pathagar.com

১৪৯. মাইয়ার ভাই আসিলে কালাই গোরথ গোরথ,
ভাতারের ভাই আসিলে খাটিয়া কোরত কোরত।
–বাপের বাড়ির লোকজনের প্রতি স্ত্রীর পক্ষপাত।

তথ্যদাতাঃ মো. আসিফ ইকবাল, বয়সঃ ১৯, পিতাঃ মো. সিরাজুল ইসলাম, গ্রামঃ খিয়ার পাড়া, পোস্টঃ লালদিঘি, বদরগঞ্জ উপজেলা।

১৫০. ভাইয়ে ভাইয়ে গালার কাঠি
নষ্ট করিল ঐনা তাওয়াইর বেটি।
–স্ত্রীর প্ররোচনায় মন্দ ফল।

১৫১. দুধও মিঠা দইও মিঠা আরো মিঠা ননী
তারও চাইতে অধিক মিঠা মাও হেন জননী।
–মায়ের শ্রেষ্ঠত্ব।

১৫২. নাটার আগাল ফাটা
দুই দিনকার নওদারি আসি
চাটাং চাটাং কথা।
–নববধূর সমালোচনা।

১৫৩. এক সুন্দরীর সাতখান শাড়ি,
তাও কইনাটার মনটা ভারী।
–সাজসজ্জাপ্রিয় রমণী।

১৫৪. কাক কবু কাকা
সগারে দাড়ি পাকা।
–অপরিপক্কের বাড়াবাড়ি।

১৫৫. কাম ছাড়ি মারে মাছ,
বিধি না ছাড়ে তারে পাছ।
–স্বল্প গুরুত্ব কাজে ব্যস্ততা ও দুর্ভোগ টেনে আনা।

১৫৬. চিকা মারি হাতোত্ গোন্দ তোলা।
–ছোটো কাজে দুর্নাম করা।

১৫৭. জাঙ্গিত ফলে কদু
বিয়ার মাইয়ার হোসর ফোসর
সাংনীর মাইয়ার মদু।
–উপপত্নীর ইতিবাচক দিক।

১৫৮. ছোটলোকের ছাওয়ার যদি টাকাপাইসা হয়,
চৌদ্দ হাত পাগড়ি পিন্দি ছায়ার ভিতি চায়।
–হঠাৎ অর্থবিত্ত হলে কখনো বা চরিত্রের বিশেষ পরিবর্তন আসে।

www.pathagar.com

১৫৯. চুড়ি নোয়ায়, নোলক নোয়ায় বদলেয়া দিম্।
তোর কপালোত্ বুড়া ভাতার মুই কি করিম্।
–নিয়তির পরিহাস।

তথ্যদাতা: মো. মনজুরুল ইসলাম, বয়স: ১৮, পিতা: মোঃ আঃ হাই সরকার, গ্রাম: মৌয়াগাছ (সরকার পাড়া), পোস্ট: বুড়িরপুকুরহাট, বদরগঞ্জ উপজেলা।

১৬০. আজ বুজবি না বুজবি কাল
পাছা থাপড়ায়া মারবি গাল।

১৬১. সে দিনও নাই কালও নাই
বাতাসোত মজাও নাই।

১৬২. শোলকার মতো প্যালকা নাই
কাদা ভরা ডাল নাই।

১৬৩. মাও যেমন ছাও তেমন

১৬৪. কাঠ গড়নে নাও
মাও গড়নে ছাও।

১৬৫. নায়ের আগা হাল যেদিক যায়
পাছা হালও সেদিকই যায়।

১৬৬. সব রসুনের এক গোয়া।

১৬৭. ভাত খায় ভাতারের
গীত গায় নাঙের

১৬৮. য্যাঙ্কা কুকুর ওঙ্কাই মুগুর

১৬৯. ভাংগিতো রাজার ভান্ডার
ধরিতো বড় নাওর কান্টা।

তথ্যদাতা : সীমি, স্বামীর নাম: শহিদুল ইসলাম, বয়স: ৪২ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা: এস.এস.সি, পেশা: গৃহিণী, বৈরাতির হাট, মিঠাপুকুর।

১৭০. বাড়ির গরু খুলির ঘাস খায় না।

১৭১. দ্যাশের ঠাকুর ভিন দ্যাশের কুকুর।

১৭২. মাছ মাইবার যাই
খলই ধরণী তার নাই।

১৭৩. এ বউ মোর ভাল
ও বোউ মোর ভাল
কাপড় তুলি দ্যাকোঁ মুই
থোকা থোকা বাল

www.pathagar.com

১৭৪. লেকা পড়া মোর চ্যাটের বাল
যদি থাকে মোর কপাল।

১৭৫. কাম থুয়া মারে মাছ
অলক্ষ্মী ধরে পাছ।

১৭৬. আছে গরু না বয় হাল
তার দুক্কু সর্বকাল।

১৭৭. বিশে বিদ্যা, তিরিশে ধন, চল্লিশে ঠনঠন।

১৭৮. হাউসে বিদ্যা কৃপনে ধন।

১৭৯. পাগড়ী যেতি, সালাম সেতি।

১৮০. নি চামা কুত্তার খেই খেই সার।

১৮১. নাই গোয়াত চাম,মিচা মদ্দার নাম।

১৮২. পুক্‌টিত নাই চাম, আধা কৃষ্ণের নাম।

১৮৩. যদি হয় সুজন তেতুল পাতায় নয় জন
যদি হয় কুজন একেক পাতায় একেকজন।

১৮৪. খাওরে মাই খাও
যতদিন না হচেন ছোল পোলের মাও।

১৮৫. এমনি যায় না, ত্যানা প্যাচায়।

১৮৬. বেইন্যা কি জানে কর্পুরের সোয়াদ
আছে কর্পুর মাখে গোয়াত।

তথ্যদাতা : শহিদুল ইসলাম, বয়সঃ ৫৫ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ এইচ.এস.সি, পেশাঃ শিক্ষকতা, বৈরাতির হাট, মিঠাপুকুর।

১৮৭. আমার গ্যাছে বাড়ি পোড়া
তুমি দিছ আলু পোড়া
অর্থঃ নিজের শখের জন্য অন্যের সর্বনাশ করা।

তথ্যদাতা : লেবু মিয়া, পিতা- মৃত সমিজ উদ্দিন সরকার , বয়সঃ ২৭ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ এস.এস.সি পাশ, পেশাঃ কৃষি, গ্রামঃ তুলারাম মজিদপুর, পোঃ + উপজেলাঃ পীরগঞ্জ, রংপুর।

১৮৮. কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা।
অর্থঃ কষ্টের ওপরে আরও কষ্ট দেয়া

তথ্যদাতা : মোঃ মিলন মিয়া , পিতা- মৃত মোকসেদ আলী, বয়সঃ ২০ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ ৮ম শ্রেণী, পেশাঃ ইলেকট্রিক মিস্ত্রী, গ্রামঃ তুলারাম মজিদপুর, পোঃ উপজেলাঃ পীরগঞ্জ, রংপুর।

www.pathagar.com

১৮৯. গাছের গোড় না ধরি আগাল ধরি লাভ আছে।
অর্থ: মূল জিনিস বাদ দিয়ে অন্য জিনিসকে অবলম্বন না করা উচিত।

১৯০. নায়ের আগা হাল যেদিক যায়
পাছা হাল ও সেদিক যায়।
অর্থ: ছোটোরা বড়দের অনুসরণ করে।

১৯১. যে বিক্কের তলোত যাওঁ মুই
ছেয়া পাবার আশ
সেই বিক্কের ডাল মোর
মাতাত ভাঙি পড়ে।
অর্থ: অভাগা যেদিক তাকায়, সাগর ও শুকিয়ে যায়।
বা ভাগ্য মন্দ হলে কোথাও আশ্রয় পাওয়া যায় না।

১৯২. ওপুর কাসা দুক্কের দশা।
অর্থ: দরিদ্রের কারণেই দুঃখ সৃষ্টি হয়।

তথ্যদাতা : শফিকুল ইসলাম, পিতা- ওয়াসেফ আলী আকন্দ, বয়স: ৩৮বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্বাক্ষর জ্ঞান, পেশা: রিক্সা চালক, গ্রাম: তুলারাম মজিদপুর, ইউনিয়ন: ১৩ নং রামনাথপুর, পো: উপজেলা: পীরগঞ্জ, রংপুর।

১৯৩. বিবি বাচ্চা আশে পাশে
বান্দির বাচ্চা বুকে নাচে।
অর্থ- নিজের লোকের চেয়ে পরের কদর বেশি ।

১৯৪. জাতের বেটি কালো ভালো
নদীর পানি ঘোলা ভাল।
অর্থ- চক চক করলেই ভালো জিনিস হয় না।

১৯৫. চুল নাই বৌ, চুলের জন্যে কান্দে
কদুর পাতা দিয়া বৌ
খোপা বড় বান্দে।
অর্থ- না থাকা জিনিসের প্রতি মানুষের আকুতি বেশি।

১৯৬. অবুঝারে বুঝাবু কি ?
কিছু নাই মানে
ঢেঁকিক বুঝাবু কি
নিত্তি বাড়া বানে।
অর্থ- যার স্বভাব বা প্রকৃতি যা, এর বেশি সে বুঝতে চায় না।

১৯৭. চিনার বারা হেইছে ওঠে
সেইকনা বান গা তুমি
লাউ কুটা কঠিন কাজ

সেইকনা করিগা আমি।
অর্থ – ফাঁকিবাজরা ফাঁকি দেয়ার জন্য, নিজের কাজটাকে অন্যের কাছে, খুব কঠিন বোঝাতে চায়।

১৯৮. জলে কাঠ পোড়ে না
মইলে মানুষ মরে না।
অর্থ – কর্মই মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে।

১৯৯. যার মরণ য্যাটে, নাও ভাড়া করি যায় স্যাটে।
অর্থ– বিধাতা মানুষের মরণকে যে স্থানে, যখন নির্দিষ্ট করে রেখেছে, সেখানেই তার মরণ অবধারিত।

২০০. টাকা নাই ঝুলিত, ফকির নাচে খুলিত।
অর্থ -অর্থবান বলে, লোকে যাকে ভুল বুঝে।

২০১. এ বেলার ভাত ও বেলা, ডাইলের পানি এক গালা।
অর্থ – অলস ব্যক্তির কালক্ষেপণ ও কর্মের অদক্ষতা সম্পর্কে বলা হয়।

২০২. মুই কি হনু রে, মোর ভাতার চকিদার।
অর্থ - ছোটো ব্যক্তির অহংকারী আচরণের জন্য বলা হয়।

২০৩. যার জন্যে কোন্নু চুরি, তায় কয় চোর।
অর্থ– কারো উপকার করতে গিয়ে তার দ্বারা সমালোচিত হলে উক্তিটি করা হয়।

২০৪. না দেওয়া কাঁঠাল
ভাদ্রমাসে পাকে।
অর্থ- কল্পনায় অনেক কিছুই সম্ভব হয়, বাস্তবে যা অসম্ভব।

২০৫. আইসে লক্ষী, যায় বালাই।
অর্থ- বাড়িতে অতিথি এলে লক্ষ্মী আসে এবং যাওয়ার সময় বালাই নিয়ে যায় বোঝাতে।

২০৬. কইনারও পিসি, গাবরুরও মাসি।
অর্থ– দুই পক্ষের সাথে তাল মিলিয়ে চলা বোঝাতে।

২০৭. কয়লা না যায় ধুইলে
স্বভাব না যায় মইলে।
অর্থ– যার স্বভাব যা, তা সহজে বদলায় না।

২০৮. গাঁওত মানে না, ওমরায় মোড়ল।
অর্থ – অন্যের মতামতকে প্রাধান্য না দিয়ে, নিজেই নিজের যুক্তিতে অটল থাকে বা মতকে সঠিক বলে মনে করে।

২০৯. যেটে কোনা বাঘের ভয়, সেটে কোনা আইত পোয়ায়।
অর্থ– যে জিনিসকে ভয় করে মানুষ এড়িয়ে যেতে চায়, তা যখন মনের অজান্তে এস পড়ে তখন উক্তিটি করা হয়।

www.pathagar.com

২১০. বাঁশের চায়া, কঞ্চি বড়।
অর্থ– প্রকৃত মালিকের চেয়ে, তার কর্মচারি যখন দাপট বেশি দেখায়।

২১১. ঘরের খায়া, আড়ার মইস তাড়া।
অর্থ– নিজের পয়সা খরচ করে যে, অন্যের দেওয়ানিগিরি করে বেড়ায়।

২১২. এক হাতোত, তালি বাজে না।
অর্থ- কোনো দ্বন্দ্ব একপক্ষ দ্বারা সংঘটিত হয় না।

২১৩. খুঁটির জোরত ভেড়া নাচে।
অর্থ– পিছনে শক্ত বা ক্ষমতাবান কেউ থাকলে, অনেকেই গায়ের জোর দেখায়।

২১৪. পেটত খাইলে, পিটত সয়।
অর্থ– উপযুক্ত সম্মানী পেলে, কষ্টময় কাজও মানুষ করতে পারে।

২১৫. সুখত থাকলে, ভুতে কিলায়।
অর্থ– বেশি সুখ, অনেক সময় মানুষের সহ্য হয় না। নিজেই দুঃখ ডেকে আনে।

তথ্যদাতা : আমেনা বেগম, বয়স : ৬২, মা : আসরাফী বেগম, বাবা : আশরাফ আলী, পড়ালেখা : নাই, ডাক : ভড়ুয়া হাট, গ্রাম : পর্ব চান ঘাট, উপজেলা : কাউনিয়া, রংপুর।

২১৬. যাক মুই দেখো নাই, তায় বড় সন্দুরি
যার আন্দন খাও নাই, তায় বড় আন্দুনি।
অর্থ– যাকে দেখতে পাওয়া যায় না, তাকে অন্যের সাথে তুলনা করাও সম্ভব হয় না ।

২১৭. বিষ নাই তার ফোস ফোস।
অর্থ- যোগ্যতার চেয়ে যে বেশি দেখায় , তার সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলা হয়।

২১৮. যাআঁই সয়, তাআঁই রয়।
অর্থ– যার সহ্য ক্ষমতা যত বেশি, সেই বেশি টিকে থাকে।

২১৯. ঠেলাত পড়লে বাঘেও ধান খায়।
অর্থ–যত ক্ষমতাবান মানুষই হোক না কেন, বিপদে পড়লে অনেক কিছু করতে বাধ্য হয়।

২২০. গাছত কাঁঠাল, গোঁফত তেল।
অর্থ–কাজ না করেই, ফল প্রাপ্তির প্রত্যাশা।

২২১. আদার ব্যাপারী তার ফির জাহাজের খবর।
অর্থ– ছোটো মানুষের বড় খোঁজ নেয়া।

তথ্যদাতা : মমেনা, স্বামী : ওছিমুদ্দী, বাবা : এসহাক, মা : টুল্লিবেওয়া, পেশা : গৃহিনী, বয়স : ৭০, শিক্ষা : সাক্ষরজ্ঞান, গ্রাম : বিদ্যাপাড়া, ডাক : হারাগাছ, উপজেলাঃ কাউনিয়া।

www.pathagar.com

লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার

রংপুর অঞ্চলে কিছু কাজ বা কিছু কথা সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচলিত আছে যার কোনো যৌক্তিক ব্যাখ্যা বা বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। তবুও এগুলো যুগ যুগ ধরে চলে আসছে। কেউই এর ব্যাখ্যা করেও নি আবার কেউই চায়ও নি। কিন্তু মনে-প্রাণে আজও অনেকেই এগুলো বিশ্বাস করে।

রংপুর সদর উপজেলার লোকবিশ্বাস ও সংস্কার

১. কোনো লোক কোথাও যাওয়ার উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হয়ে কিছুদুর যাওয়ার পর যদি কেউ পিছন থেকে ডাক দেয়, কোনো কিছুতে বাঁধাপ্রাপ্ত হয় বা কোনো কালো রঙের বিড়াল বা কুকুর সামনে দিয়ে যায়, তাহলে সে আর অগ্রসর হবে না। কারণ ডাক বা বাঁধা উপেক্ষা করে কাজে গেলে কাঙ্ক্ষিত কাজ হবে না বা বিপদ হবে। এছাড়াও কোথাও যাত্রার সময় শূন্য কলস দেখলে অমঙ্গল হয় বলে ধারণা করা হয়।

২. সন্ধ্যার পর কোনো দোকান থেকে চুন বা সুঁচ বিক্রি করে না, কারণ এগুলো বিক্রি করলে দোকানের বা দোকান মালিকের অমঙ্গল বা ক্ষতি হয়।

৩. সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার ১৪ থেকে ২১ দিনের মাথায় চুল চেঁছে দিবার রেওয়াজ আছে। নবজাতকের প্রথম চুল চেঁছে দেয়াকে 'পাষ্টি' বলা হয়। চুল চাঁছার সময় জাতকের এক হাতে চাল অন্য হাতে মাছ গুঁজে দেওয়া হয় যাতে ঐ নবজাতকের মাছ-ভাতের যেন কোনো দিন অভাব না হয়। বর্তমানে চাল মাছের পরিবর্তে এক হাতে কলম ও অন্য হাতে টাকা দেয়া হয়। এর অর্থ নবজাতক যেন লেখাপড়া শিখে অনেক টাকার মালিক হতে পারে।

৪. চিরুনি দিয়ে মাথা আচড়াবার সময় হঠাৎ করে যদি চিরুনি হাত থেকে পড়ে যায়, তবে সবাই বলে যে বাড়িতে আজ মেহমান আসবে।

৫. স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা প্রথম পরীক্ষার দিন ডিম বা আলু খায় না। এগুলো খেলে পরীক্ষায় খাতায় নাকি গোল্লা পাওয়া যাবে অর্থাৎ কোনো নাম্বার পাওয়া যাবে না। পরীক্ষার প্রথমদিন কচু পাতার ভর্তা খেয়ে যাবার রেওয়াজ আছে। এতে বেশি নাম্বার পাওয়া যাবে বলে মনে করা হয়।

৬. ঘরের উপরে বা দরজার আশপাশে যদি কাক ডাকে তাকে অমঙ্গল মনে করা হয়, মনে করা হয় নিশ্চয় কোন মৃত্যু খবর আসবে। ঘরে বা ঘরের আশপাশে যদি কোনো বিড়াল বা কুকুর দীর্ঘ স্বরে ডাকে (কান্না করলে) ঐ বাড়ির লোকের অমঙ্গল হয় বা হবে বলে ধারণা করা হয়। ঘরের চালে শকুন বসাও বিপদ আসার পূর্ব সংকেত হিসেবে ধারণা করা হয়।

www.pathagar.com

৭. কোনোকিছু আহার করার সময় যদি কেউ বিষম খায় বা জিহ্বায় কামড় দেয় তাহলে মনে করা হয় যে, কেউ তাকে স্মরণ করছে। বিতর্কিত কোনো বিষয় নিয়ে দু'চার জনের মধ্যে কথা কাটাকাটি হওয়ার সময় যদি টিকটিকি আওয়াজ দেয় তাহলে যার কথা বলার সময় এই আওয়াজ হয় তাঁর কথাই সঠিক বলে উক্ত ব্যক্তি দাবি করে।

গংগাচড়া উপজেলার লোকবিশ্বাস ও সংস্কার

১. এ অঞ্চলের মানুষের বিবাহ থেকে শুরু করে সাংসারিক জীবনেও অনেক প্রথার প্রচলন আছে। এই প্রথাগুলোর মধ্যে অনেক কুসংস্কারও বিদ্যমান। যেমন কোনো মেয়ে প্রথম গর্ভবতী হলে তাকে "সাধ" খাওয়ানো প্রথা এখনও উত্তরাঞ্চলে প্রচলিত আছে। গর্ভবতী মেয়ে সাত মাসে পদার্পণ করলে তাকে মা-চাচিরা তার প্রিয় খাবার বিশেষ করে শাক-সবজি, পোলাও কোর্মা, মাছ মাংস রান্না করে নিজ হাতে খাওয়ায়। এতে গর্ভের সন্তান নাকি খুব স্বাস্থ্যবান হয়। যদি সাধ খাওয়ানো না হয় তবে অনাগত সন্তানের মুখ দিয়ে সর্বদা লালা পড়তে থাকবে। যদি দৈব কারণে কোনো ছেলে মেয়ের মুখ থেকে লালা পড়তে দেখা গেলে এখনও অনেকে ঠাট্টার ছলে বলে- এই বাচ্চার নানা-নানিরা মাকে সাধ খাওয়ায় নাই সেজন্য এখনো লালা পড়ে। এই কুসংস্কার কে রদ করার জন্য এই অঞ্চলের মানুষেরা বিশেষ করে প্রাচীন লোকেরা সন্তানের মুখের লালা মলায় গেড়ু ঔষধি দিয়ে তৈরি করা বিশেষ খাদ্যদ্রব্য মেখে কুকুরকে খেতে দেয়। লালা মিশ্রিত মলা কুকুর খেলে তাদের বিশ্বাস সন্তানের মুখ থেকে লালা পড়া বন্ধ হয়ে যাবে।

২. এই অঞ্চলে অনেক লোকবিশ্বাস ও কুসংস্কার আছে। তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে ঘরের চৌকাঠে বসলে বাড়িতে মামলা মোকদ্দমা লেগেই থাকবে।

বাড়ি থেকে বাহিরে বের হওয়ার সময় গেটে ফকির আসলে বের হওয়া যাবে না, কারণ ভাল কাজ হবে না। তাই ফকিরকে বিদায় দিয়ে বের হতে হবে।

৩. মাথা চিরুনি দিয়ে আচড়াবার সময় হঠাৎ যদি চিরুনি হাত থেকে পড়ে যায়, তবে সবাই ধারণা করে আজ বাড়িতে মেহমান আসবে।

৪. এছাড়াও হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের শ্যামা বা কালী পূজা যে রাতে হয় তাকে এই অঞ্চলের মানুষ "বড় অমাবস্যার রাত" বলে আখ্যায়িত করে। এই রাত বেশ অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকে। এই রাতকে নিয়ে অনেক বিশ্বাস ও কুসংস্কার আছে। যেমন- এই রাতে চোর চুরি না করলে সারা বছর তারা চুরি করতে পারবে না বলে তাদের বিশ্বাস। এই অমাবস্যার রাতে গৃহস্থরা বাড়ির যাবতীয় জিনিস ঘরের ভিতর রেখে, বাড়ির দরজায় বা আঙ্গিনার মাঝখানে ঘর ঝাড়া ঝাড়ু এবং ছেড়া জুতা লটকে রাখে। এগুলো দেখলে চোরের সাইত নষ্ট হবে। সে আর চুরি করার চেষ্টা করবে না। শুধু তাই নয় অনেকের ধারণা এই রাতে আম-কাঁঠালের গাছ খড় দিয়ে বেঁধে দিলে ফল ভাল হয়। তাই অনেকে এই কালী পূজা রাতকে বিশ্বাস ও কুসংস্কারের দিক থেকে অনেক গুরুত্ব দিয়ে থাকে।

www.pathagar.com

তারাগঞ্জ উপজেলার লোকবিশ্বাস ও সংস্কার

১. ভর দুপুর বা রাতে গর্ভবতী মহিলার বাড়ির বাইরে যাওয়া নিষেধ। পাঁচ মাসের পর গোবর লেপন কাজে নিষেধ। এতে বাচ্চার শ্বাসকষ্ট হয়। গর্ভিনীর রঙচঙে শাড়ি না পরাই ভালো। তাতে অপদেবতার দোষ হতে পারে। নবজাতকের প্রতি যাতে নজর না লাগে এজন্য ডান হাতে ধাতু নির্মিত বালা পরিয়ে দেয়ার নিয়ম।

২. রাতের বেলায় সাপের নাম নিতে মানা। সাপের প্রসঙ্গে 'পোকা' শব্দটি উচ্চারণ করা হয়। চোরের হাত লাগলে গাছে আর ভালো ফল আসে না। দরজার সিঁড়ি বা চৌকাঠে বসলে গৃহস্থের অকল্যাণ হয় এবং ঋণগ্রস্থ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

৩. বিয়ে বাড়িতে গিয়ে ছোটো খাটো সৌখিন জিনিস চুরি করে আনার সংস্কার আছে। সাধারণত কনের বাড়িতে এসে এ কাজটি করা হয়। কোনো কিছু খাওয়া বা পান করার সময় হেঁচকি অর্থাৎ বিষম খাওয়ার কারণ হিসেবে আত্মীয় স্বজনের মুখে কেউ উক্ত ব্যক্তির নাম উচ্চারণ বোঝানো হয়।

৪. রাজবংশী সমাজে প্রচলিত আছে, কোনো বাড়িতে পেঁচা ডাকলে শীঘ্র অমঙ্গল ঘটে। আবার যদি তা শোনার পর ঐ বাড়ির মেয়েরা চুলার আগুনে লোহার দণ্ড আগুনে পুড়ে নেয় তাহলে সেই আসন্ন অমঙ্গল আশঙ্কা দূরীভূত হয়। রাতের বেলায় আয়না দেখা অমঙ্গলের সূচনা করে এবং ভাঙ্গা আয়নায় মুখ দেখা নিষেধ।

৫. রাতের বেলা গাছের পাতা ছেঁড়া নিষেধ। যাত্রাপথের সূচনায় পিছুডাক অশুভ কিন্তু মা ছেলেকে পিছন হতে ডাকলে শুভ সূচনা হয় বলে বিশ্বাস প্রচলিত।

৬. পূর্ণিমা ও অমাবস্যায় হালচাষ করলে গৃহস্থের গরুর নানা অসুখ হয়। রাতের বেলা সাপের প্রসঙ্গ এলে 'সাপ' শব্দের পরিবর্তে 'দড়ি' উচ্চারণ করা হয়।

৭. আতুড় ঘরে শিশুর জিহ্বায় 'ফাকাপড়া' বা সাদা দাগ দেখা দিলে মধু জিহ্বায় মেখে দিতে হয়। জোনাকি পোকা কলার ভিতরে পুরে খেলে রাতকানা রোগী ভাল হয়ে যায়।

৮. গর্ভবতী বা প্রসূতি বাড়ির বাইরে কোথাও গেলে সঙ্গে একটা লৌহদণ্ড, কাটারি জাতীয় কিছু নিয়ে গেলে অশুভ শাক্তি অকার্যকর হয়ে পড়ে।

৯. গৃহস্থের ঘরে চাল না থাকা বা কম হওয়াকে সরাসরি বলা অশুভ বিধায় 'বাড়ন্ত' হওয়া বলতে হয়।

১০. গায়ে আঁচিল হলে মামা সম্পর্কের ব্যক্তির হাতে গামছা দিয়ে গা মুছে নিলে আঁচিল সেরে যায়।

বদরগঞ্জ উপজেলার লোকবিশ্বাস ও সংস্কার

১. পাঁচ মাসের পর থেকে গর্ভবতী মহিলার কালী পূজা দেখা নিষেধ। পূজা দেখলে সন্তানের জিভ বের করা বা লোল পড়া অভ্যাস হতে পারে।

২. গর্ভিনীর বেশি ঝাল খাওয়া নিষেধ। তাহলে বাচ্চা বদরাগী হয়।

www.pathagar.com

৩. অফুলা তেঁতুল গাছের কাঁচা শিকড় প্রসূতির চুলে বেঁধে গন্ধ শুকালে সহজে প্রসব হয়।

৪. হলুদ ধার দিতে নেই, তাহলে বিধবা হওয়ার ভয় থাকে।

৫. পিছু ডাকে যাত্রার সফলতা আসে না। তবে মা যদি পিছন থেকে ডাকে তাহলে কাজে সুফল আসে বলে ধারণা করা হয়।

৬. শুভকাজে যাওয়ার পথে নাপিতের দেখা হলে সফলতা আসে না।

৭. ভাঙ্গা আয়নার মুখ দেখা অমঙ্গল সূচনা করে।

৮. কুকুরের আর্তচিৎকার গৃহস্থের অকল্যাণের ইঙ্গিত দান করে।

৯. শয়নে ভোজনে হাঁচি হলে শুভ কোনো ইঙ্গিত বহন করে।

তথ্যদাতা: গীতা রানী রায়, বয়স- ৪১, শিক্ষা- ২য় শ্রেণি, পেশা- গৃহিনী, স্বামী- লাল চান, গ্রাম- কোচপাড়া, পোস্ট- ট্যাক্সেরহাট।

১০. রাতের বেলায় মাথায় চিরুনি দেয়া হলে আয়ু কমে যেতে পারে বলে বিশ্বাস করা হয়।

১১. স্ত্রী লোকেরা হাটবাজারগামী স্বামীকে চুন কিংবা হলুদ আনার কথা বলতে গিয়ে সরাসরি 'চুন' কিংবা 'হলুদ' শব্দ উচ্চারণ অশুভ বলে মনে করেন। এজন্য কৌশলে তারা পানে খাওয়া দই এবং তরকারির রং আনতে বলেন।

১২. স্ত্রী স্বামীর নাম নিতে অনীহা প্রকাশ করে।

১৩. বুকের মাঝখানে লোমশ তিলধারী ব্যক্তি বিদ্বান ও কবিত্ব শক্তির অধিকারী হয়।

১৪. গৃহস্থ বাড়ি বা ব্যবসার কাজে ব্যবহৃত দাঁড়িপাল্লা, বাটখারা, কুলা, চালুনি ইত্যাদি দ্রব্যে পা লাগলে তা নানা অমঙ্গলের সূচনা করবে। এজন্য পা লাগলে সেই দ্রব্য ছুঁয়ে সালাম করতে দেখা যায়।

১৫. ভাগ্নে এবং ভাগ্নিকে বংশের মধ্যে বিশেষ উচ্চতা দেয়া হয় এবং ঐ দুই সম্পর্ক স্থানীয়দের মারধর করলে আঘাতকারী মামা হাতকাঁপা রোগে আক্রান্ত হয়।

১৬. মায়ের স্তন চুলকানোতে নবজাতকের অসুখ হবে বলে বিশ্বাস আছে।

১৭. রাতের বেলা নখকাটা নিষেধ।

১৮. গালে বা মাথায় হাত দিয়ে বসাকে দুর্ভাগ্যের চিহ্ন বলে ধরে নেয়া হয়।

১৯. ভোজনের সময় কেউ নজর দিলে ভোজনকারীর পেটে পীড়া হতে পারে। প্রতিকার হিসাবে এরকম হওয়া মাত্র সেই থালার নিচে চোখ বুলিয়ে নিতে হয়। তাহলে সেই নজর লাগানো কেটে যাবে।

২০. ঘাড়ে বেদনা হলে বালিশ রোদে শুকিয়ে নিতে হয়।

তথ্যদাতা : সনেকা রানী, বয়স- ৪৩, শিক্ষা- নাই, পেশা- গৃহিনী, স্বামী- গদাধর, গ্রাম- কোচপাড়া, পোস্ট- ট্যাক্সেরহাট।

www.pathagar.com

কাউনিয়া উপজেলার লোকবিশ্বাস ও সংস্কার

১. ঘরের চালে আকাশের দিকে মুখ করে কাঠি দিয়ে পাকা মরিচ রাখলে রোদ হয়।

২. কেউ কথা বলার সময়, ঘরের কোণে টিকটিকি, টিক টিক করে উঠলে কথাটি সত্যি বলে ধারণা করা হয়।

৩. যাত্রাপথে বাম দিক থেকে শিয়াল গেলে, যাত্রা অশুভ বলে মনে করা হয়।

৪. সকালে অপবিত্র শরীরে রান্না ঘরে প্রবেশ করলে, পরিবারের সদস্যদের অকল্যাণ হবে।

৫. অপবিত্র শরীরে গোয়াল ঘরে প্রবেশ নিষেধ।

৬. বাড়িতে ফকির এলে খালি হাতে ফিরিয়ে দিলে পরিবারের অকল্যাণ হয়।

৭. যাত্রাপথে মুর্দা দেখলে যাত্রা শুভ বলে মনে করা হয়।

৮. জোড়াকলা মেয়েরা খেলে জোড়া সন্তান হতে পারে এজন্য মেয়েদের জোড়া লাগানো কলা খাওয়া নিষেধ।

৯. মাথা আঁচড়িয়ে যেখানে সেখানে মাথার চুল ফেলা ভাল নয়।

১০. ঘর ঝাড়ু দিয়ে ঘরের ময়লা দরজার সামনে রাখা ভাল নয়।

১১. রাতে ঘরের ময়লা বাইরে ফেলা নিষেধ।

১২. অবিবাহিত মেয়েদের বিয়ের হলুদ স্পর্শ করলে তার বিয়ে বিলম্বিত হবে বলে মনে করা হয়।

১৩. সকালে বন্ধ্যা নারীর মুখ দেখলে, সেদিনটি খারাপ যাবে বলে ধারণা করা হয়। একই ধারণা বিধবা নারী দেখলেও।

১৪. গর্ভবতী নারীর মাছকাটা কিংবা কোনো প্রাণী জবাই করা নিষেধ। কাটলে ঠোঁটকাটা বা কানকাটা সন্তান হতে পারে বলে ধারণা করা হয়।

১৫. তেলপিঠা বানানোর সময় ঝগড়াটে বা খারাপ স্বভাবের নারী থাকলে তেলপিঠা ফুলে না বা হয় না।

১৬. বাম চোখের পাতা বা ভ্রু নাচানাচি করলে দুঃসংবাদ আসবে বলে মনে করা হয়।

১৭. ডান চোখের পাতা বা ভ্রু কেঁপে উঠলে সুংবাদ আসবে বলে বিশ্বাস।

১৮. ফাঁসি দেয়া দড়ি, হাঁপানি রোগির হাতে বেঁধে দিলে বা তাবিজ বানিয়ে গলায় ঝুলিয়ে দিলে রোগ ভাল হয়।

১৯. চোখে সুরমা ব্যবহার করলে চোখের দৃষ্টি স্বচ্ছ থাকে বলে বিশ্বাস।

২০. প্রসাব পায়খানা করার পর পানি খেলে অম্লরোগ হয় না বলে বিশ্বাস।

২১. যাত্রাকালে গরু হাঁচি দিলে, যাত্রা অশুভ মনে করা হয়।

২২. যাত্রাকালে মানুষ হাঁচি দিলে, একটু বিরতি দিয়ে বেরুতে হয়। তা না হলে অমঙ্গল হতে পারে।

২৩. সাঁঝের সময় মেয়েরা মাথার খোলা চুল নিয়ে বেড়ালে, ভুত প্রেতের কুনজরে পড়তে পারে বলে বিশ্বাস।

www.pathagar.com

২৪. বিছানায় গামছা রাখলে অসুখ বাড়ে বলে বিশ্বাস।
২৫. ঘরের দরজায় কখনো কাপড় শুকোতে দেয়া বা রাখা পরিবারের জন্য অকল্যাণ বয়ে আনা।
২৬. ঘরের চৌকাঠের উপর বসতে হয় না, বসলে ঋণগ্রস্থ হওয়ার সম্ভবনা থাকে।
২৭. দক্ষিণমুখী হয়ে চাল ঝাড়া নিষেধ।
২৮. রাতে এঁটো পানি বাইরে ফেলা নিষেধ। ফেললে অকল্যাণ হয়।
২৯. বসতবাড়ি পূর্ব দক্ষিণমুখী হওয়া স্বাস্থ্যের জন্য ভাল।
৩০. পান খেয়ে যেখানে সেখানে চুন মোছা ভাল নয়।
৩১. ঘরের বেড়া ভেঙে কাঠি নিয়ে দাঁত খিলাল করা ভাল নয়।
৩২. বাইরে বেরুবার সময় পিছন থেকে মা ছাড়া অন্য কেউ ডাকলে, শোনা নিষেধ।
৩৩. স্ত্রীর চুলের গোছা ধরে নির্যাতন করলে অকল্যাণ হয়।
৩৪. খেতে বসে কথা বলা নিষেধ।
৩৫. কাঁচা চাল খেলে অকল্যাণ হয়।
৩৬. সরাসরি রোদে গামছা শুকোলে স্বাস্থ্য নষ্ট হয়।
৩৭. সাবান দিয়ে কাপড় কেচে, কাপড় কাচা পানি পায়ে দিলে, স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর।
৩৮. রবিবারে বাঁশের জন্ম তাই এই দিনে বাঁশ কাটলে বাঁশ নির্বংশ হয় বলে বিশ্বাস।
৩৯. নববধূকে ঘরে তোলার সময় বাড়ির মুরব্বী বা বয়োজেষ্ঠ্য ব্যক্তি একটাকা দিয়ে বর কনেকে আর্শিবাদ করে বরণ করে নেয়। এতে বরকনের অভাব থাকবে না বলে বিশ্বাস।
৪০. প্রসাব পায়খানা করার সময় মাথায় কাপড় দেয়া স্বাস্থ্যের জন্য ভাল।
৪১. ভাত রান্নার পর, হাঁড়ির প্রথম ভাত পরিবারের মুরুব্বী বা বৃদ্ধ লোককে আগে খেতে দেয়া হয়। অন্যরা খেলে ভাতের বরকত কমে যায় বলে বিশ্বাস।
৪২. অবিবাহিত ছেলে মেয়েদের পোড়া ভাত খাওয়া বারণ। খেলে বিয়ের দিন বৃষ্টি হয় বলে ধারণা।

পীরগাছা উপজেলার লোকবিশ্বাস ও সংস্কার

১. কুকুর বিড়াল বাড়িতে পানি চেটে খেলে, বাড়িতে আত্মীয় আসে।
২. চিরুনি দিয়ে মাথা আঁচড়ানোর সময়, চিরুনি পড়ে গেলে আত্মীয় আসে।
৩. কুটুম পাখি বাড়ির ঈষাণ কোণে ডাকলে আত্মীয় আসার সম্ভবনা থাকে।
৪. কালো বিড়াল বাড়িতে আনাগোনা করলে বাড়ির অমঙ্গল হয়।
৫. বাড়িতে পেঁচা ডাকলে অমঙ্গল হয়।
৬. বাড়িতে ভেড়া পুষলে সেই বাড়িতে বসন্ত রোগ হয় না।
৭. ভাঙা আয়নায় মুখ দেখলে, আয়ু কমে যায়।

www.pathagar.com

৮. ডাইনে শিয়াল বামে কাল দেখলে মঙ্গল হয়।

৯. আলাপকালে টিকটিকি ডাকলে মঙ্গল হয়।

১০. মাথার উপরে ডাক পাখি কাহা কাহা ডাকলে, শত্রু হয়।

১১. সোম, শনি পূর্বে বাধা (শুভ কাজের জন্য)

১২. গোধনের কাশী হলে, বাড়িতে অশান্তি হয়।

১৩. কুনু ব্যাঙ রাত্রে ঘরে ডাকলে অমঙ্গল হয়।

১৪. খেতের মধ্যে কাকতাড়ুয়া দিলে মানুষের কুনজর কাটা যায়।

১৫. জাংলায় ঝাড়ু বা ছেঁড়া জুতা বেঁধে দিলে মানুষের কুনজর থেকে ফসল রক্ষা পায়।

১৬. বাড়িতে তামা বা কাসার জিনিসপত্র থাকলে, সে বাড়িতে বিজলি পড়ে না।

১৭. কুকুর শিয়াল মায়ার ডাক ডাকলে বাড়িতে বিপদ আসার লক্ষণ বলে মনে করা হয়।

১৮. উষা ও নিশা পান খেলে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হওয়া যায় বলে বিশ্বাস করা হয়।

১৯. কখনো জিহবার ডান দিকে কামড় পড়লে নিজ আত্মীয় নাম করেছে এবং বাম দিকে কামড় পড়লে বাড়ির অমঙ্গল হয় বলে মনে করা হয় ।

২০. কোথাও যাত্রাকালে হোঁচট খেলে সে যাত্রা শুভ নয় বলে ধরা হয়।

২১. ডান হাতের তালু চুলকালে অর্থ লাভের সম্ভবনা আছে এবং বাম হাতের তালু চুলকালে অর্থ ব্যয় হয় বলে মনে করা হয়।

২২. কাঞ্জির জল গায়ে বিজলি পড়া মানুষকে খাওয়ালে ভাল হয়।

২৩. ভিজা কাপড়ে গোয়াল ঘরে ঢোকা নিষেধ। ঢুকলে অমঙ্গল হয়।

২৪. শীত-গ্রীষ্ম যে কোনো সময় হোক না কেন, রান্না ঘরে জুতা পায়ে ঢোকা নিষেধ। ঢুকলে অমঙ্গল হয় এমন বিশ্বাস প্রচলিত।

২৫. লক্ষ্মী পূজার দিনে, কারপাস তুলা ঘিয়ে ভিজিয়ে আলাদা আলাদা পাট খড়ির মাথায় দিয়ে প্রত্যেক জমির নাম করে একত্রে একটি জমিতে আগুন লাগিয়ে গেড়ে দিয়ে আসা হয়। এতে জমির উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধি পাবে বলে বিশ্বাস।

২৬. শনি, মঙ্গলবার কাউকে কোনোকিছু ধার দিলে অমঙ্গল হয়।

২৭. তিল তত্ত্ব : ললাটের দক্ষিণ দিকে নাকের উপরে তিল থাকলে দৈবধন ও খ্যাতি লাভের সম্ভবনা রয়েছে। চোখের নিচে তিল থাকলে অধ্যবসায়ী হওয়ার লক্ষণ। গলায় তিল থাকলে সে ব্যক্তি ধনবান হবে না বলে বিশ্বাস। ঠোঁটের নিচে ও উপরে তিল থাকলে বিলাসী বা প্রেমিক হওয়ার চিহ্ন বলে মনে করা হয়। দক্ষিণ পাঁজরে তিল থাকলে বুদ্ধিহীন এবং পেটে তিল থাকলে পেটুক স্বভাবের হবে বলে বিশ্বাস। বুকের ডানদিকে তিল থাকলে নির্মম ব্যক্তি হওয়ার লক্ষণ বলে মনে করা হয়। ডান হাতে তিল ধৈর্যশীল ব্যক্তির পরিচয় বহন করে। কণ্ঠের কাছে তিল থাকলে ধৈর্যশীল, বিশ্বস্ত ও বিনম্র হওয়ার চিহ্ন এবং ঐ ব্যক্তি বৈবাহিক সূত্রে ধন প্রাপ্তির সম্ভবনা থাকে। বুকে তিল থাকলে সুস্থদেহের অধিকারী ও ভাগ্য পরিবর্তনের সম্ভবনা রয়েছে বলে মনে করা হয়। ললাটের

www.pathagar.com

বামে বা চুলের কাছে তিল থাকলে দুঃখী হওয়া ও অসৎচরিত্রের অধিকারী হবে বলে বিশ্বাস। নাকের দক্ষিণ দিকে, চোখের দিকে তিল থাকলে দীর্ঘজীবী ও ধনবান হওয়ার লক্ষণ। নাকের বাম দিকের তিল নিধসী বা অপব্যয়ী হবে বলে বিশ্বাস। বুকের মাঝখানে তিলধারী ব্যক্তি বিশ্বাসী ও জ্ঞানী হওয়ার চিহ্ন। ডান পায়ে তিল জ্ঞানের পরিচায়ক। কানের মধ্যে তিল ভাগ্য ও যশের চিহ্ন। পিঠে তিল থাকলে আকস্মিক বিপদের সম্ভবনা রয়েছে বলে মনে করা হয়।

তথ্য সহায়ক

১. মমেনা, স্বামী : ওছিমুদ্দী, বাবা : এসহাক, মা : টুল্লিবেওয়া, পেশা : গৃহিনী, বয়স : ৭০, শিক্ষা : সাক্ষরজ্ঞান, গ্রাম : বিদ্যাপাড়া, ডাক : হারাগাছ, উপজেলা : কাউনিয়া।

২. মোঃ মোখলেচার শেখ, বয়সঃ ৫৫, শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ ৫ম শ্রেণী, পেশাঃ কৃষি, গ্রামঃ নিঝাল, পোঃ রাণীপুকুর, ইউনিয়নঃ ৭নং লতিবপুর, মিঠাপুকুর

৩. মোঃ জহির উদ্দিন, পিতা- মৃত শরীফ উদ্দিন, বয়সঃ ৮০ বছর, পেশাঃ কৃষি, শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ স্বাক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন, গ্রামঃ নিঝাল, পোঃ রাণীপুকুর, মিঠাপুকুর, রংপুর।

৪. মোঃ আশিকুজ্জামান, পিতা মোঃ আতিয়ার রহমান, বয়সঃ ২৬, শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ কামিল, গ্রামঃ খামার মামুদপুর
পোঃ রাণীপুকুর, মিঠাপুকুর

৫. মোঃ আবু তালেব, পিতা- আজিম উদ্দিন, বয়সঃ ৫৩, শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ মেট্রিক, পেশাঃ কৃষি, গ্রামঃ নিঝাল, ইউনিটঃ লতিবপুর, পোঃ রাণীপুকুর, উপজেলাঃ মিঠাপুকুর

৬. মোঃ আনোয়ারুল হোসেন, পিতা- মৃতঃ বাহার উদ্দিন, বয়সঃ ৩৯, শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ এস.এস.সি, গ্রামঃ জারুল্লাবাদ, পোঃ রাণীপুকুর, মিঠাপুকুর

৭. আমেনা বেগম, স্বামী : আলহাজ আলীম উদদীন, মা : আসরাফী বেগম, বাবা : আশরাফ আলীম বয়স : ৬২, পড়ালেখা : নাই, ডাক : বড়ুয়ার হাট, গ্রাম : পূর্ব চান ঘাট, উপজেলা : কাউনিয়া, রংপুর।

৮. আরতি রানী, স্বামীঃ সুশীল চন্দ্র, বাবা : ভূপেন্দ্রনাথ, মা : রুনুবালা,বয়স : ৫০, পড়ালেখা : প্রাথমিক, পেশা : গৃহিনী, ডাক : পীরগাছা, গ্রাম : আরাজি গোপাল, উপজেলা : পীরগাছা, রংপুর।

৯. জীবন চন্দ্র রায়, বয়স : ৩০, শিক্ষা : ৫ম শ্রেণি, পেশা : ব্যবসা, পিতা : সুনিল চন্দ্র রায়, গ্রাম– বানিয়াপাড়া, পোস্ট– ডাংগীরহাট।

১০. লাভলী রানী সরকার, বয়স : ৩২, শিক্ষা : ৮ম শ্রেণি, পেশা : গৃহিনী, স্বামী– : স্বপন চন্দ্র সরকার, গ্রাম : রহিমপুর, পোস্ট : বুড়িরহাট।

১১. আল্পনা সরকার, বয়স : ৪৫, শিক্ষা : ৫ম শ্রেণি, পেশা : গৃহিনী, স্বামী : দীননাথ সরকার, গ্রাম : রহিমপুর, পোস্ট : বুড়িরহাট।

১২. ডাঃ হরিপদ রায়, বয়স : ২৮, শিক্ষা : বি.এ. পিতা : বগরাকান্ত রায়, গ্রাম : শ্যামগঞ্জ, পোস্ট : শ্যামগঞ্জ।

১৩. শিবনাথ বর্মন, বাবা : রমা নাথ বর্মন, মা : রত্নেশ্বরী, শিক্ষা : অষ্টম শ্রেণি, পেশা চাকুরি, বয়স : ৫৫, গ্রাম : বড় হাজরা নন্দী গঞ্জ, উপজেলা : পীরগাছা।

www.pathagar.com

লোকপ্রযুক্তি

আধুনিক কলকারখানা দ্বারা প্রস্তুত নয় এবং অশিক্ষিত, অল্পশিক্ষিত মানুষের বুদ্ধিজাত কৌশল দ্বারা বিভিন্ন প্রযুক্তিগত উপকরণ প্রস্তুত হয়। তাকেই লোকপ্রযুক্তি বলা হয়। বাঙালির লোকজীবন কৃষিনির্ভর। এ অঞ্চলের মানুষ লোকপ্রযুক্তির মাধ্যমে কৃষিতে বাম্পার ফলনের মাধ্যমে নিজস্ব জীবনকে সাবলম্বী করছে। যে কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হলে কৃষিপণ্যের প্রয়োজন। ব্যবসার মূল কৃষিজাত পণ্য। বাংলার পলিমিশ্রিত উর্বর মাটিতে প্রায় সব ফসলই উৎপন্ন হয়। বিভিন্ন উপজেলার লোকপ্রযুক্তির বর্ণনা দেয়া হলো :

রংপুর সদর অঞ্চলের লোকপ্রযুক্তির মধ্যে উল্লেখযোগ্য কোদাল, কাস্তে, নিড়ানি যন্ত্র, মই, লাঙ্গল, জোয়াল প্রভৃতি। কৃষিজ উৎপাদিত পণ্য লোকপ্রযুক্তির মাধ্যমে মানুষের খাবার উপযোগী করে তোলে।

গংগাচড়া উপজেলা কৃষি প্রধান এলাকা। তিস্তা ও ঘাঘট নদীর অববাহিকার পলি মাটিতে গড়ে উঠা এই এলাকার মাটি। তাই শতকরা ৮০জন মানুষ কৃষির উপর নির্ভরশীল। এই কৃষকরা লোক প্রযুক্তির মাধ্যমে কৃষিখাতকে গতিশীল করেছে। কৃষি লোকপ্রযুক্তির মধ্যে অন্যতম হচ্ছে লাঙ্গল, কোদাল, পাসুন, পা-চালিত পানির পাম্প, জমি নিড়ানি যন্ত্র ইত্যাদি।

প্রবহমান জনজীবনের শ্রমে ও সংগ্রামে নানা ধরনের লৌকিক প্রযুক্তির প্রয়োগ দেখা যায়। তারাগঞ্জ উপজেলায় কৃষি কাজ, মাছ ধরা, নৌকা নির্মাণ, কুমারের চাক, চুন উৎপাদনের সাথে প্রযুক্তি ভাবনার যোগ ও উৎকর্ষ চোখে পড়ে।

রংপুর জেলার অন্যান্য স্থানের মতো বদরগঞ্জ উপজেলার অধিবাসীদের মধ্যে প্রযুক্তি ভাবনার নানা বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। গ্রাম ও নগর উভয়ক্ষেত্রেই দেখা যায় কৃষিবিদ্যা, লোকাচার, গৃহনির্মাণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে তাদের প্রশংসনীয় উদ্ভাবনী দক্ষতা রয়েছে।

কাউনিয়া উপজেলার কৃষকরা চাষাবাদে লাঙল, জোয়াল, মই, নিড়ানি, কাস্তে ইত্যাদি প্রাচীন আমলের প্রযুক্তি ব্যবহার করে আসছে। মাছ ধরতে জাল, কোচ, ডেঁরু, ডারকি, বরশি, পলাই, খলাই, হেঙ্গা, খোঁচা, টুর্কী ইত্যাদি ছাড়াও গরুর গাড়ি, মাথার ঝাঁপি, মাটির হাড়ি, কলস, সানকি, দা, বটি, মোড়া, মাদুর ইত্যাদি প্রাচীন আমলের প্রযুক্তিগত যন্ত্র বা কৌশল দ্বারা উৎপাদিত দ্রব্য প্রাত্যহিক জীবনে ব্যবহার করে আসছে।

পীরগাছা উপজেলার কৃষকরা চাষাবাদে লাঙল, জোয়াল, মই, নিড়ানি, কাস্তে ইত্যাদি প্রাচীন আমলের প্রযুক্তি ব্যবহার করে আসছে। মাছ ধরতে জাল, কোচ, ডেঁরু,

www.pathagar.com

ডারকি, বরশি, পলাই, খলাই, হেঙ্গা, খোঁচা, টুর্কী ইত্যাদি ছাড়াও গরুর গাড়ি, মাথার ঝাঁপি, মাটির হাঁড়ি, কলসি, ইত্যাদি প্রাচীন আমলের কৌশল এবং প্রযুক্তিগত যন্ত্র ও এর তৈরি দ্রব্য প্রাত্যহিক জীবনে ব্যবহার করে আসছে।

১. ঢেঁকি

এই লোকপ্রযুক্তির মাধ্যমে বাঙালির প্রধান উৎপাদিত শস্য ধানকে চালে পরিণত আবার চাল থেকে আটা তৈরি করা ছাড়াও বাঙালির অন্যান্য উৎপাদিত দ্রব্য ঢেঁকির সাহায্যে ছাতু বানানো হয়। ঢেঁকি তৈরি করতে আস্ত একটি গাছের গুড়ি প্রয়োজন হয়। কাঠের গুড়ির উচ্চতা ৭-৮ ফিট লম্বা হতে হবে। অগ্রভাগে ২-২$^{১}/_{২}$ ফুট পর্যন্ত গাইনের মধ্যে লোহার শামা বসাতে হয়। ঢেঁকির পিছনের দিকে বাঁশ দিয়ে কাথলার সাহায্যে দাঁড় করানো হয়। ঢেঁকির সম্মুখভাগে একটি গর্ত থাকে। সেই গর্তে উৎপাদিত দ্রব্য রাখতে হয়। এছাড়া গর্তের অভ্যন্তরে শক্ত কাঠের গুড়ি বসাতে হয় খোল করে। কাঠের গুড়ির অগ্রভাগ গাইন এবং মাটিতে পোতানো উরুন এর সাহায্যে চাল ও ছাতু তৈরি করা হয়।

নিম্নের চিত্রে সদর উপজেলার মোমিনপুর ইউনিয়নের যুগিপাড়া গ্রামে একজন দুঃস্থ মহিলা ঢেঁকির সাহায্যে চাল ও আটা তৈরি করছেন।

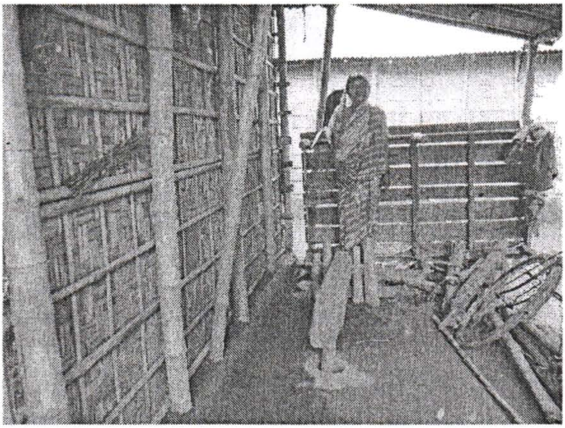

ঢেঁকি

২. ঘানি শিল্প

প্রযুক্তি নির্ভর এই দেশে এখনও লোকপ্রযুক্তির ব্যবহার আছে। কেননা মানুষের উৎপাদিত পণ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে সহজেই ব্যবহারযোগ্য করে তুলে। আবার প্রযুক্তি নির্ভর পণ্যকে সহজেই মানুষ ভেজাল পণ্যে রূপান্তরিত করতে পারে। তাই ভেজালমুক্ত তেল তৈরি করার জন্য রংপুর অঞ্চলের মানুষ ঘানি শিল্পের উপর নির্ভর ও বিশ্বাস রাখে। ঘানি শিল্পের প্রধান উপাদান হচ্ছে সরিষা। সরিষা কলের মাধ্যমেও তৈরি করা হয়। কিন্তু কলের মাধ্যমে উৎপাদিত সরিষার তেল সুস্বাদু ও মজাদার খাদ্য তৈরি করতে

www.pathagar.com

সহায়ক নয়। ঘানি শিল্পের তৈরিকৃত তেল মজাদার খাদ্য তৈরিতে বেশ ভূমিকা রাখে। ঘানি শিল্প লোকপ্রযুক্তির প্রাচীন ও সনাতন লোকশিল্প।

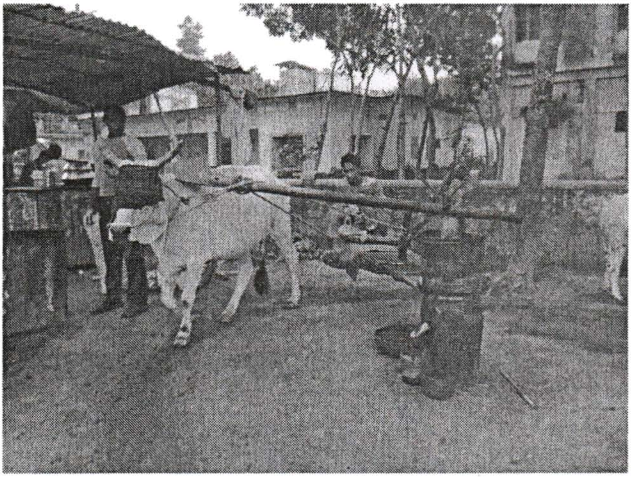

ঘানির মাধ্যমে তেল তৈরি করা হচ্ছে

৩. লাঙ্গল

গংগাচড়া উপজেলায় লাঙ্গল তৈরিতে পারদর্শী জনাব আশরাফ মাবুদ, পিতা- পাগলা মাবুদ, বয়স-৫৫, গ্রাম- কিশামত শেরপুর, পোস্ট- বেতগাড়ী, গংগাচড়া, সে জানায় লাঙ্গল তৈরি করতে হলে- বাঁকা কাঠের গুড়ি নির্দিষ্ট জায়গায় কেটে বাইশ (এক ধরনের যন্ত্র) দিয়ে ছিলাতে হয়। যখন লাঙ্গলের আকার ধারণ করে তখন লাঙ্গলের অগ্রভাগে লোহার ফাল বসাতে হয় এবং লাঙ্গলের মাঝখানে বড় বাঁশ অথবা কাঠের তৈরি জোংগাল বাধার 'ইশ' তৈরি করতে হয়। ইশের অগ্রভাগে তিনটি খাঁজ থাকে, যেখানে জোংগালের রশি বাঁধতে হয়। এছাড়াও বড় বাঁশের গোড়ার অংশ দিয়ে লাঙ্গলের মুটিয়া তৈরি করতে হয়। মুটিয়া ধরে কৃষকরা হাল চাষ করে। এই 'লাঙ্গল'ই উত্তরবঙ্গের লোকদের প্রযুক্তির বিশেষ দিক।

৪. উদখুল (উরুন গাইন)

লোকপ্রযুক্তির বিশেষ দিক হলো উরুন গাইন। গ্রামীণ নারীরা এর সাহায্যে গম, ভুট্টা, চাল ইত্যাদি পিষ্ট করে ছাতু তৈরি করে। বাটালের সাহায্যে গাছের গুড়ির মাঝখানে গর্ত খুড়তে হয় যেন ওই গর্তে ১ কেজি পরিমাণ খাদ্য-সামগ্রী ধরে। তারপর শক্ত গাছের ডাল থেকে গাইন এমনভাবে তৈরি করতে হয় যেন সহজে না ভাঙ্গে। নারীরা ছন্দের তালে কোমড়ের দোলায় উরুন এর গর্তে খাদ্য সামগ্রী দিয়ে গাইন দিয়ে খাঁড়াভাবে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে খাদ্য-সামগ্রী গুড়া করে। এই উরুন গাইন গৃহস্থ বাড়িতে প্রয়োজনীয় গুড়া করে ছাতু বানানোর কাজে ব্যবহৃত হয়।

www.pathagar.com

এক রমণী গম-ভুট্টা দিয়ে ছাতু তৈরি করছে-১

সাধারণভাবে ২/৩ ফুট পরিমাণ উঁচু কাঠের গুড়ির মধ্যখানে ১৫/২০ ইঞ্চি পরিমাণ গোলাকার কিন্তু মসৃণ গর্ত করে নেয়া হয়। আম, জাম, বট প্রভৃতির গাছের গুড়ি ব্যবহৃত হয়। আঞ্চলিক ভাষায় এর নাম উরুন। এর সঙ্গে ৪/৫ ফুট গোলাকার ও লম্বাকৃতির দণ্ড ব্যবহৃত হয়। দণ্ডাকৃতির এই শক্তকাঠের নাম 'গাইন'। যা একসময় বিশেষ 'ছাম' জাতীয় কাঠের তৈরি হতো। 'উরুনের' ভেতর গম, যব, চাল, হলুদ, মরিচ প্রভৃতি রেখে গুড়া করা হয়। এর ব্যবহার উত্তরাঞ্চলে এখনও দেখা যায়। দণ্ডটির মুখ ৫/৬ ইঞ্চি ব্যসযুক্ত ও মসৃণ হয়। শক্ত জিনিস ভাঙানোর ক্ষেত্রে গাইনের মুখে লোহার গোলাকার পাত লাগানো থাকে। যাকে আঞ্চলিক ভাষায় 'সামা' বলা হয়।

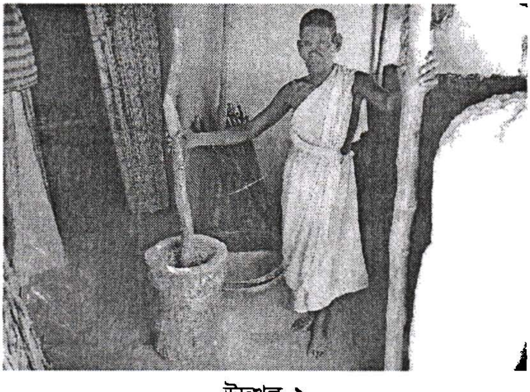

উদুখল-২

৫. ব্যাদা

বাঁশের তৈরি এ দুটি কৃষি উপকরণ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিটি গৃহস্থ বাড়িতে এদের উপস্থিতি। ব্যাদা সাধারণত তিন সাড়ে তিন হাত দৈর্ঘ্যের হয়ে থাকে। কাঠের মোটা

www.pathagar.com

তক্তা বা গুড়ির এই অংশে নির্দিষ্ট দূরত্বে একই মাপের বাঁশের দাঁত বা দাঁড় লাগানো হয়। যাতে জমির ঘাস বা আগাছা আটকানো যায়। ব্যাদার মাঝখানে সংযুক্ত থাকে একটি দীর্ঘ বাঁশের দণ্ড। এই দণ্ড বা 'ঈশ' নামের অংশটি মোটা তক্তা বা সুড়ির উপরিতলে যুক্ত বিধায় কৃষক পাঁচ-সাত ফুট দূরত্বে দাড়িয়ে কোমর বা বুক বরাবর 'ঈশ' বা দণ্ডটি ধরে টেনে যেতে পারে।

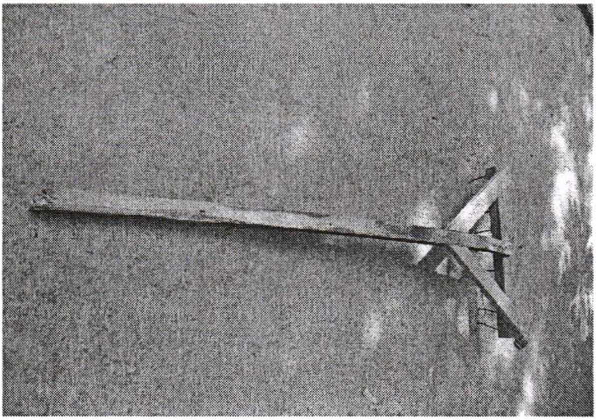

ব্যাদা

৬. ফাউরি

ফাউরি মূলত শক্ত দেড় দুই ফুট চওড়া কাঠের তক্তার অংশ বিশেষ। যার মাঝামাঝি একটু উপরের অংশে ফুটো করে লাগানো থাকে চার-পাঁচ ফুট বাঁশের দণ্ড, যা সুবিধামত দৈর্ঘ্যের কারণে টানতে সুবিধা হয়। টেনে টেনে ধান বা অন্যান্য দানাদার শস্যকে স্বল্প সময়ে জড়ো করে নেয়া যায়। প্রয়োজনে সহজেই ছড়িয়েও দেয়া যায়।

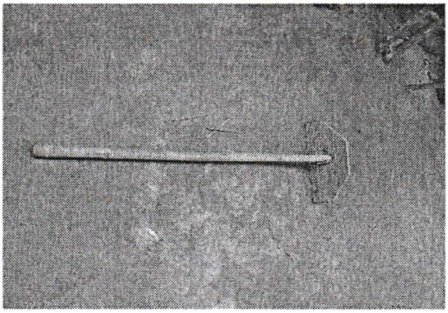

ফাউরি

৭. তীর ধনুক

বাঁশের তৈরি ধনুক আদিবাসীদের অতি ব্যবহৃত একটি শিকার যন্ত্র। ধনুকের ছিলা কখনও বাঁশের পাতি (চিকন বাতা) দিয়ে আবার কখনও চিকন শক্ত পাটের রশি দিয়ে

www.pathagar.com

তৈরি হয়। বাঁশ কেটে তৈরি ধনুক ও ছিলা তেল বা চর্বি মাখিয়ে চকচকে মসৃণ করা হয়। আগুনে সেঁকে নিলে ধনুক ও ছিলা দীর্ঘস্থায়ী হয়। বাঁশের দণ্ডের মাথায় লোহার ফলা বসিয়ে তীর বানানো ব্যয়বহুল। এজন্য বাঁশের বিশেষ মাপের ছিদ্রযুক্ত কঞ্চির অংশ আঘাত করার উপযোগী করে কেটে আটকানো হয়।

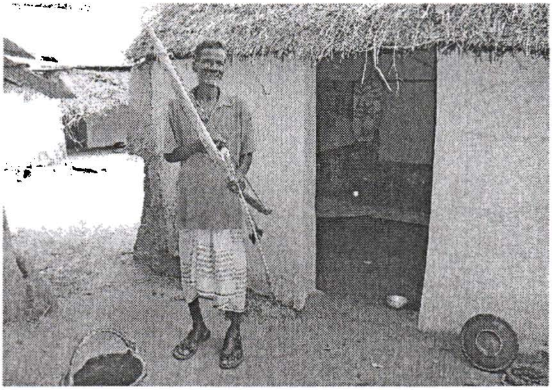

তীর ধনুক হাতে আদিবাসী

৮. মাছ ধরার ধোরকা

বদরগঞ্জ থানায় লোহানীপাড়া ইউনিয়নের আদিবাসীদের মধ্যে মাছধরার যন্ত্র হিসেবে বাঁশের নির্মিত ধোরকা ব্যবহৃত হয়। বাঁশের প্রসারিত মুখ দিয়ে মাছ প্রবেশ করে পেছনের নিচের অংশের দিকে গিয়ে মাছ আর ফিরে আসতে পারে না। প্রসারিত অংশটি সাধারণত তীব্র স্রোতের মুখে বা উঁচু থেকে নিচুতে পড়বার মতো স্থানে বসিয়ে রাখা হয়।

মাছ ধরার ধোরকা

৯. নিড়ানি

আমরা জানি ধান বা ফসল রোপনের অন্যতম একটি হাতিয়ার নিড়ানি নামক একটি যন্ত্র। এটির অত্যাধুনিক একটি মডেল আবিষ্কার করেন পীরগাছা উপজেলার সোনারায়

www.pathagar.com

গ্রামের অধিবাসী সুরেষচন্দ্র কৃষক । বাবার নাম : রাম চন্দ্র, মায়ের নাম জয়ন্তি, পেশা : কৃষিকাজ, বয়স : ৬২, শিক্ষা : নবম শ্রেণি।

এই নিড়ানি যন্ত্রটির তিনটি অংশ রয়েছে, ছোট হাতল, লম্বা হাতল ও ত্রিকোণ আকৃতির লোহার পাত। এর মাঝখানে লম্বা হাতলটি বসানোর জন্য একটি ছিদ্র থাকে। মাটির উপর দুহাত দিয়ে টানার সুবিধার জন্য নিড়ানিটিতে ব্যবহৃত লম্বা হাতলের শেষ অংশে একটি ছোটো হাতল আটকানো থাকে।

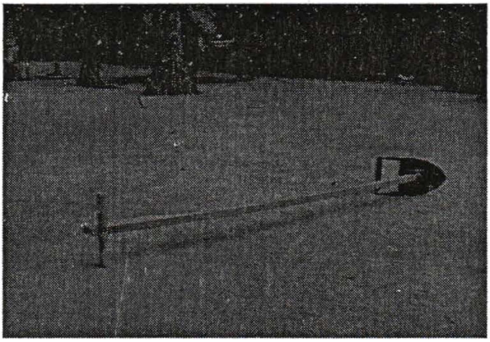

নিড়ানী চিত্র -১

নিড়ানি-২

১০. ইঁদুর মারা ফাঁদ

ইঁদুর মারা ফাঁদ তৈরিতে ফাঁপা বাঁশের দুটি টুকরো, লম্বা কঞ্চি ও দড়ি বা তার ব্যবহার করা হয়। মোটা ফাঁপা বাঁশের সঙ্গে এবং বাঁশের ফাঁপা মুখের মাপ অনুযায়ী আরেকটি ছোটো বাঁশ কোণাকৃতি করে বাঁশের কঞ্চি তার বা চিকন ও শক্ত দড়ি দিয়ে এমন করে টান টান কনে বাঁধা হয়, যাতে ছোটো বাঁশটিতে টান পড়লে সেটি ভিতরে ঢুকে যায়। ইঁদুরের জন্য খাবার মোটা বাঁশের ফাঁপা অংশে এমন করে রাখা হয়, যাতে ইঁদুর খেতে

www.pathagar.com

গেলে রশিতে টান পড়ে এবং ছোটো বাঁশটি মোটা ফাঁপা বাঁশের ভিতর ঢুকে গিয়ে ইঁদুরটিকে আটকে ফেলে। বাঁশ ও সুতো দিয়ে ইঁদুর মারা ফাঁদ তৈরি করেন, একই গ্রামের সঙ্গীতশিল্পী সুশীল চন্দ্র বর্মন, বাবার নাম : বঙ্কবিহারী, মায়ের নাম : শ্রী নিরবালা, পেশা : কৃষিকাজ, বয়স : ৬০, শিক্ষা : ১৯৭৪ সালে মেট্রিকুলেশন।

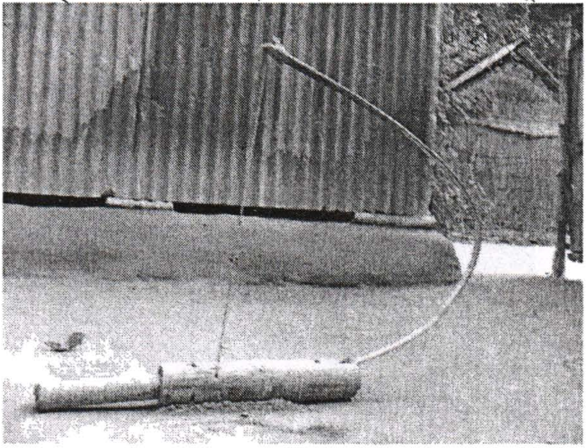

চিত্র-৩ : ইঁদুর মারা ফাঁদ

তথ্যসহায়ক

১. মোঃ হাফিজুর রহমান, পিতা : মোঃ লতিফুর রহমান, বয়স : ৫৬, রাধাবল্লভ, সাগরপাড়া, সদর, রংপুর। ঘানি শিল্প
২. শ্রীমতি যমুনা রাণী, স্বামী : মৃত যতীন্দ্রনাথ দেবনাথ, বয়স : ৫৫, যোগীপাড়া, মোমিনপুর, সদর, রংপুর। ঢেঁকি
৩. আশরাফ মাবুদ, পিতা : পাগলা মাবুদ, বয়স : ৫৫, গ্রাম : কিশামত শেরপুর, পোষ্ট : বেতগাড়ী, গংগাচড়া, দাতা : মোছাঃ মনিরা বেগম, স্বামী : আলা মিয়া, বয়স : ৩৫, গান্নার পাড়, গংগাচড়া। উদখুল-১
৪. কুসুম বালা, বয়স : ৬০, শিক্ষা : ২য় শ্রেণি, পেশা : গৃহিনী, গ্রাম : রহিমাপুর, পোস্ট : বৈদ্যনাথপুর। উদখুল-২
৫. ডাঃ হরিপদ রায়, বয়স : ২৮, শিক্ষা : বি.এ. পিতা : বগরাকান্ত রায়, গ্রাম : শ্যামগঞ্জ, পোস্ট : শ্যামগঞ্জ। ফাউরি
৬. দোয়েল কুজুর, বয়স : ৬৫, পেশা : কৃষি, গ্রাম : শিমুলঝুরি, পোস্ট : লোহানীপাড়া।
৭. বানী কেরকেটা, বয়স : ৫০, স্বামী : মনু পান্না, গ্রাম : শিমুলঝুরি, পোস্ট : লোহানীপাড়া। মাছ ধরার ধোরকা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

বাংলা একাডেমি